নারী

পাশ্চাত্য সমাজে ও হিন্দু সমাজে

(হিন্দু সমাজ গঠন তত্ত্ব)

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র (এটর্ণী)

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সহ-সভাপতি

মূল্য তিন টাকা

কলিকাতা ৫৩ নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩৩৪

কলিকাতা ১০৪ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, নব-গৌরাঙ্গ প্রেস
হইতে শ্রীকিশোরীমোহন মণ্ডল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

অবতরণিকা

আমাদিগের এখন অতিশয় দুঃসময় পড়িয়াছে, ভবিষ্যৎ ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন। আমাদিগের পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রীরা কি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে তাহা ভাবিলে সকলকেই অস্থির হইতে হয়। নারীদিগের ভবিষ্যৎ জীবন দুর্ব্বিসহ হইবারই অত্যধিক সম্ভাবনা হইয়াছে—ইতিমধ্যেই তরুণীদিগের বিবাহ হওয়া দুঃসাধ্য হইয়াছে, ৩০ বৎসরেও অবিবাহিতা থাকিয়া যাইতেছে—অনেকেই বিবাহিতা হইবার আশা ত্যাগ করিতেছেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্যের অনুকরণে উহাদিগের জন্য সকল অর্থকর কর্ম্ম করিবার দ্বার উন্মুক্ত করিতে চাহিতেছেন—তদুপযোগী শিক্ষা তাহাদিগকে দেওয়া হইতেছে—সেরূপ করায় পাশ্চাত্যে কোথাও সুফল হয় নাই। সেখানে নারীদিগের অবস্থা কত শোচনীয় তাহাদিগের দুর্গতি কত ভীষণ তাহা এদেশের অনেকের জানা নাই—আমরা দূর হইতে তাহাদিগকে সুখী মনে করি - তাহাদিগের জীবনের দুঃখ দেখিনা—তজ্জন্য অনেকে উহাদিগের অনুকরণ প্রয়াসী হইয়াছেন। সেই ভুল বিশ্বাস ভাঙ্গাইবার জন্য পাশ্চাত্য বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্‌দিগের পুস্তক ও Statistical abstract হইতে অনেক তথ্য তুলিয়া দেখান হইয়াছে সেখানে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত শতকরা ৪৩·৭টি স্ত্রীলোক অবিবাহিতা থাকে। অর্থাৎ যৌবনের প্রথম অর্দ্ধেক কাল, যখন ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রবল থাকে—প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিবার প্রবৃত্তি প্রবল থাকে—তখনই তাহারা বাল বিধবারই মতন স্বামীর ভালবাসা হীন—তাহার উপর অভীপ্সিত পুরুষদিগের দ্বারায় বারবার প্রত্যাখ্যানের অবমাননা নীরবে সহ্য করেন, তজ্জন্যই অবিবাহিতা থাকেন—অনেকেই প্রতারিতা হয়েন, তজ্জন্যই অনেক সভ্য 'উন্নত' নারীস্বত্বপ্রস্তারক পাশ্চাত্য দেশে যত জীবিত শিশু জন্মায়, প্রায় ততই ভ্রূণহত্যা হয়, বহুসংখ্যক জারজ সন্তানও হয়—অনেক শিশুই ত্যক্ত-শিশু আশ্রমে প্রতিপালিত হয়। যখন এদেশে অতি নগণ্য সংখ্যক বিধবারা

ঐরূপ ভ্রূণহত্যা করে—শিশু ত্যাগ করে—তখন তাহা হিন্দুসমাজের নারীনিগ্রহের প্রমাণ বলিয়া প্রঘোষিত হয়—এই ভ্রূণহত্যার সংখ্যার অনুপাত দেখিলেই পাশ্চাত্য নারীদিগের কত অধিক দুর্গতি তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তাহার উপর এই দীর্ঘকাল অবিবাহিতা অবস্থায় ভালবাসা না পাওয়ায় বিষয় ভোগই তাহাদিগের কাম্য হয়—তাহাদিগের ব্যক্তিত্ব ও বিকশিত হয়—এই দুই কারণে পরে বিবাহিত হইয়াও সুখী হইতে পান না—কলহও অধিক হয়—বিবাহ বিচ্ছেদও হয়—ক্রমেই তাহার সংখ্যা বাড়িতেছে—তাহার পর সন্তানরা বড় হইলেই অন্যত্র চলিয়া যাওয়ায় বৃদ্ধ বয়স ও অসুস্থ অবস্থা নির্জ্জন কারাবাস তুল্য হয়—গরীবদিগের জীবন দুর্ব্বিসহ হয়। ইহা অপেক্ষা নারীদিগের দুর্গতি কি হইতে পারে?

পাশ্চাত্যে বহুকাল হইতেই নারীদিগকে অনেক প্রকার অর্থকর কর্ম্ম করিতে দেওয়া হইয় ছে—তাহাতেও তাহাদিগের দুর্গতি ঘোচে নাই—ক্রমাগতই বাড়িতেছে গৃহ বা গার্হস্থ্য জীবন লোপ পাইতে বসিয়াছে—তজ্জন্য জন্ম সংখ্যা কমিতেছে—চিন্তাশীল সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা ভবিষ্যতের জন্য চিন্তিত হইতেছেন—পাশ্চাত্য সভ্যতা লুপ্ত হইয়া যাওয়ার ভয় হইতেছে। ইহা হইতেই বোঝা উচিত যে যাহা নারীস্বত্ব প্রসার বলিয়া পাশ্চাত্যে প্রচারিত হইয়াছে—তাহাতে গোড়ায়ই ভুল আছে। এখন তজ্জন্য যে জার্ম্মাণরা—যাহারা এতকাল সর্ব্বাপেক্ষা পণ্ডিত বলিয়া গণ্য ছিল—তাহারা (ইটালীও) এখন নারীদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছেন—যাহাতে তাহারা বিবাহিতা হইতে পান তাহার চেষ্টা করা হইতেছে—অর্থকর কর্ম্ম করিতে দিতে চাহিতেছেন না।

বহুধনী স্বাধীন পাশ্চাত্য দেশের যখন এরূপ অবস্থা তখন আমরা তাহাদিগের অনুকরণে কোন শুভ ফল প্রত্যাশা করিতে পারি না তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। মার্কিন দেশের ১১২,০০০,০০০ লোকের ভিতর ৯,০০০,০০০ বেকার। মার্কিন দেশে অশেষ শিল্পোন্নতি হইয়াছে, তাহাতে যে বেকার সমস্যা পূরণ হয় না ইহাতে তাহা প্রমাণ করে। আমাদিগের শিল্প ধ্বংস হইয়াছে—ব্যবসাও প্রায় পরহস্তগত—এই সকল অবিবাহিতা নারীরা প্রায় কি করিতে পারেন? তাঁহারা কেবল চাকরীর উমেদারনীই হইবেন—বেকার সংখ্যা বাড়াইবেন মাত্র—নারীদিগের চাকরী করার কত

স্বৈরবৃত্তি, অনেক সময়ে কত চরিত্রহীনতা-কারক, তাহাও অভিজ্ঞতার অভাবে অনেকে জানেন না। সুতরাং অধিকাংশকে পেটের দায়ে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে দেহ বিক্রয় করিতে হইবে তাহা অল্প লোকই দেখিতেছেন। আমরা যতই পাশ্চাত্য প্রথার অনুকরণ করিতেছি, যতই আমাদিগের সমাজগঠন ভাঙ্গিতেছি ততই আমাদিগের ও নারীদিগের দুর্গতি বাড়িতেছে তাহা দেখিয়া পাশ্চাত্য পদাঙ্ক অনুসারিতা প্রত্যাখ্যান করা যে সত্বর বিশেষ বিধেয় তাহা বোঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

এখন সমাজতন্ত্রবাদী ও সঙ্ঘবাদীদিগের প্রঘোষণার ফলে অনেকে বুঝিয়াছেন যে রুসিয়া যে পন্থা অনুসরণ করিতেছেন তাহা ভিন্ন অন্য পাশ্চাত্য দেশীয় পন্থা অনুকরণে এ দেশের, বিশেষতঃ দরিদ্রদিগের ও নারী-দিগের কোন উন্নতি প্রত্যাশা করা যায় না—অন্য সকল দেশে দরিদ্ররা ও নারীরা যে বিশেষভাবে নির্য্যাতিতা হয় তাহা এখন বুঝিয়াছেন তজ্জন্য অনেকে রুসিয়াবাসীদিগের অনুকরণ করিতে চাহিতেছেন। রুসিয়া প্রথমতঃ সর্ব্বত্র সাম্যস্থাপনা করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন—তদুদ্দেশ্যে ধনী ও মধ্যবিত্তদিগকে নিহত, সর্ব্বস্বান্তও দেশচ্যুত করিয়াছিলেন—লেলিন্ সাহেবও সামান্য কুলি মজুরদিগের মত আহার করিতেন, পরিচ্ছদও পরিতেন—সেইরূপ আসবাবহীন গৃহে বাস করিতেন। ইহা করিয়াও সেরূপ সাম্য স্থাপনা করিতে তাঁহারা সম্পূর্ণ অপারগ হইয়াছেন—ক্রমাগতই পারি-শ্রমিকের হারের তারতম্য করিতে হইতেছে। এখন যেন সাম্য স্থাপনের কথা চাপা দিয়া তাঁহারা দেশের কত উন্নতি করিয়াছেন—কত শিক্ষা বিস্তার করিয়াছেন—কত শিল্পোন্নতি করিয়াছেন—কত যুদ্ধশক্তি বাড়াইয়াছেন—তাহাই দেখান হইতেছে। জাপানও তদপেক্ষা বহু অধিক উন্নতি করিয়াছে—তাহারা কিন্তু ঐরূপ গণতন্ত্রও স্থাপনা করে নাই—সাম্য স্থাপনা করিবার জন্য ধনী ও মধ্যবিত্তদিগকে নিহত ও সর্ব্বস্বান্ত করে নাই—মুসোলিনির আমলে ইটালী ও তদ্বৎ বা তদপেক্ষা অধিক উন্নতি করিতে পারিয়াছে—ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে দেশের উন্নতি করিতে হইলে রুষিয়ার মত গণতন্ত্রেরও আবশ্যকতা নাই—সাম্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে ধনী ও মধ্যবিত্তদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিবারও আবশ্যকতা নাই। দ্বিতীয়তঃ রুষিয়া পুরুষ ও নারীর সকল বিষয়ে সাম্য স্থাপনা করিতে গেলেন—

নারীরা সৈনিকের কার্য্যও করিতেছেন—কাম উপভোগে তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিলেন—বিবাহ-বিচ্ছেদ স্বামী বা স্ত্রীর ইচ্ছাধীন করিলেন—এবং তাহাই নারীসত্ব প্রসার—তাহাতেই নারীদিগের ও দেশের উন্নতি হইবে বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল—সেই প্রচারের ঢেউ এ দেশেও আসিয়াছে—তাহার কুফলও ফলিতেছে। এইরূপ প্রথায় নারীদিগের কিরূপ বীভৎস উন্নতি হইল তাহা সোভিয়েট্ রমণীরা যাহা সগর্ব্বে Women in Soviet Russia নামক পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য তুলিয়া দিলাম (তাহার অনুবাদ করিবার প্রবৃত্তি হইল না)।

' A large proportion of the rising generation declared that sexual relations rested upon a purely physiological basis.''

About the life of a woman Red Army soldier the gifted Soviet Russian journali-t Lavissa Reissner writes :—

"But one day—it was the eve of an offensive—the commander of her unit sent for her. "If you a e really for the revolution, Ssasha" he said, "then if you please " and without waiting for an answer he revished Ssasha on the floor······

"It was not her lost virginity, which she had sacrificed to a man whom she did not love, that the young woman lamented, but the fact that she had to lie to those who were nearest to her······

"But there were women who regarded the "readiness for sexual sacrifice" as one of their military duties and thought no more about it. A woman holding a high administrative post said to the author, "I was one of those women too ; in those days it was a matter of course. And there was no time to reflect....."

(Pp 172—3)

Relating to the laxity of morals the following lines will explain the position :—

"There is no love between man and woman, only a sexual relation. For amongst us love is despised as belonging to the region of psychology, and only physiology has the right to exist. The girls have relations with their male comrades for a month or a week, sometimes accidentally for one night only. And any one who looks for anything more than a physiological experience in love is regarded as ridiculous, pitiful, feeble minded ··because the end is always the same, whether with or without a cherry blossom."

Other groups justified sexual nihilism by stating "Man's sexual life is purely a personal and private affair and concerns no one else······"Women were to be regarded merely as a field to be sown and fertilised."

"Proletarian love must resemble the love of the worker bees." (Pp 110—12) (Vide Women in Soviet Russia by Fannina W. Halle).

ঐরূপ বীভৎস 'উন্নতি' কি এদেশে অনেকে প্রার্থনীয় মনে করেন ? এইরূপ 'উন্নতি' হওয়ার ফলে একা মস্কোউ সহরে ১৫টি ভ্রূণহত্যা করাইবার জন্য হাঁসপাতাল করিতে হইয়াছিল—অনেক ত্যক্ত-শিশু আশ্রম গঠন করিতে হইয়াছিল—ইহাতে প্রায় দেশশুদ্ধ সকলেই যৌনরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে—কর্ম্মীমাতাদিগের শিশুরক্ষণাবেক্ষণের জন্য বন্দোবস্ত (mother's establishment) ও করা হইয়াছে। এখন তাহাদিগেরও মতি কতক ফিরিয়াছে—বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের কিঞ্চিৎ কড়াকড়ি করা হইতেছে—নারীদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে ও বলিতেছেন শুনিয়াছি। সেখানে নিত্য পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং তাহাই তাহার অনুপযোগিতা প্রমাণ করিতেছে। আমরা রুষিয়ার অনুবর্ত্তন করিতে গেলে কেবল তাহাদিগের

পরিত্যক্ত মতবাদেরই অনুবর্ত্তন করিব। রুষিয়ানরা যে রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে অনেক শিল্পোন্নতি করিয়াছে তাহাও আমাদিগের করিবার সাধ্য নাই—আমরা পরাধীন সে কথাটা যেন মনে থাকে। সুতরাং রুষিয়ার কথা তোলার ফলে কেবল দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতর, ধনী ও নির্ধনীর ভিতর, ধনিক ও শ্রমিকের ভিতর, উচ্চ ও নিম্ন জাতির ভিতর বিরোধ, বিদ্বেষ ও দেশে অন্তর্দ্রোহ সৃজিত হইতেছে—তাহাতে সকল উন্নতির, কি শিল্পের কি রাজনৈতিক উন্নতির পথই রুদ্ধ হইতেছে, দেশের ও নারীদিগের দুর্গতি দ্রুত বৃদ্ধি করা হইতেছে মাত্র। সুতরাং দেখা গেল কোন পাশ্চাত্য প্রথার অনুকরণে দেশের দুর্গতি দূর হইতে পারে না।

তাহার উপর আমাদিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ভারত বহু বিস্তৃত দেশ—রুষিয়া ব্যতীত ইয়োরোপের সমান—ইহাতে সভ্যতার বিভিন্ন স্তরের বহু ভাষাভাষী জাতি বাস করে—তাহাদিগের জীবন যাপন প্রণালীতে, ধর্ম্মবিশ্বাসে ও বহু বিভিন্নতা আছে—তত বিভিন্নতা সমস্ত ইউরোপে নাই সুতরাং ভারতের জাতীয় সমস্যা পাশ্চাত্য দেশের অপেক্ষা বহু জটিল—জেনিভার আন্তর্জ্জাতিক শান্তি সভায় যে সকল সমস্যা উত্থাপিত হয় তাহা অপেক্ষাও বহু জটিল—তাহারা সেই সকল সমস্যাই পূরণ করিতে সম্পূর্ণ অপারগ হইয়াছেন। কোন এক বাঁধাবাধি নিয়মে সমগ্র ভারতের বা ভারতের কোন বড় বিভাগের উন্নতি হইতে পারে না। সুতরাং আমাদিগের সমস্যা পূরণের জন্য পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষিতা ত্যাগ করিতে হইবে—শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পাশ্চাত্যে আবদ্ধ চক্ষুকর্ণ দেশের দিকে ফিরাইতে হইবে—নিজেদেরই উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে—আমাদিগের অবস্থায় আমরা কি করিতে পারি দেখিতে হইবে—কোন পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত কোন এক উপায় সে দেশে বিশেষ শুভফলদায়ী হইলেও তাহা এদেশে অপ্রযোজ্য হইতে পারে, বিশেষ অশুভফলদায়ীও হইতে পারে।

যদি নিজেকেই নিজেদের আবশ্যকীয় উপায় করিতে হয় তখন প্রথমেই দেখিতে হয় আমাদিগের কি আছে, কি বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে, আমরা কি চাহি ও আমাদিগের মতন পরাধীন অবস্থায় আমরা পরের সাহায্য বিনা নিজেরাই কতটুকু করিতে পারি।

সকলেই স্বাধীনতা চায়—আমরা তাহা চাহিতেছি—স্বাধীন হইলে হয়তো অনেক উন্নতি অনেক কার্য্য করা সহজ হয়। কিন্তু স্বাধীনতা কেহ আমাদিগের হস্তে তুলিয়া দিবে না—তাহা অর্জ্জন করিতে হইলে তাহার জন্য কি আবশ্যক তাহা দেখিতে হয় ও তাহা পূর্ব্ব হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। এখন যেরূপ যুদ্ধাস্ত্রের উন্নতি হইয়াছে তাহা অধিক পরিমাণে না থাকিলে যুদ্ধ করিয়া আমরা স্বাধীন হইতে পারার আশা করাও বাতুলতা মাত্র। যুদ্ধ না করিয়া অসহযোগ প্রথায় স্বাধীনতা পাওয়া যাইতে পারে কি না তাহা কোন কালে পরীক্ষিত হয় নাই। কিন্তু তাহা যদি সফল হইতে পারে তাহা তর্কস্থলে স্বীকার করিয়া লইলেও তাহার জন্য সকলের ঐক্য আবশ্যক, মনের অগাধ দৃঢ়তা ও চরিত্রবল একান্ত আবশ্যক। সেরূপ একতা এই বহুধা বিচ্ছিন্ন ভারতে প্রায় অসম্ভব—স্পেনের মত যেখানে প্রায় এক ধাঁচের লোকের বাস সেখানেও তাহা নাই—তজ্জন্যই ভীষণ অন্তর্দ্রোহ—স্বাধীন সাহসী চিনেরা, স্পেনবাসীরাও সেরূপ এক হইতে পারে নাই—ইউরোপও একযোগে কার্য্য করিতে পারিতেছে না—সুতরাং পরাধীন ভারতে সেরূপ একতার আশা সুদূর পরাহত। অতএব কোন নিকট ভবিষ্যতে ৫০।১০০ বৎসরের ভিতর সেরূপ হওয়ার আশা করা যাইতে পারে না; আমরা যে পথে এতকাল চলিয়াছি, পাশ্চাত্য পন্থা অনুকরণ করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে তো একতা বৃদ্ধি করিতে পারি নাই বরং দেখা যায় যে বিগত ৭০।৮০ বৎসরের ভিতর প্রাদেশিক বিরোধ ও বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও বিদ্বেষ, তাহার উপর উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর ভিতর বিদ্বেষ, ধনী ও দরিদ্রের বিদ্বেষ, ধনিক ও শ্রমিক বিরোধ ক্রমাগতই বাড়িয়া যাইতেছে; গৃহেও তরুণ ও নারী বিদ্রোহ সৃজিত হইতেছে; গৃহে ও অশান্তি। আর হইতেছে নৈতিক অবনতি, চরিত্রহীনতা—পরস্পরে অবিশ্বাস, ফাঁকিবাজি, মুখে লম্বা লম্বা কথা, কার্য্যের বেলায় অষ্টরম্ভা। ইহাতে যেমন স্বাধীনতা হইতে পারে না তেমনই সকল উন্নতির পথ চিরকালের জন্য রুদ্ধ করা হইতেছে এ সকলের দিকে দৃষ্টিহীন হইলে তো চলিবে না। তাহারও প্রতিষেধক উপায় উদ্ভাবন আমাদিগকে আশু করিতে হইবে।

বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা বহুগুণ অধিক দুঃসময় এদেশে হইয়া গিয়াছে। বহুকাল ব্যাপী অন্তর্যুদ্ধ ও অরাজকতা হইয়াছে, সুতরাং ভারত—জাতীয়

জীবনে দুঃসময়ের যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা বোধ হয় অন্য কোন দেশের থাকা সম্ভব নয়--কারণ কোন দেশই সেরূপ দুঃসময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই। আমরা তৎকালে কি উপায় অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়াছিলাম—ভারত সভ্যতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলাম তাহা চিন্তা করিলেই বোঝা যায় যে তাহা কোন রাজনৈতিক চাল চালিয়া বা উপায়ের দ্বারায় হয় নাই—কারণ রাজনৈ'তক সকল প্রতিষ্ঠানই বিলুপ্ত হইয়াছিল। আমরা বাঁচিয়াছিলাম কেবল আমাদিগের সমাজ গঠনের আশ্রয়ে। দুঃখেয় বিষয় আমরা পাশ্চাত্যের সমৃদ্ধি দেখিয়া ও পাশ্চাত্যে প্রচলিত কতকগুলি ভুল এবং মিথ্যা মতবাদ প্রচলনের ফলে আমরা আমাদিগের একমাত্র আশ্রয়স্থল সেই সমাজ গঠনেই আমাদিগের সকল অবনতির মূল বলিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝিয়াছেন—তাহা ভাঙ্গিবার যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেছেন এবং যতই তাহা ভাঙ্গিতেছে ততই আমাদিগের ও বিশেষতঃ নারীদিগের দুর্গতি বৃদ্ধি হইতেছে তাহা দেখিয়াও আমাদিগের চৈতন্য হইতেছে না, বরং আরও অধিক পাশ্চাত্য প্রথা অনুকরণ করিতে যাইতেছেন। অনেকে কোন উন্নতির উপায় না দেখিতে পাওয়ায় বিপ্লব আনয়ন করাই একমাত্র উপায় বলিয়া বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পরাধীন অবস্থায় বিপ্লব যে সফল হইতে পারে না তাহা তাহারা দেখেন না, তাহার উপর আমরা বহুধা বিচ্ছিন্ন—বিপ্লবের ফলে কেবল বহু রক্তনদী বহিবে মাত্র। স্বাধীন অবস্থায় ও বিপ্লবের ফল কত শোচনীয় হয় সেই বিপ্লবের অন্তর্দ্রোহের সুযোগে আমাদিগের পরাধীনতার শৃঙ্খল আমাদিগেরই দ্বারায় দৃঢ়ীভূত করা হয়, তাহাও বিপ্লবপন্থীরা দেখেন না—বিপ্লবীরা সফল হইলেও তখন হয় তো, অন্যজাতি আসিয়া আমাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে তাহাও তরুণরা দেখেন না—স্বাধীন স্পেনের দুর্গতির সুযোগ কেমন অন্য দেশবাসীরা লইবার চেষ্টায় আছে যদি আন্তর্জ্জাতিক গোলযোগ না থাকিত স্পেনের স্বাধীনতাই লোপ পাইত—জাপান কিরূপ চায়না গ্রাস করিতেছে তাহাও যেন সকলে দেখেন। সুতরাং এ সময়ে বিপ্লব আনয়ন করায় দেশের দুর্গতিই বহুগুণ বৃদ্ধি হইবে কুঁড়ে ঘরে বাস করিয়া তাহাতে search lightএর আলো আনার চেষ্টায়

তৃণকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করায় গৃহই পুড়িয়া যায়।

সেইজন্য আমাদিগের সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য কি তাহার মূল তত্ব (principle) কি ইহা দেশের ও বিশেষতঃ নারীদিগের পক্ষে কত প্রকৃত মঙ্গলজনক—নার দিগের জীবনের কার্য্য কত মহৎ তাহা দেখাইয়াছি। এবং আমাদের মতবাদের বিরুদ্ধ পাশ্চাত্যের প্রচলিত মতবাদের ভুল ও দোষ কোথায়, গার্হস্থ জীবন কি কারণে সেখানে লোপ পাইতে বসিয়াছে তাহা ও এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। আমাদিগের সম'জ গঠন যতদিন সজীব ছিল ততদিন ইহার অপেক্ষা বহু দুঃসময়ে নারীদিগের ও দেশের এত দুর্গতি হয় নাই—আমরা আমাদিগের সমাজগঠন যত ভাঙ্গিতেছি—যত পূর্ব্ব প্রচলিত সামাজিক বিধি নিষেধ অবজ্ঞাত হইতেছে, ততই দেশের লোকদিগের ও বিশেষতঃ নারীদিগের দুর্গতি বাড়িতেছে। এখনও আমাদিগে৭ সমাজ গঠন সাহায্যে আমরা কত সহজে কত শীঘ্র অন্যের বিনা সাহ'য্যে দেশের শ্রী ফিরাইতে পারি—নারীদিগের ভীষণ অবশ্যম্ভাবী দুর্গতি কিরূপ আশু নিবারিত হইতে পারে তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আরও দেখাইয়াছি যে সঙ্ঘবাদীরা যে সকল প্রথা অবলম্বন করিতে চাহিতেছেন তাহার অন্তর্নিহিত মূলতথ্য আমাদি'গের সমাজগঠনে অবলম্বিত আছে অথচ তাহাতে রাষ্ট্রশক্তির প্রভাবের অতিবৃদ্ধি হয় না, লোকদিগের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লোপ হয় না, যাহা পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাবে হইতেছে প্রসঙ্গক্রমে ভারতের অবনতির কারণ কি, তাহা আমাদিগের সমাজগঠনের দোষ নয় বরং হিন্দু সমাজ সৌধের মূলস্তম্ভ—ক্ষত্রিয় জাতির ধ্বংসেই হইয়াছে তাহাও দেখাইয়াছি।

এই পুস্তকের বহু পরিচ্ছেদ পূর্ব্বে 'ভা৴তবর্ষে' ও তৎপরে 'বসুমতীতে' মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল তজ্জন্য ইহাতে কিছু পুনরুক্তি দোষ রহিয়া গিয়াছে। আর বহুকাল ধরিয়া আমাদিগের সমাজ গঠনের অযথা নিন্দা অসহ্য হওয়ায় নব্যতন্ত্রী সংস্কারকদিগের প্রতি কিছু কটুক্তিরও প্রয়োগ অতি দুঃখের সহিতই করিতে হইয়াছে। আমিও এককালে তাঁহাদিগেরই মতাবলম্বী ছিলাম. দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় ঐরূপ নিন্দার ফলে আমা-

দিগের কত ভীষণ অমঙ্গল হইতেছে দেখিয়াই তাহার বিরুদ্ধে তীব্রোক্তি করিয়াছি। যুদ্ধের সময়ে আত্মরক্ষণের জন্য অনেক সময়ে বিপক্ষকে আক্রমণ করিতে হয় (offensive is sometimes the best defensive) সেইজন্যই পাশ্চাত্য প্রথার নিন্দা করিতে হইয়াছে তজ্জন্য মার্জ্জনা চাহিতেছি। আমি আমাদিগের পূর্ব্বকালীন মনীষিগণকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের অপেক্ষা বহু অধিক প্রতিভাবান মনে করি তাঁহাদিগেরই মতবাদ বলিয়াছি; এই পুস্তকটি কতকটা Commentary on the Hindu Social Organisation।

এই পুস্তকে আলোচিত বিবিধ জটিল বিষয় আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোক দ্বারা সমাধানের চেষ্টায় যে অনেক দোষ ক্রটী থাকিবে তাহা অবশ্যম্ভাবী। আমার দৃষ্টিহীনতার জন্যও মুদ্রাঙ্কনের কিছু কিছু ক্রটী রহিয়া গিয়াছে। এই সকল ক্রটীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। এখন পাঠক পাঠিকা-দিগের দেশের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য সকলেরই এই পুস্তকের আলোচিত বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করা আশু অত্যাবশ্যক হইয়াছে, যদি তাহা করেন, ইহার ভুল দেখাইয়া দেন তাহা হইলে বাধিত হইব। আমি যে প্রথা অবলম্বন করিতে বলিয়াছি তাহা যদি যুক্তিসঙ্গত মনে করেন তাহা হইলে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে যথা সাধ্য চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

আমার অনেক বন্ধুদিগের নিকট এই পুস্তক প্রণয়নে সাহায্য পাইয়াছি। তাহার ভিতর শ্রীযুক্তঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী মহাশয় Biological Tragedy of Woman নামক পুস্তকটি পড়িতে দিয়া বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। আর বাবু নরেন্দ্রনাথ শেঠ ও বাবু সুরেশচন্দ্র রায় ও তাঁহার ভ্রাতা ভবেশ-চন্দ্র রায় ও কুঞ্জবিহারী রায় সকল বিষয়ে—বিশেষতঃ মুদ্রাঙ্কন কার্য্যে অকুণ্ঠিত সাহায্য করিয়া আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

নারী—পাশ্চাত্য সমাজে ও হিন্দু-সমাজে

প্রথম প্রবন্ধ

আজকাল সর্ব্বত্রই নারী-জাগরণের কথা শুনা যাইতেছে। তাঁহারা চিরকালই অত্যাচারিত হইয়া আসিয়াছেন—এখন তাঁহারা শিক্ষিতা হইয়া তাঁহাদিগের ন্যায্য স্বত্বাধিকার চাহিতেছেন। পুরুষদিগের মতন সকল কর্ম্ম করিবার—বিশেষতঃ অর্থকরী কর্ম্ম করিবার তাঁহাদিগের অধিকার থাকা উচিত—তাঁহারা সকল অর্থকরী কর্ম্ম করিতে না পাওয়ার নিমিত্ত পুরুষদিগের দাসী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পুরুষরা যথেচ্ছা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে—নারীরা সেরূপ করিলেই যত দোষ—তাহা করিলে তাঁহাদিগকে ইহলৌকিক অনেক নির্য্যাতন সহিতে হয়—পারলৌকিক অনেক ভয় দেখান হয়। নিজেরা পছন্দ করিয়া বিবাহ করা উচিত—বিবাহ অসুখকর বোধ হইলেই বিচ্ছেদ করিতে দেওয়া উচিত—পারিবারিক জীবনে স্বামীর কোনরূপ আধিপত্য তাঁহাদের উপর থাকা উচিত নয়—রাজনৈতিকক্ষেত্রে তাঁহাদিগের ভোট থাকা উচিত—ব্যবস্থাপক সভার সভ্যা হইতে পাওয়া উচিত ইত্যাদি নানাপ্রকার স্বত্বাধিকার প্রসারের দাবী শুনা যাইতেছে। হিন্দু-সমাজ চিরকালই নারীদিগের উপর ঘোর অত্যাচারী—তাহাদিগকে অবজ্ঞা করে—এই সকল স্বত্বাধিকার দিতে অসম্মত—বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত মনে করে না—বালিকাদিগকে অল্প বয়সে বিবাহ দিয়া তাহাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি বিকাশের পথ রুদ্ধ করে। সুতরাং হিন্দু-সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক—তাহা না করিলে

আমাদের উন্নতির কোন প্রত্যাশাই নাই, ইহা অনেক তরুণ তরুণীরা প্রমাণিত সত্য বলিয়া ধরিয়া লয়েন ; বোধ হয় পাশ্চাত্যের নারীদিগের উক্তপ্রকার স্বত্বাধিকার প্রসার দেখাইয়া আমাদিগের গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিতেছেন।

যাঁহারা প্রথম হইতেই ধরিয়া লয়েন যে হিন্দু-সমাজ সকল পুরাতন অসভ্য সমাজের ন্যায় নারী-নিগ্রহী, তাঁহাদিগকে দেখিতে বলি যে হিন্দু ভিন্ন কোন সভ্য সমাজ এ পর্য্যন্ত ভগবানকে নারী আকারে দেখে না—কল্পনাও করে না। যদি সত্য সত্যই আমরা নারীকে হেয় বা নীচ মনে করিতাম্—অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতাম তাহা হইলে সর্ব্বশক্তিমান ভগবানকে নারী আকারে দেখিতাম না—কল্পনা করিতাম না - দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতারা বার বার নারীদেবতার শরণাপন্ন হইয়া অসুরদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার কথা আমাদের ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত হইত না—আপদ্‌-কাল উপস্থিত হইলেই গৃহে গৃহে চণ্ডীপাঠ হইত না—জীবনের প্রধান কাম্যবস্তুর—শক্তি, অর্থ ও বিদ্যার-অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে আমরা নারীভাবে কল্পনা করিতাম না—এরূপ কল্পনা করা অসঙ্গত হয়। আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে পরিবারস্থ সকল নারীদিগের প্রতি—(ভগিনী, দুহিতা, পুত্রবধূ, ভ্রাতৃবধূ, জ্ঞাতি, বন্ধুপত্নী, শিষ্যা প্রভৃতি) কেবল নিজের নিজের পত্নীর প্রতি নয়—সসম্মান ব্যবহার করিবার যেরূপ বিশেষ নির্দ্দেশ আছে —সেরূপ ব্যবহার না করিলে যে সে কুলের ইহকালও নাই পরকালও নাই বলা আছে—সেরূপ অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখা যায় না।*

---

* যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বস্তত্রাফলা ক্রিয়াঃ ॥ মনু ৩ অধ্যায় ৫৬
শোচন্তি জাময়ো ‡ যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা ॥ ৫৭
জাময়ো যানি গেহানি শপন্তি অপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যা হতানীব*বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ ॥ ৫৮
তস্মাদেতা সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতি কামৈনরৈ নিত্যং সৎকারেষুৎসবেষু চ ॥ ৫৯

‡ জাময় ঃ—ভগিনী, পত্নী, দুহিতা, পুত্রবধূ, ইত্যাদি। কৃত্যাহতা—অভিচারহতা

আমরা হিন্দুশাস্ত্রের সেই সকল আদেশ অবজ্ঞা করিয়া নারীদিগের অশেষ দুর্গতি ভোগ করাইতেছি অথচ হিন্দু সমাজকে নারী-নিগ্রহী বলিতে নব্য তন্ত্রীদিগের কুণ্ঠা বোধ নাই।

আমরা সকল স্ত্রীলোককেই মাতৃসম্বোধন করিয়া থাকি—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী—আমাদের চলিত প্রবাদ মধ্যে আছে।

ইহা হইতে প্রমাণ হয় কোন সমাজই হিন্দুদের মতন নারীদের এত সম্মান করে নাই—এত উচ্চ স্থান দেয় নাই। সুতরাং সকল ক্ষেত্রে নারীদিগের পুরুষদিগের মতন সমান অধিকার না থাকার নিমিত্ত হিন্দু-সমাজকে নারীনিগ্রহকারী ধরিয়া না লইয়া নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখা যাউক, সমাজে নারীর স্থান ও কর্ম্ম কি হওয়া উচিত—হিন্দু আদর্শই বা কি, ও তাহা নারীদের পক্ষে, সমাজের পক্ষে, সচরাচর সাধারণের পক্ষে মঙ্গলজনক কি না—পাশ্চাত্য আদর্শ অধিকতর মঙ্গলজনক কি না। কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক বিধিনিষেধ, নিয়মাবলি সাধারণের পক্ষে মঙ্গলজনক কি না দেখিতে হয়—ব্যক্তিগতভাবে তাহাতে অনেকের পক্ষে অন্যায় হইতে পারে—কিন্তু সমষ্টির সুবিধা ও মঙ্গলের জন্য সকল সমাজকেই ব্যষ্টির সুবিধা উপেক্ষা করিতে হয়—তাহা অপরিহার্য্য—তাহা যেন মনে থাকে।

আর একটি কথা আমাদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিলে তাহাদিগের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার হয় না—তাহাদিগের মঙ্গলজনক হয় না। বাঘকে ও গরুকে একই আহার দিলে তাহাদিগের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার হয় না—সকল লোককে একই রকম আহার দিলে তাহাদের উপযোগী হয় না। একই রকম কার্য্য করিতে

ইহা "নারীনিগ্রহী" মনুরই আদেশ। নারীর প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে "পূজ্যাস্তে" শব্দের ব্যবহারটির দিকে তরুণদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মিতাক্ষরা আইন প্রবর্ত্তক যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন—

ভর্তৃ, ভ্রাতৃ, পিতৃ, জ্ঞাতি, গুরু, শ্বশুর দেবরৈঃ।
বন্ধুভিশ্চস্ত্রিয়ঃ পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ॥

এই মিতক্ষরা আইনই ভারতে সর্ব্বত্র প্রচলিত।

দিলে তাহাদিগের অনেকের প্রতি অত্যাচার হইতে পারে। হৃদ্‌রোগগ্রস্ত লোকদিগকে বায়ুযানবাহকের কার্য্য করিতে দেওয়ায় তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়। যাহার যে কার্য্য করিতে উপযুক্ত হইবায় সম্ভাবনা অল্প আছে, তাহাদিগকে সেই কার্য্য করিতে না দেওয়া,—ও যাহাদের যে কার্য্য করিবার সহজ পটুতা আছে, তাহাদিগকে সেই কার্য্য করিতে দেওয়া, সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক। এইজন্য যাহাদের স্বাস্থ্য ভাল নয়, তাহাদিগকে সৈনিক হইতে দেওয়া হয় না। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, ক্ষমতা ও গুণাগুণ বিচার করিয়া তবে লোকেদের কার্য্য নির্দ্দেশ করাই সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর—ইহা সকল সভ্য সমাজে একবাক্যে স্বীকৃত।

পুরুষ ও নারীর শরীর গঠনের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে সাধারণতঃ নারীর শরীরের আয়তন, দেহের ও পেশীর শক্তি, পুরুষের অপেক্ষা কম, অস্থিও দুর্ব্বলতর, দেহও কোমলতর। তাহাদের মস্তিষ্কের ওজন ও জটিলতা (convolutions) মস্তিষ্কের অগ্রভাগের (cerebrum) ও পশ্চাদ্ভাগের (cerebellum) ও স্নায়ুগ্রন্থির (nerve ganglia) ওজনও পুরুষের অপেক্ষা কম। কিন্তু থ্যেলেমাস (Thalemus) যাহা সম্প্রতি ভাবপ্রবণতার (emotions) উৎপত্তি স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা পুরুষদিগের অপেক্ষা বড়। শুধু এই শরীর ও মস্তিষ্কের পার্থক্য হইতে দেখা যায়, যে পুরুষ ও নারীর একই প্রকার কর্ম্ম হওয়া বিধেয় নহে। একই প্রকার কর্ম্ম করিতে হইলে নারীদিগেরই দুর্গতি হইতে বাধ্য, কারণ, তাহারা দুর্ব্বলতর। আবার নারীদিগের মাতৃত্ব উপযোগী অঙ্গ সকল আছে (fallopian tube, uterus, ovary, breast) এবং সেই সকল অঙ্গ, কাম উপভোগ উপযোগী অঙ্গ অপেক্ষা বৃহত্তর—শেষোক্ত অঙ্গ পূর্ব্বোক্ত অঙ্গের কতক অংশের সহিত জড়িত। নারীর শরীর গঠন এরূপ যে মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশের নিমিত্ত—পূর্ণ গর্ভাবস্থায় মাতৃত্বের অঙ্গের নিকটস্থ সকল অঙ্গকে অবকাশ দিতে হয়। মাতৃত্বের অঙ্গ সকলে বহু স্নায়ু ও স্নায়ুগ্রন্থি আছে তাহা শরীরের অন্য অংশের সহিত জড়িত। তাহাদের স্নায়ু সকল তাহাদের মাতৃত্বের উপযোগী—অধিকতর সূক্ষ্মানুভূতি-শীল—সহজেই উত্তেজিত হয়। তাহারা বহুকাল অল্প পরিশ্রম করিতে

পারে, পুরুষরা সময়ে সময়ে অধিক পরিশ্রম করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের তজ্জন্য অধিক বিশ্রাম আবশ্যক। মাতৃত্বের অঙ্গ সকল আছে বলিয়াই তাহাদের মাতৃত্বের প্রকৃতিজ প্রেরণা আছে। শিশুদিগকে স্তন্যপান করাইয়া, পালন ও আদর করিয়া তাহারা যে পরিমাণে সুখী হয়—পুরুষরা সেরূপ হয় না। মাতৃত্বের উপরই সৃষ্টি নির্ভর করে—সুতরাং মাতৃত্বের অঙ্গগুলি তাহাদের প্রধান অঙ্গের মধ্যে গণ্য। পুরুষ ও স্ত্রীর পার্থক্য এই মাতৃত্বেই—সুতরাং মাতৃত্বই স্ত্রীত্ব। জীবজগতের ভিতর মানুষই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত (evolved) ; সুতরাং নারীদিগের মাতৃত্বও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিকশিত। তজ্জন্য মাতা ও অপত্যদের সম্বন্ধ জীবনব্যাপী ও মাতৃত্বের অঙ্গীভূত সেবাপরায়ণতা, ত্যাগশীলতা, পরার্থপরতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিকশিত—ক্রমে মানবজাতিতেই বহুবিস্তৃত। সেইজন্য লোকেরা যত পরস্পর সহায় ও নির্ভরশীল তত কোন জন্তু নয় ও পরস্পর সহায়শীলতার জন্যই মানবজাতি এত উন্নতি করিতে পারিয়াছে। (Benjamin Kidd on Science of Power বা "ভারতবর্ষের" ১৩৩২ সালের মাঘ সংখ্যার "বিবাহ ও সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। জন্তুদের ভিতর দেখা যায় যে স্ত্রী জন্তুরা কামভোগের পরেই গর্ভবতী হয়—যাহাদের গর্ভবতী হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহারা কাম উপভোগ করে না। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে প্রকৃতির নির্দ্দেশে স্ত্রীলোকের কাম তাহাদের মাতৃত্ব বিকাশের সহায়ক মাত্র—তাহাদের কাম ও মাতৃত্বের অঙ্গ জড়িত বলিয়া অনেক সময়ে মাতৃত্বের প্রকৃতিজ প্রেরণা কাম বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই সকল কারণে নারীদিগের কর্ম্ম এরূপ হওয়া উচিত যে তাহাতে মাতৃত্বের কোনরূপ ব্যাঘাত না হয়—মাতৃত্বের অঙ্গগুলির সম্যক ব্যবহার হইতে পায়। অঙ্গ থাকিলেই তাহার ব্যবহার করিবার প্রেরণা প্রকৃতি হইতেই আসে—অধিকদিন ব্যবহার না করিতে পাইলে সেই অঙ্গের স্নায়ু সকল শুষ্ক (atrophied) হইয়া যায়—সেই অঙ্গ ক্রমেই অব্যবহার্য্য হয়—অনেক সময়ে তজ্জন্য অনেক ব্যাধি হয়। মাতৃত্বের অঙ্গগুলি বহুকাল ব্যবহার করিতে না পাইলেও সেইরূপ হয়—মাতৃত্বের প্রকৃতিজ আকাঙ্ক্ষাও ক্রমে লুপ্ত হয়। হস্তপদাদি প্রধান অঙ্গ কোন লোককে ব্যবহার করিতে না

দিলে তাহার উপর যেরূপ অত্যাচার করা হয়, স্ত্রীলোকদিগের মাতৃত্বের অঙ্গগুলি বহুকাল বা চিরকার ব্যবহার করিতে না দিলে তাহাদের উপর সেইরূপই ঘোর অত্যাচার হয়। যাবৎ স্ত্রীলোকদিগের রজোনিঃসরণ হয় তাবৎ, তাহারা মাতা হইতে পারে—তাহার পূর্ব্বেও পারে না—তাহার পরেও পারে না। সুতরাং রজোনিঃসরণের আরম্ভ হইতেই নারীরা মাতা হইবার উপযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সকল স্ত্রী জন্তুরাই তৎকাল হইতেই কাম উপভোগ করে ও গর্ভবতী হয়—তাহার পর সামান্য দিনও অপেক্ষা করে না। সুতরাং প্রকৃতির নির্দ্দেশ এই যে তৎকাল হইতেই স্ত্রীলোকদিগকে কামের ও মাতৃত্বের অঙ্গ সকল ব্যবহার করিতে দেওয়া বিধেয়। এই সকল বিষয়ে সর্ব্ববাদীসম্মত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত—Havelock Ellis লিখিয়াছেন যে রজোনিঃসরণের প্রারম্ভই নারীদিগের যৌন পরিপক্কতা নির্দ্দেশ করিতেছে—("Sexual maturity is determined in women by a precise biological event, the completion of puberty on the onset of menstruation." See Psychology of Sex, Vol. VI. Page 524.) রজোনিঃসরণের পর স্ত্রীলোকদিগকে বহুকাল কামের ও মাতৃত্বের অঙ্গ সকল ব্যবহার করিতে না দেওয়ায় তাহাদের উপর অত্যাচার করা হয় এবং এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে অবিবাহিতা কন্যাদের তৎকালে হিষ্টিরিয়া, রজোসংক্রান্ত নানারূপ ব্যাধি, অজীর্ণ, মাথাধরা, মাথাঘোরা প্রভৃতি নানা ব্যাধি ও অনেক সময়ে অতি দূষ্য রক্তহীনতা, (Chlorosis, Persistent Anaemia). হৃৎপিণ্ডের ব্যাধি হয়—ইহা সকল বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত স্বীকার করেন। সুতরাং আমাদের দেশে রজোদর্শনের প্রারম্ভ হইতেই যাহাতে কাম উপভোগ করিতে পায় ও মাতৃত্বের অঙ্গ ব্যবহার করিতে পারে ও তাহা করিতে গিয়া বিপদগ্রস্ত না হইতে হয়, তজ্জন্যই স্ত্রীলোকদিগের অল্প বয়সে বিবাহ দিবার প্রথা হইয়াছে। এইরূপ ব্যবহার না করিতে পাইলে তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করা হইত—এই অত্যাচার নিবারণ করা অল্পবয়সে বিবাহ দিবার এক প্রধান উদ্দেশ্য। সংস্কারকেরা এই প্রথাকে যে দোষণীয় বলেন তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। তাঁহারা যে বলেন

বাল্যে বিবাহ হওয়ায় বালিকাদিগের শিক্ষা হইতে পায় না—সে কথাটিও ভ্রমাত্মক। কারণ বধূরা তাহাদের স্বামীর বংশের পোষ্যকন্যা—তজ্জন্য তাহাদের বিহাহের সময় গোত্রান্তর হয়—সুতরাং তাহাদের শিক্ষার ভার তাহাদের পোষক পিতা—অর্থাৎ শ্বশুর ও স্বামীর উপর সমর্পিত হয়—তাহাদের নিজ সংসারের উপযোগী ভাবে শিক্ষা দেওয়া তাহাদেরই কর্ত্তব্য,—দিয়াও থাকেন। পিতৃগৃহে প্রাপ্ত শিক্ষা স্বামীর বংশের অনুপযোগী হইতে পারে—অনুপযোগী শিক্ষাতে বিরোধের সম্ভাবনা আছে বলিয়াই তাহা নিরাকরণ করিবার উদ্দেশ্যেই—দাম্পত্য-প্রেমের পূর্ণ-বিকাশের উদ্দেশ্যেই—বধূদের শিক্ষার ভার স্বামীর বংশের উপর সমর্পিত। যদি তাঁহারা উপযুক্ত শিক্ষা না পান, তাহা আমাদের সমাজ-গঠনের দোষ নয়—শ্বশুর-শাশুড়ী বা স্বামীরই দোষ।

স্ত্রীলোকদের রজোনিঃসরণ-কালীন তাহাদিগের শারীরিক নানা বিপর্য্যয় হয়—স্নায়ু সকল এত উত্তেজিত হয়, এত বিকৃত ভাবাপন্ন হয় যে তৎকালে তাহাদের বিশ্রাম একান্ত আবশ্যক—সকল ডাক্তারেরাই স্বীকার করেন। এই বিশ্রাম না পাইলে তাহাদিগের বিশেষ কষ্ট হয়—নানা ব্যাধি হয়—অনেক সময়ে তাহা দুরূহ আকার ধারণ করে। গর্ভকালীন ও অপত্যেরা যতদিন ছোট থাকে, ততদিন তাহাদের সেবা ও তত্ত্বাবধারণের জন্য অন্য কোন কর্ম্ম করা বিধেয় নয়, সে সময় অন্য কর্ম্ম করিতে হইলে নারীদের বিশেষ কষ্ট ও অসুবিধা হয়—শিশুদেরও কষ্ট ও অনেক সময়ে দুর্গতি হয়। ধনী স্ত্রীলোকেরা হয় তো শিশুর পরিচর্য্যা অন্য স্ত্রীলোক-দিগের দ্বারায় করাইতে পারেন—কিন্তু সাধারণ স্ত্রীলোকেরা তাহা পারে না। সুতরাং তাহাদেরও শিশুদের দুর্গতি হয়। সুতরাং নারীর শরীর গঠন ও তাহার ক্রিয়া হইতে প্রতীয়মান হয় যে তাহাদের কর্ম্ম এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে (১) তাহাদের মাতৃত্বের কোনরূপ ব্যাঘাত না হয়—অর্থাৎ (ক) রজোনিঃসরণের প্রারম্ভ হইতেই মাতা হইবার স্বাধীনতা থাকে (খ) গর্ভকালীন ও যাবৎ অপত্য ছোট থাকে তাবৎ তাহাদের তত্ত্বাবধান, যত্ন ও সেবা করিবার পূর্ণ অবকাশ থাকে, ও তাহাদের তজ্জন্য বিশেষ দুশ্চিন্তা-ভারগ্রস্তা না হইতে হয় বা বিশেষ কষ্ট না সহ্য

করিতে হয়। (২) মাসিক রজোনিঃসরণ কালীন বিশ্রাম পায় (৩) শরীরের আপেক্ষিক দুর্ব্বলতা ও স্নায়ুর ক্রিয়া পার্থক্যের অনুপযোগী না হয়। যদি তাহাদের কর্ম্মে উপরিউক্ত কোনটির ব্যাঘাত হয়, তাহা হইলে সেরূপ কর্ম্ম করার বা করিতে পাওয়ায়, বা বাধ্য হওয়ায় তাহাদিগের স্বত্বাধিকার প্রসার না হইয়া তাহাদের উপর অত্যাচারই করা হয়।

পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকেরা সম্প্রতি বহু কর্ম্ম করিতেছে—তাহাদিগকে ভোট-অধিকার দেওয়া হইয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অনেক কর্ম্ম করিতেছে বলিয়া আমাদের তরুণ-তরুণীরা অনেক বৃদ্ধরাও মনে করেন যে এইরূপ কর্ম্ম করিতে পাওয়ায়, নারীদিগের স্বত্বাধিকার প্রসার করা হইতেছে এবং আমাদেরও সেইরূপ করা উচিত। পাশ্চাত্যে কেন এরূপ হইয়াছে তাহা পরে বুঝিবার চেষ্টা করিব। এখন দেখা যাউক এরূপ করিতে পাওয়া সাধারণতঃ নারীদিগের মঙ্গলজনক, কি, না।

অতি অল্প অর্থকরী বা রাজনৈতিফ কর্ম্ম আছে যাহাতে নারীরা প্রথমতঃ মাসিক তিন চারি দিন বিশ্রাম পাইতে পারেন ও গর্ভাবস্থায় ও অপত্য হইবার পর কিছুকাল বিশ্রাম পাইতে পারেন। সুতরাং এই সকল কর্ম্ম, যাহাতে তাহায়া সেইরূপ বিশ্রাম প্যয় না, তাহা করিতে দেওয়া বা পাওয়া তাহাদের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়—সমাজের পক্ষেও মঙ্গল-জনক নয়। কেবল লুপ্ত গর্ভধারণশক্তি নারীদের জন্য ঐ সকল কর্ম্ম করিতে পাওয়া হয় তো দোষাবহ না হইতে পারিত, কিন্তু ঐরূপ স্বত্বাধিকার সাধারণভাবে সকল নারীদের জন্য চাওয়া হইতেছে—পাশ্চাত্যে তাহাই হইয়াছ—এবং তাহার ফলে কি কুমারী, কি বিবাহিতা কি বৃদ্ধারা সকলেই অর্থকরী কর্ম্মে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন। কিন্তু সকল স্ত্রীলোকরা এইরূপ কর্ম্মে অবতীর্ণ হওয়ার ফলে যে শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ইহা আবশ্যক বা অনুপযোগী নয়, তাহাদের সেইরূপ কর্ম্ম পাইবার পথই সঙ্কুচিত হইতেছে; কারণ তাহাতে ঐরূপ কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতেছে। এই সকল কর্ম্ম পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় করিতে হইলে যে মাসিক বিশ্রাম নারীদিগের একান্ত আবশ্যক তাহা পাইতে পারে না, তজ্জন্য তাহাদিগের

শারীরিক কষ্ট অবশ্যম্ভাবী—স্বাস্থ্যহানিও হয়—সুতরাং নারীদিগের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়—এরূপ কর্ম্ম করিতে পাওয়ায় তাহাদিগের স্বত্বাধিকার প্রসার বলা সঙ্গত নয়, বরং এইরূপ কর্ম্ম করিতে বাধ্য হওয়াই তাহাদিগের উপর অত্যাচার ; সুতরাং এইরূপ কর্ম্ম যত কম করিতে বাধ্য হয় ততই তাহাদের পক্ষে ভাল এবং সেইরূপে সমাজ-গঠন হওয়াই বিধেয়। একে তো গরীবদের অর্থকরী কর্ম্ম করিতে গেলেই তাহাদিগকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, তাহা কি পুরুষদিগের কি নারী-দিগের। এখনও যে পাশ্চাত্য-সমাজে সদুপায়ে জীবিকা উপার্জ্জন করা যুবতী—শিক্ষিতা নারীদিগেরও—বিশেষ অপমানজনক, অনেকের সে জ্ঞানই নাই। জগদ্বিখ্যাত লেখক Hall Caine এর 'The Woman thou gavest me,' H. G. Wellsএর 'Ann Veronica,' Victor Hugoর 'Les Miserables'এতে Fantineএর উপাখ্যান পড়িলে তাহা দেখিতে পাইবেন। অনেক সময়ে চরিত্রহীনতা আর্থিক উন্নতির সহায়ক হয়—সেইজন্য অনেকেরই পদস্খলন হয়। এইজন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে পাশ্চাত্যের বারবনিতাদের ভিতর অধিকাংশকেই অর্থকরী কর্ম্ম করিতে গিয়া ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। Havelock Ellis (See Psychology of sex Vol. VI. Page 557 to 558) লিখিয়াছেন যে কলকারখানায় কর্ম্মকারিণী (Factory girls) বাড়ীর পরিচারিকা, দোকানে বিক্রয়কারিণী (Shop—girls) হোটেলাদিতে পরিচারিকা (waitresses) হইতে অধিকাংশ বারবনিতা আসে। যাহারা দরজীর কাজ করে তাহাদের অনেকেই যখন ব্যবসা ভাল না চলে তখন বেশ্যাবৃত্তি করে, অনেকে দুই কার্য্য একত্রেই করে। মুক্তি ফৌজের (Salvation army) খাতা হইতে প্রকাশ হইয়াছে যে লণ্ডন সহরের পূর্ব্বাংশে যেখানে অধিকাংশ গরীবরা বাস করে সেখানে শতকরা ৮৮টি বেশ্যা চাকরাণী শ্রেণী হইতে আসিয়াছে। লণ্ডন সহরে ১৬০২২টি বেশ্যাদের ভিতর তদন্ত করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে যে ৫০৬১টি বেশ্যা আনন্দ উপভোগ করিবার নিমিত্ত বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, ৩৩৬৩টি দৈন্যের নিমিত্ত, ৩১৫ টি

প্রতারিত হইয়া, ১৬৩৬টি পুরুষরা বিবাহের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করায় ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। The Great social Evil নামক পুস্তকে Logan সাহেব লিখিয়াছেন যে বেশ্যাদের ভিতর এক-চতুর্থাংশ পূর্ব্বে হোটেলাদিতে কর্ম্ম করিত—এক-চতুর্থাংশ কলকারখানায় কর্ম্ম করিত, এক -চতুর্থাংশ কুটনী দ্বারায় প্রতারিত, এক-চতুর্থাংশ কর্ম্মাভাবে, (তাহা কতক নিজেদের দোষে) আর বিবাহের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়ায় বেশ্যাবৃত্তি করে। বার্লিন ও ভিয়ানা সহরের শতকরা ৫১টি ও ৫৮টি বেশ্যা চাকরাণী শ্রেণী হইতে আসিয়াছে। Havelock Ellis আরও লিখিয়াছেন যে অনেক শ্রমিক ও গরীব মধ্যবিত্তদের কন্যারা যে গুপ্ত বেশ্যাবৃত্তি করে তাহা নিশ্চয়। Actor সাহেব On prostitution নামক বিখ্যাত পুস্তকে লিখিয়াছেন যে অসংখ্য বৃটিশ নারী মধ্যে মধ্যে বেশ্যাবৃত্তি করিয়া থাকে। বেশ্যা হওয়ার প্রধান কারণ তাঁহার মতে কর্ম্মের অভাব ও পারিশ্রমিকের অল্পতা। আবার অনেকে মনে করেন যে চাকরী করিতে গিয়া ধনীদিগের ভোগাতিশয্য দেখিয়া প্রলোভিত হইয়াই অধিকাংশ এইরূপ বেশ্যাবৃত্তি করে। লালা লজপত রায় তাঁহার Unhappy India নামক পুস্তকে ১৮ অধ্যায়ে James marchant এর The master problem ও Dr. Blochএর Sexual life of our time, Glass of fashion ও অন্যান্য বিশ্বাসযোগ্য সমাজতত্ত্ববিৎদিগের লেখা হইতে দেখাইয়াছেন যে অধিকাংশ দোকানের বিক্রয়কারিণীদের গুপ্ত বেশ্যাবৃত্তি করিতে হয়। অনেক সেবাসদন (nursing homes), স্নানাগার (baths), গা, হাত, পা টিপাইবার স্থান (massage establishment) নাচ, ও গানের স্থান, থিয়েটার, মদের দোকান, হোটেল, গুপ্ত বেশ্যাবৃত্তির স্থানের মধ্যেই গণ্য—সেখানে যে সকল তরুণীরা কার্য্য করে তাহাদের প্রকৃত কার্য্যই বেশ্যাবৃত্তি। * অনেক কর্ম্মপ্রার্থিণীদিগকে নানাপ্রকারে প্রলোভিত করিয়া,—ভয় দেখাইয়া,—বিপদগ্রস্তা করিয়া বেশ্যাবৃত্তি করিতে বাধ্য করে বলিয়া ইংরাজ সরকার হইতে ইস্তাহার জারি করিয়া সাবধান করা হইয়াছিল যে যেন তরুণীরা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখিয়া চাকরী

* The Master Problem P. 186.

সন্ধান আপিস হইতে খবর পাইয়া,—বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া—চাকরী করিতে না যায়—অপরিচিত লোকের সহিত কথা না কহে—রবিবার স্কুলে ও বাইবেল ক্লাসে অপরিচিতের আহ্বানে যোগ না দেয়—নিজের গন্তব্য পথ জিজ্ঞাসা না করে—কাহারও হঠাৎ বিপদের কথা শুনিয়া সাহায্য করিতে তাহার সহিত না যায়—ইত্যাদি † (যাঁহারা অবরোধ প্রথা দোষাবহ মনে করেন, তাঁহারা যেন তরুণীদিগের এই সকল বিপদের কথা মনে রাখেন)। তরুণীদিগের অর্থকরী কর্ম্ম করিতে যাওয়ার পাশ্চাত্যেই ফল কিরূপ বিষময় হয় তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দিলাম। গরীবদেরই অর্থকরী কর্ম্ম করিবার আবশ্যক—পেটের দায়ে যখন যে কর্ম্ম করিবার সুবিধা পায়, তাহাই লইতে বাধ্যহয়—তাহার ভালমন্দ বিবেচনা করিবার অবসর ই থাকে না—প্রতারকদিগের দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিবার ক্ষমতাও তরুণীদিগের নাই—আমাদের দেশের অনেক বয়োবৃদ্ধদিগেরও নাই—আড়কাঠিদের দ্বারায় কুলি সংগ্রহের কাহিনী যেন স্মরণ থাকে—সুতরাং গরীব তরুণীদিগকে অর্থকরী কর্ম্ম করার প্রলোভন অধিকাংশ স্থলে কুট্টনিদিগের দ্বারায় প্রলোভন দেখাইয়া গৃহ হইতে বাহিরকরার প্রথম

† The notification is quoted in extenso (see Ibid P. 188).

Warning to Girls, Forewarned is Forearmed.

"Girls should never speak to strangers, either men or women, in the Street, in shops, in stations, in trains, in lonely country roads, or in places of amusement.

Girls should never ask the way of any but officials on duty, such as policemen, railway officials, or postmen.

Girls should never loiter or stand about alone in the Street and if accosted by a stranger (whether man or woman) should walk as quickly as possible to the nearest policeman.

Girls should never stay to help a woman who apparently faints at their feet in the street, but should immediately call a policeman to her aid.

Girls should never accept an invitation to join Sunday School

সোপান মাত্র হইয়া পড়ে। ইহাকেই 'নারীস্বত্বাধিকার' প্রসার বলিয়া সংস্কারকেরা আমাদের গৃহলক্ষ্মীদিগকে বোঝাইতেছেন!

পাশ্চাত্যের ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজ গঠনের দোষে সকলকে নিজের নিজের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া অধিকাংশ লোকেরা বহুকাল—অনেকে চিরকাল—বিবাহ করিতে পায় না—অধিকাংশেরই যৌবন উত্তীর্ণ হইয়া যায়; সুতরাং বহু নারীরা বহুকাল—অনেকে চিরকাল—অবিবাহিতা থাকে; সুতরাং পুরুষদিগের সহিত বি-সম প্রতিযোগিতায় অর্থকরী কর্ম্ম করার নিগ্রহ ভুগিতে হয়—পেটের দায়ে তাহারা সকল অর্থকরী ও অন্যান্য কর্ম্ম পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় করিতে চাহিতেছেন—এবং ইহাই উন্নতির চিহ্ন—নারী স্বত্বাধিকার প্রসার বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতেছি এখানে সেইরূপ করিতে অনেকে চাহিতেছেন। ইহার ফল কি হইতেছে

or Bible Class given them by strangers. even if they arewearing the dress of a Sister or nun, or are in clerical dress.

Girls should never accept a lift offered by a stranger in a motor, or taxi-cab, or vehicle of any description.

Girls should never go to an address given them by a stranger, or enter any house. restaurant, or place of amusement on the invitation of a stranger.

Girls should never go with a stranger (even if dressed as a hospital nurse (or believe stories of their relatives' having suffered from an accident or being suddenly taken ill, as this is a common device to kidnap girls .

Girls should never accept sweets, food, a glass of water, or smell flowers offered them by a stranger ; neither should they buy scents or other articles at their door as so many thing may contain drugs.

Girls should never take a situation through in advertisement or a stranger or registry office either in England or abroad, without first making enquiries from the Society to which they belong.

Girls should never go to London or any large town for even one night without knowing of some safe lodging".

ও হইয়াছে তাহা স্থির চিত্তে দেখিতে বলি। বহু অবিবাহিতা নারী এইরূপ অর্থকরী কর্ম্মে অবতীর্ণ হওয়ার ফলে চাহিদা ও যোগানের নিয়মে (Law of demand and supply) সকল কর্ম্মের পারিশ্রমিকের হার কমিয়া যায়। যত নারীরা এইরূপ কর্ম্ম করে, তত পুরুষরা সেই কর্ম্ম করিতে পায় না—তাহারা কর্ম্ম পাইলে হয় তো অনেকে বিবাহ করিয়া অন্য কতকগুলি স্ত্রীলোককে অর্থকরী কর্ম্ম করিবার ফৈজয়তী হইতে অব্যাহতি দিতে পারিত—তাহা তাহারা পারে না—সুতরাং সেই সকল নারীরাও অর্থকরী কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং যত অধিক নারীরা অর্থকরী কর্ম্মে নামিতেছে তত বিবাহের সংখ্যা কমিতেছে—পাশ্চাত্যে তাহাই হইতেছে—তাহা নারীদিগের পক্ষে ভাল কি মন্দ পরে আলোচনা করিব। এইরূপ বহু নারীরা বহুকাল অবিবাহিত থাকায় ও প্রতিযোগিতায় পুরুষদিগের সহিত অর্থকরী কর্ম্ম করায়—পুরুষ ও নারীদিগের ভিতর একটা রেশারেশি—একটা বিদ্বেষভাব উপস্থিত হয়—(যাহার অন্য গৌণ কারণও আছে)—যাহা পাশ্চাত্যে আসিয়াছে ও ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা সকল নারীস্বত্বাধিকার প্রসারের নেতারাই স্বীকার করেন। এইরূপ প্রতিযোগিতায় পুরুষদিগের সহিত বহুকাল কর্ম্ম করায় তাহাদের স্ত্রীস্বভাবসুলভ কোমলতার পরিবর্ত্তে পুরুষসুলভ কাঠিন্য আসে—সহানুভূতির প্রেরণা কমিয়া যায়,যাহা পরে বহুকাল অভ্যাস অভাবে তাহাদিগকে মাতৃত্বের ও বিবাহিত জীবনের ও গৃহস্থালী কর্ম্ম করিবার অনুপযুক্ত করিয়া তোলে—মাতৃত্বের ও গৃহস্থালী কর্ম্মে আর তাহারা সেরূপ সুখ পায় না—বরং কষ্ট হয়—অপরের সুখ সুবিধার নিমিত্ত নিজের সুখ সুবিধা বলি দিবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা—যাহার উপর বিবাহিত জীবনের সুখ ও শান্তি প্রধানতঃ নির্ভর করে—তাহাই কমিয়া যায়—সুতরাং বিবাহিত জীবনের সুখ শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা আনিতে অপারগ হইয়া পড়ে—তাহাদের বিবাহিত জীবন অশান্তিময় হয়—এইরূপ সাধারণতঃ হওয়া অপরিহার্য্য—পাশ্চাত্যে তাহাই হইতেছে। সেইজন্য বিবাহ বিচ্ছেদ উত্তরোত্তর বাড়িতেছে এবং তাহাই নারীস্বত্বাধিকার প্রসার ও উন্নতির চিহ্ন তরুণ তরুণীরা ধরিয়া লইতেছেন। যদি অপত্য

থাকে বিবাহ বিচ্ছেদে তাহাদের কিরূপ দুর্দ্দশা হয় তাহা দেখিয়া মাতাদের কিরূপ কষ্ট হয় তাহা ভাবিতে বলি। নিজেরাই পছন্দ করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন—প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিলেন—কত সুখের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; সেই সকল চূর্ণ হইয়া গেল—প্রেমাস্পদের কুব্যবহার অসহ্য হইল—গৃহ ভগ্ন হইল—আবার নূতন করিয়া জীবন যাপন করিতে হইবে—আবার হয় তো মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে—কত মনোমত স্থানে প্রত্যাখ্যানের অবমান নীরবে সহ্য করিতে হইবে। ইহা ভালবাসাপ্রবণ নারী হৃদয়ে কিরূপ মর্ম্মাঘাতী তাহা ঈষৎ কল্পনা সাহায্যে তরুণ তরুণীদিগকে ভাবিতে বলি এবং ইহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি তাহাদিগের স্বত্বাধিকার প্রসার বলা কত অসঙ্গত তাহাও ভাবিতে বলি। ইহা কেবল পাশ্চাত্য বিবাহ প্রণালীর দোষ ও বিফলতা স্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে। যাহারা কিছুদিন অর্থকরী কর্ম্ম করিয়া তাহাতে অভ্যস্তা হইয়াছে, একে তো তাহাদের গৃহস্থালী কর্ম্ম ভাল লাগে না, তাহাতে অর্থ সচ্ছলতার মোহে তাহারা বিবাহিতা হইয়াও অনেকে অর্থকরী কর্ম্ম করিতে থাকে। বিবাহিতারা অর্থকরী কর্ম্ম করায় প্রথমতঃ অবিবাহিতা নারীদিগেরও পুরুষ-দিগের—যাহাদের অর্থোপার্জ্জনের বিশেষ আবশ্যকতা—আছে তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়—পারিশ্রমিকের হার কম হয়—সুতরাং তাহাদের দুর্দ্দশা হয়—তাহাতে নারী সমষ্টীর কোনরূপ মঙ্গল হয় না—ধনী প্রভুদেরই সুবিধা হয়। বিবাহিতা নারীরা অর্থকরী কর্ম্ম করায় তাহাদের বিবাহিত জীবনও শান্তি ও প্রীতিদায়ী হয় না—অপত্য থাকিলে তাহাদেরও দুর্দ্দশা হয়। যখন দুই জনেই অর্থকরী কর্ম্মান্তে পরিশ্রান্ত, নানা ঝঞ্ঝাটগ্রস্ত ও বিরক্তি ভাবাপন্ন হইয়া গৃহে ফিরিবেন তখন কে কাহাকে, কখন, যত্ন, সেবা, ও সহানুভূতির শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়া স্নিগ্ধ করিবেন? আর যদি আবশ্যক মত পরস্পরের যত্ন সেবা ও সহানুভূতি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বিবাহের সাফল্য কোথায়? তখন তাহাদের গৃহ, আর গৃহ রহিল না—মেশে পরিণত হইল। এরূপ হওয়ায় সামান্য কলহও ভীষণ আকার ধারণ করে—অনেক সময়ে তাহার ফলে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। অপত্যদেরও যত্ন সেবা ও আদর করা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত

কষ্টকর হয়—সুতরাং অপত্যরা পিতামাতার যত্ন, আদর, ভালবাসা ও শিক্ষা অতি অল্পই পায়—তাহাদের পিতামাতার প্রতিও ভালবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা বিকশিত হইতে পায় না—সুতরাং বৃদ্ধ বয়সে যখন পরের সেবা ও সাহায্য একান্ত আবশ্যক হয়, তখন তাহারা অপত্যদের নিকট তাহা পাইতে পারে না—পাশ্চাত্যে পিতামাতারা এখনই পায় না—সুতরাং ভাড়াটিয়া সেবার উপর নির্ভর করিতে হয়—গরীবদিগের দুর্দ্দশার একশেষ হয়—অধিকাংশ বৃদ্ধদিগকে নির্জ্জন কারাবাসের দুঃখ ভোগ করিতে হয়—সেই জন্য পাশ্চাত্যে বার্দ্ধক্য এত আতঙ্কজনক। ভালবাসার পাত্র যত নিকটে থাকে ও যত তাহাদিগকে সেবা ও যত্ন করিতে পাওয়া যায় ততই ভালবাসা অধিক বিকশিত হয়। এইজন্য দেখা যায় মাতৃহীন শিশুকে যখন পিতা অধিক যত্ন ও সেবা করিতে বাধ্য হন, তখন পিতাও মাতার মতন অধিক স্নেহশীল হইয়া পড়েন। পিতামাতার অপত্য সান্নিধ্য হইতে বঞ্চিত হওয়ার ফলেই তাহাদের প্রতি ভালবাসা বিকশিত হইতে পায় না—ভালবাসিয়া, তাহাদের যত্ন ও সেবা করিয়া যে সুখ আছে—তাহাতে জীবন যে সরস থাকে—তাহা হইতে বঞ্চিত হয়—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপভোগ্য জিনিস—ভালবাসা—তাহারই প্রসারের পথ সঙ্কুচিত হয়। পরে দেখান হইবে যে অপত্যদের জন্ম ও প্রতিপালন হইতেই পরার্থপরতা, সহানুভূতি, দয়া প্রভৃতি সকল সংগুণেরই প্রকাশ ও বিকাশ হইয়াছে। এইরূপে পরার্থপরতা ভালবাসা ও সহানুভূতির বিকাশের পথ সঙ্কুচিত হওয়ার ফলেই স্বার্থপরতা নির্দ্দয়তা ও নিষ্ঠুরতা প্রকটভাব ধারণ করে—অর্থই জীবনের প্রধান কাম্য হয় এবং তাহা পাইবার জন্য সকল সদ্‌বৃত্তি বলি দিতে লোকে বাধ্য হয়। Ellen Key যিনি নারী স্বত্বাধিকার প্রসারের একজন প্রধান ও চিন্তাশীলা নেতা বলিয়া স্বীকৃত—যাহার Love & marriage নামক পুস্তক সাত আটটি পাশ্চাত্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে—তিনি লিখিয়াছেন যে বিবাহিতা নারীদের কর্ম্ম করার ফলে অবিবাহিতা নারীদের পারিশ্রমিকের হ্রাস হইয়াছে—তাহাদিগের গৃহের স্বচ্ছন্দতা দেখিবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা লোপ হইয়াছে—তাহারা যাহা উপার্জ্জন করে তাহাদের অসাবধানতাবশতঃ তাহার

অপেক্ষা অধিক লোকসান করে—অনেকের বন্ধ্যাত্ব হয়—তাহাদের শিশুমৃত্যু অধিক হয়—শিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যহানি হয় —বিবাহিত জীবনও ঘৃণ্য হয়—তাহাদের গৃহ আরাম ও শান্তিহীন হয়—মদ্য সেবন ও পাপের বৃদ্ধি হয়। ("These married women who are partly maintained by their husbands, have by their supplementary earning reduced the wages of self-supporting unmarried ones and when these in their turn are married, they lack the desire and the capacity to look after the home and waste through negligence more than they earn. The consequence of the outside employment of wives has further more been sterility, high infantile mortality and the degeneration of the surviving children both physically and psychically—a debased domestic life, with its consequences—discomfort, drunkenness and crime. (See Love and Marriage, ch. V. P. 169), বহু ধনী পাশ্চাত্যেই নারীদিগের অর্থকরী কর্ম্ম করার ফল এইরূপ বিষময় হইয়াছে—আমাদের এই গরীব দেশে নারীদিগকে অর্থকর কর্ম্ম করিতে দিলে—আমাদের সমাজ গঠন পাশ্চাত্যের অনুকরণে ভাঙ্গিলে, নারীদিগের দুর্দ্দশা আরও কত ভীষণ হইতে বাধ্য তাহা পরে দেখাইবার চেষ্টা করিব। পাশ্চাত্যেই যাহার ফল এত বিষময় হইয়াছে তাহাকে কিরূপ নারী স্বত্বাধিকার প্রসার বলা হয়—কোন আশায় সেইরূপ করিতে আমাদের সংস্কারকেরা চাহেন তাহা তো আমাদের ক্ষীণ বুদ্ধিতে আসে না। নারীদিগের এইরূপ স্বত্বাধিকার গাভীদিগের ঘাড়ে জোয়াল তুলিয়া দিয়া খোলা মাঠে লাঙ্গল টানিয়া মুক্ত বায়ু সেবন করার বা গাড়ী টানিয়া পৃথিবীর নানাস্থান বেড়াইবার ও দেখিবার স্বত্বাধিকার দেওয়ারই—ও তজ্জন্য অলঙ্কার স্বরূপ হয় তো গলায় ঘণ্টা বাঁধিতে পাওয়ারই—অনুরূপ তাহাও কি আমরা দেখিব না? (আমরা যৌথ পরিবার প্রথার দ্বারায় লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সকল নারীদিগকে তাহাদের

পিতৃমাতৃকুল ও স্বামীর পিতৃমাতৃকুলের দ্বারায় আজীবন অবশ্য প্রতিপাল্য করিয়া—সকল পুরুষদিগকে বিবাহ করিবার আদেশ থাকায়, প্রায় সকল অবলাদিগকে পুরুষদিগের সহিত বি-সম প্রতিযোগিতায় অর্থকরী কর্ম্মের লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলাম—সকল নারীদিগকে প্রথম যৌবন হইতেই—যখন ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রবল থাকে—কাম উপভোগ করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলাম—তজ্জন্য যাহাতে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তি করিতে না হয়—তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলাম—নারীর নারীত্ব যাহাতে—নারীজীবনের প্রধান কার্য্য (function) ও সার্থকতা যাহাতে—জীবন সরস রাখিবার প্রধান উৎস যাহাতে—সেই মাতৃত্ব, যাহাতে সকলে উপভোগ করিতে পায়—অপত্য প্রতিপালন যৌথ পরিবারস্থ অন্যান্য স্ত্রী পুরুষের সাহায্য পাওয়াতে বিপদ-গ্রস্তা বা অধিক দুশ্চিন্তা-ভারগ্রস্তা না হইতে হয়, তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলাম—আমাদের গৃহে মাতার স্থান সকলের উচ্চে—অথচ পাশ্চাত্য পদাঙ্কানুসারী সংস্কারকরা আমাদিগকে নারী-নিগ্রহী বলেন ; আর পাশ্চাত্যরা—যাহারা নারীদিগের প্রথম যৌবনের প্রকৃতিজ প্রেরণা ও উচ্ছ্বাস রুদ্ধ করিতে বাধ্য করে—বা উপভোগ করিতে গিয়া সংসারান-ভিজ্ঞা তরুণীদিগকে বিপদ-সাগরে নিমজ্জিত করে—মনোমত তরুণ-দিগকে পাইবার নিমিত্ত অশেষ চেষ্টা করিতে বাধ্য করে—বহু অভীপ্সিত স্থলে বার বার প্রত্যাখ্যানের অবমাননার গুরুভার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গোপন করিতে বাধ্য করে—তজ্জন্য হৃদয় বিষময় করে—পুরুষদিগের সহিত বি-সম প্রতিযোগিতায় স্বাস্থ্যহানিকর শারীরিক ও মানসিক শক্তির অনুপযোগী অর্থকরী কর্ম্ম করার ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়িতে অবলাদিগকে নিক্ষিপ্ত করে—তজ্জন্য নারীসুলভ কোমলতা, সহৃদয়তা, সেবাপরায়ণতা, পরার্থপরতা ক্রমে ক্ষীণ করিয়া দেয় ও গৃহস্থালী কর্ম্ম করিবার অনুপযুক্ত করিয়া তোলে—মাতৃত্বের অঙ্গ সকল ও তৎযুক্ত স্নায়ু ও স্নায়ুগ্রন্থি সকল বহুকাল ব্যবহারাভাবে শুষ্ক করিয়া জগজ্জননী রূপিণী জগদ্ধাত্রীরূপিণী নারীর নারীত্ব যে মাতৃত্বে—তাহাই তাহাদিগের "উন্নত" সমাজ যন্ত্রে পিষিয়া নিষ্কাশিত করে ও মাতৃত্ব নিরোধকারী উপায়

অবলম্বন করিয়া পুরুষদিগের কাম-সহচরী ও চিত্তবিনোদিনী সখী হইয়া নারী-জীবন সার্থক করিতে বলে ও বাধ্য করে—নারীর নারীত্ব বর্জ্জন করাইয়া নকল পুরুষ সাজায়—যাহারা বিবাহ করিতে পায়, তাহাদেরও অধিকাংশকেই অমনঃপূত স্থানে বিবাহ করিতে বাধ্য করে—পরে দেখিবেন যে পাশ্চাত্যে শতকরা ৭৫টিরও অধিক বিবাহ অর্থের বা অন্য সাংসারিক সুবিধার জন্যই হইয়া থাকে—তরুণীদিগের কাম্য প্রেম-পরিণয় নহে—ও যাহাদের অধিকাংশের বিবাহিত জীবন অশান্তিগ্রস্ত—বিবাহ-বিচ্ছেদ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত—যাহাদের অনেক নারীদিগকে গুপ্ত বেশ্যাবৃত্তি করিতে হয়—যাহাদের গৃহে কাম-সহচরী নারী (ও অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যা) ভিন্ন কেহ—এমন কি মাতাও গৃহে স্থান পায় না—বৃদ্ধ বয়সে প্রায় সকল নারীদিগকে নির্জ্জন কারাবাসের দুঃখ ভোগ করাইয়া প্রিয়জন বিরহিত বৈতনিক বা অবৈতনিক সেবাসদনে পৃথিবী হইতে শেষ বিদায় লইতে বাধ্য করায়—তাহারাই "অবলা বান্ধব" "নারী স্বত্বাধিকার প্রসারক" পাশ্চাত্যরা বোঝাইতেছেন—আর আমাদের "শিক্ষিত" সম্প্রদায় তাহাদের চিরাভ্যস্ত প্রথামত তাহাই নতশিরে মানিয়া লইতেছেন—আমাদের সমাজ গঠন ভাঙ্গিয়া পাশ্চাত্যদের অবিকল নকল করিয়া তাহাদের মতন "উন্নত" "নারীপূজক" সমাজ গঠন করিতে বদ্ধপরিকর ; আর আমাদের "শিক্ষিতা" নারীরা পাশ্চাত্যের দৃষ্টি-মনোহর সমাজ গঠনের প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পুড়িয়া মরিবার স্বাধীনতা পাইতে উদ্‌গ্রীব ! হা, সর্ব্বদর্শী ভগবান ! আমাদের এ সখের গোলামীর শেষ পরিণতি কোথায় !!

———

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

পাশ্চাত্যের সমাজগঠনদোষে সেখানকার নারীদিগকে কত প্রকার দুর্গতি ভোগ করিতে হয়, তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে কতক পরিমাণে দেখান হইয়াছে। এখন তাহার অন্যান্য কুফল আলোচিত হইতেছে এবং আমাদের দেশে পাশ্চাত্যের প্রথা অনুসরণে নারীদিগের দুর্গতি কত ভীষণ হইবে এবং ক্রমে হইতেছে, তাহা দেখাইতেছি।

পাশ্চাত্যে ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজ—সকলকেই নিজের নিজের উপর নির্ভর করিতে হয়। তাহাদের প্রথা দেখিয়া আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় আমাদের পূর্ব্বপ্রচলিত যৌথ-পরিবার প্রথা দূষণীয় বিবেচনা করেন ও পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে আমাদের সমাজগঠন ভগ্নপ্রায় হইয়াছে—যৌথ-পরিবারপ্রথার মূলভিত্তি—আত্মীয়দের পরস্পরের ভালবাসা-প্রণোদিত সহায়শীলতা ও সাহায্য করিবার বাধ্যতাবোধ প্রায় লোপ হইয়াছে। আমরা এখন পাশ্চাত্যদের মত ব্যক্তিতান্ত্রিক হইতেছি এবং তাহাই দেশের মঙ্গলজনক বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। আমাদের বাল্যকালে, যৌথ-পরিবার যাহাতে ভাঙ্গিয়া না যায়, পুরুষদিগের কলহ যাহাতে নির্ব্বাপিত হয়, তাহার জন্য নারীদিগকে অনেক চেষ্টা করিতে দেখিয়াছি। এখন নারীরাই অনেক স্থলে যৌথ-পরিবার ভঙ্গের সূত্রপাত করেন দেখিতেছি। তাহার ফলে নারীদিগের কিরূপ ভীষণ দুর্দ্দশা অবশ্যম্ভাবী, পাশ্চাত্য নারীদিগের দুর্দ্দশা কত অধিক, তাহা দেখাইতেছি। কেবল নিজের নিজের আয়ের উপর নির্ভর করিতে হইলে অনেককেই বহুকাল—অল্পাধিক অংশ চির-কালই—অবিবাহিত থাকিতে হয়। আমাদের অপেক্ষা বহু ধনী ইংলণ্ডে আমাদের দেশের তুলনায় কত অল্পসংখ্যক নারী বিবাহিতা হইতে পায়, ও কোন্ বয়সে পায়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। (Statistical abs-

tract of England and Census Report of Bengal হইতে প্রত্যেক বয়সের এক সহস্র লোকের ভিতর কত অবিবাহিত।)

	অবিবাহিত পুরুষ		অবিবাহিতা নারী	
বয়স	ইংলণ্ডে ১৯১১ সেন্সাস	বাঙ্গালায় ১৯২১ সেন্সাস	ইংলণ্ডে ১৯১১ সেন্সাস	বাঙ্গালায় ১৯২১ সেন্সাস
০—৫	১০০০	৯৯৬	১০০০	৯৯২
৫—১০	১০০০	৯৯০	১০০০	৯০৯
১০—১৫	১০০০	৯৫০	১০০০	৩৭৮
১৫—২০	৯৯৮	৭৬৬	৯৮৮	৫৫
২০—২৫	৮৫৭	৫১০	৭৫৭	২০
২৫—৩০	৪৯২	১১৩	৪৩৪	১২
৩০—৩৫	২৭৩	৫৮	২৭০	১০
৩৫—৪০	১৮৬	৩০	২১০	৭
৪০—৪৫	১৪৮	২৬	১৮০	৭
৪৫—৫০	১২৭	১৯	১৬৫	৫
৫০—৫৫	১১৪	১৭	১৫০	৫

১৯২১ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালার Census Report এ ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স্ এর ও বাঙ্গালায় অবিবাহিতার সংখ্যা তুলনা করিয়া লেখা আছে যে, পনর বৎসরের অধিকবয়স্কা এক সহস্র স্ত্রীলোকদিগের ভিতর যেখানে ১৮টি মাত্র অবিবাহিতা আমাদের দেশে আছে, সেখানে ইংলণ্ডে ও ওয়েল্‌সে ৩৯০টি অবিবাহিতা আছে। ইহা হইতে দেখা যায়, ইংলণ্ডে কত অধিকসংখ্যক প্রাপ্তবয়স্কা নারীরা কত অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে ও তাহার ফল কি হইতে বাধ্য ;—১৩, ১৪, বৎসর হইতে কাম উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছে—মাতৃত্বের অঙ্গও পূর্ণ হইয়াছে, সুতরাং তাহা চরিতার্থ করিবার প্রেরণা প্রকৃতি হইতেই আসে এবং তাহাদিগকে মনোমত যুবকদিগের প্রতি ধাবিত করে—তাহাদিগের সঙ্গও প্রিয় বোধ হয়। তরুণদিগেরও তরুণী-সঙ্গও তদ্বৎ প্রিয় হয়। এরূপ ক্ষেত্রে কোন কোন স্থলে ভালবাসা জন্মায়

ও তাহাকে ঘনিষ্ঠভাবে পাইবার ইচ্ছাও হয়। উপরে লিখিত তালিকা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ত্রিশ বৎসর-বয়স্ক প্রায় অর্দ্ধেক যুবক-যুবতীরা অবিবাহিত। ১৩।১৪ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া এই দীর্ঘ-কালের অবিবাহিত অবস্থায় তরুণীরা কত মনোমত তরুণদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, তাহাদিগের সহিত মিশিলেন, তাহাদিগের প্রীতিপ্রদ কথায় বার্ত্তায় মজিলেন, মনে মনে কত আশার মধুর স্বপ্ন দেখিলেন—কিছুকাল বিবাহের প্রস্তাবের প্রতীক্ষায় রহিলেন—কিন্তু তাহারা যদিও বড় কেহ মৌখিক প্রেম প্রকাশে পরাঙ্মুখ নহে বা সঙ্গত হইতেও অনিচ্ছুক নহে, কিন্তু কেহই বিবাহের জোয়াল ঘাড়ে লইতে প্রস্তুত নহে বলিয়াই বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাখ্যানের বা উপেক্ষার অপমান বা ভগ্নাশার গুরুভার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গোপন করিয়া আবার অন্য মনোমত যুবক-দিগের সহিত মিশিতে যাইতে হয়।

প্রায় সকল পাশ্চাত্য কবিই প্রথম ভালবাসার শ্রেষ্ঠত্ব ও স্থায়িত্ব এক-বাক্যে স্বীকার করেন। সেই প্রথম ভালবাসা হইতেই প্রায় সকল পাশ্চাত্য নারীই (পুরুষরাও) বঞ্চিতা হয়েন, তাহা অপ্রাপ্তব্য স্থানে উদ্বোধিত হইয়া লীন হইয়া যায়—তাহাদের হৃদয় তিক্ত করিয়া যায়—অনেক স্থলে তাহার স্মৃতি, কেবল পরবর্ত্তী কালের বিবাহিতা জীবনের সুখের অন্তরায় হইবার জন্যই যেন মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়। সেই নবীন বয়সে এইরূপ প্রত্যাখানের বা উপেক্ষার অপমান ও ভগ্নাশার গুরুভার অধিকাংশ তরুণীকে কতবার ভুগিতে হয়, তাহা আমরা দেখি না। তরুণীরা যাহাদিগকে ভাল বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রতিই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—তাহাদেরই নিকট বার বার এইরূপ ব্যবহার পাওয়া যে গ্রীক পুরাণোক্ত ট্যাণ্টেলসের নির্য্যাতনের অনুরূপ, তাহাও কি আমরা দেখিব না? ইহাতে যে তাহাদের হৃদয় বিষাক্ত হইবে, পুরুষ জাতির প্রতিই বিদ্বেষ উপস্থিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে?

পাশ্চাত্যে যে স্ত্রী ও পুরুষদিগের ভিতর ইতিহাসে অশ্রুত ও প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বিদ্বেষভাবে উপস্থিত হইয়াছে, যাহা সকল সমাজতত্ত্ববিদ দেখিতে পাইতেছেন ও স্বীকার করেন, তাহা যে শুধু অর্থকর কর্ম্ম পাইবার সুবিধা

না পাওয়ার ও তদ্বিষয়ে প্রতিযোগিতার জন্য, তাহা নহে। এইরূপ প্রত্যাখ্যানের বা উপেক্ষার সযত্ন-গুপ্ত অপমানও তাহার অন্যতম কারণ। আরও একটি প্রধান কারণ আছে। এইরূপ বহুকাল বহু অভীপ্সিত স্থানে বিবাহিত হইতে না পাইয়া যেরূপ প্রণয়ী তরুণীরা চাহিয়াছিলেন, তাহা পাইবার আশা ক্রমে ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এদিকে প্রকৃতির তাড়না আছে, হৃদয়ের শূন্যতা আছে, উন্নত স্ত্রীজাতিমাত্রেরই স্থায়িত্বের প্রতি প্রকৃতিজ আকর্ষণ আছে—তাহাদের ও তাহাদের অপত্যদের জন্যই প্রথমে গৃহনির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছিল—আবার অর্থেরও প্রয়োজন আছে। অনেককে হয় ত তৎকালে অর্থ উপার্জ্জন করিবার ফৈজয়তী ভোগ করিতে হয়। পাশ্চাত্য তরুণীদিগকে নিত্য নূতন সুন্দর বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া নানা আমোদ ও লোকসমাগম স্থানে যাইতে হয়, বিশেষতঃ মনোমত তরুণদিগের সহিত মিশিতে পাইবার আশায়। তাহাতে ব্যয়াধিক্য হয়, ধনী অভিভাবকদিগের পক্ষেও তাহা ক্রমে অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। অনেক সময়ে তজ্জন্য গৃহে গঞ্জনা সহিতে হয়।

তরুণীরা কিন্তু দেখিতে পায় যে, দৃষ্টিমনোহর বেশভূষা, নৃত্যগীতে পারদর্শিতা, মজলিশি কথাবার্ত্তায়, খেলার, থিয়েটারের, তাৎকালিক রাজনৈতিক ও খবরের কাগজে উত্থাপিত চলিত প্রসঙ্গে যোগদান করিবার ক্ষমতা প্রভৃতি বাহ্য গুণেই তরুণরা প্রধানতঃ আকৃষ্ট হয়। তরুণীরাও সেইরূপ গুণেই আকৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্যে তাহারা Ladies' men নামে অভিহিত, প্রায়ই তাহারা অকর্ম্মণ্য ও প্রজাপতির মত তরুণীদিগের মনোহরণ করিয়া, অনেক সময়ে সর্ব্বনাশ করিয়া সরিয়া পড়িয়া থাকে; আসল গুণ দেখিবার শক্তি, অভিজ্ঞতা ও অবকাশ তরুণ-তরুণীদিগের প্রায়ই থাকে না! তরুণ-তরুণীরা নাটক উপন্যাসাদি পড়িয়া, যাহাতে বাস্তবতা অতি অল্পই আছে, চলচ্চিত্রে উদ্দাম উপভোগের চিত্র দেখিয়া, দাম্পত্যপ্রেমের একটা কাল্পনিক উচ্চ আবছায়া আদর্শ মনে মনে গড়িয়া রাখেন। অনেকে আশা করেন, সেইরূপ মনগড়া মনের মানুষ এক দিন হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইবেন—তৎক্ষণাৎ নাটক উপন্যাসের বর্ণনার মত তাঁহারা পরস্পরের প্রতি অদম্য আকর্ষণে আকর্ষিত হইবেন। সকল

বাধাবিঘ্ন অল্পাধিক কালে অচিন্তিত ঘটনা সহযোগে অপসারিত হইবে এবং তাহাকে পাইয়া চিরজীবন সুখসাগরে ভাসিবেন। সেই জন্য অধিকাংশ তরুণ-তরুণী মনে করেন, নিজে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ-প্রথা, যাহা অনেক পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত আছে, তাহাই শ্রেষ্ঠ এবং আমাদের দেশে প্রচলিত অভিভাবকদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত বিবাহপদ্ধতিও নারীনিগ্রহের নিদর্শন। উপন্যাসাদিতে অধিকাংশ স্থলেই নায়ক-নায়িকার পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিয়া বিবাহ দিয়াই যবনিকাপতন হয়—পরবর্ত্তী দাম্পত্যজীবনের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং দাম্পত্যজীবনের কোনরূপ ধারণা উপন্যাসাদি হইতে হয় না—তাহা তরুণ বয়সের উদ্দাম কল্পনা ও আশার উপরই থাকিয়া যায়। আবার মনের মানুষটা কিরূপ—যাহাকে বিবাহিত জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে পাইয়া চির-জীবন সুখে কাটিবে—তাহার একটা সুস্পষ্ট ধারণাই হয় না—অথবা তাহা এত গুণসমাবিষ্ট যাহা পৃথিবীতে পাওয়াই যায় না। তাহার উপর আমাদের সকলেরই মনের অবস্থা চিরকালই পরিবর্ত্তনশীল, বিশেষতঃ তরুণবয়সে, এখন যাহা ভাল লাগে, দুদিন পরে হয়ত তাহাতেই ঘোর বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়। সুতরাং কিরূপ লোক হইলে তাহাকে ঘনিষ্ঠভাবে পাইয়া চিরজীবন সুখে কাটাইতে পারা যায়, তাহার কোন স্থিরতা নাই। আবার একটি লোক ঠিক কি প্রকৃতির তাহা কিছুকাল খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে নানারূপ অবস্থা ও ঘটনা সংযোগে তাহাকে না দেখিলে জানা প্রায় অসম্ভব। বহুদর্শী সংসারাভিজ্ঞ বুদ্ধিমান লোকেরাও (অল্পদিনের আলাপে) অনেক স্থলে অপরের চরিত্রসম্বন্ধে প্রতারিত হন—তরুণরা যে ভ্রান্ত বা প্রতারিত হইবে, তাহাই সম্ভব। একে ত আমরা অন্যলোকের চরিত্রের অল্পভাগই দেখিতে পাই, বক্রীটা আমাদের অভিজ্ঞতা ও কল্পনা সাহায্যে পূরণ করিয়া লইতে হয়; তাহাতে ভুল হওয়াই সম্ভব। তাহাতে সভ্যতা বিকাশের সহিত আমরা আমাদের দোষ ও ত্রুটিগুলি সযত্নে গোপন করিতে অভ্যস্ত হই—সমাগত লোকদিগের মতবিরুদ্ধ কোন কর্ম্ম বা মত প্রকাশ করা অনেকেই সুরুচিবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করেন বলিয়া তাহা প্রায়ই করি না; সুতরাং আমরা ঠিক কিরূপ প্রকৃতির, তাহা অন্য লোকের জানা অত্যন্ত কঠিন।

তরুণ-তরুণীরা আবার যাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হন, তাহাদিগকে তাঁহাদের নিজের উদ্দাম কল্পনাবলে অনেক গুণবিভূষিত দেখেন—কাম আবার অলক্ষিতে তাঁহাদের নয়নে এক আশ্চর্য্য অঞ্জন লাগাইয়া দিয়া তাহাদিগকে সকল গুণের বা সৌন্দর্য্যের আধার করিয়া প্রকাশ করে; সুতরাং তাঁহাদের ভিতর যে প্রেম প্রতিভাত হয়, তাহা সেই আসল লোকটির প্রতি নহে—কাম ও কল্পনা দিয়া গড়া নকল লোকটির প্রতিই উদ্‌বুদ্ধ হয়। কিন্তু বিবাহিত জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে অল্পদিনেই আসল মানুষটী কিরূপ, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে—তাহার আর এক মূর্ত্তি প্রকাশ পায়, তাহা অপ্রত্যাশিত হইলে কলহ আরম্ভ হয়, তাঁহারা প্রতারিত হইয়াছেন বলিয়া সহজেই বিশ্বাস হয়—বিবাহিত জীবনের শান্তি ও সুখ লুপ্ত হয়—অনেক সময়ে তজ্জন্য বিবাহবিচ্ছেদ হয়। এই কথাটি কত সত্য, তাহা দেখাইবার জন্য Havelock Ellis লিখিত Psychology of Sex, Vol. VI. P. *78 & 79* হইতে তুলিয়া দিলাম। তাহা হইতে দেখিবেন, নিজে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিতে গেলে বিবাহিত জীবন সুখকর হওয়ার আশা কত অল্প, অথচ আজকাল অনেক সংস্কারপন্থী সেইরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিতেছেন ও আমাদের অভিভাবকদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত পদ্ধতি নারীনিগ্রহের নিদর্শন বলিতেছেন।—

"She knows nothing truly of her husband. She knows nothing of the great laws of love—She knows nothing of her possibilities and worse still she is even ignorant of her own ignorance. A young girl believes she has a certain character; she arranges her future in accordance with that character. Then in a considerable proportion of cases (five out of six according to the novelist Bourget) within a year or even within a week, she finds she is completely mistaken in herself and in the man she has married, she discovers within her another self and that self detests the man she has married."

"সে তাহার স্বামীর বিষয়ে (চরিত্র সম্বন্ধে) বাস্তবিক কিছুই জানে না—ভালবাসার প্রধান নিয়মগুলিও কিছুই জানে না—সে নিজের চরিত্র-বিষয়ে ও তাহার ভবিষ্যতে কিরূপ অভিব্যক্তি হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহারও কিছুই জানে না—আবার সে তাহার অনভিজ্ঞতার বিষয়েও সম্পূর্ণ অন্ধ (মনে করে, সে বেশ জানে)। তরুণী নিজের চরিত্র সম্বন্ধে একরূপ ধারণা করিয়া রাখিয়াছে এবং সেই অনুযায়ী তাহার ভবিষ্যতের বন্দোবস্ত করে। তাহার পরে অনেকেই এক বৎসরের ভিতর, এমন কি, এক সপ্তাহের ভিতর দেখে (বিখ্যাত উপন্যাস-প্রণেতা বুরগের মতে ৬ জনের ভিতর ৫ জন) যে, তাহার নিজের ও তাহার স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে তাহার ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তাহার নিজের ভিতর যেন আর একটি লোক আছে—সে ঐ স্বামীকে ঘৃণা করে।"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, উপন্যাসাদিতে কেবল পূর্ব্বরাগের বর্ণনা আছে। বিবাহিত জীবনের সুখ ও শান্তির হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বিবাহের পরই যবনিকা পতন। কিরূপ অগাধ সুখে পরবর্ত্তী জীবন কাটে, তাহা পাঠকপাঠিকাদের উদ্দাম কল্পনার উপরই সমর্পিত হয়। সুতরাং দাম্পত্য-জীবনের সুখের কোনরূপ ধারণা তরুণ-দিগের হয় না। নায়ক-নায়িকার পূর্ব্বরাগের বর্ণনা পড়িয়া অনেক তরুণ-তরুণীরা দাম্পত্য-প্রেমের একটা অতি উচ্চ অদ্ভুত রকমের আবছাওয়া ধারণা করিয়া বসেন, যেন নায়ক-নায়িকারা বিবাহের পর জ্যোৎস্না নিংড়াইয়া অমৃত বাহির করিয়া পান করিয়া জীবন যাপন করেন; তাঁহাদের কাছে চিরবসন্তের মলয়ানিল বহে, গানে গানে রজনী পোহাইয়া যায়—দুই জনে ২৪ ঘণ্টাই মুখোমুখি করিয়া বসিয়া কলাবিদ্যার চর্চ্চাতে ও স্ফূর্ত্তিতে, পরস্পরের আদরে সোহাগে কাটিয়া যায় ও তাঁহারা সেইরূপ পাইবার কতকটা আশা করিয়া বসেন।

কিন্তু বাস্তব জীবনটা মোটেই কাব্য নহে, অতিশয় নীরস গদ্য। ইহাতে রোগ, শোক, নানা ঝঞ্ঝাট, কলহ, ঈর্ষা, পরের নিকট লাঞ্ছনা ও দুর্ব্ব্যবহার পাওয়া নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। পেটের ভাত যোগানই অধিকাংশের কাছে সর্ব্বপ্রধান সমস্যা, অথচ সকলেরই রুচিকর আহারের

আবশ্যক আছে, গৃহের পারিপাট্যেরও আবশ্যক আছে। সে সকল দেখিতে হয়—রোগে সেবা করিতে হয়, অনেক পরিশ্রম করিতে হয়, মেজাজ তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত খারাপ হয়; তজ্জন্য পরস্পরের প্রতি ব্যবহার অনেক সময়ে ঠিক ন্যায়সঙ্গতও হয় না, আদর্শ প্রেমিক-প্রেমিকার অনুযায়ীও হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে দুই জনেরই সহিষ্ণুতা, ত্যাগশীলতা, সহানুভূতি, শ্রমশীলতা, মিতব্যয়িতা, শান্তমধুর প্রকৃতিই প্রধান আবশ্যক। রূপ, নাচ-গানে পারদর্শিতা, খোসগল্প করিবার ক্ষমতা, Binomial Theorem বা Einstein এর Theory of Relativity অথবা Charles I কিরূপ রাজা ছিলেন বা Carl Marx এর Political Economy জানা বা না জানায় বড় কিছু আসে যায় না। অথচ তরুণ-তরুণীরা সেই সকল বাহ্য গুণেই প্রধানতঃ আকৃষ্ট হন, সেইরূপ গুণবিশিষ্ট লোকদিগকে পাইতে ইচ্ছুক হন।

সুতরাং ঐরূপ বাহ্য গুণ ও রূপহীন নারীদিগের দুর্গতির অবধি থাকে না। তাহাদিগের আসল গুণের দিকে কেহ দেখে না, তাহারা সর্ব্বত্রই উপেক্ষিতা হয়। একালে কলাবিদ্যার (art) নামে শারীরিক ও অন্য বাহ্য সৌন্দর্য্যের প্রতি, বিশেষতঃ ফর্শা চামড়ার প্রতিই তরুণদিগের বিশেষ লক্ষ্য হইয়াছে দেখা যাইতেছে। মানুষমাত্রেরই মনের, হৃদয়ের বা চরিত্রের সৌন্দর্য্য যে প্রধান সৌন্দর্য্য, তাহার উপাসনা করাই প্রকৃত সৌন্দর্য্যের উপাসনা—সেই সৌন্দর্য্যের দিকে তরুণদিগের দৃষ্টি নাই। ঠিক যে সকল গুণে বারবনিতারা প্রতিষ্ঠালাভ করে, তরুণরা সেই সকল গুণেই প্রধানতঃ আকৃষ্ট হয়। তরুণীরা নিত্যই দেখে, ঐরূপ বাহ্য রূপ ও গুণে বহু অভীপ্সিত যুবকরা আকৃষ্ট হইতেছে, সেইরূপ গুণযুক্ত নারী-দিগের পাণিপ্রার্থী অনেক। চরিত্রহীনা নর্ত্তকী, গায়িকা, অভিনেত্রীদের পাণিপ্রার্থীর সংখ্যা যথেষ্ট। অনেক ডিউক, কাউণ্ট, লর্ডরাও তাহা-দিগকে বিবাহ করে। মনের, হৃদয়ের ও চরিত্রের আসল গুণ বড় কেহ দেখে না, দেখিবার শক্তিও নাই, অবকাশও নাই। সুতরাং তরুণীদিগকে সেই সকল বাহ্য গুণ অর্জ্জন করিতেই মনোনিবেশ করিতে হয় এবং ব্যয়সাপেক্ষ বেশভূষা, আমোদ, খেলা, নৃত্য, গীত ইত্যাদিতে

যোগদান আবশ্যক হয়। ক্রমে অবস্থাতিরিক্ত বিলাসিতায় অভ্যস্তা হইয়া পড়েন। ক্রমে তাহাই জীবনের প্রধান কাম্য হইয়া পড়ে, তজ্জন্য অনেকে এমন বিপদ্‌গ্রস্তা হয়েন যে, আত্মবিক্রয় করিতেও বাধ্য হইয়া পড়েন।

এরূপ হওয়ায় দেশের নৈতিক অবনতি হয়। একে ত বহুকাল অবিবাহিতা থাকায় অনেক লাঞ্ছনা আছে, হৃদয়ের শূন্যতা আছে, কামের তাড়না আছে, অর্থের অভাব আছে, অনেকের অর্থকর কর্ম্ম করার নিগ্রহ আছে, তাহাতে কামের মোহ অনেক সময়ে পুরুষ পাণিপ্রার্থীদিগকে হয় ত নিজের কল্পনার্পিত গুণে রঞ্জিত করিয়া দেখায়—এ দিকে দেখে, যৌবনও কাটিয়া যায়, সুতরাং জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অধিকাংশ নারীকেই অবাঞ্ছিত স্থানে বিবাহিতা হইতে হয়। বহু পাশ্চাত্য উপন্যাসে এই সকল কথা ব্যক্ত আছে—H. G. Wells এর Marriage, ফরাসী পণ্ডিতমণ্ডলীর সভ্য E. Brieux লিখিত Three daughters of M. Dupont নামক পুস্তকেও দেখিতে পাইবেন। এই জন্য মহাত্মা Tolstoy তাঁহার Kreutzer Sonata নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, পুরাকালে বাজারে ক্রীতদাসীরা যেরূপ বিক্রীত হইত, একালে পাশ্চাত্য যুবতীরাও সেইরূপ অর্থের জন্য বিক্রীত হয়। Havelock Ellis ও তাঁহার Psychology of Sex নামক বিখ্যাত পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে বিখ্যাত জার্ম্মাণ সমাজতত্ত্ববিদ্ Max Nordau ও George Hirstএর মত অনুমোদন করিয়া তুলিয়া দিয়াছেন যে, শতকরা ৭৫টিরও উপর পাশ্চাত্য বিবাহ অর্থ বা অন্য কোন সাংসারিক সুবিধার দিকে লক্ষ্য করিয়াই হইয়া থাকে, (Marriage du Convenance) তরুণ-তরুণীদিগের কাম্য—প্রেম-পরিণয় নহে। আবার অনেক বিবাহ—যাহা তৎকালে প্রেম-পরিণয় বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা প্রকৃত প্রেমের জন্য নহে; বাহ্য রূপ-গুণের আকর্ষণে কামজ মোহের জন্য। সুতরাং বিবাহিত জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে—যেখানে পরস্পরের সহায়শীলতা পরস্পরের সুখ-সুবিধার জন্য ত্যাগশীলতা একান্ত আবশ্যক, তদভাবে সে মোহ অল্পদিনের ভোগের পরই কাটিয়া যায়, বিবাহ অপ্রীতিকর ও

অশান্তিদায়ী হয়। নারীদিগের পূর্ব্বাভ্যস্ত বিলাসিতাও বহুস্থলেই বিবাহিত জীবনের পরম অশান্তির কারণ হয়। একে ত উভয়ে বহুকাল একা একা থাকিয়া তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ নানা সুবিধার দিকে প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া বিবাহ অধিক স্থলেই হইয়াছিল, অনেকের ক্ষণিকের মোহে বিভ্রান্ত হইয়া বিবাহ হইয়াছিল, অনেকেরই পূর্ব্বে অন্যের প্রতি প্রণয় উত্থিত হইয়াছিল, সেই স্মৃতি রহিয়া গিয়াছে। এরূপ স্থলে বিবাহ শান্তি ও প্রীতিপ্রদ হইতে পারে না, সুতরাং উত্তরোত্তর বিবাহ-বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী।

সেই জন্যই পাশ্চাত্যে বিবাহ পদ্ধতিই অনাবশ্যক ও অশুভ ফলপ্রদ বলিয়া গণ্য হইতেছে। প্রায়ই "Is marriage a failure ?" এ বিষয়টি সংবাদপত্রে ও মাসিক পত্রিকায় আলোচিত হইতেছে। তরুণ-তরুণীরা পাশ্চাত্যপ্রথা দেখিয়া ও নাটক-উপন্যাস পড়িয়া ভাবেন যে, নিজে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহই প্রশস্ত, সেইরূপ বিবাহ করিয়া তাঁহারা চিরজীবন সুখ-সাগরে ভাসিবেন, কিন্তু বাস্তব জীবনে যে তাহার ফল সম্পূর্ণ বিপরীত —উপন্যাসাদিতে বর্ণিত প্রেমের উজ্জ্বল চিত্র আকাশ-কুসুমের ন্যায় দুষ্প্রাপ্য, সে অভিজ্ঞতা নাই বলিয়াই আমাদের প্রথা দূষণীয় বলেন। আমাদের পারিবারিক জীবনের পাশ্চাত্যের তুলনায়, স্বল্পসংখ্যক-নগণ্য মাত্র—অত্যাচার অশান্তি দেখিয়া অনেক সহৃদয় লোকও বিভ্রান্ত হন। আবার বহুবৎসর অপেক্ষার ফলে যে বহু তরুণী প্রেম-অভিনয়ে প্রতারিত হইবেন তাহাও অবশ্যম্ভাবী। পাশ্চাত্য দেশে তাহাই হইতেছে উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যায়।

বারবনিতাদিগের অনেকাংশ যে পুরুষদিগের বিবাহ-প্রতিজ্ঞাভঙ্গের নিমিত্ত ঐ ঘৃণ্য জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়া থাকে তাহাও Havelock Ellisএর পুস্তক হইতে দেখাইয়াছি। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের ডেনভার সহরে অল্পবয়স্ক অপরাধীদিগের বিচারক লিণ্ডসে সাহেব তাঁহার ২৫ বৎসরব্যাপী কর্ম্মের অভিজ্ঞতা হইতে Revolt of Modern Youth নামক বিখ্যাত পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, ১৩ হইতে ১৭ বৎসর বয়স্কা বিদ্যালয়ের অবিবাহিতা ছাত্রীদের ভিতর অনেকগুলির গর্ভসঞ্চার হয়।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ১০০টি ঐ বয়স্কা ছাত্রী তাঁহার কাছে গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল বলে—ও তজ্জন্য তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। তৎসূত্রে তিনি অনুসন্ধান করিয়া প্রমাণ পান যে, যতগুলি গর্ভ হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার কাছে স্বীকার করিয়াছিল, তাহার ১৯ গুণ ঐরূপ তরুণীরা কাম উপভোগ করিয়াছে। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, যতগুলি তরুণীর কাম উপভোগের কথা জানিতে পারিয়াছেন, যদি আরও ততগুলি তাঁহার অজানা থাকে,—ঐরূপ অজানা থাকারই অধিক সম্ভাবনা—তাহা হইলে দেখা যায় যে, এক বৎসরের ভিতর ১৩ হইতে ১৭ বয়স্কা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ভিতর এক ডেনভার সহরেই ৩৮০০ তরুণী কাম উপভোগের প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়াছিল। শিক্ষা ও উপদেশ তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই ; সুতরাং তাহাদিগের গর্ভ হইবার সম্ভাবনাও ছিল।

তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, অনেক তরুণী নিজেরাই উপযাচিকা হইয়া তরুণদিগকে প্রলোভিত করিয়াছে। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক Upton Sinclair তাঁহার 'Oil' নামক পুস্তকে দুই তিনটি তরুণীর বর্ণনায় বলিয়াছেন, তাহারা নিজেরাই অগ্রসর হইয়া তরুণদিগকে প্রলোভিত করিয়াছে। ইহা হইতে দেখা যায় যে, তরুণ-বয়সে কামের প্রভাব কত অধিক ও তাহা উপভোগ করিবার জন্য কত অধিক তরুণী বাধ্য হয়। Havelock Ellis লিখিয়াছেন যে নারীদিগের রজঃ আরম্ভ ও শেষের সময়ে কাম সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হয়। পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষায় তাহাদিগকে সংযম শিক্ষা দিতে পারে না। অথচ আমাদের সংস্কারকরা সেইরূপ শিক্ষায় সংযম শিক্ষা হইবে, আশা করেন। আবার অনেকে ঐরূপ বিবাহ ব্যতিরেকে কাম উপভোগ নারীর স্বত্বাধিকার প্রসার বলিয়া মনে করেন, অনেক রাজনৈতিক নেতার পরিচালিত সংবাদপত্রে তাহার প্রশংসা ও সেরূপ উপভোগ করা যে কুসংস্কারবর্জ্জন ও নারীস্বত্বাধিকার বৃদ্ধি, তাহা ঈষৎ প্রচ্ছন্নভাবে প্রচারিত হয়। তাহা কিরূপ নারীস্বত্বাধিকার-প্রসার ও সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক, তাহা পরে আলোচিত হইবে।

ডেনভার সহরের মোট লোকসংখ্যা তিন লক্ষ ; সুতরাং স্ত্রীলোক-দিগের সংখ্যা দেড়লক্ষ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। যত স্ত্রীলোক এক

সময়ে জীবিত থাকে, তাহাদের ভিতর ১০ হইতে ২০ বৎসর-বয়স্কার সংখ্যা তাহার $\frac{২১৫}{১০০০০}$ অংশ মোটামুটিভাবে ধরিয়া লওয়া যায়। সুতরাং ১০ হইতে ২০ বৎসর বয়স্কা তরুণীর সংখ্যা পাওয়া যায় ৩২২৫০। সুতরাং ১৩ হইতে ১৭ বৎসর বয়স্কার সংখ্যা তাহার $\frac{৫}{১১}$ অংশ, সুতরাং ডেনভার সহরে তৎকালে সর্ব্বসমেত ১৪৬৬০টি ১৩ হইতে ১৭ বৎসরের তরুণী ছিল এবং তাহার ভিতর নিদেন ৩৮০০টি কাম উপভোগের প্রেরণা, শিক্ষা সত্ত্বেও জয় করিতে পারে নাই অর্থাৎ শতকরা প্রায় ২৬টি। যখন লিণ্ডসে সাহেব এই কথাটি প্রথম প্রকাশ করেন, তখন অনেকেই বলেন যে, অতি অভদ্র পরিবারের কন্যাদের ভিতরই ঐরূপ হইয়া থাকিবে; ভদ্র পরিবারের ঐরূপ হওয়া অসম্ভব। লিণ্ডসে সাহেব লিখিয়াছেন যে, অনেক ভদ্র পরিবারের কন্যারা ঐরূপ ব্যাপারে অপরাধী ছিল—যাহাদের অভিভাবকরা এরূপ হওয়া অবিশ্বাস্য বলিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও কতকের কন্যারাও তৎশ্রেণীভুক্ত।

ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, তরুণ-তরুণীরা এই সকল বিষয়ে এত গুপ্তভাবে কার্য্য করে যে, তাহাদের অভিভাবকরা অনেক সময়ে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারেন না। অবিবাহিতা কন্যাদের অভিভাবকরা, যাঁহারা পাশ্চাত্যের অনুকরণে কন্যাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দেন ও তরুণ-দিগের সহিত মিশিতে দেন, তাঁহাদিগের সাবধান হওয়া উচিত। কারণ, কতক অংশের ঐরূপ চরিত্রদোষ হওয়া অবশ্যম্ভাবী—হইলেও ফল বড় বিষময় হয়—বিশেষতঃ আমাদের দেশে।

Havelock Ellis লিখিয়াছেন।—(Psychology of Sex, Vol. VI, P. 380) যে, "ইংলণ্ডের অনেক প্রদেশে তরুণ-তরুণীরা সচরাচরই মিলিত হইয়া থাকে। Staffordshire এর কতক অংশে বিবাহের পূর্ব্বে অপত্য হওয়া দেশের রীতির ভিতরই গণ্য। Berlin সহরে যত শিশু জন্মায়, তাহার শতকরা ১৭টী জারজ। বিবাহের পূর্ব্বে শতকরা ৫০টিরও অধিকের গর্ভসঞ্চার হয়। (পাশ্চাত্য দেশে গর্ভসঞ্চারের পর যদি বিবাহ হয়, সেই গর্ভজাত সন্তান আর জারজ বলিয়া গণ্য হয় না—বৈধ বলিয়াই গণ্য হয়)। বৈধ সন্তানদের শতকরা ৪০টি বিবাহের পূর্ব্বে গর্ভসঞ্চার হওয়ার ফলেই জন্মিয়াছিল—

মফঃস্বলে তদপেক্ষা অধিক। Hanover ও Saxony প্রদেশে বিবাহের পূর্ব্বে সঙ্গত হওয়া দেশাচারের ভিতরই গণ্য। প্রকৃত কুমারী অবস্থায় বিবাহ ইংলণ্ড ও অন্যান্য বহু পাশ্চাত্য দেশে অল্পসংখ্যকই হইয়া থাকে।" অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ না হইলে এইরূপ হওয়া অবশ্যম্ভাবী—অনেক তরুণী যে প্রতারিতা হইবে, অনেকের গর্ভসঞ্চার হইবে, তাহাও অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের দেশে তাহার ফল বড় বিষময় হইবে। কারণ, এখানে হাঁসপাতাল ও ত্যক্ত শিশু-আশ্রমের সংখ্যা নগণ্য মাত্র। প্রথমতঃ এ দেশে এরূপভাবে প্রতারিতা তরুণীদিগের প্রতি একটা ঘৃণার বা অবজ্ঞার ভাব অনেকেরই রহিয়াছে—তাহাকে বিবাহ করিতে সহজে কেহ রাজী হয় না—আত্মীয়-বন্ধুরাও আপত্তি করে। পাশ্চাত্যে এরূপ স্থলে বিবাহ করিবার যে কর্ত্তব্য-বোধ আছে—যাহা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যেই প্রায় অর্দ্ধেক প্রতারকরা বিবাহ না করিয়া সরিয়া পড়ে—সে কর্ত্তব্যবোধ এখনও এ দেশে উদিত হয় নাই। সুতরাং অর্দ্ধেকের বহু অধিকাংশের এরূপ স্থলে বিবাহ হইবে না—সেই তরুণীদিগের বিশেষ দুর্গতি হইবে। দ্বিতীয়তঃ সমস্ত বাঙ্গালা দেশে কলিকাতা ছাড়া মাত্র ৩০৬২ রোগী স্থান পাইতে পারে—কলিকাতায় ২৫৪৪ রোগীর স্থান আছে (Vide Statistical Abstract 1925-26, P. 386)—তাহার ভিতর প্রসূতি-পরিচর্য্যার স্থানসংখ্যা নগণ্য। সমস্ত বাঙ্গালায় পরিত্যক্ত শিশু-আশ্রম দুই চারিটি মাত্র—তাহাও সম্যক্ পরিচালিত নহে। হাঁসপাতালাদির সংখ্যা বিশেষ অধিক হইবার সম্ভাবনাও নাই। কারণ, অর্থাভাব। আমাদের দেশ যে অত্যন্ত গরীব—অধিকাংশের প্রসবকালীন অজ্ঞা দাই ডাকিবারও অর্থ নাই, তাহা যেন মনে থাকে। সুতরাং অধিক বয়সে বিবাহ হওয়ার রীতি পাশ্চাত্য অনুকরণে প্রচলিত হইলে শতকরা কত অধিক নারীকে কি ভয়ানক দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইবে, তাহা স্থিরচিত্তে সকলে বিবেচনা করুন। সর্দ্দা আইন আমাদের দেশের পক্ষে কত অমঙ্গলজনক, তাহাও সকলে বিবেচনা করুন।

তৃতীয় প্রবন্ধ

অনেকে বলিতে পারেন যে সর্দ্দা আইনে ত কেবল ১৫ বৎসর বয়সের অনধিক বয়স্কা কন্যাদিগের বিবাহ দণ্ডার্হ করা হইয়াছে, তাহার মন্দ ফল নগণ্য মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রধানতঃ গরীবদিগের প্রাপ্ত-রজস্কা কন্যাদিগের সামান্য অর্থের বা অন্য কোন আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যের প্রলোভনে দুষ্টমতি লোকদের দ্বারা প্রতারিতা হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক; অভিভাবকরা তাহাদিগের সম্যক তত্ত্বাবধারণ করিতে পারে না। অনেকে তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনই দিতে পারে না। কন্যাদিগকে তজ্জন্য অর্থোপার্জ্জন করিতে যাইতে হইবে, সেই স্থলে ঐরূপে প্রলোভিতা ও প্রতারিতা হইবার সম্ভাবনা সকল দেশেই অধিক। দুষ্টমতি লোক-দিগকে দণ্ড দেওয়াইবার ক্ষমতা অনেকের নাই। এইরূপে হৃতসতীত্ব কন্যাদিগের পরবর্ত্তী জীবন কিরূপ শোচনীয় হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখিলেই এই আইন কত অমঙ্গলজনক, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। দ্বিতীয়তঃ—আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের দেশে অজন্মা, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী প্রভৃতি দুর্ঘটনা এখন কোন না কোন প্রদেশে নিত্য হইতেছে, তখন ঐরূপ অবিবাহিতা তরুণীদিগকে প্রতিপালন করা অভিভাবকদিগের অসম্ভব হয়। সেই জন্য কন্যাদিগের পূর্ব্ব হইতে বিবাহ দিয়া রাখে, যাহাতে তাহারা সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে অন্য গ্রামস্থ স্বামীর পিতৃ-মাতৃ-কুলের কোন না কোন স্থলে আশ্রয় পাইতে পারে। ইহা জীবন-বীমারই অনুরূপ ও তদপেক্ষা আমাদের দেশের অবস্থার উপযোগী ও বহু গুণ অধিক মঙ্গলজনক প্রতিষ্ঠান। গরীবদিগের জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-ভরসা, চিন্তার ধারা বিষয়ে অনভিজ্ঞতার জন্য অবস্থাপন্ন সংস্কারকরা তাহা দেখেন না; সেই জন্য আইন করিয়া তাহাদিগকে সেই ভীষণ বিপদের সময়ে আশ্রয়-চ্যুত করিয়া তাহাদের মঙ্গলসাধন করিতে চাহিতেছেন, কি সর্ব্বনাশ করিতেছেন, তাহা তাঁহারা প্রতীচ্যের মোহে বিমূঢ় হইয়া দেখিতে পান না; তখন যে সেই সকল তরুণীকে একখানি ছেঁড়া বস্ত্রের নিমিত্ত—

তৃতীয় প্রবন্ধ

সামান্য একমুঠা চাউলের নিমিত্তও শরীর বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতে হয়, পরবর্ত্তী জীবনে ভীষণ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়, সে দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য নাই। তৃতীয়তঃ—দেশের পূর্ব্ব-আচরিত প্রথার পাকা বাঁধ একবার আইন করিয়া ভাঙ্গিয়া দিলে বিবাহের বয়স ক্রমাগতই বাড়িয়া যাইবে, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। আইন করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট বয়সে ত সংস্কারকরা বিবাহ দেওয়াইয়া দিতে পারিবেন না। তাঁহারা ত প্রকাশ্যেই বলিতেছেন, কন্যাদিগের বিবাহের বয়স আরও বাড়াইয়া দেওয়া উচিত, ও যত দিন না স্ত্রী ও অপত্যদিগকে সম্যক্ প্রতিপালন করিতে পারেন, তত দিন তরুণদিগের বিবাহ করা উচিত নহে। সংস্কারকরা প্রায় সকলেই ইংরাজী-শিক্ষিত, পাশ্চাত্য-ভাবগ্রস্ত, তজ্জন্যও নিজেদের ভোগেচ্ছা-পূরণের জন্য, যৌথপরিবারপ্রথা হইতে বিচ্যুত, তাঁহাদেরই অবস্থ সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। তথাপি তাঁহাদিগের পুত্ররাও বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। কারণ, তাহারা পৈতৃক অর্থস্বচ্ছলতাসুলভ আরামে ও বিলাসে অভ্যস্ত, কিন্তু তাহারা দেখিতেছে যে, তাহারা পিতার ন্যায় উপার্জ্জনক্ষম নহে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাতে এখন আর অধিক উপার্জ্জন করিবার সুবিধা হয় না। সেই জন্য স্ত্রী ও অপত্যদিগকে প্রতিপালনসক্ষম পাত্রের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প—তজ্জন্য বিবাহের বয়স ক্রমাগতই বাড়িয়া যাইতেছে, বরপণও বাড়িয়া চলিয়াছে—বিবাহ করিলে কন্যাসন্তান জন্মিতে পারে—তাহা-দিগকে বিবাহ দিতে হইবে; সুতরাং তরুণরা সেই দুর্ভাবনায় আরও বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হইতেছে, বিবাহের বয়স আরও তজ্জন্য বাড়িতেছে—কন্যার পিতামাতাদিগের জীবনও দুর্ব্বিষহ হইতেছে। অল্পদিনেই সে কালের ব্রাহ্মণ কুলীন কন্যাদের ন্যায় অধিকাংশ তরুণীকেও বহুকাল—অনেককে চিরকালই অবিবাহিতা থাকিতে হইবে, এবং তাহার কুফলও ফলিবে। আমরা পাশ্চাত্য ধরণের সভা-সমিতি করিয়া, ওজস্বিনী ভাষার বক্তৃতা দিয়া হিন্দু-সমাজকে ও বরের পিতাদিগকে গালি দিয়া তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হইতেছে না—হইতে ও পারে না, তাহা আমরা দেখি না। এখানে চাহিদা ও যোগানের নিয়মের (Law of demand and supply) কার্য্য চলিতেছে। বক্তৃতাতে তাহার

কার্য্যের গতিরোধ হইতে পারে না। একমাত্র উপায়ে এই সর্ব্বনাশিনী কুপ্রথার নিবারণ হইতে পারে, তাহা আমাদের পাশ্চাত্যের পদাঙ্ক অনুসারিণী গতির মুখ ফিরাইয়া দেশের প্রাচীন আদর্শের দিকে দেখিয়া যৌথ পরিবারপ্রথার পুনর্গঠন করিয়া ও তদ্দ্বারা পরস্পরের সাহায্য সহানুভূতি ভালবাসা পাওয়ায়, স্ত্রী-পুত্রাদিপালন সক্ষম পাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া। যখন হইতে যৌথ পরিবার-প্রথা ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল, তখন হইতেই বরপণপ্রথা আরম্ভ হইল এবং যত ইহার প্রভাব হ্রাস হইতেছে, ততই বরপণ-প্রথা বাড়িয়া যাইতেছে। পাশ্চাত্যের সমবায়-প্রথার ন্যায় ইহা দারিদ্র্য মোচন উপযোগী, ও তাহার উপর ইহা ভালবাসা, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি সৎবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তদপেক্ষা অধিক উপযোগী ও প্রীতিদায়ী। তরুণরা যে রুসিয়ার তুল্যাধিকারবাদীদের কার্য্যের দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া আছেন, তাহাদের মতবাদের মূল ভিত্তি যাহা, তাহাই আমাদের যৌথপরিবার-প্রথার মূল ভিত্তি,—সকলেই পরিবারস্থ সকলের মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে,—সকলেই যাহা তাহার আবশ্যক, তাহা পাইবে (From each according to his ability—to each according to his needs.) প্রভেদের ভিতর তাঁহারা দেশটাকে দুই চারিটি communeএ বিভাগ করিরাছেন—আমাদের দেশ অসংখ্য communeএ বিভক্ত ছিল, প্রত্যেক যৌথ-পরিবারই এক একটি পৃথক্ commune এবং ইহার ভিতর রক্তের টান ও একত্র বাসের নিমিত্ত ব্যক্তিগত ভালবাসার—শুধু সকাম ভালবাসার নহে—সেই পরিবারের সকলের নিকট আন্তরিক সাহায্য পাওয়া যায়,যাহা সমস্ত দেশের জন্য করা সম্ভব হয় না। রুসিয়াতে এক বা দুই চারিজন লোকের আধিপত্য-বিস্তারে ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা (Individuality), ব্যক্তিগত (individual), স্বাধীনতা ব্যক্তিগত উদ্ভাবনী শক্তি ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি (initiative) ক্ষীণ হইয়া যাইতে বাধ্য, সকলেই একঘেয়ে রকমের হইয়া যায়, তাহাও হইতে পায় নাই। যৌথ-পরিবার-প্রথা তুল্যাধিকারবাদের মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহারই প্রভাবে এত কাল অতিশয় দীন-দুঃখীরও জীবন উপভোগ্য ছিল—তাহারা পশুত্বে নীত

হয় নাই। সকল নারীরই বিবাহ হইত, নারীরা পুরুষদিগের সহিত বি-সমপ্রতিযোগিতায় তাহাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির অনুপযোগী, অস্বাস্থ্যকর, অপত্যদিগেরও বিশেষ ক্ষতিজনক, অর্থকর কর্ম্মকরার নিগ্রহ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল। নারীর স্ব-ত্ব যে মাতৃত্ব, তাহা প্রায় সকল নারীরাই উপভোগ করিতে পাইয়াছিলেন, অপত্যপ্রতিপালনে যৌথ-পরিবারস্থ অন্য সকলের সময়ে সাহায্য পাওয়ায়, অনেকগুলি অপত্য থাকিলেও মাতাদিগের জীবন অতিশয় কষ্টকর বা স্বাস্থ্যহানিকর বা অধিক দুশ্চিন্তাভারগ্রস্ত হয় নাই। বিবাহিতা নারীদিগকেও পাশ্চাত্যদের মত মাতৃত্বনিরোধকারী উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হয় নাই, ভ্রূণ-হত্যা করিতে হয় নাই, পুরুষদিগের কামসহচরী হইয়া পুরুষদিগের প্রীতিকর আমোদে, খেলায়, গল্পে, কর্ম্মে যোগদান করিয়া, নিজেদের বৈশিষ্ট্য ক্ষীণ করিয়া, নকল পুরুষ সাজিয়া, নারী-জীবন ধন্য হইল বলিয়া মনকে বুঝাইতে হয় নাই; প্রবীণাদিগকে নবীনা সাজিতে হয় নাই। বহুকাল মাতৃত্বনিরোধে বিকৃতস্নায়ু হওয়ায়, বহু কাল একা একা থাকার নিমিত্ত তাহাতে অভ্যস্ত হওয়ায়, পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় অর্থকর কর্ম্ম করিতে হওয়ায়, বিবাহিত জীবনে পরস্পরের জন্য যে ত্যাগশীলতা আবশ্যক, তাহা ক্ষীণ হয় নাই, বিবাহিত জীবন অশান্তিকর হয় নাই, বিবাহবিচ্ছেদের আবশ্যক হয় নাই, অসুস্থ অবস্থা ও বার্দ্ধক্য নির্জ্জন কারাবাসতুল্য হয় নাই, পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ চিরকালই মধুর, ও সম্মানযুক্ত ছিল।

এই যৌথ পরিবারপ্রথা ভঙ্গ হওয়ার নিমিত্তই সকলেরই জীবনে অতিশয় কষ্টকর, ও দুশ্চিন্তাভারগ্রস্ত হইয়াছে, নারীদিগের দুর্দ্দশাও ভয়ানক হইয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর নারীদিগকেও পেটের দায়ে লালায়িত হইয়া পরের দ্বারস্থ হইতে হইতেছে। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে কখনও এরূপ পরের দ্বারস্থ হইতে হয় নাই, অর্থোপার্জ্জনের আবশ্যকতা হয় নাই, আত্মীয়দের দ্বারাই তাঁহারা প্রতিপালিতা হইতেন। অতি অল্প-দিনেরই ভিতর দেখিব, অধিকাংশ নারীদিগের বহুকাল বিবাহ হইবে না; তজ্জন্য পাশ্চাত্যদেশে যে সকল বিষময় ফল হইয়াছে, তদপেক্ষা বহু অধিক

পরিমাণে তাহা হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এ দেশের নারীদিগের দুর্দ্দশা ভীষণ হইতে বাধ্য; দুঃখের বিষয়, কেহই তাহা দেখিতেছেন না। যৌথ-পরিবার-প্রথার অঙ্গীভূত আত্মীয়দের সাহায্য করিবার বাধ্যতা জ্ঞান এখনও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই, তথাপি যাহারা অবস্থাপন্ন ছিল এবং যাহাদের আত্মীয়রা এখনও অবস্থাপন্ন আছে, সেই শ্রেণীভুক্ত নারীদিগেরও দুর্গতি হইয়াছে এবং ক্রমাগতই বাড়িয়া যাইতেছে, অন্য শ্রেণীভুক্তদিগের কিরূপ দুর্গতি হইতে বাধ্য, সকলকেই, বিশেষতঃ নারীদিগকে, ভাবিতে অনুরোধ করি। যৌথ-পরিবারপ্রথা ভাঙ্গিয়া যাওয়াই নারীদিগের দুর্দ্দশার মূল কারণ, তাহা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সকলেই সবিশেষ চেষ্টা না করিলে, শিক্ষাপদ্ধতিও তদুপযোগী না করিলে, এ গরীব দেশে কোন উপায়ই হইতে পারে না। অনাবৃষ্টির কালে গণ্ডুষ করিয়া জলসেচন দ্বারা ক্ষেত্রের শস্য সজীব রাখিবার চেষ্টার ন্যায়, সহৃদয় গুরুসদয় বাবুর মত সহস্র সহস্র ব্যক্তিরও [সেরূপ অতি অল্প লোকই আছে] এ দেশের নারীদিগের ভীষণ অবশ্যম্ভাবী দুর্গতি-মোচন চেষ্টা বিফল হইতে বাধ্য। বহু ধনী ইংলণ্ডেই দেখিয়াছি যে, ২৫ বৎসরবয়স্কা তরুণীদিগের শতকরা ৭৫.৭, ত্রিশ বৎসরবয়স্কাদের শতকরা ৪৩.৫, ৩৫ বৎসরবয়স্কাদের শতকরা ২৭টি, ৪০ বৎসর বয়স্কাদের শতকরা ২১টিকে অবিবাহিতা থাকিতে হয়। আমরা অত্যধিক গরীব বলিয়া তদপেক্ষা অনেক অধিকসংখ্যক নারীর বহু দিন পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকা অবশ্যম্ভাবী। প্রথম যৌবনেই ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রবল থাকে, প্রাণ, মন, অঙ্গ ঢালিয়া ভালবাসিবার প্রবৃত্তি প্রকৃতি হইতেই আইসে, তাহাই রুদ্ধ করিতে তরুণীরা বাধ্য হন, উপেক্ষিতার অপমান নীরবে সহ্য করিতে হয়, তজ্জন্য হৃদয় বিষাক্ত হয়, তৎপরে বিবাহ হইলেও তাহা তৃপ্তিপদ হয় না। কিছু দিন পূর্ব্বে কৌলীন্যপ্রথা অনুসরণের নিমিত্ত আমাদের দেশের ১০ বা ১৫ সহস্র ব্রাহ্মণকন্যারা যে দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছিলেন, যাহার নিমিত্ত সহৃদয় শিক্ষিত-সম্প্রদায় ঐ সামাজিক প্রথার অজস্র নিন্দা করিতেন, এখন তাঁহারাই পাশ্চাত্য সমাজ গঠন ও বিবাহপ্রথা অনুসরণ করিয়া দেশের সকল নারীকে সেই দুর্দ্দশা ভোগ করাইতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা তাঁহারা দেখেন না। প্রভেদের ভিতর দেখা যায় যে, সেই কুলীনকন্যাদের

অনেকের নামমাত্র বিবাহ হইত, অনেক সপত্নী ছিল, তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় নাই ; কারণ, কাহারও কপালে স্বামিসহবাসসুখ ছিল না। আর প্রভেদ দেখা যায় যে, তৎকালে কুলীনকন্যারা তাঁহাদের মাতুলালয়ে মাতুলকন্যাদেরই ন্যায় চির-জীবনই সযত্নে প্রতিপালিতা হইতেন, ব্রাহ্মণ বলিয়া অন্য শ্রেণীভুক্তদের নিকট সসম্মান ব্যবহার ও সাহায্য পাইতেন। একালের তরুণীদিগকে পিতামাতার মৃত্যুর পর জীবিকার জন্য পরের গোলামী করিতে হইবে, অধিকাংশ স্থলে তাহা দাসীবৃত্তি বা রাঁধুনীগিরি ছাড়া বড় বেশী কিছু নহে ; কারণ, এ দেশের অন্য উপায়ে উপার্জ্জনের পথ অতিশয় সঙ্কীর্ণ। তাহার উপর শতকরা ৯৭টি নিরক্ষর। পাশ্চাত্য দেশে যাহাদের অর্থোপার্জ্জনের বিশেষ আবশ্যক আছে, তাহা-দিগকেও ঐরূপ গোলামী করিতে হয় (কলের মজুরণী), আর করিতে হয় (পূর্ব্বপ্রবন্ধে দেখাইয়াছি), প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তি। এই পরের গোলামীগিরি করিতে পাওয়াই নারীস্বত্বাধিকারপ্রসার, আমাদের গোলামীভক্ত সংস্কারকরা আমাদের তরুণীদিগকে বুঝাইতেছেন !

বহুকাল অবিবাহিত অবস্থায় তরুণীদিগকে বিধবাদেরই ন্যায় স্বামী সঙ্গহীন জীবন যাপন করিতে হইবে, তাহাদিগের মত হৃদয়ের শূন্যতা ভোগ করিতে হইবে, না হয়, গুপ্তভাবে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে হইবে। উচ্চশ্রেণীভুক্তদিগের বালবিধবারা বৈধব্যদশা ভোগ করে বলিয়া হিন্দুসমাজের এত নিন্দা, হিন্দুসমাজকে নারীনিগ্রহী বলা হয়। বীরাঙ্গনা কাব্যে কৈকেয়ী যেমন শুক-সারীকে 'পরম অধর্ম্মা-চারী রঘুকুলপতি' এই বুলি শিখাইবার মানস করিয়াছিলেন, আমাদের স্বদেশভক্ত সংস্কারকরা কিশোর-কিশোরীদিগকে "হিন্দুসমাজ পরম নারীনিগ্রহী" এই বুলি বলিতে শিখাইয়াছেন। তাঁহারা নারীনিগ্রহের নিবৃত্তি উদেশ্যে পাশ্চাত্য বিবাহপ্রথা অনুসরণ করিতেছেন, সেইরূপ সমাজ-গঠন করিতেছেন। এখন দেখা যাউক, এই বিধবাদের সংখ্যা কত। ১০ হইতে ১৫ বৎসরবয়স্কা বালিকাদের ভিতর সমস্ত হিন্দু ভারতবর্ষের মাত্র শতকরা ২টি বালবিধবা আছে ; বাঙ্গালায় শতকরা ৩৮, বিহারে শতকরা ২·৬টি (বিহারে ও বাঙ্গালায় বাল্যবিবাহের অধিক প্রচলন)।

১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্কাদিগের ভিতর সমস্ত হিন্দু ভারতবর্ষে শতকরা ১৩·৮টি, বিহারেও ১০·৮টি, বাঙ্গালায় শতকরা ২৩·২ বিধবা আছে। (Census Report 1921, vol. I. p. 167) আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখিয়াছি, যে, ইংলণ্ডে ১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়স্কাদের ভিতর শতকরা ৯৮·৮টি, ২০ হইতে ২৫ বৎসর বয়স্কাদের ভিতর শতকরা ৭৫·৭টি, ২৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্কাদের ৪৩·৫টি, ৩০ হইতে ৩৫ বৎসর বয়স্কাদের ভিতর শতকরা ২৭টি, ৩৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্কাদের ভিতর শতকরা ২১টি অবিবাহিতা। এখন ইংলণ্ডের এই বহুকাল অবিবাহিতা নারীদিগের ও আমাদের দেশের বিধবা-দের সংখ্যার তুলনা করিয়া দেখুন,বালবিধবাদের সংখ্যার সহিত চিরকুমারী-দের সংখ্যার তুলনা করুন,দেখিবেন, সকল বয়সেই ইংলণ্ডের কুমারীর সংখ্যা আমাদের বিধবাদের অপেক্ষাও অধিক। ইহা হইতে দেখা যায় যে, প্রায় সকল সমাজেই নানা কারণে কতক নারীকে স্বামিসহবাসসুখ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। হিন্দুসমাজে সেই সকল নারীর সংখ্যা ইংলণ্ডাদি দেশ অপেক্ষা অনেক অল্প। হিন্দুসমাজ সকল পুরুষকে বিবাহ করিতে বাধ্য করিয়া ও যৌথ-পরিবার প্রথা ও জাতিভেদ প্রথার দ্বারা বিবাহ করিবার সুবিধা করিয়া দিয়া সকল নারীরা যাহাতে স্বামিসহবাসসুখ হইতে বঞ্চিত না হয়, তাঁহারা কায়মনপ্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়া স্বামীর ভালবাসা পাইয়া তাঁহাদিগের ভালবাসা-প্রবণ হৃদয় সরস থাকে, জীবন সাফল্য লাভ করে, তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। তবে হিন্দুসমাজ উচ্চশ্রেণীর ভিতর বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ করায় অতি অল্পসংখ্যক নারী বালবিধবা রহিয়া যায়। কিন্তু দেখা যায় যে, প্রায় সকল দেশেই উচ্চশ্রেণীর ভিতর নিম্নশ্রেণীর অপেক্ষা নারীসংখ্যা অধিক হয়। বিধবাবিবাহ না থাকায় সকল পুরুষকেই—বিপত্নীকদিগকেও কুমারী-বিবাহই করিতে হয়; সুতরাং তাহাতে কুমারীর সংখ্যা কম হয়।

এখন দেখা যাউক, বালবিধবা থাকা অপেক্ষা চিরকুমারী থাকা সমাজের পক্ষে ও নারীসমষ্টির পক্ষে শ্রেয়ঃ কি না। প্রথম দৃষ্টিতে ত প্রাপ্তবয়স্কাদের অবিবাহিতা অবস্থা বৈধব্যেরই নামান্তর মাত্র। প্রভেদের ভিতর পাশ্চাত্য দেশের কুমারীদের বিবাহিতা হইবার আশা আছে,

তাহাদের বিলাসভোগের কোন বাধা নাই; হিন্দু উচ্চশ্রেণীভুক্তা বিধবাদের সে আশা নাই, তাহাদিগের বিলাসিতা ত্যাগ করিতে হয়। অনেকে এই প্রভেদের জন্য কুমারী অবস্থা বাঞ্ছনীয় মনে করেন। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, পাশ্চাত্যের সেই সকল কুমারীর কতক অংশ, যাহা আমাদের বাল-বিধবাদের সংখ্যার অপেক্ষা অনেক অধিক, চিরজীবনই অবিবাহিতা থাকিয়া যাইতে হয়—তাহারা নিত্য আশা করে—নিত্য তাহা ভঙ্গ হয়, অবশেষে ত সেই আশাই ত্যাগ করিতে হয়—উপরন্তু উপেক্ষার অপমান চিরজীবনই সহ্য করিতে হয়, হৃদয় বিষাক্ত করা হয়। সুতরাং তাহাদের পক্ষে ত সে আশা তাহাদের কষ্টের বৃদ্ধিই করে—তাহাদের গ্রীক পুরাণোক্ত টেণ্টেলাসের যন্ত্রণাভোগ-ই হয়। তাহার উপর যখন কতক অংশকে অবিবাহিতা থাকিতেই হয়, তখন অপর নারীরা দুই বা ততোধিকবার বিবাহিতা হইবে—স্বামিসহবাসসুখ পাইবে আর তাহারা একবারও তাহা পাইবে না, তাহা কিরূপে ন্যায়সঙ্গত, তাহা আমাদের সংস্কারকরা ভাবিবেন কি? সুতরাং বলিতে হইবে, নারীসমষ্টির মঙ্গলের জন্যই ন্যায়বিচার করিয়াই উচ্চশ্রেণীভুক্তদিগের—যাহাদের ভিতর নারীসংখ্যা অধিক হয়, তাহাদের বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল যাহাতে সকল নারীই একবার বিবাহিত হইতে পায়। সেরূপ না করার ফল এই হয় যে, সুরূপাও ধনী বিধবাদের বিবাহ হয়, কিন্তু গরীব ও রূপহীনা কুমারীরা একবারও বিবাহিত হইতে পায় না। তাহাতে গরীবদের উপর অত্যাচার হয়। এখন আবার বিশেষতঃ উচ্চশ্রেণীভুক্তদিগের বরপণপ্রথা যেমন ভয়ানক হইয়াছে, তখন তাহাদের বিধবা-বিবাহ কুমারীদের মঙ্গলের জন্য কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

পাশ্চাত্য-কুমারীদের এই বিবাহের আশা থাকার নিমিত্তই তাহাদিগকে পুরুষদিগের সহিত মিশিতে হয়—আমোদে, খেলায়, গল্পে যোগদান করিতে হয়, কাম উদ্‌বুদ্ধ হয়, তাহা রুদ্ধ করিতে চেষ্টা পাইতে হয়। অনেক সময়ে তজ্জন্য অনেক উৎকট ব্যাধি হয়। মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ-কারীরা তাহা স্পষ্ট দেখাইয়াছেন। অনেক সময়ে পদস্খলন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, অনেক সময়ে ভোগলোলুপতার জন্য দেহবিক্রয় করিতে

হয়, আবার তজ্জন্য অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িতে হয়। অনেক সময়ে তজ্জন্য ভ্রূণহত্যা করিতে বাধ্য হয়, জারজ সন্তান পালন করিতে হয়, বারবনিতার শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িতে বাধ্য হইতে হয়। হিন্দু-সমাজে উচ্চশ্রেণীর বিধবাদের এইরূপ বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত, তাহা-দিগকে সেই অবস্থার উপযোগী করিবার নিমিত্ত, সংযমশিক্ষা দেওয়ার বিধি আছে, এবং সেই সংযমশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত নিয়মাবলী করিয়াছিলেন। এইরূপ সংযমশিক্ষা শুধু তাহাদের পক্ষেই মঙ্গলজনক নহে—অন্য নারীদের ও সমাজের পক্ষেও মঙ্গলজনক, তাহা পরে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। এই নিয়মগুলি পালন করা অত্যন্ত কঠিন—অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু কামজয় করাও অতিশয় দুরূহ কার্য্য; বিশেষতঃ মানসিক। তাহার অন্য সহজ উপায় এ পর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই। এই সংযমশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত আহারাদি বিষয়ে অনেক নিষেধ;—উপবাসাদি করা, বিলাসিতা ত্যাগ করা, পুরুষ-দিগের সহিত সচরাচর না মেশা, ব্রত-পূজা করা। এই সকল নিয়মের কঠোরতার জন্যও আবার হিন্দু-সমাজকে নারীনিগ্রহী বলা হয়—বিশেষতঃ উপবাসাদির নিয়মের জন্য। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, হিন্দু-বিধবারা এই সকল নিয়ম পালন করিয়া, নিন্দাকারীদের কথায় নির্য্যাতন সহিয়া, তাহাদের দীর্ঘজীবন স্বাস্থ্য ও কষ্টসহিষ্ণুতার জন্য প্রসিদ্ধ, সকল Census Reportএ তাহা প্রকাশ আছে, তখন এই সকল নিয়মের শুভফল দেখিয়া নিয়মগুলিকে শিক্ষাপ্রদ বলিয়াই বুঝা উচিত—তাহা অত্যাচারের নিদর্শন নহে। রোমান ক্যাথলিক্ সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরা (monks & nuns) স্ব-ইচ্ছায় প্রায় সেই সকল নিয়ম পালনই করেন। যাঁহারা কোন উচ্চ আদর্শের জীবন যাপন করিতে চাহেন, তাঁহাদের সকলের পক্ষেই ঐ সকল নিয়ম উপযোগী। সুতরাং সেগুলিকে নারীনিগ্রহের নিদর্শন বলা অত্যন্ত অন্যায়। এখন ইংরাজী চিকিৎসাশাস্ত্রে এই উপবাসের উপকারিতা স্বীকৃত। ব্রতাদি পালন করা ইচ্ছাশক্তির বিকাশ-সহায়ক (Training & development of the will) এবং রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীরা কতকটা সেইরূপ নিয়মাদি পালন করিয়া থাকেন। কামজয় বড়ই কঠিন। পুরুষ-দিগের সহিত অবাধ মেলামেশা থাকিলে অনেক সময়ে ক্ষণিক মানসিক

দুর্ব্বলতার জন্য অনেক সধবাদেরও, কুমারী বা বিধবাদের কা কথা, পদস্খলন হয়; পাশ্চাত্য উপন্যাসে তাহার বর্ণনা যথেষ্ট আছে। তাহার ফলও বিষময় হয়; সুতরাং তাহা নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। আজকাল পাশ্চাত্যদের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া চরিত্রহীন লোকরাও অবাধ মেলামেশা করিতে না দেওয়াই হিন্দুসমাজের নারীনিগ্রহের নিদর্শন বলিতে শুনা যায়। এই অবাধ মেলামেশায় যদি পদস্খলন হয়—অনেক স্থলেই হইয়া থাকে—কি ইংরাজী কি আজকালের বাঙ্গালা উপন্যাসে তাহার বর্ণনা সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাতে অনেক গৃহদাহ হয় এবং তাহার মন্দফল যখন নারীরাই ভোগ করে, তখন এইরূপ মেলামেশা বন্ধ করা নারীর মঙ্গলেচ্ছায় হিন্দুরা করিয়াছিলেন বলা উচিত।* যাঁহারা দোষ দেন, হয় তাঁহাদের মনুষ্য-চরিত্রের ও মনের বিষয়ে কোন জ্ঞান নাই—না হয় তাঁহারা দেবতার অপেক্ষা মহৎ অথবা তাঁহারা সেইরূপ সুযোগপ্রয়াসী। কোন জ্ঞানী লোককে ত কখন বাড়ীতে বিষ যত্র তত্র ফেলিয়া রাখিতে দেখি না—এরূপ অবাধ মেলামেশা যখন নারীদের পক্ষে বিষের মত অশুভ-ফলদায়ক হইবার সম্ভাবনা আছে, তখন তাহা সচরাচর বন্ধ করা কেবল পাশ্চাত্য অনুচিকীর্ষু লোকরাই দোষাবহ বলিতে পারেন। পাশ্চাত্য সমাজ-গঠনে যে নারীরা এরূপ মিশিতে বাধ্য হয়—আমাদের তাহা হয় না—তাহা তাঁহারা দেখেন না। আবার যখন দেখা যায় যে, অপত্যবৎসল হিন্দুসমাজ শাসনকর্ত্তারা—যাঁহারা উচ্চশ্রেণীভুক্ত, তাঁহাদেরই কন্যাদের পক্ষেই বিধবার পালনীয় নিয়মাবলী কঠোরতম—নিম্নশ্রেণীভুক্তদিগের জন্য সেরূপ কঠোর নিয়ম ছিল না—তখন সে নিয়মাবলী ঐরূপ কন্যাদিগের মঙ্গলের জন্যই করা হইয়াছিল, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তাহা না হইলে নিজেদের কন্যাদের নিয়মগুলি অতি সহজ করা হইত—অপরের কন্যাদের নিয়ম কঠোরতর হইত।

* Shakspereএর ন্যায় মনুষ্য-চরিতাভিজ্ঞ ফরাসী পণ্ডিত Balzac তাই লিখিয়াছেন—"The sanctity of woman is incompatible with the duties and liberties of society. To emancipate women is to corrupt them." See "A woman of thirty."

বিধবাদের বিলাসিতাত্যাগের নিয়মও অত্যন্ত আবশ্যক। প্রথমতঃ বিলাসিতাত্যাগে অভ্যস্ত না হইলে তাহা পাইবার জন্য অনেককে অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িতে হয়—অনেক পাশ্চাত্য উপন্যাসে তাহার দৃষ্টান্ত আছে। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুসমাজগঠনে সকল নারীই পুরুষদিগের প্রতিপাল্য। প্রধান পালনকর্ত্তা ভর্ত্তার অভাবে তাহার উপার্জ্জন যৌথ-পরিবারে না আসায় যৌথ-পরিবারস্থ অন্য যাহারা তাহাদিগকে পালন করিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে উহা কষ্টসাধ্য হয়,—অধিকাংশই গরীব, তাহা যেন মনে থাকে। অপরিহার্য্য ব্যয় করাও অনেক সময়ে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। যাহার আত্ম-সম্মানজ্ঞান আছে, সে কখনও একান্ত আবশ্যক দ্রব্য ছাড়া অন্য কিছু যোগাইবার ভার অন্য কাহাকেও দিতে চাহে না। যাহাদের আত্মীয়রা সঙ্গতিপন্ন, তাহারা যদি কোনরূপ পরিচ্ছদ, অলঙ্কার বা অন্য বিলাসিতা ভোগ করেন, তাহা হইলে যাহাদের আত্মীয়রা সেরূপ সঙ্গতিপন্ন নয়—অধিকাংশই নয়, তাহারাও সেরূপ পাইতে চাহিবে—না পাইলে ক্ষুণ্ণ হইবে—তাহাদের মর্য্যাদা-হানি হইবে—চাহিলে আত্মীয়দের অত্যন্ত কষ্টকর হইবে, তজ্জন্য মনোমালিন্য হইবে। সকল বিধবার পক্ষে একই নিয়ম থাকিলে কাহারও কষ্টকর হয় না—সম্মান-হানিজনক হয় না। এই কারণেই মহাত্মা গান্ধি ধনীদিগকেও মোটা খদ্দর পরিতে বলেন। আমাদের বিধবাদের বেশ পাশ্চাত্যের Sisters of Mercyদের শ্বেত বসনের মত নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদ (Uniform)। সেই নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদ—যেমন পাশ্চাত্য-দেশে সম্মানসূচক—আমরা যদি ত্যাগধর্ম্মের প্রকৃত সম্মান করিতাম, তাহা হইলে আমাদের বিধবাদের বেশেরও সেইরূপ সম্মান করিতাম। তাহার উপর মনে রাখিতে হইবে, যাহাদিগকে কামজয় করিতে হইবে, তাহাদিগের পক্ষে বিলাসিতাত্যাগ অতি তুচ্ছ কথা।

এইরূপ সংযমে ও ত্যাগে অভ্যস্ত হইয়া বিধবারা উচ্চ আদর্শে জীবন যাপন করিবার উপযুক্ত হন। হিন্দুসমাজ বিধবার পক্ষে পূজা-ব্রতাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কামকে ভগবানাভিমুখ করিবার উদ্দেশ্যে। একালের মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণকারীদিগের কথায় Sublimate করিবার উদ্দেশ্যে এবং তাহা করাইয়া যাহাতে সর্ব্বভূতহিতার্থে তাঁহারা জীবন যাপন করিতে পারেন ও

তৃতীয় প্রবন্ধ

হিন্দুজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ নিষ্কাম কর্ম্মের শিক্ষয়িত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকলকে তাহাতে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে। হিন্দুরা বিধবাদের দুর্ভাগ্যকেই তাহাদিগকে উচ্চতম, মহত্তম জীবনে লইয়া যাইবার প্রথম সোপানে পরিণত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন—মহত্তম জীবনের সুখ ও শান্তির অধিকারিণী করিতে চাহিয়াছিলেন—সাফল্যলাভও করিয়াছিলেন। ত্যাগশীলতা, সেবাপরায়ণতা, পরার্থপরতা নারীদিগের মাতৃত্বের অঙ্গীভূত প্রকৃতিপ্রদত্ত গুণ। সেই সকল গুণ অর্জ্জন করিবার তাঁহাদের সহজ পটুতা আছে; নারীহৃদয়ের সেই উর্ব্বর ক্ষেত্রেই সেই সকল গুণের প্রকৃষ্ট বিকাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল; সেই জন্যই সাফল্যলাভও হইয়াছিল। যৌথপরিবার-প্রথা জাতিভেদ-প্রথার দ্বারা সকল নারী সকল সময়েই পুরুষদিগের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিল অর্থাৎ All women were endowed for all times—কেবল গর্ভের শেষ মাসে ও প্রসবের পর কিছুদিনের জন্য নয়—একালের পাশ্চাত্যের নারীস্বত্বাধিকার প্রসারকরা যাহা পাইলেই বর্ত্তিয়া যায়। সুতরাং অর্থোপার্জ্জনের স্বার্থসংঘর্ষে আসিতে হয় নাই, তাঁহাদের প্রকৃতি-প্রদত্ত পরার্থপরতা কলুষিত হইতে পায় নাই; সুতরাং উপযুক্ত শিক্ষাপ্রণালীর দ্বারা তাহার পূর্ণ বিকাশ সহজেই হইতে পাইয়াছিল। এই জন্যই এ দেশে একাধারে কর্ম্ম ও ধর্ম্মশীলা নারীর কোন কালেই অভাব হয় নাই। এই জন্যই কেবল ভারত-ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায় যে,"অশিক্ষিতা" বা সামান্য প্রাথমিক শিক্ষামাত্রপ্রাপ্তা বিধবারা বিপদের সময়েও রাজ্যভার লইয়া অতিশয় দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন—তাঁহাদের সুখ্যাতি ও কীর্ত্তিতে ভারত-ইতিহাস সমুজ্জল। পুণ্যশীলা অহল্যাবাই, রাণী কর্ম্মদেবী, রাণী দুর্গাবতীর জীবন-কথা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই বিদিত। তদপেক্ষা সঙ্কীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে রাণী ভবানী, লক্ষ্মীবাঈ ও শরৎসুন্দরীর নামও উল্লেখযোগ্য।

এইরূপ প্রকৃত মহত্ত্বের অধিকারিণী হইতেন বলিয়াই গার্হস্থ্য জীবনে ত্যাগশীলা, সেবাপরায়ণা, পরোপকাররতা বিধবারা এখনও গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে বিরাজিতা। তাঁহাদেরই প্রভাবে এখনও গ্রামে গ্রামে জলাশয় আছে, তাহাতেই সাধারণের জলকষ্ট নিবারিত হয়, লোকরা মৎস্য খাইতে

পায়—ঠাকুরবাড়ী, অতিথিশালা, ধর্ম্মশালা আছে—অনাথ, ভিক্ষুক, পরিব্রাজকরা আশ্রয় পায়। রোগশোকক্লিষ্টরা কাহার কাছে প্রধানতঃ সেবা পায়? কে তাহাদের জন্য রাত্রিজাগরণ করে?—কে তাহাদিগকে সান্ত্বনা দেয়? কে মাতৃহীনদিগের মাতার স্থান অধিকার করে? কে অপত্য-প্রতিপালনে মাতাদিগকে সাহায্য করে? সেই একবসনা, একাহারা, পরসেবাব্রতরতা, প্রশান্ত গম্ভীরমূর্ত্তি, মহীয়সী হিন্দু-বিধবা। (আবার এইরূপ পরের অপত্যপালন করিয়া মাতৃত্বের সুখও উপভোগ করিতে পান, তাহাদিগের ভক্তিশ্রদ্ধাও পান।) এই বিধবাদের জীবনের দৃষ্টান্তপ্রভাবেই এবং স্বামীর মৃত্যুতে তাঁহাদিগকে এইরূপ সর্ব্বত্যাগ করিতে হইবে জানিয়া সকল নারীই বিলাসাসক্তি ত্যাগ করিতে শিখেন, সর্ব্বত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হয়, ত্যাগ করিবার উপযুক্ত হৃদয়বল দৃঢ়ীভূত হয়—অন্যের দুর্ব্ব্যবহারে তাহাদিগের কর্ত্তব্য জ্ঞান শিথিল হয় না—হৃদয়ের বল পান। এইরূপ সকলেই ত্যাগশীলতার—পরার্থপরতার প্রকৃত মহত্ত্বের অধিকারিণী হয়েন—প্রকৃত মহত্ত্বের অনুসরণ করিতে কোন ত্যাগস্বীকারে কুণ্ঠিত হন না—সকলের উপর সে প্রভাব বিস্তৃত হয়। এই জন্য তাঁহারা মহারাণা প্রতাপের সহিত আরাবল্লী পর্ব্বতের জঙ্গলময় প্রদেশে ঘাসের রুটী খাইয়া জীবনধারণ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। এ কালে কুলীরমণীরাও মহাত্মা গান্ধির সহিত দক্ষিণ-আফ্রিকায় অসহযোগে যোগদান করিতে পারিয়াছিল—তদ্দেশবাসীদের সকল অত্যাচার অকুণ্ঠিতভাবে সহিয়াছিল। এই মহত্ত্বের—পরার্থপরতার প্রভাব এখনও আমাদের পতিতা, বারবনিতাতেও প্রসারিত আছে দেখিয়া তাহাদের দুঃখময় জীবনের সহিত সহানুভূতিতে বিগলিত হইয়া প্রতিভাশালী শরৎবাবু লোকের দৃষ্টি, সহানুভূতি তাহাদের প্রতি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং তাহা পড়িয়া তরুণ-তরুণীরা বিভ্রান্ত হইয়া অনেকে মনে করিতেছেন যে, বারবনিতার জীবন হেয় নয় এবং সচরাচর তাহা কত নীচতার দিকে লইয়া যায়, তাহা দেখিতে ভুলিয়া যান।

আমাদের সকল নারীর জীবন এইরূপে পরার্থপরতায় ত্যাগশীলতায় প্রকৃত মহত্বে প্রভাবিত হয় বলিয়াই স্বামীর দুর্ব্ব্যবহার সত্ত্বেও তাঁহারা স্বামী ও

অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য অকুণ্ঠিচিত্তে পালন করিয়া যাইতে পারেন এবং প্রায়ই দেখা যায় যে, কিছুদিন পরেই সেই স্বামীই তাঁহাদের মহত্ত্বের পদতলে নতশির হইয়া পড়ে, নিজের দুর্ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হয়, তাঁহাদের প্রীতিসম্পাদনে যত্নবান্ হয়। আমাদের নারীদিগের এই গুণেই আমাদের গৃহে শান্তি, প্রীতি ও তৃপ্তি আছে, সামান্য কলহে—পরস্পরের সামান্য ত্রুটিতে পাশ্চাত্যের মত গৃহদাহে পরিণত হয় না। এইজন্য আমাদের নারীরা গৃহের লক্ষ্মী বলিয়া পরিচিতা। আমাদের নারীরা সেবাধর্ম্মে অনুপ্রাণিতা বলিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে 'দাসী' বলিয়া পরিচয় দিয়া গৌরবান্বিত হইতেন। রাজপুত্রের জীবনাদর্শ যেমন Ich Dien (I Serve আমি দাস) শব্দে প্রকাশ, তাঁহাদের জীবনাদর্শও তেমনই 'দাসী' এই আখ্যায় প্রকাশ এবং তাঁহাদেরই প্রভাবে—

"গৃহীরা শিখিল গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী—আত্মবন্ধু—অতিথি—অনাথে
ভোগেরে বাঁধিতে সদা সংযমেরই সাথে।"

বিধবাদের ত্যাগের প্রভাবেই আমাদের সমাজ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তাঁহারা আমাদের দেশের নিষ্কাম কর্ম্মের ও ত্যাগধর্ম্মের প্রধান শিক্ষয়িত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এই কথা যাঁহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন, তাঁহাদিগকে দেখিতে বলি যে, আমাদের এই শিক্ষা দিবার অন্য কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। এই ত্যাগধর্ম্মের শিক্ষা বক্তৃতা দিয়া, বই লিখিয়া হয় না; তাহা যদি হইত, খৃষ্টান য়ুরোপ এতদিনে সর্ব্বপ্রকার সংহারকারী শস্ত্র সমন্বিত সেনানিবাসের পরিবর্ত্তে বৈরাগীর আশ্রমে পরিণত হইত। লোকের উপর ত্যাগধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করিতে পারে—কেবল ত্যাগ-ধর্ম্মের, নিষ্কাম কর্ম্মের জীবন্ত মূর্ত্তি দেখিয়া—তাহাদের আদর্শ-জীবন প্রত্যক্ষ করিয়া। নিষ্কাম কর্ম্মের—সেবাধর্ম্মের—রিপুজয়ের কোমল মাধুরী আমরা (চক্ষুহীন না হইলে) প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিত পাই, আত্মীয়দের তাহাতেই কামনাবহ্নি প্রশমিত হয়—ভোগেচ্ছা সংযত হয়—সহানুভূতি, সহৃদয়তার বিকাশ হয়—অহমিকা শিথিলমূল হয়—ধনগর্ব্ব লুণ্ঠিত হইয়া পড়ে—গৃহ পবিত্র হয়। তাহাদিগের জীবনের মহত্ত্বের অলক্ষ্য প্রভাবে

আমাদিগের গৃহে শান্তি আছে, তাহা দেখি না। আমরা এখন পাশ্চাত্য প্রভাবে বিধবাদিগকে সেই সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখি না বলিয়া, তাঁহারা ভীষণভাবে অত্যাচারিত হয় মনে করি বলিয়াই তাঁহাদেরও মহদাদর্শে জীবন যাপন করিবার উপযুক্ত হৃদয়বলও নষ্ট করিয়া দিতেছি, তাঁহাদের জীবনের প্রভাব বিস্তার হইতে পাইতেছে না। এই বিধবাদিগকে আমাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা উচিত।

আমার কোন বিশেষ মাননীয় ধনী আত্মীয় তাঁহার এক অল্পবয়স্কা কন্যা বিধবা হইলে তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে যান, তাহাকে তিনি তৎকালীন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে প্রকৃত হিন্দুভাবাপন্ন লোকের মনের ভাব প্রকাশ হয়। তিনি বলিয়াছিলেন—"ভগবান্ যে আমার কন্যাকে এই অল্পবয়সেই বিধবার রাজমুকুট (Crown of Widow—hood) পরিবার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়াছেন, তাহাতে আমি নিজেকেও ধন্য বোধ করিতেছি।" আবার কি আমরা সেই দৃষ্টিতে বিধবাদের দেখিতে শিখিব? মহাত্মা গান্ধী ইংলণ্ডের দারুণ শীতেও কৌপীনবাসধারী নগ্নপদ ছিলেন বলিয়া বিগলিতচক্ষু হওয়া যত সঙ্গত, হিন্দুসমাজের উচ্চশ্রেণীর বিধবাদের ভোগহীনতার জন্য তাহাদের দুঃখ ও কষ্টের জীবনের জন্য বিগলিতচক্ষু হওয়া ততটাই সঙ্গত।

আমরা যদি স্মরণ করি যে, যে কালে এই বৈধব্যের নিয়ম প্রচারিত হইয়াছিল, তখন আমরা সভ্যতার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলাম, আমরা সকল জ্ঞানবিজ্ঞান-শিল্পের আবিষ্কর্ত্তা ছিলাম, এখান হইতেই ধর্ম্মের ও নীতির উৎস প্রবাহিত হইত। আমরা যেমন আকাশের গ্রহ, নক্ষত্র তারার গতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করিতাম, পৃথিবীর অভ্যন্তর ও সমুদ্রগর্ভও তেমনই করিয়া দেখিয়াছিলাম। সুদুর আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, যবদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ, কাম্বোজ দেশে অর্ণবপোতে গিয়া উপনিবেশ স্থাপনা করিয়াছিলাম, তথায় সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলাম। আমাদের সমৃদ্ধি জগৎপ্রসিদ্ধ, তখন আমরা সকল লোকের সকল দুঃখ-কষ্টের ঐকান্তিক নিবৃত্তি করিতে প্রয়াসী ছিলাম, রাজারা রাজমুকুট তুচ্ছ করিয়া পর্ব্বতগুহায় ফলমুলাহারী হইয়া যোগাভ্যাস

করিতেন। সেকালে বিলাসলালিতা রাজকন্যা উমা ভস্মাচ্ছাদিতদেহ বাঘাম্বর সন্ন্যাসী শিবকে পতিত্বে বরণ করিবার জন্য উগ্রতপস্যা করিয়াছিলেন। সেইকালের বীরপুরুষরা, সেই প্রকৃত মহত্ত্বের অনুসরণপ্রয়াসী যুগে, যে তাঁহাদেরই বীর কন্যা, বীর ভগিনীদিগকে বিধবা হইলে সর্ব্বভূতহিতার্থে নিয়োগ করিবেন, তাঁহারাও সেই আদর্শের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে প্রয়াসিনী হইবেন, তদুপযোগিনী হইবার নিয়মাবলীর কঠিনতা অগ্রাহ্য করিবেন, তাঁহাদের আদর্শ-জীবন দেখিয়া সকল লোকই নিষ্কামধর্ম্মে প্রভাবিত হইবে, ভোগাসক্তি ত্যাগ করিতে শিখিবে, তাহাই সম্ভব। যাঁহারা সকল লোকের সকল দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি করিতে প্রয়াসী ছিলেন, যাঁহারা সকল প্রাণীদের প্রতি করুণার জন্য প্রসিদ্ধ, তাঁহারা তাঁহাদের কন্যাদিগকে অসীম নিগ্রহ সহ্য করিবার ব্যবস্থা করিবেন, তাহা স্বদেশভক্ত সংস্কারদিগের বিশ্বাস করা কত সঙ্গত, তাহা একবার বিবেচনা করিবেন কি?

ইংলণ্ডের প্রাপ্তবয়স্কা নারীদিগের ভিতর কত অংশ কুমারী দেখুন এবং তাহাদিগের সহিত আমাদের যাহারা তৎকালে বিধবা হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যার ও অবস্থার তুলনা করুন, বিবাহিতাদেরও অবস্থার তুলনা করুন। প্রথমেই দেখা যায় যে, সেখানকার কুমারীদের সংখ্যা আমাদের বিধবাদের অপেক্ষা অনেক অধিক। তাহার উপর যখন ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রবল থাকে, প্রাণ-মন, অঙ্গ ঢালিয়া ভালবাসিবার, পুরুষ ও নারী উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যাইবার প্রবৃত্তি ও শক্তি থাকে, তখন তাঁহারা সেই সকাম ভালবাসা, কাম ও মাতৃত্ব হইতে বঞ্চিত থাকেন, ভালবাসা কুকুর বিড়ালে ফেলিতে হয়, হৃদয়ের শূন্যতা আমোদ ও বিলাসিতা উপভোগেই পূরণ করিতে হয়, পুরুষদিগের সহিত নানা আমোদ ও খেলায় যোগদান করেন, থিয়েটার-বায়স্কোপে উদ্দাম উপভোগ দেখেন, কাম ও ভোগেচ্ছা উদ্দীপিত করা হয়, তাহাই রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতে হয়, তাহা অতিশয় স্বাস্থ্যহানিকর, অনেক উৎকট ব্যাধিজনক, ইহা সকল ডাক্তার, সকল মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণকারীই স্বীকার করেন। মাতৃত্বের অঙ্গ সকলের স্নায়ু ও স্নায়ুগ্রন্থি সকল শুষ্ক হয়, ক্রমেই নারীর নারীত্ব যে মাতৃত্বে,

তাহাতেই বিতৃষ্ণ হইয়া পড়েন—বিলাসিতাই একমাত্র উপভোগ্য থাকে, সুতরাং তাঁহারা ভোগলোলুপা হইয়া পড়েন, তজ্জন্য নানারূপ বিপদগ্রস্তা হইয়া পড়েন, আত্মবিক্রয় করিতে হয়, ইহা Havelock Ellis প্রভৃতি হইতে দেখাইয়াছি। অনেকে কামজয় করিতে পারেন না, সুতরাং কাম উপভোগ করিতে গিয়া মাতৃত্বনিরোধকারী উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহা সত্ত্বেও অনেক সময়ে গর্ভবতী হইয়া পড়েন, ভ্রূণহত্যা করিতে হয়, জারজ সন্তান একা পালন অথবা ত্যাগ করিতে হয়। অনেককেই পেটের দায়ে ও ভোগবাসনার পরিতৃপ্তির জন্য পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় স্বাস্থ্যহানিকর ও মাতৃত্বের অনুপযুক্ত অর্থকর কর্ম্মের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, অপ্রাপ্তব্য স্থানে প্রেম উদ্দীপিত হয়, বহু অভীপ্সিত স্থানে প্রত্যাখ্যানের বা অবজ্ঞার অপমান নীরবে সহ্য করিতে হয়, হৃদয় বিষাক্ত করা হয়, তাহার পর অর্থের বা অন্য সুবিধা খতাইয়া অমনঃপূত, বহু নারী-সম্ভোগকলুষিত-হৃদয় লোকের সহিত বিবাহিতা হইতে হয়, তাহারও আবার অনেকেই যৌনব্যাধিগ্রস্ত! এরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ এত অধিক হইতেছে, এরূপ বিবাহ হইতে মুক্তি পাওয়াই নারীস্বত্বাধিকার-প্রসার পাশ্চাত্য দেশে গণ্য হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? যে পাশ্চাত্য দেশে বিবাহিতা নারীরাও নারীর নারীত্ব যে মাতৃত্বে, তাহাই রুদ্ধ করিতে বাধ্য হয়, তাহা উপভোগ করা একান্ত কষ্টকর যাহাদের অধিকাংশের যৌবন কাটিয়া যায় মনের মানুষ খুঁজিতে, বহু অভীপ্সিত পুরুষদিগের দ্বারা প্রত্যাখ্যানের অপমানে হৃদয় বিষাক্ত, তৎপরে অমনঃপূত স্থানে বিবাহিতা হইতে বাধ্য হয়, বৃদ্ধবয়স প্রায় সকলেরই নির্জ্জন কারাবাসতুল্য, তাহারাই নারীস্বত্বাধিকারপ্রসারক! সেইরূপ সমাজ গঠন করিতে আমাদের পাশ্চাত্যের অনুচিকীর্ষু' স্বদেশ-প্রেমিক সংস্কারকরা চাহিতেছেন, আর আমরা—যাহারা সকল নারীকে সকল কালে প্রতিপালন করিয়া (endowed) তাহাদিগকে অর্থোপার্জ্জনের নিগ্রহ হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলাম, সকলকেই কাম ও মাতৃত্ব উপভোগ করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলাম, আমরাই নারী-নিগ্রহী, তরুণদিগকে ইহাই বুঝাইতেছেন! অপরম্বা কিম্ ভবিষ্যতি !!

আমাদের প্রাপ্তবয়স্কা বিধবারা প্রথম যৌবন হইতেই পূর্ণভাবে কাম ও প্রেম উপভোগ করিতে পাইয়াছিলেন, প্রায় সকলেই মাতা হইতে পাইয়াছিলেন, স্বামীর মৃত্যুর পর সেই ভালবাসা অপত্যে পুঞ্জীভূত হইয়া পড়ে, তাহাদের মুখ চাহিয়া সকল দুঃখকষ্ট সহিবার দৃঢ়তা আইসে, আত্মীয়দের সাহায্যে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন প্রভৃতি চলিয়া যায়, অপত্যরা বড় হইলে তাহাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা, সেবা পাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিতে পারেন।

উচ্চশ্রেণীভুক্তদের ভিতর বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে, যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের উপর আত্মীয়দের বিধবা ও তাহার অপত্যদের প্রতিপালনের বাধ্যতা প্রতিষ্ঠিত, তাহাই শিথিল করা হয়। বিধবার দ্বারায় প্রতিপাল্য ত্যাগের নিয়মাবলিও শিথিল হইয়া যায়, অনেকেরই পুনরায় বিবাহিত হইবার বৃথা আশা উদ্দীপিত করা হয়, সংযমশিক্ষার বিঘ্নকারক হয়, আত্মীয়দের তজ্জন্য তাহাদিগকে সাহায্য করিবার প্রবৃত্তিরও অভাব হয়, সেরূপ সাহায্য করাও হইয়া উঠে না। সকল সমাজেই দেখা যায় যে, অতি অল্পসংখ্যক বিধবা বিবাহিতা হয়। তাহারা প্রায় সকলেই ধনী কিম্বা বিশেষ রূপবতী বা কোন বিশেষ পুরুষ-আকর্ষণকারী গুণযুক্ত। সুতরাং অধিকাংশ বিধবার তাহাতে কোন লাভ হয় না। বরং অতিশয় অশুভফলদায়ক হয়, অনেককেই আত্মীয়দের সাহায্যাভাবে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইতে হয়, তাহাতে চরিত্রহীন হইবার পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়। যাহারা পুনরায় বিবাহিতা হয়, তাহারা অন্য কুমারীর বিবাহিতা হইবার আশা নির্ম্মূল করিয়া দেয়, সেই বিবাহিতা বিধবাদের সুখ কুমারীদের সুখের বিনিময়েই হয়, সুতরাং নারী-সমষ্টির মঙ্গল করা হয় না, ধনের প্রভাবই বৃদ্ধি করা হয়, তজ্জন্য নারীদিগের ও সমাজেরই অমঙ্গল করা হয়। আমাদেব মত গরীব পরাধীন দেশের পক্ষে ইহা অতীব অমঙ্গলজনক।

এখন আমরা সকলেই বিধবাদিগের সহিত সহানুভূতি প্রকাশে সহস্র-মুখ, কিন্তু আমাদের সামাজিক নিয়মে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে আমরা যে বাধ্য, আমরা তাহা মানি না—তাহাদিগকে গৃহে স্থান দিই না—যদি বা দিই, তাহাদের সহিত দাসীর অপেক্ষা অনেক সময়ে মন্দ

ব্যবহার করি, তাহাদিগকে তাহাদের মহত্তর আদর্শে জীবনযাপন করিবার অবকাশ দিই না; তাহাদিগকে লাঞ্ছিত বলিয়া—লাঞ্ছনা দিয়া সেই আদর্শ জীবনোপযোগী হৃদয়বলই নষ্ট করিয়া দিই। বিধবাদের সর্ব্বত্যাগ আমাদের বর্দ্ধিত ভোগাসক্তির সহিত অতিশয় অসমঞ্জস্য, তাহাকে প্রতিক্ষণেই মূক তিরস্কার করে, তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেও কুণ্ঠিত, সেই জন্যই কি আমরা তাহাদিগকে ভিন্নভাষী লোকের সহিতও বিবাহ দিয়া নিজেদের বাধ্যতা হইতে অব্যাহতি পাইতে চাই? আমরা মুখে আমদের ত্যাগধর্ম্মের—নিষ্কামকর্ম্মের Spirituality'র বড়াই করি —তাহা কেবল পাশ্চাত্যদের কাছে মান্য পাইবার জন্য। যাহারা সেই নিষ্কাম কর্ম্মময় জীবন যাপন করিতে চায়, তাহাদিগকে লাঞ্ছিতা বলি, তাহাদিগকে লাঞ্ছনা দিই। আমরা পাশ্চাত্যদের কোন গুণ অর্জ্জন করিয়াছি কি, না, জানি না। তাহাদের বিলাসিতা, বিলাসভোগেচ্ছা তাহাদের দোষগুলিও গুণ বলিয়া লইতেছি। যে শিক্ষা আমাদিগকে গোলামীগিরিতে পটু করিবার জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, যাহা পাইয়া আমরা প্রথমে গোলামীগিরি খুঁজি, সুবিধাজনক না পাইলে তবে অর্দ্ধ-গোলামীগিরির (ওকালতি প্রভৃতি) চেষ্টা পাই, তদভাবে বাধ্য হইয়া স্বাধীন ব্যবসা করিতে যাই, সেই শিক্ষার প্রভাবে পাশ্চাত্যরা যাহা ভাল বলে, আমরাও তাহাকে নির্ব্বিচারে ভাল বলি; তাহারা যাহা করে, আমরা তাহাই করি; তাহাতে মান্য পাই—তাহাতেই আমরা উন্নতি-কামী স্বদেশহিতৈষী সংস্কারক হইয়াছি বলিয়া স্ফীতবক্ষ হই! তাহারা যে পরিচ্ছদ যখন পরে—যেরূপ গোঁফ-দাড়ী কামায়—চুল ছাঁটে, সেইরূপই করি; তাহারা যে খেলা যখন খেলে, আমরা তখন সেই খেলা খেলি; যেরূপ আমোদ যখন উপভোগ করে, আমরা তাহাই করিতে চেষ্টা পাই। পাশ্চাত্যদের খেলার আমোদের বিবরণ পড়ি—তাহাতে যাহারা কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে, তাহাদের গুনগান করি। আমরা পুরুষানুক্রমে 'শতহস্তেন বাজিনাম্ এই উপদেশবাণী মানিয়া আসিয়াছি। বেতো ঘোড়া ছাড়া এ দেশে অন্য কোন ঘোড়া জন্মায় না। আমাদের পিতা-মহ প্রপিতামহের নাম কি ছিল—তাঁহারা কি করিতেন—তাহা জানা

এখন আর আবশ্যক বিবেচনা করি না; কিন্তু ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার pedigree আমরা মুখস্থ করি, কোন্ ঘোড়া কোন্ race জিতিয়াছে, সেই সকল অত্যাবশ্যক সংবাদ আমাদের পাঠ্য। আমাদের উচ্চশ্রেণী-ভুক্তরা ও ঐ শ্রেণীভুক্ত হইবার প্রয়াসীরা, স্ত্রী-কন্যা সমভিব্যাহারে raceএ যান—জুয়া খেলেন—তাহাতে সাহেবদের কাছে সম্মান পান। তাঁহাদের দেখাদেখি গরীব কেরাণীরা—অন্তঃপুরের নারীরা পর্য্যন্ত অতি সহজ পন্থায় বড় মানুষ হইতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়। পাশ্চাত্ত্যের বিলাসিতার সুলভ অনুকরণে সকলেই ব্যগ্র। কি আহারে, কি পরিচ্ছদে, কি খেলায়, কি আমোদে, কি গৃহনির্ম্মাণে, কি গৃহসজ্জার উপকরণে সাহেবদের অনুকরণ করি, তাহা করিতে গিয়া রাজারাজড়া হইতে চুনো-পুঁটি ধনীরা পর্য্যন্ত সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন, দেশের দারিদ্র্যবৃদ্ধির সহায়তা করিতেছেন, তাহা করিয়াই স্ফীতবক্ষ হইতেছেন, তাহার জন্য তাঁহারা অধিক মান্য পান। দেশের এই ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনেও পাশ্চাত্ত্যে দেশী খেলোয়াড় পাঠাইতেছি। বায়স্কোপের উদ্দাম উপভোগ-চিত্র আমরা আমাদের প্রাপ্তবয়স্কা কুমারীদের—বিধবাদেরও দেখিতে লইয়া যাইতেছি; তাহার ও ক্রিকেট ফুটবল খেলার টিকিট কিনিতে কাঙ্গালী-বিদায়ের সসম্ভ্রম ব্যবহার ও হজম করিতেছি। আমাদের মফঃস্বলস্থ নারীদিগকে আমরা রক্ষা করিতে পারি না বলিয়া সহরের নারীদিগকে লাঠি-ছোরা-খেলা শিখাইতেছি—আমরা পাশ্চাত্ত্যের বিলাসিতালোলুপ হইয়াছি—তাহার সুলভ অনুকরণেই স্ফীতবক্ষ হই—আমরা আমাদের বিধবাদের ত্যাগ-ধর্ম্মের মহত্ব বুঝিব কেমন করিয়া?

আমরা যেরূপ ভোগললুপ হইয়াছি, আমাদের নারীদিগকেও সেইরূপ ভোগাসক্ত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেছি। বিলাসভোগই সভ্যতার চিহ্ন—মাপকাঠী ইহাই আমরা শিখিয়াছি। সেই ভোগললুপতার জন্য আমরা হিন্দু সামাজিক অনুশাসন অবজ্ঞা করিতেছি—দুঃস্থ আত্মীয়-দিগকে নিজের মত করিয়া প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছি—তজ্জন্য তাহারাও কৃতজ্ঞ হয় না। যৌথ পরিবারের মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করি না; সুতরাং নারীদিগের দুর্দ্দশা হইতেছে—অর্থোপার্জ্জনের

আবশ্যক হইতেছে। যাহার অর্থ নাই, তাহাকে অর্থোপার্জ্জন করিতে হইলে পরের দাসত্বই করিতে হয়, সেই জন্য পরের দাসত্ব করিতে পাওয়াই নারীস্বত্বাধিকারপ্রসার বলিয়া গণ্য হইতেছে। লক্ষের ভিতর দুই একটী ছাড়া নারীদিগের অর্থোপার্জ্জন করিতে হইলে পরের গোলামী-গিরিই করিতে হয়—তাহা করার কত নির্য্যাতন, কত লাঞ্ছনা, কত অপমান, কত চরিত্রহানিকারক, তাহা আমরা দেখি না। হিন্দু-সমাজ যে তাহাদিগকে ঐরূপ নির্য্যাতন হইতে অব্যাহতি দিবার উদ্দেশ্যেই তাহাদিগকে সকল কালেই প্রতিপাল্য করিয়াছিল, তাহা যে তাহাদিগের পক্ষে কত অধিক ভাল, তাহা দেখি না—হিন্দুসমাজ নারীনিগ্রহী বলি। আমাদেরই মত শিক্ষিতা মহিলারা—যাঁহাদিগকে প্রায় কাহাকেও পরের গোলামীগিরি করিতে হয় না, অথবা উচ্চপদস্থ—যাহা লক্ষের ভিতর একটিও হইতে পারে না, তাঁহারাও যে ঐরূপ বলিবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? তাঁহারা দেখেন না যে, আমাদের সকল শিল্পই ধ্বংসপ্রাপ্ত, সকল ব্যবসাই পরহস্তগত, শতকরা ৯৭টি নিরক্ষর, আমাদের হিন্দু আদর্শ ত্যাগ করিয়া যৌথ-পরিবার-প্রথা ভাঙ্গিলে আমাদিগের নারীদিগের কি দুর্দ্দশা হইবে। পরের দাসীগিরি, কলের মজুরণী, আর প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তিই করিতে হইবে। পাশ্চাত্যের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আমরা ঐরূপ কার্য্য করাকেই নারী-স্বত্বাধিকারপ্রসার বলিতেছি! তাহাতেই নারীদিগের উন্নতি হইবে, আমরা স্থির করিয়াছি, তাহাই করিতে আমরা সকলেই প্রয়াসী। আমাদের শিক্ষিত উর্ব্বরমস্তিষ্কে দেশের উন্নতির সহজ পন্থা আবিষ্কার করিয়াছি, দেশের সকল পুরাতন আদর্শ—সকল অভিজ্ঞতা ত্যাগ করিতে হইবে—তাহারই অভিব্যক্তি যে সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানে, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে, তাহাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। তাহার পর পাশ্চাত্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চল, তাহাতেই কেবল আমাদের দেশের উন্নতি হইতে পারে। 'নান্যঃ পন্থা অয়নায়' ইহা আমাদের কাছে প্রমাণিত সত্য হইয়াছে।

যদিও আমরা মুখে পাশ্চাত্যবিতৃষ্ণ, কিন্তু সকল কার্য্যেই আমরা

পাশ্চাত্যের অনুসরণ করিয়াই কৃতার্থ হই। যাঁহার জ্ঞান ও ধর্ম্মালোকে এখনও পৃথিবী উদ্ভাসিত, যাঁহার সমৃদ্ধির কথা এখনও পুরাকালের কাহিনীতে রহিয়াছে, যাঁহার কাল জয়ী সভ্যতার জীবনীশক্তি সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতের আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই জীবনীশক্তি যে ভারতের সমাজগঠনে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহা আমরা দেখি না। তাঁহার সকল আদর্শ, সকল প্রতিষ্ঠানের নিন্দা করিতে তাঁহার সুসন্তানদিগেরও কুণ্ঠাবোধ নাই; তাহার উদ্দেশ্য কি, তাহা জানিবার চেষ্টাও নাই। নিজেরা সেই সকল প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গার নিমিত্ত যে সকল মন্দ ফল হইতেছে, তাহারই জন্য আবার সেই ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের দোষ দিতেছি। সকলেই পাশ্চাত্যের ক্ষণস্থায়ী সমৃদ্ধি দেখিয়া মুগ্ধ; সকলেই সমৃদ্ধিশালী পাশ্চাত্যের পদাঙ্ক অনুসরণপ্রয়াসী। ভারতমাতা এখন পরাধীনা দুঃখিনী বলিয়া তাঁহার সকল নিজস্ব ত্যাগ করিয়া সমৃদ্ধিশালী পাশ্চাত্যের অনুগামিনী সখী হইয়া ধন্যা হইবেন, আমরা মনে করিতেছি—তাঁহাকে সেই অবস্থায় লইয়া যাইতে সকলেই বদ্ধপরিকর। ভগবান্ ভারতের ভাগ্যে আরও কি লিখিয়াছেন, তিনিই জানেন!

এত কাল আমরা অবরোধ-প্রথার দ্বারা নারীদিগকে পরধীনতার লাঞ্ছনা ও তাহার আবেষ্টনীর প্রভাবের নিম্নাভিমুখী গতি হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলাম। তজ্জন্য তাঁহারা ভারতের পুরাতন আদর্শে চলিতে পারিয়াছিলেন, সেই আদর্শও কতক পরিমাণে সংরক্ষিত হইয়াছিল। এখন আমরা স্বাধীনতার নামে—স্বত্বাধিকারপ্রসারের নামে—মুক্ত বায়ুসেবনের অধিকারের নামে, তাঁহাদিগকে পরাধীনতার পূর্ণ প্রভাব উপভোগ করিতে টানিয়া আনিতেছি। যে শিক্ষায় আমাদিগকে পাশ্চাত্যের সখের গোলাম তৈয়ার করিয়াছে, দেশের সকল পুরাতন আদর্শ অবজ্ঞা করিতে শিখাইয়াছে, সুলভ বিলাস-লোলুপ করিয়াছে, আমরা এখন সেই শিক্ষাই তাঁহাদিগকে দিতেই উদগ্রীব। বহু সহস্র বৎসরে সঞ্চিত ভারতের অমূল্য রত্নরাজি—অভিজ্ঞতা, জীবনাদর্শ-যাহা আমাদিগের শাস্ত্রে নিহিত আছে (যাহার নাম শুনিলেই নব্য তন্ত্রিরা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠেন) তাহা ত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য প্রদত্ত

ঝুটা অলঙ্কার পরিয়া-ভারতমাতা ধন্যা হইবেন নব্যতন্ত্রীরা মনে করেন—ভারতের সকল সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, সকল পুরাতন আদর্শ ত্যাগ করিয়া ভারত-সভ্যতার বিকাশ হইবে, দেশের উন্নতি হইবে আশা করেন—তরুণ তরুণীদিগকেও সেইরূপ শিক্ষা দিতেছেন! সেই জন্য অনেক সময়ে মনে হয়—"এ কি শেষ নিবেশ রসাতলে রে?"

চতুর্থ প্রবন্ধ

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, কত অধিকসংখ্যক পাশ্চাত্য কুমারী দীর্ঘকাল অবিবাহিতা অবস্থায় কাম উপভোগ করিতে বাধ্য হন ও তাহার কুফল ভোগেন ও ক্রমে তাঁহারা মাতৃত্বের অনুপযোগী হইয়াও পড়েন। তাঁহাদের কাছে মাতৃত্ব কষ্টকর বলিয়া অনুভূত হয় এবং ক্রমে তাঁহারা মাতৃত্বে বিতৃষ্ণ হইয়া পড়েন। এই সকল কারণে কত অধিক পাশ্চাত্য নারী কাম উপভোগ করিতে গিয়া ভ্রূণহত্যা করিতে বাধ্য হন, তাহা বিখ্যাত পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের লেখা হইতে দেখাইতেছি।

বিচারপতি লিণ্ডসে লিখিয়াছেন যে, আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে প্রতি বৎসর ১৫ লক্ষ ভ্রূণহত্যা হয়—Dean Inge বলেন ২০ লক্ষ। ফ্রান্সের Boucicault হাঁসপাতালে যত জীবিত শিশু জন্মায়, তাহার আড়াই গুণ অধিক গর্ভস্রাবজনিত রোগী আসে। বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ Bertrand Russel তাঁহার Marriage and Morals নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, Julias Wolf বহু তদন্ত করিয়া লিখিয়াছেন, জার্ম্মণীতে প্রতি বৎসর ছয় লক্ষ ভ্রূণহত্যা হয়। Bertrand Russel বলেন, গ্রেট বৃটেনে প্রতি বৎসর ছয় লক্ষেরও অধিক ভ্রূণহত্যা হয়। পাশ্চাত্য দেশে অসংখ্য হাঁসপাতাল আছে, এই সকল কর্ম্মের জন্য অসংখ্য সেবাসদন আছে—আমাদের দেশে তাহার সহস্রাংশের একাংশও নাই। সুতরাং আমাদের দেশে যে সকল তরুণী গর্ভবতী হইবে, তাহারা কি করিবে? কাম উপভোগ করিতে গেলেই অনেকেরই গর্ভ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ না হইলে কতক অংশ যে প্রকৃতির তাড়না এড়াইতে পারিবে না, তাহাও নিশ্চিত। পাশ্চাত্যের মত অত গর্ভ-নিরোধপ্রথা এ দেশের তরুণীদের জানা নাই এবং প্রয়োগ করিবার সামর্থ্য ও কৌশল

অধিকাংশের না থাকায় পাশ্চাত্যের অপেক্ষা আরও শতকরা অধিক-সংখ্যক নারী গর্ভবতী হইবে—তখন তাহারা কি করিবে? অভিভাবক-দিগের যেরূপ অর্থস্বচ্ছলতা থাকিলে কন্যাদিগের চরিত্রদোষ চাপা দিয়া তাহার মন্দ ফলের লাঘব করা যায়—আমাদের দেশে শতকরা একটিরও সেরূপ অর্থ-স্বচ্ছলতা নাই।

সমস্ত বাঙ্গালা দেশে মাত্র ৪৫ হাজার লোক বাৎসরিক ২ হাজার টাকা আয়ের উপর আয়কর দেয়। চাষের জমীর আয় হইতে আরও চারি বা পাঁচ লক্ষের ঐরূপ আয় আছে ধরিয়া লইলে দেখা যায়, শতকরা একটি লোকের মাত্র বাৎসরিক ২ হাজার টাকা আয় আছে। বাৎসরিক ২ হাজার টাকার বহুগুণ আয় না থাকিলে কন্যাদের চরিত্রদোষ চাপা দিয়া তাহার মন্দ ফলের লাঘব করা যায় না। সুতরাং এই সকল গর্ভবতী তরুণীকে অনভিজ্ঞ দাইদিগের দ্বারা গর্ভপাত করাইতে গিয়া অনেকগুলি মরিবে—সকলকেই গর্ভপাতের নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে—তাহার অধিকাংশকে তজ্জন্য বহুকালব্যাপী স্বাস্থ্যহানি ভোগ করিতে হইবে—অনেককে বাধ্য হইয়া শিশু-হত্যা করিতে হইবে বা শিশুকে পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহারা ভ্রূণহত্যা বা সন্তান ত্যাগ করিতে পারিবে না, তাহাদিগকে একা জারজ সন্তানের ভারবহন করিতে গিয়া বারবনিতার শ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে। বারবনিতা হইয়াও অধিকাংশের উদরান্নের সংস্থান হয় না। তাহার উপর দাসীবৃত্তি করিতে হয়—সকলেই নিত্য দেখিতে পাইতেছেন।

এখনও পাশ্চাত্যদেশের নারীদিগের সদুপায়ে জীবিকা উপার্জ্জন করা অতিশয় কঠিন। আমাদের দেশে নারীদিগের বারবনিতা ও চাকরাণীর কর্ম্ম ছাড়া অন্য কর্ম্ম করিবার পথ নাই বলিলেই হয়। শতকরা ৯৭টি নিরক্ষর। প্রাথমিক শিক্ষা এই দেশে শতকরা ৯২টি পুরুষও পায় না। প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষা পাইয়াও জীবিকা অর্জ্জনের বিশেষ কিছু সুবিধা হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পাইয়াই পুরুষরা বড় কিছু করিয়া উঠিতে পারে না—নিত্যই দেখিতেছি। সুতরাং আমাদের তরুণীদের কি ভয়ানক দুর্গতি হইবে, সংস্কারকরা একবার ভাবিবেন কি?

বাল্যবিবাহের দোষ কল্পনার দ্বারা অনুমান করিয়া দেখান হইতেছে। একটি ন্যায় শাস্ত্র সম্মত প্রমাণ কেহ কখনও দেখান নাই। সেই কল্পিত দোষের সহিত এই অবস্থার তুলনা করিবেন কি? পাশ্চাত্য দেশে যে সমাজগঠনদোষে মাতৃত্বনিরোধকারী উপায় অবলম্বন করা সত্ত্বেও—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে প্রতি বৎসর ছয় হইতে পনর, বিশ লক্ষ ভ্রূণহত্যা করিতে নারীরা বাধ্য হয়েন—অনেক প্রদেশ ও সহরে শতকরা ৪ হইতে ২০টি পর্য্যন্ত জারজ সন্তান জন্মে—আমাদের দেশের অবস্থা অনুসারে তদপেক্ষা অধিকগুণ হইবার সম্ভাবনা—তাহা না বুঝিয়া আমাদের সংস্কারকরা পাশ্চাত্যের মোহে সেইরূপ সমাজ গঠন করিয়া নারীদিগের ও দেশের উন্নতি হইবে আশা করেন ও তাহাই করিতে বদ্ধপরিকর!

এখন পাশ্চাত্য দেশে এমন হইয়াছে যে, যেন ভ্রূণহত্যা করা কোন দোষের মধ্যেই নহে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের প্রথম তিন মাসে ইংলণ্ডে ১৫৯৮২০ শিশু জীবিত অবস্থায় জন্মিয়াছে, সুতরাং বৎসরে ৬৩৯২৮০ শিশু জীবিত অবস্থায় জন্মায় ধরিয়া লওয়া যায়। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে, তথায় বৎসরে ৬ লক্ষেরও অধিক ভ্রূণহত্যা হয়—প্রায় অর্দ্ধেক গর্ভধারিণীরা ভ্রূণহত্যা করে। আমাদের সংস্কারকরা হয় ত বলিয়া বসিবেন যে, যাহারা অপত্যদিগকে সম্যক্‌রূপে প্রতিপালন করিতে পারে না বা করিতে হইলে তাহাদের অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতে হয়, শিশুদেরও কষ্ট হয়, তাহাদের ভ্রূণহত্যা করাই বিধেয়, সেই জন্য পাশ্চাত্যরা ঐরূপ ভ্রূণহত্যা করে।

এ দেশে বৎসরে দুই চারি হাজার মাত্র বিধবা ভ্রূণহত্যা করে। তাহারা গর্ভজাত সন্তানকে সম্যক্ প্রতিপালন করিতে পারিবে না বা তজ্জন্য তাহাদের অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতে হইবে, শিশুদেরও দুর্গতি হইবে বুঝিয়াই ত ভ্রূণহত্যা করে; তখন দেখা যায় যে, নব্যতন্ত্রা সকলেই তাহা হিন্দু সমাজের নারীনিগ্রহের প্রমাণ বলিয়া ঢোল পিটাইতে থাকেন। জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটরাও হিন্দুদিগকে গালি দিয়া বক্তৃতা দিবার সুযোগ ছাড়েন না। কিন্তু যখন দুই বা চারি হাজারের পরিবর্ত্তে

পাশ্চাত্য সমাজের অর্দ্ধেক গর্ভধারিণীরা—কি কুমারী, কি বিধবা, কি সধবা ঐরূপ ভ্রূণহত্যা করে, তখন ঐরূপ ভ্রূণহত্যা করাটাই বিধেয় বলিতেছেন। ইহাই কি তখন নারীস্বত্বাধিকার-প্রসার—নারীদিগের উন্নতির চিহ্ন হইয়া দাঁড়ায় যে, যেরূপ পাশ্চাত্য সমাজ গঠনের জন্য, যেরূপ জীবনাদর্শের জন্য সে দেশের অর্দ্ধেক নারীরা ঐরূপ ভ্রূণহত্যা করিতে বাধ্য হয়, সেইরূপ সমাজ-গঠন করিতে—সেইরূপ আদর্শ অনুসরণ করিতে, তরুণদিগকে প্ররোচিত করিতেছেন?

যাঁহারা সম্যক্‌রূপে সন্তান প্রতিপালনের অক্ষমতায় ভ্রূণহত্যা করাই বিধেয় মনে করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এই "সম্যক্"রূপের অর্থ কি? এই সম্যকত্বের মাপকাঠি (Standard) কোথায়? আমরা যাহাকে "সম্যক্" প্রতিপালন করা বলি, বড়মানুষরা তাহাকে সম্যক্ প্রতিপালন করা বলেন না—গরীবরা তাহাকে অযথা অর্থব্যয় মনে করে। এই মতবাদটি স্বীকৃত হইলে আমাদের দেশের শতকরা ৯৫টি গর্ভধারিণীরই ভ্রূণহত্যা করা বিধেয় হয়। কারণ, কোন সভ্য সমাজের মাপকাঠিতে এ দেশের শতকরা ৯৫টি গর্ভধারিণী অপত্যদিগকে সম্যক্ প্রতিপালন করিতে পারে না; সুতরাং গরীবদিগের—আমাদের অধিকাংশই অত্যন্ত গরীব—সকলেরই ভ্রূণহত্যা করাটা বিধেয় হয়। যদি গর্ভস্থ সন্তানকে পিতামাতার হত্যা করিবার অধিকার থাকে, তাহা হইলে অপত্যরা কিঞ্চিৎ বড় হইবার পর যদি পিতামাতারা দেখেন যে, তাহাদের অবস্থা মন্দ হইয়াছে—অপত্যদিগকে 'সম্যক্' প্রতিপালন করিতে অপারগ হইয়া পড়িয়াছেন, তখন তাঁহাদিগের সেই অল্পবয়স্ক শিশুদিগকেও হত্যা করা বিধেয় হয়—গর্ভের ভিতরে থাকা ও বাহিরে থাকায় কোনরূপ পার্থক্য করাও কুসংস্কারের ভিতর গণ্য হওয়া উচিত। আর যদি পিতা-মাতারা তাহাদিগকে হত্যা করিতে না চায়; গভর্ণমেণ্ট হইতেই বা কেন তাহা করা হইবে না? গরীবরা ত পৃথিবীর প্রায় সকল সুখেই বঞ্চিত। অপত্য প্রতিপালন করিতে পাইয়া—তাহাদিগকে আদর করিয়া—ভালবাসিয়া যে সুখ আছে—যাহার নিমিত্ত নিজে না খাইয়াও শিশুদিগকে খাওয়ায়, সেই সুখ হইতেও গরীবদিগকে বঞ্চিত করা হয়।

হিন্দু-সমাজে লোকরা যত গরীব হউক না কেন, এখনও তাহারা স্বামী বা স্ত্রীপুত্রাদির ভালবাসা পায়—অসুস্থ হইলে, বৃদ্ধবয়সে তাহাদের সেবা-সাহায্য ও সহানুভূতি পাইবার আশা করে—পাইয়াও থাকে। সেই জন্যই সকলেই সন্তান কামনা করে, তদুদ্দেশ্যেই ষষ্ঠীর পূজা ও ব্রত করিয়া থাকে।

সংস্কারকরা উন্নতিকামনায় তাহাদের সে আশা ও সুখ হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছেন না কি? তাহাদিগকে কি প্রকারান্তরে বলা হইতেছে না—"তোমারা গরীব, তোমরা বিবাহ করিও না, কাম উপভোগ যদি কর, দেখিও, যেন অপত্য উৎপাদিত না হয়; যদি বা গর্ভসঞ্চার হয়, নিজেরাই ভ্রূণহত্যা কর, ধনীদিগকে তজ্জন্য খবরদার বিরক্ত করিও না?" জীব ও যন্ত্রের পার্থক্য এই অপত্য উৎপাদন করিবার ক্ষমতায়। তাহাদিগকে ভালবাসা, স্তন্যপান করান, আদর করা, তাহাদিগের ভালবাসা, যত্ন ও সেবা পাওয়াই মনুষ্য-জীবনের একটি প্রধান সুখ—বিশেষতঃ নারীদিগের। তাহাদিগকে কি বলা হইতেছে না যে, "সে সুখ তোমাদের জন্য নয়, সে কেবল ধনীদিগের, তোমরা যন্ত্রমাত্রে পরিণত হইয়া ধনীদিগের জন্য আজীবন খাটিয়া মর, তোমাদের শরীর অসুস্থ হইলে—তোমাদের বৃদ্ধবয়সে তোমাদের স্ত্রী (বা স্বামী) পুত্রকন্যারা তোমাদের সেবা-যত্ন করিবে আশা কর—সে আশা ত্যাগ করিতে শিখ—সে আশা মরীচিকা মাত্র! উন্নত পাশ্চাত্য সমাজে পিতা-মাতার সেবা, সাহায্য, যত্ন কেহ বড় একটা করে না। আমাদের সেই "উন্নত" আদর্শে চলিতে হইবে, ভারতের সেই বহু প্রাচীন আদর্শ সকল ত্যাগ করিতে না শিখিলে আমাদের কোন উন্নতির আশা নাই—ও সকল কুসংস্কারের মধ্যেই গণ্য,—আমরা অনেকেই সেই জন্য তাহা ত্যাগ করিতেছি, পিতৃমাতৃভক্তি একালে আর চলে না। সেবা-শুশ্রূষার বন্দোবস্ত নিজেদেরই করা আবশ্যক, সকলকেই স্বাবলম্বী হইতে হইবে, একান্ত না পার, গভর্ণমেণ্ট হইতে করা হইবে,—আমাদের যদিও এখন তাহা করিবার ক্ষমতা নাই, আমরা ক্রমে তাহা করিব, নিশ্চয় জানিও। কিন্তু কোন্ সুদূর-ভবিষ্যতে, তাহা জানিতে চাহিও না। এখন যদি

তোমরা গরীব সন্তান না রাখিয়া মরিয়া যাও—গরীবদিগের সংখ্যা শীঘ্রই কমিয়া যাইবে, আমরা তখন ঐরূপ বন্দোবস্ত সহজে করিতে পারিব।"

সংস্কারকরা যাহাই করা বিধেয় বলুন না কেন, আমাদের সাধারণ লোকরা অত উন্নত হয় নাই যে, তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে চলিলে দেশটা কত শীঘ্র কত উন্নত হইবে, লোকসংখ্যা বিরল অপ্সরাকণ্ঠমুখরিত নন্দনকাননে পরিণত হইবে, তাহাদের সামান্য কল্পনাশক্তি নাই বলিয়া দেখিতে পায় না। আমাদের সাধারণ লোকের মনের গতি ও প্রকৃতি এখনও উন্নত পাশ্চাত্য আদর্শে পরিবর্ত্তিত হয় নাই, সেই জন্য যে সন্তান নিজের রক্তে পুষ্ট হয়, তাহার প্রতি প্রকৃতিপ্রদত্ত মাতার হৃদয়ে টান থাকিয়া যায়। পাশ্চাত্যদের মত উন্নত মার্জ্জিত বুদ্ধি ও সুদূরভবিষ্যৎ-দর্শিতা ও সহানুভূতির আতিশয্য না থাকিলে, অর্থ-স্বচ্ছলতা ও নিজের ভোগেচ্ছা পূরণ যে পৃথিবীর প্রধান কাম্য, এ বিশ্বাসে চলিতে না শিখিলে ও তজ্জন্য হৃদয়ের বৃত্তিগুলি বলি দিতে প্রস্তুত না হইলে—গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা বা ত্যাগ করিতে মাতাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। তাহা করিতে হইলে তাহাদের হৃদয়ে বড় আঘাত লাগে—তাহা তাহাদিগের যে স্বত্বাধিকারপ্রসার, তাহা বুঝিবার শক্তি নাই। এখনও এ অসভ্য দেশে ভ্রূণ-হত্যা নরহত্যারই মত মহাপাপ বলিয়া গণ্য। গর্ভস্রাব হইলে ভ্রূণ-হত্যা উন্নত ব্যয়সাপেক্ষ উপায়ে না হইলে (সে সকল উপায়ে করিবার সামর্থ্য আমাদের শতকরা একটিরও নাই) নারীদিগের ভীষণ কষ্টকর হয়; একবার গর্ভস্রাব বা ভ্রূণ-হত্যা করিলে পুনরায় গর্ভ হইলে আপনা আপনিই গর্ভপাত হইবার সম্ভাবনা অধিক থাকে, সকলেরই বিশেষ স্বাস্থ্যহানি হয়—অনেক স্থলে মরিয়া যায়। ঘোর শত্রুকেও পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত করিয়া হত্যা করা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সামাজিক অপরাধ ও পাপ বলিয়া সর্ব্বত্রই গণ্য। এইরূপ হত্যা করিতে মানুষ-মাত্রেই কুণ্ঠিত হয়। যাহাকে নিজের রক্ত দিয়া পুষ্ট করিয়াছে, যাহাকে স্তন্যপান করান, প্রাণ ভরিয়া ভালবাসা, মাতার জীবনের প্রধান উপভোগ ও সার্থকতা—সেই গর্ভস্থ সন্তানকে পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত

করিয়া নিজের আবশ্যম্ভাবী শারীরিক ভীষণ কষ্ট ও স্বাস্থ্যহানি সত্ত্বেও পাশ্চাত্য সমাজের অর্দ্ধেক গর্ভধারিণী প্রতি বৎসর পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত করিয়া হত্যা করিতে প্ররোচিত বা বাধ্য হয়, ইহা বড় বড় পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ববিদ্‌রাই বলেন। কিরূপ ভয়ানক নির্য্যাতনভয়ে—কিরূপ আবেষ্টনী ও শিক্ষার ফলে—কিরূপ বিকৃতস্নায়ু হওয়ার ফলে—নারীরা এইরূপ ভীষণ নৃশংসতার কার্য্য করিতে বাধ্য হয়, আমাদিগের সংস্কারকরা ও তরুণ-তরুণীরা তাহা ভাবিবেন কি? যে সমাজগঠন-যন্ত্রে সমাজের প্রায় অর্দ্ধেক নারীদিগের প্রকৃতিগত মাতৃভাব পিষিয়া নিষ্কাশিত করে, তাহাদিগের হৃদয় পাষাণে পরিণত করিয়া নিজের অপত্য-হত্যারূপ ঘোর নৃশংসতার কার্য্য করিতে বাধ্য করে, সেই পাশ্চাত্য সমাজই "নারীস্বত্বাধিকার-প্রসারক" "অবলাবান্ধব" "নারীপূজক" আমাদের সংস্কারকরা ও রাজনৈতিক নেতারা তরুণদিগকে বুঝাইতেছেন—পাশ্চাত্যের সেই উচ্চ আদর্শে আমাদের সমাজ গঠন না করিলে আমাদের উন্নতির কোন আশা নাই, বুঝাইতেছেন—সেই জন্য আমাদের সমাজগঠন ভাঙ্গিতে তাঁহারা সকলেই বদ্ধপরিকর। সর্দ্দা আইন পাশ—বাল্যবিবাহের উপর আরোপিত দোষ কত ভিত্তিহীন, রজস্বলা কন্যারা অবিবাহিত থাকিলে তাহাদের কিরূপ দুর্গতি হইবে—পাশ্চাত্য সমাজ-গঠন আমাদের পক্ষে কত অনুপযোগী,—আমাদের সমাজগঠন তদপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট,—তাহা দেখাইবার স্থান তাঁহাদিগের সম্পাদিত সংবাদপত্রে দেন না—সভা করিয়া ব্যক্ত করিতে গেলেও তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া তাঁহাদের স্বদেশভক্তির, ব্যক্তিগত মতবাদ প্রকাশের স্বাধীনতাপ্রিয়তার, ও নবার্জ্জিত গণতন্ত্রপ্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখান! (জহরলালও তাহা দেখাইয়াছেন) অনেক শিক্ষিতা মহিলাও স্কুলের ছাত্রীরাও এই সকল অতীব মঙ্গল-জনক কার্য্যে যোগ দিতেছেন। তাঁহারা কি মনে করেন যে, পাশ্চাত্য ভাবের নারী-স্বত্বাধিকার-বৃদ্ধিতে সেখানকার নারীরা এত সুখী হইতেছেন যে, সেই সুখের আতিশয্য প্রায় তাঁহাদের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে? সেই জন্য সেখানকার নারীপূজকদিগের সহিত বহুকাল একত্র বাস করিতে পারেন না—মধ্যে মধ্যে সেই সুখের বিরাম আবশ্যক হয়—সেই জন্যই বিবাহ-

বিচ্ছেদ প্রতি বৎসরেই বাড়িতেছে—(আমেরিকার কোনও কোনও প্রদেশে বৎসরে যত বিবাহ হয়, তাহার প্রায় অর্দ্ধেক বিচ্ছেদ হয়) পুনরায় নূতন নারীপূজকদিগের অর্ঘ্যপ্রয়াসিনী হইতেছেন—তাঁহাদের পুত্রকন্যা থাকিলে নূতন পিতার আদর-যত্ন পাইয়া তাহাদের জীবন মাতাদেরই মত মধুময় হয় এবং তাহা দেখিয়া তাঁহারা পরম সুখী হন ? তাঁহারা কি দেখেন না যে, যতই পাশ্চাত্যভাবের নারী-স্বত্বাধিকার বৃদ্ধি হইতেছে ও স্ত্রীশিক্ষারও বিকাশ হইতেছে, ততই স্ত্রী ও পুরুষের ভিতর জীবজগতের অদৃষ্ট, ইতিহাসে অশ্রুত বিদ্বেষভাব উত্তরোত্তর বাড়িতেছে ? তাঁহারা কি বলিতে চাহেন যে, স্ত্রী ও পুরুষের সহজ প্রাকৃতিক সম্বন্ধই সাপ ও নেউলের মত বিদ্বেষভাব—এতকাল নারীরা ভীষণভাবে নির্যাতিতা হইতেন—তাঁহারা মূর্খ ছিলেন, সেই জন্য সেই প্রকৃত সম্বন্ধ এতকাল বুঝিতে পারেন নাই—পুরুষদিগকে ভালবাসিয়া তাঁহারা সুখী ও কৃতার্থ হইতেন, এখন তাঁহারা শিক্ষিতা হইয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ কি, তাহা বুঝিয়াছেন, পুরুষদিগকে চিনিয়াছেন—সেই জন্যই নারী-নিগ্রহের যত নিবৃত্তি হইতেছে, নারীস্বত্বাধিকারবৃদ্ধি হইতেছে—যতই শিক্ষাবিস্তার হইতেছে—ততই স্ত্রী ও পুরুষের ভিতর বিদ্বেষভাবের বৃদ্ধি হইতেছে ?

পাশ্চাত্যদের অনুরূপ সমাজগঠন ও দেশাচার হইলে পাশ্চাত্যের শতকরা পঞ্চাশটির পরিবর্ত্তে যখন আমাদের দেশে শতকরা নব্বইটি গর্ভ-ধারীণীকে ঐরূপ ভ্রূণহত্যা করিতে হইবে, তখন পাশ্চাত্যদের অপেক্ষা আমাদের উন্নতি আরও অধিক ও শীঘ্র হইবে ও তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া যাইতে পারিব ? সেই জন্যই কি নব্য সাহিত্যে বিবাহের অতীব সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে উদ্দাম প্রেম-উপভোগের উজ্জ্বল চিত্র-সমন্বিত উপন্যাস ও গল্প লিখিয়া এক দল নব্য সাহিত্যিক সংসারের হৃদয়হীনতায় ও নীচাশয়তায় অনভিজ্ঞা তরুণীদিগকে প্ররোচিত করিতেছেন, ও জটা-বল্কলধারী অর্দ্ধ-উলঙ্গ অসভ্য ঋষিদের, স্বার্থজ্ঞানশূন্যা, অশিক্ষিতা, সতী, সীতা, সাবিত্রীর আদর্শের পরিবর্ত্তে বিবাহশৃঙ্খল-মুক্ত, উন্নত স্বাধীন প্রেমের আদর্শ স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন ? কিন্তু সেই উন্নত প্রেমের

আতিশয্য যেরূপ কিছুদিন পরেই অসহ্য হইয়া পড়ে, তখন প্রায় সকল নারীকেই বিশেষতঃ যৌবনান্তে (দুই দশ জন ধনিকন্যা ভিন্ন, পাশ্চাত্যের তুলনায় তাহাদের সংখ্যা এদেশে নগণ্য মাত্র) পরম রমণীয় মৃত্তিকা-নির্ম্মিত আশ্রমে, তাঁহারই মত উচ্চ আদর্শ অনুসারিণী অন্য নারীদিগের তারস্বরে উচ্চারিত মধুর আলাপ শুনিয়া ও অনেক সময়ে গৃহস্বামিনীর ও দোকানদারদিগের তুচ্ছ অর্থের নিমিত্তও অতি সুমিষ্ট সম্ভাষণে পরম প্রীত হইয়া স্বাধীন নারীর উচ্চ আদর্শের জীবন যাপন করিতে হয়,—অনেক সময়ে যৌনব্যাধিগ্রস্ততার সুখও উপভোগ করিতে হয়, ও লোক-হিতকর পরের সেবায় (দাসীবৃত্তি) জীবন উৎসর্গ করিতে হয়, ও সেই আদর্শের জীবনের জন্য সমবয়স্ক ও প্রতিবেশীদিগের সসম্মান ব্যবহারের কথা যখন অপত্যেরা স্ফীতবক্ষে ও বাষ্পাকুলনেত্রে মাতাদিগকে নিবেদন করে, তখন তাঁহারা তাহা শুনিয়া যেরূপ নিজেদের জীবন ধন্য বোধ করেন ও সার্থক জীবনের সুখস্মৃতি রাত্রিতে নির্জ্জনে উপভোগ করেন, ও ব্যাধিগ্রস্তা হইলেও তাঁহাদের সম্মানাতিশয্যের নিমিত্ত কেহই নিকটে আসিতে সাহসী হয় না, মৃত্যু-পর্য্যন্তও স্বাবলম্বনের আদর্শ দেখাইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন—সেই বাস্তব চিত্রটা, আদর্শ জীবনের শেষ অধ্যায় গুলি তাঁহাদের সুনিপুণ হস্তে নিখুতভাবে চিত্রিত হইলে ত তরুণীরা দুইটি ভিন্ন আদর্শের সম্যক্ তুলনা করিতে পারিতেন—অতীব হৃদয়গ্রাহী হইত ; সেই আদর্শ স্পৃহণীয় হয় কি না—কাম উপভোগের স্বাধীনতা নারীদিগের ও দেশের মঙ্গলজনক কি না, তাঁহা তরুণীরা সম্যক্ বিবেচনা করিতে পারিতেন।

প্রায় সকল সমাজেই এক দল নারী চিরকালই এই স্বাধীন প্রেমের উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করিয়াছে—সামাজিক নিয়ম সকল তুচ্ছ করিয়াছে, সুতরাং এই স্বাধীন প্রেমের আদর্শতে কোন নূতনত্ব নাই—ইহা বহু বহু পুরাতন। নূতন কেবল বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতার তীব্র বৈদ্যুতিক আলোকে ইহার মহত্ত্ব দেখিতে পাওয়া ও ঐ আঁলোতে চক্ষু ঝলসিত হওয়া, ঐ উচ্চ মহৎ আদর্শ অনুসরণের ফলে যে পরিণামে প্রায় সকলকেই (দুই দশ জন ধনী নারী ভিন্ন—আমাদের দেশে তাহাদের

সংখ্যা নগণ্য মাত্র—বারবনিতার উচ্চ আদর্শের জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতে হয়—শেষ জীবন ভীষণ কষ্টকর ও মরুময়, তাহা দেখিতে না পাওয়া—আর নূতন—এই পরিণামের দিকে না দেখিয়া ঐরূপ স্বাধীন প্রেমের ক্ষণস্থায়ী মাদকতার উজ্জ্বল বর্ণের চিত্র দেখাইয়া সংসারের হৃদয়-হীনতায়, নীচাশয়তায়, শঠতায়, মনের গতির পরিবর্ত্তন-শীলতায় অনভিজ্ঞা তরুণীদিগকে উহা উপভোগ করান—নারীর নূতন স্বত্বাধিকার-প্রসার বলিয়া বুঝাইবার ও তাহাদিগকে সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত করিবার প্রকাশ্য প্ররোচনা !

পাশ্চাত্য ধরণের নারীস্বত্বাধিকার-বৃদ্ধির সহিত যখন পাশ্চাত্যে সর্ব্বত্রই বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়িয়া যাইতেছে—কি কুমারী, কি বিধবা, কি সধবা, সকলকেই উত্তরোত্তর অধিকসংখ্যায় মাতৃত্ব নিরোধকারী উপায় অবলম্বন করিতে ও ভ্রূণহত্যা করিতে হইতেছে—পুরুষ ও নারীর ভিতর বিদ্বেষ ও রেশারিশির ভাব দেখা দিয়াছে ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে—তখন নারীর ও পুরুষের সম্বন্ধ, সমাজে নারীর স্থান ও কার্য্য (Function) কি, তদ্বিষয়ে যে গোড়ায় গলদ রহিয়াছে, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়—গোড়ায় গলদ না থাকিলে এরূপ বিষময় ফল হইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, স্ত্রী ও পুরুষে পার্থক্য মাতৃত্বে ; সুতরাং মাতৃত্বই স্ত্রীত্ব,—মাতৃত্বই তাঁহাদের স্বত্ব। মাতৃত্বের অঙ্গগুলি তাঁহাদের প্রধান অঙ্গের মধ্যে গণ্য—মাতৃত্বের উপরই সৃষ্টি নির্ভর করে—তজ্জন্যই প্রকৃতি নারীদিগের হৃদয়বীণার তার 'মা' সুরে বাঁধিয়াছেন—'মা' সুরেই তাহাতে মধুর স্বরলহরী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে ও সকলকে তৃপ্তিদান করিতে পারে। কিছুকাল ব্যবহার অভাবে সে তারে মরিচা ধরে—তাহা ক্ষণভঙ্গুর হয়। পাশ্চাত্য সমাজগঠনদোষে ও নারী-স্বত্বের প্রসার ভাবিয়া যেরূপ কর্ম্মে নারীরা উত্তরোত্তর অধিকভাবে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের সেই মাতৃত্ব স্বতই ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছে, সুতরাং তাহাতে তাঁহাদের উপর ঘোর নির্য্যাতনই বাড়িতেছে এবং তাহার ফলে তাঁহারা জীবনে শান্তি পাইতেছেন না—পুরুষদিগকেও শান্তিদান করিবার তাঁহাদিগের প্রকৃতিপ্রদত্ত ক্ষমতা ক্রমশঃই ক্ষীণ

হইতেছে—শান্তিদান করিতে অপারগ হইয়া পড়িতেছেন। তজ্জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ এত বাড়িতেছে—পিতা, মাতা ও সকলেরই শেষজীবন মরুময় হইতেছে, সকলেরই জীবন অশান্তিময় হইয়াছে। অর্থ ই জীবনের একমাত্র উপভোগ্য, সেই জন্য পাশ্চাত্যে সর্ব্বত্রই বিরোধ—দেশে দেশে বিরোধ—সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ—স্বামি স্ত্রীতে বিরোধ—পিতা মাতা ও অপত্যতে বিরোধ। আমাদের শিক্ষিত সংস্কারকরা আমাদের সমাজের তিলপ্রমাণ দোষকে পাশ্চাত্যদের কথায় তাল-প্রমাণ দেখেন ও সকল সময়ে তাহা ঢোল পিটাইয়া বলিয়া থাকেন, কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের পর্ব্বতাকার দৃষ্টি-অবরোধকারী দোষ সকল, পাশ্চাত্যের মোহে দেখিতে পান না, পাশ্চাত্যদের মত সমাজগঠন করিয়া আমাদের দেশের ও নারীদিগের উন্নতির আশা করিতেছেন!

পঞ্চম প্রবন্ধ

পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে, মান্ধাতার আমলের নারীদ্রোহী অর্দ্ধ-উলঙ্গ ঋষিদের দ্বারা স্থাপিত আমাদের সমাজগঠন এই উন্নত যুগে অচল বলিয়া আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে নারীস্বত্বপ্রসারক পাশ্চাত্য সমাজগঠনপ্রণালী অনুকরণ করিতেছেন, সেই উন্নত পাশ্চাত্য সমাজের প্রায় অর্দ্ধেক গর্ভধারিণীদিগকে ভ্রূণ-হত্যা করিতে হয় ও করিয়া থাকেন। American Journal of Obstetrics and Gynaecology 1922 হইতে তুলিয়া Dr Marie Stopes, তাহার On Contraception নামক পুস্তকের ৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, একা নিউ ইয়র্ক সহরে প্রতি বৎসর ৮০ হাজার গর্ভধারিণী দণ্ডবিধির আইনে দণ্ডনীয় ভ্রূণহত্যা (criminal abortion) করেন। তদ্ব্যতীত আরও অনেকসংখ্যক ভ্রূণহত্যা গর্ভধারিণীদিগের স্বাস্থ্যের জন্য করিতে হয়। সমগ্র বাঙ্গালা দেশে বৎসরে দুই বা চারিশত বা সহস্র ভ্রূণহত্যা হয়। কিন্তু সেই কথা হিন্দু সমাজের নারীনিগ্রহের প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়। অপরদিকে যখন পাশ্চাত্য সমাজের প্রায় শতকরা ৫০ জন গর্ভধারিণী ঐরূপ ভ্রূণহত্যা করেন, তখন কি ঐরূপ করাটাই সংস্কারকদিগের কাছে নারীদিগের কেবল রাজভোগ্য অধিকারের (prerogative) কিয়দংশ প্রাপ্তি বলিয়া বিবেচিত হয়? রাজাদেরই বিনা দোষে লোক বধ করিবার ক্ষমতা আছে— তাহাও তাঁহারা সচরাচর ব্যবহার করিতে পারেন না। পাশ্চাত্য নারীরা সেখানকার অতি উৎকৃষ্ট ব্যক্তিতান্ত্রিক অর্থপ্রভাবগ্রস্ত সমাজগঠনগুণে নিজের অপত্যদিগকে বিনা দোষে বধ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ও তাহা সচরাচর ব্যবহার করিয়া পরম সুখে স্ফীতবক্ষে বিচরণ করিতেছেন দেখিয়া সেই অধিকার এখানকার নারীদিগকে দিবার উদ্দেশ্যেই কি আমাদের সংস্কারকরা আমাদের সমাজগঠন ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছেন?

আমাদিগকে আরও দেখিতে হইবে যে, ইংলণ্ড, মার্কিণ প্রভৃতি দেশ অপেক্ষা আমরা বহুগুণ—বোধ হয়, ত্রিশ চল্লিশ গুণ দরিদ্র। আমি এই খানে বাঙ্গালাদেশে কত লোক ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কত আয়ের উপর আয়কর দিয়াছিল, ইংলণ্ডেই বা কত লোক আয়কর দিয়াছিল তাহা দেখাইতেছি। তাহা হইতে মোটামুটিভাবে এই দুই দেশের আর্থিক অবস্থার তুলনা হইতে পারে। এইখানে বাঙ্গালার Income tax এর Administration report ও বিলাতের Statistical abstract হইতে ঐ তালিকা তুলিয়া দিলাম।

বাঙ্গালা

বাৎসরিক আয়					কত লোক আয়কর দিয়াছে
২০০০	হইতে	২৪৯৯	টাকা	...	৭৩০৪
২৫০০	,,	২৯৯৯	,,	...	৪৮৮৪
৩০০০	,,	৩৪৯৯	,,	...	৩৮৮৬
৩৫০০	,,	৪৯৯৯	,,	...	৬৭৭১
৫০০০	,,	৭৪৯৯	,,	...	৬১২৭
৭৫০০	,,	৯৯৯৯	,,	...	৩৪১৩
১০০০০	,,	১২৪৯৯	,,	...	২০৮২
১২৫০০	,,	১৪৯৯৯	,,	...	৯৫১
১৫০০০	,,	১৯৯৯৯	,,	...	১২৯২
২০০০০	,,	২৪৯৯৯	,,	...	৭১৮
২৫০০০	,,	২৯৯৯৯	,,	...	৩৯৮
৩০০০০	,,	৩৯৯৯৯	,,	...	৪৬০
৪০০০০	,,	৪৯৯৯৯	,,	...	২০০
৫০০০০	এবং তদূর্দ্ধ		,,	...	৫২৫
Unclassified			,,	...	২৪০
					৪১৬১১

ইংলণ্ড (১৯২৮—২৯)

বাৎসরিক আয়				কত লোক আয়কর দিয়াছে
২০০০ হইতে ২৫০০ পাউণ্ড *			...	২৪৬০২
২৫০০	,,	৩০০০ ,,	...	১৬৮১৬
৩০০০	,,	৪০০০ ,,	...	১৯৮০৩
৪০০০	,,	৫০০০ ,,	...	১১০৬৭
৫০০০	,,	৬০০০ ,,	...	৬৮৭৩
৬০০০	,,	৭০০০ ,,	...	৪৫৪২
৭০০০	,,	৮০০০ ,,	...	৩৩১২
৮০০০	,,	১০০০০ ,,	...	৪২২৯
১০০০০	,,	১৫০০০ ,,	...	৪৬৬৬
১৫০০০	,,	২০০০০ ,,	...	১৮৫৯
২০০০০	,,	২৫০০০	...	৯৪৮
৩০০০০	,,	৩৫০০০	...	৫৩৫
৩৫০০০	,,	৪০০০০	...	৫৯৬
৪০০০০	,,	৫০০০০	...	২৭১
৫০০০০	,,	৭৫০০০	...	২৬১
৭৫০০০	,,	১০০০০	...	১০৬
১০০০০০	,,	পাউণ্ডে	...	১৩০
				১৩০৬২৬

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের পক্ষে পাশ্চাত্যদের অনুকরণ করা, চাকরের পক্ষে সর্ব্ববিষয়ে মনিবের অনুকরণ করার ন্যায় সর্ব্বনাশকারী বাতুলতা মাত্র; তাহাতেই আমাদের উন্নতি হইবে—নারীদিগের উন্নতি হইবে, তরুণদিগকে বোঝান হইয়াছে, এবং তাহাই করিতে তাহারা বদ্ধপরিকর! পাশ্চাত্য আদর্শ অনুবর্ত্তনে আমাদের সমাজগঠন ভাঙ্গিলে তদপেক্ষা বহুগুণ—শতকরা ৯০,৯৫টি গর্ভধারিণীকে

* এক পাউণ্ড এখন ১৩৸৵০ টাকা

ভ্রূণহত্যা করিতে হইবে। তাহার ফলে তাহাদের শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা আরও অধিক হইতে বাধ্য। অনেকে তজ্জন্য মরিবে—অনেকে চিরজীবনের জন্য ভগ্নস্বাস্থ্য হইবে। কারণ, পাশ্চাত্য নারীরা যে ব্যয়সাপেক্ষ উপায় অবলম্বন করিতে পারে, আমাদের অতি অল্প নারীই সেরূপ করিতে পারেন। আমাদের দেশে বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া যৌথ-পরিবার-প্রথা ছিল—এখনও তাহার প্রভাব আছে—তাহাই আমাদের সমাজ-গঠনের মূলভিত্তি। যতই আমাদের ভোগাসক্তি পাশ্চাত্য আদর্শে বাড়িতেছে—যতই আমরা পাশ্চাত্যের ব্যক্তিতান্ত্রিক প্রথা অবলম্বন করিতেছি, ততই আমাদের সকলেরই দুর্দ্দশা বাড়িতেছে—ততই চতুর্দ্দিকে হাহাকার—সকলেই দুশ্চিন্তাভারগ্রস্ত—ততই জীবন আনন্দহীন, স্ফূর্ত্তিহীন, শান্তিহীন হইতেছে। প্রাণখোলা হাসি এ দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে বলিলেই হয়। দেশ নিত্য নূতন ব্যাধির আবাসভূমি হইয়াছে। আমরা এখন যে আদর্শে স্ত্রী অপত্যাদি প্রতিপালন করিতে চাহি, সেরূপ করা অতি অল্প লোকের পক্ষেই সম্ভব, তাহা বুঝিয়া দেখি না।

বিবাহের বয়স এ দেশে অতি দ্রুতগতিতে বাড়িতেছে, স্ত্রী অপত্যাদি সম্যক্ পালন-সমর্থ পাত্রের অভাবে বরপণ ক্রমেই বাড়িয়া যহৈতেছে—নারীদিগকে ইতিমধ্যেই কৈশোর ও যৌবনের কতক অংশ বালবিধবাদেরই মত স্বামী-সহবাস-সুখ ও ভালবাসা হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইতেছে। ভবিষ্যৎ জীবনের অনিশ্চয়তা তরুণীদিগকে ইতিমধ্যেই পীড়িত করিতেছে—পরের গোলামী করিতে পাওয়াই তাঁহাদের কাম্য হইয়াছে। আমাদের পাশ্চাত্যানুযায়ী গতি যেরূপ দ্রুত হইয়াছে, তাহাতে অল্পদিনের ভিতরই শতকরা দুই তিনটি বালবিধবার পরিবর্ত্তে শতকরা ৩০।৪০টি চিরকুমারী থাকিবে ও চিরকৌমার্য্যের দুর্ভাগ্য ভোগ করিতে থাকিবে, তাহা আমরা দেখিতেছি না। বাঙ্গালাদেশই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইংরাজী-শিক্ষিত—বাঙ্গালাদেশই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নত—বাঙ্গালাদেশেই (কতকটা বিহারেও) জমীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা তাহার উৎপন্ন ধনের অধিকাংশ আমরা ভোগ করিতে পাই—তাহা রাজসরকারে নীত হয় না—সেই জন্য আমরা পূর্ব্বে অধিক ধনী ছিলাম—

আমাদের সাধারণ লোকের অবস্থা ভাল ছিল, অথচ এখন যত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও তাহার প্রভাব বাড়িতেছে, ততই ক্রমশঃ আমাদের দুর্দ্দশা বাড়িতেছে। আমাদের সকল ব্যবসা, সকল শিল্পকর্ম্ম আমাদের অপেক্ষা অল্পশিক্ষিত অন্য দেশবাসীদিগের হস্তগত হইতেছে—দেশের জমীও আমাদের হস্তচ্যুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়াও তাহা মোচন হইবার কোন উপায় না দেখিতে পাওয়ায় অনেক তরুণ রুসিয়ার তুল্যাধিকারবাদীদিগের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছেন, এ দেশেও সেইরূপ উপায় অবলম্বন করা ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় নাই, স্থির করিয়াছেন। এইরূপ চেষ্টা করিতে গিয়া বিপদসাগরে নিমজ্জিত হইতেছেন—আইনের কঠোরতা তজ্জন্য ক্রমশই বাড়িতেছে, টেক্স ক্রমাগতই বাড়িতেছে। পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ ও শিক্ষার দ্বারা, পাশ্চাত্য উপায় অবলম্বনে আমাদের উন্নতি না হইয়া অবনতিই হইতেছে—সকলেরই জীবন দুর্ব্বিসহ হইয়া আসিতেছে। আমরা "উচল বলিয়া পাশ্চাত্য সেবিনু—পড়িনু অতল জলে"। পাশ্চাত্যের অনুসরণ করিয়াই আমাদের দুর্দ্দশার বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়াই আমাদের দেশের আদর্শ ও অভিজ্ঞতার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। দেখা যাউক, তাহাতে কোন সুবিধা হইতে পারে কি, না।

আমাদের সমাজের মূলভিত্তি যৌথ-পরিবার-প্রথা। এক একটি যৌথ-পরিবার যেন এক একটি পৃথক্ কমিউন (commune)। যে মূলসূত্র বা মূলতত্ত্বের (principle) উপর তুল্যাধিকারবাদ প্রতিষ্ঠিত "From each according to his ability—to each according to his needs"—যাহার যতদূর সাধ্য, সকলের মঙ্গলের জন্য করিবে—যাহার যাহা আবশ্যক, তাহা পাইবে—আমাদের যৌথ-পরিবার প্রথাও সেই মূলতত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত। রক্তের টান ও একত্র বাসের নিমিত্ত পরস্পরের ভিতর ভালবাসা থাকায়, যৌথ-পরিবারস্থ সকলের মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা যত সহজ, দেশশুদ্ধ সকল লোকের মঙ্গলের জন্য সেরূপ করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না—কোথাও লোকসকল এত উন্নত হয় নাই, সুদূর-ভবিষ্যতেও হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই জন্যই এইরূপ

করাইবার চেষ্টায় রুসিয়ায় অতিশয় কঠোর নীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছে—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে—নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন করিতে হইতেছে—কিছুতেই আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হইতেছে না—প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া তাহা হইতেও পারে না।

এই মূলতত্ত্বটি এই পৃথিবীতে যতদূর সম্ভব কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যেই আমাদের আর্য্য ঋষিরা দেশকে যেন অসংখ্য কমিউনে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক যৌথ-পরিবারই এক একটি পৃথক্ কমিউন। এইরূপ ক্ষুদ্র কমিউন হইলে তাহাতে ভালবাসার ও সমবায়-প্রথার সাহায্য পাওয়া যায় বলিয়াই রুসিয়ার তুল্যাধিকারবাদীদের মূলতত্ত্বটি পূর্ণভাবে কার্য্যকর হইতে পাইয়াছিল। এজন্য আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট হয় নাই এবং আমরাও সেই জন্য বহুসহস্রবর্ষ সুখে ও শান্তিতে জীবন যাপন করিতে পারিয়াছিলাম—পরাধীনতা সত্ত্বেও জীবনের সুখ, শান্তি নষ্ট হয় নাই। নারীদের জীবনও উপভোগ্য ছিল—সকলেরই জীবনে আনন্দ ছিল। সকল নারীকেই আমরা আজীবন প্রতিপালন করিতে পারিয়াছিলাম। (all women were endowed for all times)। নারীস্বত্বপ্রসারক সুসভ্য পাশ্চাত্যরা গর্ভের শেষে ও প্রসবের পর অল্পদিনের জন্য কেবল গর্ভধারিণীদিগকে প্রতিপালনের ভার এখনও লইতে পারেন নাই, কিন্তু নারীদ্রোহী অসভ্য ঋষিরা নারীদিগকে আজীবন প্রতিপালনের সুবন্দোবস্ত, "ভর্ত্তৃ-ভ্রাতৃ-পিতৃ-জ্ঞাতিগুরু-শ্বশুর-দেবরৈঃ। বন্ধুভিশ্চ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ॥" এই আদেশবাণী দ্বারা করিয়াছিলেন। তাঁহারাও এতাবৎকাল আত্মীয় দ্বারা প্রতিপালিত হইতেন। এখন আমরা সুসভ্য হইয়া—নারী-উন্নতিকামী হইয়া সে আদেশবাণী অগ্রাহ্য করি—আত্মীয় নারীদিগকেও সসম্মানে প্রতিপালন করি না। তজ্জন্যই নারীদিগের দুর্গতি হইতেছে—পরের গোলামীগিরির ফৈজিয়তি হইতে নারীদিগকে মুক্তি দেওয়ার ভীষণ অপরাধের জন্যই হিন্দুসমাজ ঘোর নারীনিগ্রহী, ইহাই তরুণদিগকে বোঝান হইয়াছে, তরুণরাও তাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন!

পাশ্চাত্য দেশের লোকরা নারীদিগকে প্রতিপালন করিতে পারেন

না বলিয়াই তাঁহাদিগকে পুরুষদিগের সহিত বি-সম প্রতিযোগিতায় স্বাস্থ্য ও চরিত্র-হানিকারক অর্থকর কর্ম্ম করিতে বাধ্য করেন এবং তাঁহারা পুরুষ ও নারীর পার্থক্য যাহাতে, নারীর নারীত্ব যাহাতে, সেই মাতৃত্ব নিরোধ করিতে বাধ্য হন, তাহার ফলে তাঁহারা বিকৃতস্নায়ু হইয়া পড়েন—মাতৃত্ব ভাবই নষ্ট হয়—ভ্রূণহত্যা করিতেও বাধ্য হয়েন—পুরুষের কামসহচরী হইয়া নারীজীবন সার্থক হইল, মনকে বুঝাইতে হয়—শেষ জীবন নির্জ্জন কারাবাস তুল্য হয়—অধিকাংশ নারীকে অবৈতনিক হাঁসপাতালে বা workhouse এ মরিতে হয়।

আমাদের এই যৌথ-পরিবার-প্রথার দ্বারা প্রায় সকল নারীকেই আজীবন প্রতিপালন করিয়াছিলাম—তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র ও পুরুষদিগের কর্ম্মক্ষেত্র পৃথক্ করিয়া পুরুষদিগের সহিত বিসম প্রতিযোগিতায় কর্ম্ম করার নিগ্রহ হইতে তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দিয়াছিলাম। স্বার্থপর কর্ম্ম (egoistic)—সকল অর্থকর কর্ম্মাদি—পুরুষদিগের জন্য ধার্য্য করা হইয়াছিল, পরার্থপর (altruistic) কর্ম্ম সকল নারীদিগের উপর প্রধানতঃ অর্পিত ছিল। প্রায় সকল নারীই মাতৃত্ব উপভোগ করিতে পারিত (বন্ধ্যা ও বালবিধবা—যাহার সংখ্যা শতকরা দুই তিনটি মাত্র, তাহারও আত্মীয়-দের পুত্র-কন্যা প্রতিপালন করিত ও তাহাদের ভক্তিশ্রদ্ধা পাইয়া মাতৃত্ব উপভোগ করিতে পারিত) নারীদিগের প্রকৃতি-প্রদত্ত মাতৃভাব, স্বার্থপর অর্থকর কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি পাওয়ায় পূর্ণ বিকাশ হইতে পাইয়াছিল ও সেই মাতৃত্বের অঙ্গীভূত পরার্থপরতার, সেবার, যত্নের, স্নেহের শান্তিবারিতে সকলকে সিক্ত ও পূত করিতে পারিয়াছিল—সকলের জীবনে অর্থকষ্ট সত্ত্বেও সুখ-শান্তি, প্রীতি ও আনন্দ ছিল।

আমাদের বিকৃত পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে—ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নামে আমাদের দেশে প্রচলিত সকল বিধি-নিষেধই অবজ্ঞা করিতেছি এবং কুসংস্কার বর্জ্জনের গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। আমরা ভুলিয়া যাই যে, এই সকল বিধি-নিষেধের অধিকাংশই আমাদের দীর্ঘ জাতীয় জীবনের অভিজ্ঞতা প্রসূত ও তাহারা আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করে। সুতরাং ঐ সকল বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করায় আমরা আমাদের কর্ত্তব্যের

দিকে দৃষ্টিহীন হইতেছি। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের যাহা প্রাপ্য মনে করি তাহা পূর্ণভাবে পাইতে চাহি—অথচ আমাদের প্রাপ্য—আমাদের স্বত্ব কি ও কত—বিরোধী স্বত্বের সামঞ্জস্য কি করিয়া হইতে পারে, তাহার কোন স্থিরসিদ্ধান্ত নাই। আমাদের দেয় কি ও কত সেদিকেও দৃষ্টিহীন। সুতরাং সর্ব্বত্রই, কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কি সমাজে, কি গৃহে, মতদ্বৈধ, অশান্তি, বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে। আমরা দেখি না যে গৃহে, স্বপরিবারের ভিতর, প্রত্যেককেই নিজের নিজের স্বত্ব বা দাবী পূর্ণভাবে পাইতে চাহিলে কেহই তাহা পাইতে পারে না, কেবল বিরোধ, বিশৃঙ্খলা ও অশান্তিরই সৃষ্টি হয়। এইরূপ করিতে গিয়াই যৌথ-পরিবার-প্রথা প্রায় ভাঙ্গিয়াছে—সেই জন্য সকলেরই, বিশেষতঃ নারী-দিগের দুর্দ্দশা ক্রমেই বাড়িতেছে, আরও বাড়িতে বাধ্য। এই জন্যই যৌথ-পরিবার সকলেরই সুখের, শান্তির, ভালবাসার আধার না হইয়া রেষারিষির, বিদ্বেষের, কলহের মূল প্রস্রবণে পরিণত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই পিতামাতা ও অপত্যের প্রীতিসম্বন্ধও বিষাক্ত হইয়াছে, অনেক পিতামাতাই অপত্যদের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইতেছেন। আত্মীয়-স্বজনের সহিত ব্যবহারে, গৃহে প্রতেকেই নিজের কর্ত্তব্য পূর্ণভাবে পালন করিলাম কি না, অপরের দাবী, প্রাপ্য দিলাম কি না, নিজের স্বত্বের দিকে না চাহিয়া তাহাই দেখিতে হয়—তাহা দিতে সচেষ্ট থাকিতে হয়—তাহা করিলে ফলতঃ দেখা যায় যে, নিজের স্বত্বেরও কোন বিশেষ ক্ষতি হয় না ও পরিবারস্থ অন্য সকলের ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সহায়তা অধিক পাওয়া যায় বলিয়া অনেক স্থলে প্রকৃত লাভই হয়। এইরূপ করিলে এবং করিতে সকলকে শিখাইলে যৌথ পরিবারপ্রথা পুনঃ প্রতিষ্ঠা সহজেই হইতে পারে—তাহার সকল সুবিধা, সকল সুফলই পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যাইতে পারে—নারীদিগের দুর্দ্দশা মোচন হইতে পারে—পরিবারস্থ সকলের সমবেত চেষ্টায় ভীষণ দারিদ্র্য ও ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার জন্য দুশ্চিন্তাভারগ্রস্ততা হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়—জীবনে শান্তি ও ভালবাসা উপভোগ করিতে পারা যায়। আমরা—পাশ্চাত্যের মোহে বিভ্রান্ত হইয়া, বিকৃত পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে, জাতীয় অভিজ্ঞতা তুচ্ছ

করার জন্যই 'স্বখাত সলিলে ডুবিতেছি।' প্রগতির নামে গভীরতর জলের দিকেই অগ্রসর হইতেছি।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতাপ্রয়াসী লোকরা নিজের নিজের কর্ত্তব্যের দিকে দৃষ্টিহীন হইয়া কেবল তাহার স্বত্ব ও স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় উপভোগের চেষ্টার ফলেই আমাদিগের প্রায় সর্ব্ববিষয়ে দুর্গতি হইতেছে, তাহা বুঝিতেছেন না। ইটালীর স্বাধীনতা সমরের অগ্রণী, স্থিতপ্রজ্ঞ, জগৎ-পূজিত বীর, মহাত্মা ম্যাট্‌সিনির (Guiesppe বা Joseph Mazzini) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুস্তকের ভিতর গণ্য 'The duties of man' (যাহার দাম বার আনা বা এক টাকা মাত্র) নামক পুস্তক পড়িলে বুঝিবেন যে, লোকের কর্ত্তব্যপরায়ণতার উপরেই লোকের স্বত্ব সংরক্ষিত হয়, কেবল স্বত্বের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিলে স্বত্ব সংরক্ষিত হয় না। "Rights cannot exist except as a consequence of duties fulfilled." ৮০।৯০ বৎসর পূর্ব্বের ইটালীর রাজনৈতিক অবস্থারও আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার বিশেষ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। তিনি আজীবন দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন। দেশের উন্নতি করিতে হইলে প্রধানতঃ কর্ত্তব্য-পরায়ণতাই আবশ্যক—স্বত্বের দিকে চাহিয়া কার্য্য করিলে কোন বিশেষ ফললাভ হয় না, তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমাদের জাতীয় অভিজ্ঞতাও তাহাই।

আমরা চিরকালই কর্ত্তব্যপরায়ণতাকেই মূলভিত্তি করিয়া সকল শিক্ষাই দিতাম। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদিতে বিভিন্ন অবস্থায় বিশেষ কষ্ট সহিয়াও কিরূপে কর্ত্তব্যপালন করিতে হয়, তাহা নানা উপাখ্যানে দেখান আছে। লোকদিগের কর্ত্তব্য-পরায়ণতা উদ্দীপিত করিবার উদ্দেশ্যেই সেই সকল আখ্যায়িকা কথকতায়, যাত্রায়, গল্পে, ব্রতকথায় সর্ব্বত্র প্রচারিত হইত। নিরক্ষর স্ত্রীপুরুষরা তাহাতে অনুপ্রাণিত হইত। উহাই আমাদের জাতীয় শিক্ষা এবং সেই শিক্ষার প্রভাবে এত কাল আমাদের জীবনে সুখ ও শান্তি ছিল। আমরা "শিক্ষিত" হইয়া আমাদের জাতীয় শিক্ষার মহদুদ্দেশ্যও বুঝি না, কত সহজে কত সুফল হইয়াছে তাহাও বুঝিবার

শক্তি নাই, সে শিক্ষা দিই না—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীকে বোকা আহম্মক বলিতেও আমাদের কুণ্ঠাবোধ নাই। জাতীয় শিক্ষা অবহেলা করার ফলেই আমাদের কর্ত্তব্যপালনে শিথিলতা দেখা যাইতেছে, আমরা সকলেই নিজের নিজের স্বত্ব আমাদের যাহা আছে মনে করি, তাহা পাইতেই সচেষ্ট—ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নামে সর্ব্ববিষয়ে উন্মার্গগামী হইতেছি—তাহার ফলে সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা, বিরোধ ও অশান্তি; সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূলভিত্তি যে কর্ত্তব্যপরায়ণতা, তাহার অভাবে কোন উন্নতি হইতে পারে না, তাহা বুঝিবারও শক্তি নাই।

পাশ্চাত্য নারীরা নিজের নিজের স্বত্ব, সুবিধা ও স্বাধীনতার দিকে চাহিয়াই নারীর স্বত্ব যাহাতে—যাহা উপভোগ করিবার জন্য তাহার সমস্ত অঙ্গ গঠিত ও লালায়িত, সেই মাতৃত্ব হইতে ক্রমশঃ অধিকভাবে বঞ্চিত হইতেছেন—তজ্জন্য বিকৃতস্নায়ু হইতেছেন, জীবন শান্তিহীন হইতেছে—জীবনে বিলাসিতা ও ক্ষণিকের উত্তেজনাই কেবলমাত্র উপভোগ্য হইতেছে—ক্ষণস্থায়ী কামপ্রদত্ত মোহকেই ভালবাসা ভাবিতেছেন, পুরুষদিগকে শান্তি দিবার ক্ষমতাই লুপ্ত হইতেছে, শান্তিদায়িনী হওয়ার পরিবর্ত্তে তাঁহারা শান্তিনাশিনী হইতেছেন—সকলের শেষ জীবন মরুময় হইতেছে। ইহার পরিবর্ত্তে লাভ করিয়াছেন—চরিত্র ও স্বাস্থ্য-হানি-কারক নানা রকমে পরের গোলামীগিরি করিবার অধিকার। আমরা নারীদিগের উন্নতিকামনায় সেই অতিশয় লাঞ্ছনাকর গোলামীগিরিতে অধিকার দিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়াছি ও সকল প্রকারেই পাশ্চাত্য প্রথা অনুবর্ত্তন প্রয়াসী হইয়াছি! পাশ্চাত্য প্রথা অনুবর্ত্তনে তাহাদিগকে আরও কত প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়—আমাদিগের নারীদিগকে তদপেক্ষা কত অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, তাহাও দেখাইতেছি।

পাশ্চাত্য পুরুষরা তাহাদের সমাজ-গঠন ও জীবনাদর্শের দোষে যৌবনারম্ভ হইবার পর ও বহুকাল অবিবাহিত থাকেন, অনেকে বিবাহই করেন না। সেই জন্য আমাদিগের অনেক সংস্কারক, তরুণদিগকে পাশ্চাত্য দেশের অনুযায়ী উপদেশ দেন। তাঁহারা বলেন যে, যত দিন না স্ত্রীপুত্রাদিকে সম্যক্ প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা হয়, ততদিন কাহারও

বিবাহ করা উচিত নহে। তরুণরা সেই উপদেশবাণী শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন। সেই জন্য অর্থস্বচ্ছল পিতাদের পুত্ররাও যৌবনারম্ভের বহু পরেও বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক দেখা যাইতেছে। তাঁহারা ইংরাজী-শিক্ষিত, ইংরাজী উপন্যাসাদি পড়েন—পাশ্চাত্যদের বিলাসাতিশয্য, নানা ব্যয়সাপেক্ষ আমোদপ্রমোদের বর্ণনা পড়েন—এবং তাঁহাদের সেইরূপ পাইবার ও সেইরূপ আমোদপ্রমোদ উপভোগ করিবার ইচ্ছাও উদ্দীপিত হয়। ধনী পিতারাও অনেক স্থলে অবস্থার অনুপযোগী ব্যয়-বাহুল্য করিয়া থাকেন। যদি না করেন, তরুণরা তাঁহাদিগকে কৃপণ বুড়া বাঁদর (old fool) মনে করেন। অথচ পুত্ররা দেখেন যে, পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার প্রাপ্তব্য অংশ হইতে পিতাও যেরূপ ব্যয় করিয়া আসিয়াছেন, যেরূপ অর্থস্বচ্ছলতায় তাঁহারা প্রতিপালিত হইয়াছেন—সেরূপ ব্যয় করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। সুতরাং সংস্কারকদিগের উপদেশবাণী অতি সারগর্ভ বলিয়া সহজেই মনে হয়। দেশের প্রচলিত অল্পবয়সে বিবাহপদ্ধতি অত্যন্ত মূর্খতা ও অদূরদর্শিতা বলিয়া বোঝেন।

তাঁহাদের স্ত্রীরা আসিয়া সংসারের কর্ম্ম—তাহা ত দাসীগিরি, রাঁধুনীগিরি—করিবে, তাহা তাঁহাদের প্রাণে সহ্য হয় না—সেরূপ করান আমাদিগের নারীদিগের প্রতি অবজ্ঞার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মনে করেন। তাঁহারা চাহেন, তাঁহাদের চাকর, দাসী, পাচক, মোটরগাড়ী, বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা থাকিবে—তাঁহাদের স্ত্রীরা নিত্য নূতন সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত থাকিবেন—তাঁহাদের সহিত মধুর প্রেমালাপ করিবেন—তাঁহাদেরই মত শিক্ষিতা হইয়া খবরের কাগজে উত্থাপিত প্রসঙ্গে যোগদান করিবেন—নানা উপন্যাসাদির চরিত্র বিশ্লেষণ করিবেন—কলাবিদ্যার চর্চ্চা করিবেন—থিয়েটার-বায়স্কোপে যাইবেন, এইরূপে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইবেন। এই জন্য সকলেই—গরীব কেরাণীরা পর্য্যন্ত, কন্যাদিগকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠাইতেছেন, গান-বাজনা শিখাইতেছেন, নাচ শেখাও আরম্ভ হইয়াছে। এইরূপ শিক্ষা দেওয়াতে তাঁহাদের গৃহকর্ম্ম শিখিবার অবকাশ থাকে না—গৃহকর্ম্ম করা রাঁধুনী-চাকরাণীর হেয় কায বলিয়া বুঝিতেছেন। কন্যার পিতাদের ব্যয়াধিক্য হইতেছে—তাঁহারা বরপণ ও

পুত্রকন্যাদের শিক্ষার খরচে দুশ্চিন্তাভারগ্রস্ত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইতেছেন। প্রথম প্রথম ঐরূপ শিক্ষিতা কন্যাদের—যখন তাহাদের সংখ্যা নগণ্য ছিল, তখন তাহাদের সুপাত্রে বিবাহ অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। তজ্জন্য ও স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা আছে বুঝিয়া সকলেই কন্যাদিগকে স্কুলে পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের শিক্ষা প্রায় বালকদিগের অনুরূপই হইতেছে। এখন কিন্তু বি, এ, এম্, এ পাশ করা কন্যাদের আর সুপাত্র জুটিতেছে না, বরং তাহা আরও দুর্ঘট হইয়াছে। সেই জন্য তাহাদিগকে তরুণের চিত্তাকর্ষণকারী অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা দিবার প্রয়োজন হইতেছে। গান-বাজনা শিক্ষা দেওয়াও হইতেছে। এই গরীব দেশে কয় জন নারী পরে সঙ্গীতবিদ্যার চর্চ্চা করিবার অবকাশ ও সুবিধা পাইবে, তাহা কেহ দেখেন না। ইহাতেও কন্যাদের বিবাহের কোন সুবিধা হইতেছে না—হইতে পারেও না, তাহা কেহ দেখিতেছেন না। কন্যাদিগের বিবাহের বয়স ইতিমধ্যেই বিংশতি অতিক্রম করিয়াছে —অতি অল্পদিনেই পাশ্চাত্য দেশের অপেক্ষা আরও অধিকবয়স্কা কন্যাদেরও বিবাহ হইতে পারিবে না—অনেককেই চিরকুমারী থাকিতে হইবে। পাশ্চাত্য নারীদিগের ন্যায় নিজের নিজের বর জোটাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহা কিরূপ, পরে দেখাইব।

যে শিক্ষার জন্য কন্যাদিগকে স্কুলে দেওয়া হয়, তাহার শতাংশ মাত্র পরজীবনে আবশ্যক হয়। কিন্তু তজ্জন্য অনেককে কায়শ্রমবিমুখ ও ভগ্নস্বাস্থ্য হইতে হয়। অনেকে আশা করেন যে, তাঁহারা স্ব স্ব জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবেন। তাহা সদুপায়ে করিতে পাওয়া যে কত দুর্ঘট, কত স্বল্পসংখ্যকই সেইরূপ করিতে পারে এবং তাহাও কিরূপ কত কষ্টকর, কেহ তাহা দেখিতেছেন না। কিন্তু তজ্জন্য সকলের ব্যয়াধিক্য হওয়াতে —গৃহকর্ত্তার মৃত্যুর পর—স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা পথে বসিতেছেন। আত্মীয়-বন্ধুদের সাহায্য পাওয়ার আশাও নির্ম্মূল হইতেছে বা হইয়াছে। নিজেদের বাহিরের মান বজায় রাখিয়া কোনরূপে চালাইয়া যাওয়াই প্রায় সকলেরই হইয়াছে। দেশের সাধারণ লোকের আর্থিক অবস্থা ও অর্থোপার্জ্জনের কি উপায় আছে, তাহা দেখিয়া নিজেদের ব্যয় কিরূপ

হওয়া উচিত, স্থির করিতে হয়। সে জ্ঞান আমাদের অতি অল্পলোকেরই আছে। কেবল নিজের তাৎকালিক আয় দেখিয়া ব্যয় করিলেও তদনুযায়ী আরাম বা বিলাস ভোগ করিলে স্ত্রী-পুত্রকন্যাদির প্রতি প্রকৃত অসদ্ব্যবহারই করা হয়। কারণ, তাঁহারা সেইরূপ আরামে ও বিলাসে অভ্যস্ত হইয়া পড়েন, অথচ তাঁহাদের সেইরূপ অর্থোপার্জ্জন করা প্রায় অসম্ভব।

আয়করের তালিকা হইতে প্রমাণ হয় মাত্র ৪১৬১১ লোকের আয় মাসিক ১৬৬ টাকার উপর। তাঁহার ভিতর ইংরাজ, মারওয়াড়ী, ভাটিয়া, ইহুদী আছে এবং আবার তাহাদের শেষ জীবনে অনেকে ইনকাম টেক্স দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। চাষের জমীর আয় হইতে আরও চারি বা পাঁচ লক্ষ লোকের আয় ১৬৬ টাকার অধিক ধরিয়া লইলেও শতকরা একটি লোকের আয় মাসিক ১৬৬ টাকার অধিক নহে। সমস্ত বাঙ্গলা দেশে মাত্র সাত শত জমীদারের আয় বাৎসারিক দশ হাজার টাকার অধিক আছে। সুতরাং দেখা যায় যে, ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অভীপ্সিত জীবন, লক্ষের ভিতর একটিও করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। সুতরাং আমাদের সকলেরই ভোগস্পৃহা ও চাল কমান অত্যাবশ্যক হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভোগস্পৃহা ক্রমেই বাড়িতেছে, ব্যয়বাহুল্যও বাড়িতেছে। এই ভোগস্পৃহা অবস্থাতিরিক্ত বাড়িয়াছে বলিয়া ও যৌথ-পরিবারের সাহায্য পাওয়ার আশাও নাই বলিয়াই, তরুণরা বিবাহ করিতে চাহিতেছেন না।

কিন্তু যৌবনারম্ভের পর কিছুকাল অবিবাহিত থাকিলে অতি অল্পলোকই কাম উপভোগ না করিয়া থাকিতে পারে। পাশ্চাত্য দেশে তরুণরা অবিবাহিত অবস্থায় কি করে ও আমাদের দেশের তরুণরা কিরূপ করিতে বাধ্য হইবে, তাহা জগদ্বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক গীদে, মুপাসাঁর (Guy De Maupassant) পুত্র (Son) নামক গল্প হইতে বোঝা যায়। এই পুস্তকে দুই বন্ধুর—এক জন ফরাসী পণ্ডিত সভার সভ্য (French Academy) আর এক জন রাজনৈতিক সভার সভ্য (Senate) কথোপকথন দেওয়া আছে। এক জন আর এক জনকে বলিতেছেন—"১৮ হইতে ৪০ বৎসরের ভিতর আমরা ২০০ হইতে ৩০০

নারীতে উপগত হইয়াছি। কে বলিতে পারে, ইহাদের ভিতর একটিতেও আমরা অপত্য উৎপাদন করি নাই এবং সেই পুত্র দুষ্কর্ম্মাসক্ত হইয়া রাস্তায় কিম্বা বেশ্যালয়ে ভদ্রলোকদিগের (অর্থাৎ আমাদিগের) নিকট চুরী ও ডাকাতি সচরাচরই করে না, কিম্বা সেই কন্যা বেশ্যালয়ে নাই, কিম্বা যদি মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইবার সৌভাগ্য তাহার হইয়া থাকে, সে রাঁধুনীগিরি করিতেছে না?" এই দুই বন্ধুই ভাল ও পদস্থ লোক। তাঁহারা এত নারীতে উপগত হইয়াছেন—এইরূপ সকলে করিয়া থাকে এবং সকলে জানে বলিয়াই গী দে, মপাসাঁ তাহাদের সম্বন্ধে এ কথা বলিতে পারিয়াছেন। সুতরাং যৌবনারম্ভের পর বহুকাল অবিবাহিত থাকায় বহুনারীসম্ভোগ অবশ্যম্ভাবী ফল।

ইহা হইতে প্রথমতঃ দেখা যায় যে, এই অধিক নারীমর্য্যাদাকারী পাশ্চাত্যরা ও তাহাদের পদাঙ্কানুসারী তরুণরা তাঁহাদের নিজের ও তাঁহাদের স্ত্রীদের সমবেত চেষ্টায় স্ত্রী অপত্য সম্যক্ পালনে সমর্থ নন বলিয়া বিবাহ করিলেন না, কিন্তু তিনি অকুণ্ঠিতভাবে এমন কার্য্য করিতেছেন, যাহার ফলে অনেক হতভাগিনীকে তাঁহাদের ঔরসজাত সন্তানদিগকে একা প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইতে হয়, এবং তাহাতে সেই নারীদিগের ও সেই সন্তানগণের কি ভীষণ দুর্গতি হয়, তাহারা কি উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে—তাহারা অনাহারে, পথ্যাভাবে মরিবে—কোন শিক্ষাই পাইবে না—তাহাদিগকে চৌর্য্য, ভিক্ষাবৃত্তি ও বেশ্যাবৃত্তি করিতে হইবে, তাহা দেখিবার তাঁহাদের আবশ্যকতা নাই।—কি বিকট নারীমর্য্যাদাজ্ঞান ও স্বীয় কর্ত্তব্যজ্ঞান! মুসলমানরা বহু বিবাহ করে, আমরাও করিতাম—তজ্জন্য তাহাদিগকে নারীনিগ্রহী বলা হয়; কিন্তু এইরূপ বহু নারী সম্ভোগে যে নারীদিগকে তদপেক্ষা বহু অধিক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়, তাহা কেহ দেখেন না। বহুবিবাহকারীরা স্ত্রীদিগেরও তাহাদিগের গর্ভজাত সন্তান প্রতিপালনের ভার লয়, তাহারা বিষয়ের উত্তরাধিকারী হয়। অধিক নারীমর্য্যাদাকারী বীর পুরুষরা সরিয়া পড়েন, স্ত্রীও সন্তানপালন ভার মুক্ত হইয়া বিলাসিতায় গা ভাসান, তাহাদিগের অর্থসচ্ছলতা এই সকল হতভাগিনী নারীদিগের ও তাহা-

দিগের গর্ভজাত সন্তানদিগের অশেষ দুর্গতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা দেখেন না।

দ্বিতীয়তঃ এইরূপ অনেক নারীতে উপগত হইতে গেলেই অনেককে যৌন-ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িতে হয়। পাশ্চাত্য অধিকাংশ লোকই বহুকাল অবিবাহিত থাকে, তজ্জন্য সেখানে যৌনব্যাধি (venereal disease) প্রায় দেশব্যাপী হইয়াছে। কলম্বসের নাবিকগণ আমেরিকার আদিম অধিবাসিনীদিগের সহিত উপগত হইবার ফলেই উপদংশ (Syphilis) রোগের উৎপত্তি, অধিকাংশ ডাক্তারগণের এইরূপ মত এবং তাহাদের দ্বারা এই ব্যাধি দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যেখানে পাশ্চাত্যরা শুভাগমন করেন, সেইখানেই এই ব্যাধি দেখা দেয় ও বাড়ে। ইহা পাশ্চাত্য সভ্যতার দান। আমাদের দেশে ইতিমধ্যেই ইহার বহু বিস্তার হইয়াছে। এবং বহুকাল বিবাহ না করিলে এই ভীষণ রোগ আরও দ্রুতগতিতে প্রসারিত হইতে বাধ্য; বিখ্যাত জার্ম্মাণ ডাক্তার ব্লক (Bloch) তাঁহার উপদংশের ইতিহাস নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, "প্রতিদিন প্রুসিয়াতে এক লক্ষ লোক আছে—যাহারা সংক্রামক যৌন-ব্যাধিগ্রস্ত এবং যাহারা ত্রিশ বৎসরের অধিক বয়সে বিবাহিত হয়, তাহাদের প্রত্যেকেই দুইবার মেহ রোগে ভুগিয়াছে এবং তাহাদের চার পাঁচ জনের মধ্যে একজন উপদংশ রোগে ভুগিয়াছে।" Havelock Ellis তাঁহার Psychology of sex নামক বিখ্যাত পুস্তকের ষষ্ঠ ভাগে ৩২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, "এক নিউ ইয়র্ক সহরে প্রতি বৎসরেই ২২৫০০০ লোক যৌনব্যাধিগ্রস্ত হয়।" সেই সহরের এক জন চর্ম্মরোগের প্রধান ডাক্তার বলিয়াছেন যে, ভদ্রপরিবারের ছেলেদের তিনটির ভিতর একটির উপদংশ রোগ হইয়াছে। জার্ম্মাণীতে প্রতি বৎসর আট লক্ষ লোকের যৌনব্যাধি হয়, এবং বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভিতর শতকরা ২৫টি প্রতি টার্ম্মে (term এক বৎসরের অপেক্ষা কম) যৌনরোগগ্রস্ত হয়। প্রতি বৎসর জার্ম্মাণ সৈনিকদিগের ভিতর যৌনরোগগ্রস্ততার জন্য যত লোক অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তাহা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ফরাসী ও জার্ম্মাণ যুদ্ধে আহাত সৈন্যগণের এক-তৃতীয়াংশ।

অথচ জার্ম্মাণ সৈনিক ইংরাজ সৈনিকদিগের অপেক্ষা কম যৌনরোগগ্রস্ত।" ভারতবর্ষের দেশীয় সৈনিকদিগের ভিতর যত যৌনব্যাধি হয়, ইংরাজ সৈনিকদিগের সংখ্যা তদপেক্ষা দশগুণ অধিক।

Encyclopoedia Britannicaয় Prostitution সম্বন্ধে যাহা লেখা আছে, তাহাতে প্রকাশ, প্রুসিয়াতে যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা করিয়া তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেখানে নিদেন পাঁচ লক্ষ লোক প্রতি বৎসরেই যৌনব্যাধিগ্রস্ত হয়, James Marchant সাহেব লিখিত Master Problemএ লেখা আছে যে, Dr. Douglas White ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে Royal Commissionএ বলিয়াছেন, এক লণ্ডন সহরে প্রতি বৎসর ১২২৫০০ লোকের নূতন যৌনব্যাধি হয়,ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে ৮০০০০০, তাহার মধ্যে ১১৪০০০ উপদংশ রোগ। Havelock Ellis লিখিয়াছেন (৩৩০ পৃষ্ঠায়) যে, Wood Rugglesএর মতে আমেরিকার সাবালক পুরুষদিগের ভিতর শতকরা ৭৫ হইতে ৮০টি মেহ-রোগগ্রস্ত। Lancet নামক বিখাত ডাক্তারী কাগজে একজন ডাক্তার তথ্যানুসন্ধান করিয়া ও নিজের অভিজ্ঞতা হইতে লিখিয়াছেন যে ইংলণ্ডে সাবালক পুরুষদিগের ভিতর শতকরা ৭৫টি একবার, ৪০টি দুইবার, ১৫টি তিন বা ততোধিকবার মেহ রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। Lancelot Lawton তাঁহার Russian Revolution নামক পুস্তকের ২৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, সে দেশের সকল লোকই উপদংশরোগগ্রস্ত এবং ইহা Dr. Siemasko যিনি স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ত্তা তাঁহাকে বলিয়াছেন, এবং ইহা সরকারী কাগজেও প্রকাশ পাইয়াছে; অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম যৌনব্যাধিগ্রস্ততা; এই অবশ্যম্ভাবী ফলভোগ করাইয়া আমাদের দেশের উন্নতি হইবে—স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে—নারীদিগের উন্নতি হইবে, তরুণদিগকে এইভাবে বুঝান হইয়াছে। তরুণরাও সেই আশাই পোষণ করিতেছেন!

সকল বিষয়েই রুষিয়া ও আমেরিকায় যুক্তরাজ্যের অনুকরণ করাই উন্নতির একমাত্র উপায় বলিয়া সংস্কারকরা বুঝিয়াছেন ও সেখানকার প্রথা অনুবর্ত্তন করিতে চাহিতেছেন। অথচ ঐ দুই দেশই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যৌনব্যাধিগ্রস্ত। ইতিমধ্যেই আমাদের দেশে যৌনব্যাধি ভয়ানক

বাড়িয়াছে। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার রমেশচন্দ্র রায়, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে, বিশেষতঃ স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছেন। তিনি বলেন, কলেজের ছাত্রদের ভিতর শতকরা ৩০টির উপর ছাত্র ঐ রোগের (স্বকৃত বা পৈতৃক) কুফল ভুগিতেছেন। যৌনব্যাধির মত ভীষণ ব্যাধি আর নাই। ইহারা সংক্রামক, উপদংশের কুফল বংশপরম্পরায় সংক্রামিত হয়।

অনেকে মনে করেন যে Salversan injection দ্বারা উপদংশ রোগ সহজচিকিৎসা-সাধ্য হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে —Salversan injection এর পর আবার ৫।৬ মাস অপেক্ষা করিয়া পুনঃ পুনঃ ইহা দিতে হয় এবং বহুকাল, প্রায় তিন চারি বৎসর অন্য ঔষধ সেবন করিতে হয়, এবং তৎকালে স্ত্রীগমনে অপত্যরা ঐ রোগের ফলভোগ করে। ফরাসী পণ্ডিতমণ্ডলীর সভ্য Eugene Brieux লিখিত Damaged Goods (যাহা চলচ্চিত্রে দেখান হয়) পড়িলে বোঝা যায়, ইহার মন্দ ফল কত দীর্ঘকালস্থায়ী ও অপত্যরা কিরূপ মন্দ ফল ভোগ করে ও তাহাতে কিরূপ পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা নষ্ট হয়। বিখ্যাত ফরাসী ডাক্তার Dachalet বলেন যে, যত প্রকার রোগ আছে, তাহার ভিতর উপদংশ রোগ অপেক্ষা সাংঘাতিক কোন রোগই নাই। Havelock Ellis লিখিয়াছেন যে, যতদিন যায়, ইহার বিষ শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, এবং কোথায় ও কি ভাবে ইহার মন্দফল প্রকাশ পাইবে, তাহা বলা যায় না, এবং যদিও ইহার বাহিরে প্রকাশ দেখা যায় না, তথাপি কোন কালেই ইহা নির্দ্দোষ সারিয়াছে, স্থির করা যায় না। এই রোগটি যে কেবল উপগতা নারীতে ও অপত্যতে সংক্রামিত হয়, তাহা নহে, এই রোগীর স্পর্শ ও উচ্ছিষ্ট পাত্র দ্বারাও অন্য লোকে সংক্রামিত হয়। এইরূপ রোগগ্রস্ত লোকরা ও তাহার সন্তানরা অনেক সময়ে মূক, বধির, দৃষ্টিহীন, বুদ্ধিহীন (imbecile idiot) মৃগীরোগ, পিনাশ, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, কুষ্ঠ ও মহাব্যাধিগ্রস্তও হয়। অনেকেই ভগ্নস্বাস্থ্য ও অন্য বহু দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত হয়—প্রজননশক্তির লোপ বা হানি হয়—গর্ভস্রাব অধিক হওয়াও এই রোগের ফল। এই সকল কারণে তাহাদের ও

তাহাদের অপত্যদের জীবন অত্যন্ত অশান্তি ও দুশ্চিন্তাভারগ্রস্ত হয়। আমি একটি লোককে দেখিয়াছি যিনি, জীবনে একবারমাত্র বেশ্যাগমনের ফলে ঐ রোগগ্রস্ত হন, চিকিৎসা করাইয়া ভাবিলেন তিনি ঐ রোগমুক্ত হইয়াছেন; কিন্তু কিছু দিন পরে ক্রমেই তাঁহার শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি এত ক্ষীণ হইল যে, তাঁহাকে অকালে কোম্পানীর চাকরী হইতে বিদায় লইতে হয়। আর একটি লোক প্রথম-যৌবনে উচ্ছৃঙ্খল ছিল—একবার ২২।২৩ বৎসর বয়সে ঐ রোগগ্রস্ত হয়—তৎপরে আরোগ্যলাভ করিয়া আর বেশ্যাগমন করে নাই, কিন্তু ৫০।৫৫ বৎসর বয়সে পাগল হইয়া যায়—৮, ১০ বৎসর পাগল অবস্থায় থাকিয়া মারা যায়। ডাক্তাররা বলেন, Syphilitic eruption মস্তিষ্কে হওয়ার ফলেই পাগল হইয়াছে। অল্পবয়সে যত পক্ষাঘাতরোগী দেখা যায়, তাহার প্রায় শতকরা ৯০টি এই ভীষণ রোগের ফল। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের Census Reportএর vol I, Part I. P 346 এ লেখা আছে যে ভারতবর্ষ অপেক্ষা বিলাতে লাখ করা ১৪ গুণ অধিক পাগল আছে। Encylopoedia of Social Reforms পুস্তকে লেখা আছে যে, ১৮৯৮ হইতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বিলাতে পাগলের সংখ্যা শতকরা ২৩·৭ বাড়িয়াছে। এইরূপ পাগলের সংখ্যাবৃদ্ধির অনেকাংশ যে উপদংশ রোগের ফল, তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। Rev. Usher তাঁহার Neo-malthusianism নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, বিবাহের সুবিধা না থাকার নিমিত্ত বেশ্যাবৃত্তি ও যৌনব্যাধি অত্যন্ত প্রসার লাভ করিয়াছে। এখন শতকরা ৬০ জন লোক অল্পাধিক পরিমাণে উপদংশ রোগের ফলভোগী, অনেকের মতে শতকরা ৭৫টি। Havelock Ellis লিখিয়াছেন যে, ইংরাজের জাতীয় স্বাস্থ্যের অবনতির মূল কারণ এই উপদংশ রোগ। Lieutenant-Colonel Lamkin লণ্ডনের সৈনিকদিগের যৌনব্যাধির হাঁসপাতালের কর্ত্তা। তিনি বলেন যে, ইংরাজের স্বাস্থ্য-অবনতির মূল কারণ যে যৌনব্যাধি, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্বামী বা অপত্যরা যখন এই রোগ ভোগ করে, তখন স্ত্রীদের, মাতাদের কত মর্ম্মান্তিক কষ্ট হয়, গরীব হইলে কি ভয়ানক দুর্গতি হয়, তরুণ-তরুণীরা একবার ভাবিবেন কি?

পাশ্চাত্য দেশে এই ভীষণ ব্যাধির বিস্তৃতি ও মন্দ ফলের উপশম করিবার উদ্দেশ্যে অসংখ্য রাজকীয় ও অন্যান্য দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। বেশ্যাগমনের পর কি পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত, তাহা প্রচার করিবার জন্য অনেক স্থানে বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে—যে সকল ঔষধি ব্যবহার করিতে হয়, তাহাও অনেক স্থলে বিনা ব্যয়ে পাওয়া যায়। এই সকলের জন্য বহু কোটি টাকা প্রতি বৎসর ব্যয় হয়। আমাদের দেশে তাহার কোন ব্যবস্থাই নাই—কোন হাঁসপাতালেই salversan injection বিনা পয়সায় দিবার ব্যবস্থা নাই। অর্থাভাবের নিমিত্ত দুর-ভবিষ্যতেও ঐরূপ ব্যবস্থা করিবার আশাও অতি অল্প। সাধারণ লোকদের এই ভীষণ রোগের চিকিৎসা করিবার সামর্থ্যও নাই—তাহা যেন আমাদের মনে থাকে। ইহার ঔষধি বহুকাল ব্যবহার করিতে হয় ও বহু ব্যয়সাধ্য। সুতরাং অল্পদিনেই এই ভীষণ সংক্রামক রোগ বহুবিস্তার করিবেই ও বংশপরম্পরায় তাহার ফলভোগ করিবে। আমাদের দেশ পাশ্চাত্যদেশের মত স্বাস্থ্যকর নয়। ম্যালেরিয়া, অজীর্ণ, কালাজ্বর, রক্তামাশয়, প্রস্রাবের পীড়া, বেরি-বেরি, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি ব্যাধি আমাদের নিত্য-সহচর, তাহার উপর এই ভীষণ ব্যাধি দেশব্যাপ্ত হইলে সেই রোগ ও তজ্জনিত অন্য বহু উৎকট রোগ ভোগ করিয়া যে দেশের প্রভূত স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে —দেশশুদ্ধ লোক Sandowর মত বলশালী হইবে, তাহা কেবল কুসংস্কারাবদ্ধচক্ষু প্রাচীনপন্থীরাই দেখিতে পায় না! নারীরাও ঐরূপ রোগগ্রস্ত পুরুষ-সহবাসে ঐরূপ রোগগ্রস্তা হইবেন ও ঐরূপ রোগগ্রস্ত সন্তান প্রতিপালন করিয়া পরমসুখে জীবন যাপন করিবেন!!

ভালবাসা ও কর্ত্তব্যের জন্য স্বামী বা অপত্যের সেবা করায় হৃদয়ে সুখ ও তৃপ্তি আছে, সেইজন্য অনেক বড়মানুষের স্ত্রীরাও স্বহস্তে স্বামী-অপত্যের জন্য রাঁধেন—তাহাদের সেবা করেন—অর্থের জন্য সেরূপ করায় সে তৃপ্তি নাই, কেবল লাঞ্ছনা ও কষ্টই আছে। তরুণরা বিবাহ না করিলে শতকরা ৯০।৯৫টি তরুণীদিগকে স্বামী-পুত্রের দাসীগিরি রাঁধুনীগিরি করার পরিবর্ত্তে পরের গোলামীগিরিই করিতে হইবে---কলের মজুরণী, পরের দাসীগিরি, রাঁধুনীগিরিই করিতেই হইবে—অর্থের জন্য দেহ বিক্রয় করিতে

হইবে—তদ্ভিন্ন অন্য উপায়ে শতকরা একটি নারীরও উপার্জ্জনক্ষম হওয়া দুষ্কর। আমাদের দেশে প্রায় শতকরা ৭৬টি লোক চাষের উপর নির্ভর করে, শতকরা ৭ ব্যবসায়, ৮ শিল্পে, ডাক্তারী, ওকালতী, এঞ্জিনিয়ারী প্রভৃতিতে শতকরা ১'৬ হইতে ২টি, কোম্পানীর চাকরীতে শতকরা ১'৬টি বা ২টি লোক নির্ভর করে, বাকী গৃহকর্ম্ম অর্থাৎ দাস, ভিক্ষা, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি (see Census report 1921 vol. I. Chap XII).

নব্যতন্ত্রীরা বুঝিয়াছেন ও তরুণদিগকে বুঝাইয়াছেন যে, যে ব্রাহ্মণরা প্রভূত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ভরণ পোষণের জন্য কেবল ভিক্ষা ও পরের দানের উপরই নির্ভর করিত, অর্থোপার্জ্জনের সকল প্রকৃষ্ট উপায়—ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, অন্য জাতিদের হস্তে তুলিয়া দিয়াছিল, তাহারাই নিম্নজাতিদের ও নারীদের প্রতি ঘোর অত্যাচারী—সেই ব্রাহ্মণরা যাহাতে নিজেদের সুবিধা হয়, সেইরূপ করিয়াছেন—সেই জন্য তাঁহাদের প্রণীত শাস্ত্রের নাম শুনিলেই নব্যতন্ত্রী শিক্ষিত তরুণরা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠেন। তাঁহারা দেখেন না যে, আমাদের দীর্ঘ জাতীয় জীবনের অভিজ্ঞতা আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে। আমাদের কালজয়ী সভ্যতার জীবনীশক্তি আমাদের সমাজগঠনেই নিহিত আছে এবং যে সকল মহাপুরুষ গীতা, উপনিষদ, যোগশাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন—যাঁহাদিগের জ্ঞান গরিমার কাছে পাশ্চাত্যের প্রধান প্রধান পণ্ডিতরা অবনতমস্তক—আমাদিগের সমাজ গঠন সেই সকল মহাপুরুষ দ্বারাই স্থাপিত বা অনুমোদিত। যাঁহাদের অদ্বৈতজ্ঞান প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, সেই মহাপুরুষরা নারীনির্য্যাতনকারী, ইহাই আমাদের তরুণদিগকে শেখান হইয়াছে। আর যাহাদের শতকরা ৭৫, ৮০টি যৌনব্যাধিগ্রস্ত, এবং সেই রোগ নারীদিগকে ও তাহাদের অপত্যদিগকে সংক্রামিত করিয়া তাহাদের প্রভূত কল্যাণসাধন করেন—যাহারা কাম সহচরী নারী ও অল্পবয়স্কা কন্যা ভিন্ন অন্য কোন নারীকে গৃহে স্থান দেন না—সেই পাশ্চাত্যরাই নারীদিগের বন্ধু ও তাহাদের স্বত্বপ্রসারক ও তাহাদেরই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া নারীদিগের ও দেশের উন্নতি হইবে, সংস্কারকরা স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন ও তাহাই করিতে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় বদ্ধপরিকর!

ষষ্ঠ প্রবন্ধ

তৃতীয় প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে, কন্যাদিগের বিবাহের বয়স ক্রমশই অতি দ্রুতগতিতে বাড়িয়া যাইতেছে। যৌথ-পরিবার-প্রথা ভাঙ্গায়, আত্মীয়দের সাহায্য পাওয়ার আশা না থাকায়, স্ত্রী-অপত্য-প্রতিপালন-সমর্থ পাত্রের সংখ্যা অতি নগণ্য হইয়াছে, সকলেরই অবস্থাতিরিক্ত ভোগাসক্তি বাড়িয়াছে। ঋষিরা যে সকল প্রাপ্তবয়স্ককে বিবাহ করিবার অনুজ্ঞা দিয়াছিলেন, তাহা আর কেহ মানিতে চাহিতেছে না; নারীস্বত্ব প্রসারক তরুণদিগের মধ্যে অনেকেই বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হইতেছেন। সুতরাং পাশ্চাত্য দেশেও যেরূপ অধিকবয়স পর্য্যন্ত অধিকাংশ স্ত্রীপুরুষ অবিবাহিত থাকে, এ দেশ প্রতীচ্যের তুলনায় বহুগুণ দরিদ্র বলিয়া, এদেশে তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোককে অবিবাহিত থাকিতে হইবে—কন্যাদিগের অভিভাবকরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও কন্যাদিগের বর সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। কৌলিন্য-প্রথা অনুবর্ত্তনের জন্য দেশে ১০।১৫ হাজার মাত্র ব্রাহ্মণ-কুলীন-কন্যার যে দুর্গতি হইত, শতকরা ২ বা ৩টি বালবিধবা থাকিয়া যায় বলিয়া তাহাদের যে দুর্গতি হয়, তজ্জন্য আমরা শিক্ষিত হইয়া—নারীস্বত্ব-প্রসারক হইয়া, পাশ্চাত্যের কাঞ্চন-কৌলিন্য ও সমাজগঠন অনুবর্ত্তন করিতেছি ও তাহারই ফলে সেই নগণ্য-সংখ্যক কুলীন-ব্রাহ্মণ কন্যা ও বালবিধবার পরিবর্ত্তে, শতকরা ৪০।৫০টি নারীকে প্রায় সমস্ত যৌবনকাল—যখন ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রবল থাকে—প্রথম রিপুর তাড়না যখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকে, তখন কোন বিশেষ সংযম শিক্ষা না দেওয়ায়, তাহাদিগের রিপু উদ্দীপিত করিয়া সেই অবিবাহিতদিগকে—সেই কুলীনকন্যাদিগের—সেই বালবিধবাদিগের অপেক্ষা অধিক দুর্দ্দশায় নিক্ষিপ্ত করিতেছি। আর যে শিক্ষা পাইয়া তরুণরা অধিক-সংখ্যায় বেকার থাকিতেছেন, সেই শিক্ষা আমাদের নারীদিগকে দিবার চেষ্টা পাইতেছি। সেই শিক্ষা পাইয়া তাহারা স্ব স্ব জীবিকা উপার্জ্জন-সমর্থ হইবে, সেই বৃথা আশা পোষণ করিতেছি ও তাহাতে কেবল চাকরীর

উমেদার-সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে ও পাইলেও চাকরী করার দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে, তাহা দেখিতেছি না।

দীর্ঘকাল অবিবাহিত অবস্থায় নারীদিগকে স্বামি-সংগ্রহের জন্য কি করিতে হয়—অল্পদিন পরেই আমাদের নারীদিগকে কি করিতে হইবে, তাহাও দেখুন। আমাদের সমাজ-গঠন ভাঙ্গিলে ইহা অবশ্যম্ভাবী। কোন প্রকারে তাহারা সেই দুর্গতি হইতে মুক্তি পাইতে পারেন না, তাহাও সকলে দেখুন। অধিক বয়সে বিবাহ করিতে হইলে সকলকেই নিজে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিতে হয়। অনেক তরুণ-তরুণী এ কালে তাহাই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলিয়া মনে করেন। তাহাদিগকে বোঝান হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ যখন উন্নত ছিল, তখন স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল। স্বয়ম্বর-প্রথা যে কোন কালে এ দেশে জন-সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহার কোন প্রমাণই নাই—কেবল ক্ষত্রিয়-রাজকন্যাদের ভিতর এই প্রথা দেখা যায়, তাহাও অসামান্য রূপলাবণ্যবতী কন্যাদের জন্য। অসামান্য-রূপলাবণ্যবতী ধনী কন্যাদের জন্য এ কালেও স্বয়ম্বরসভা ডাকিলে এখনও হয় ত অনেক সুপাত্র জুটিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ তরুণীদের জন্য একটিও মনোমত পাত্র জুটিবে না। এই অধিক নারী-মর্য্যাদাকারী বর্ত্তমান যুগে নারীদিগের এরূপ দুর্গতি হইয়াছে যে, যদি কোন উপার্জ্জনক্ষম পাত্র স্বয়ম্বর-প্রথায় কন্যা বাছিয়া লইতে চাহেন, তাহা হইলে দেশবিদেশ হইতে সহস্র সহস্র তরুণী স্ব স্ব গুণকীর্ত্তনকারী প্রশংসাপত্র সহ আসিয়া তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী হইবার জন্য আবেদন করিবেন। ফলতঃ এই প্রথাই প্রকারান্তরে পাশ্চাত্য দেশে চলিতেছে। কিন্তু প্রতীচ্য সভ্যতার মোহে আমরা এমনই অন্ধ ও বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি যে, সে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা না জানার নিমিত্ত, আমরা তাহা দেখি না। Emma Wilkinson সম্প্রতি ভারতবর্ষের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিয়াছেন, ভারতনারীর অবস্থা সম্বন্ধে যাহা প্রথমেই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা এই :—(25 April 1933, *Liberty*) "পাশ্চাত্য দেশের ব্যক্তিতান্ত্রিক নারীদিগকে সকল বিষয়েই প্রতিযোগিতা করিতে হয়—স্বামী জোটাইবার জন্য—জীবিকার জন্য—সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য—নানা বিষয়ে অন্য নারীরা

যাহা করিয়াছে, তাহার অপেক্ষা ভাল করিবার জন্য (to break records); ভারতনারীদিগকে স্বামী জোটাইবার জন্য পরস্পরের প্রতিযোগিতা করিতে হয় না—এমন কি, যেরূপ স্বামী তাহার কাম্য, তাহার জন্যও নহে।" এখন দেখুন, এইরূপ প্রতিযোগিতা করা কি চাকরীর উমেদারীতে সার্টিফিকেট সহ আবেদন নহে ? সেইরূপ বহুস্থলে প্রত্যাখ্যানের লাঞ্ছনা, সেই অপমান, হীনতা-স্বীকার নহে ? নারীসম্মান-কারী নব্যতন্ত্রী সংস্কারকরা সংসারানভিজ্ঞা তরুণীদিগকে হীনতা, অপমান স্বীকার করাই তাহাদের স্বত্ব ও মর্য্যাদা-বৃদ্ধি বলিয়া বুঝাইতেছেন, ইহাই শ্রেষ্ঠ বিবাহপদ্ধতি বলিয়া প্রচারিত হইতেছে !

নবাগতা পাশ্চাত্য নারীর যাহা প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা দেখাইলাম। এ দেশে বহুকাল বাসের অভিজ্ঞতার ফলে সুলেখক Frederick Pincott (Federated Indiaতে) এ দেশের বিবাহ-পদ্ধতি ও বিলাতী বিবাহপদ্ধতির তুলনা করিয়া যাহা লিখিয়াছেন ও পাশ্চাত্য দেশের তরুণীদিগকে স্বামী জোটাইবার জন্য কি করিতে হয়, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, পাঠকপাঠিকাদিগের অবগতির জন্য তাহাও তুলিয়া দিতেছি—

"যদি কোন দেশের লোকেরা বুদ্ধিমান্ ও সেখানে বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া কোন সামাজিক প্রথা প্রচলিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়, সে প্রথা নির্ব্বুদ্ধিতা-প্রসূত বা ন্যায়বিগর্হিত নহে। হিন্দু সামাজিক প্রথা বিষয়ে এই কথাটি সকলেরই স্বীকার করা উচিত। কারণ, হিন্দুদিগকে পণ্ডিতবর Max Muller দার্শনিকের জাতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, হিন্দুদের ধর্ম্ম ও সমাজগঠনের ব্যবস্থা যে বহু সহস্র বৎসরের প্রগাঢ় চিন্তা ও অভিজ্ঞতা প্রসূত, তাহাও নিশ্চয়। আমরা (ইংরাজরা) হিন্দুদিগকে বিজ্ঞান বা যন্ত্রনির্ম্মাণবিদ্যা বিষয়ে যতই শিক্ষা দিতে সমর্থ হই না কেন, সমাজদর্শন বিষয়ে কোন শিক্ষা দিবার মত জ্ঞান আমাদের নাই। সমাজের শান্তি ও মঙ্গলের জন্য যে সকল নিয়ম আবশ্যক, যে সকল মূলতত্ত্ব (principle) অনুবর্ত্তনে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা পরস্পরের অনুকূল হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একত্র কার্য্য করিতে পারে, তাহা হিন্দুরা

প্রকৃতির নিয়ম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্থির করিয়াছেন। হিন্দু সমাজবিজ্ঞান ও সমাজগঠন এমন সুন্দর ও সুসম্বদ্ধ যে, ইহার কোন স্থলে পরিবর্ত্তন করিলে সমস্তই পুনর্গঠন করিতে হয়। উহা বহুকাল প্রকৃতির নিয়ম পর্য্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই নিয়মগুলি যাহাতে সমাজের জনসাধারণের শান্তি ও সুখদায়ক হয়, তাহা গভীর চিন্তার ফলে নিরূপিত করা হইয়াছে। হিন্দুরা বহুকাল পূর্ব্বে সামাজিক সমস্যাগুলির সুমীমাংসা করিয়াছেন। এই বিষয়ে আমাদের অপরিমার্জ্জিত চিন্তার ধারা তাহাদের মধ্যে চালাইতে গেলে সমূহ অনর্থ ই ঘটিবে ও তজ্জন্য আমাদের লজ্জাকর সমাজ যেমন পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ-সংঘর্ষের লীলাভূমি হইয়া সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়াছে, হিন্দু সমাজেও তাহাই হইবে। 'হে চিকিৎসক, আগে নিজেকে রোগবিমুক্ত কর, পরে আমার চিকিৎসায় হাত দিও' এই শ্লেষপূর্ণবাণী হিন্দুরা আমাদের প্রতি প্রয়োগ করিতে পারেন। সমাজ-বিষয়ে ইংরাজরা হিন্দুদের পদপ্রান্তে বসিয়া শিষ্য হইয়া তাহাদের নিকট শিখিবারই উপযুক্ত, তাহাদিগকে গুরু হইয়া শিখাইবার কোন যোগ্যতাই নাই।

"পিতামাতার বশ্যতা অস্বীকার না করিলে ও তাহাদের উপর বিবাহস্থিরীকরণের ভার না থাকিলে, অল্পবয়সে বিবাহপদ্ধতি চলিতেই পারে না। অপত্যরা যে তাঁহাদের পিতামাতার ইচ্ছামত বিবাহিত হইবেন, ইংলণ্ডে তাহা বিস্ময়কর বা বীভৎস ব্যাপার মনে হইতে পারে। আমাদের এই বিষয়ে মনের ভাব কেবল আমাদের অভ্যাস-প্রসূত। আমাদের শিক্ষা, আমরা যাহাদের সহিত সচরাচর মিশি, তাহারা কি করে তাহা দেখিয়াই সামাজিক বিষয়ে লোকের মতামত হয়। ভারতবর্ষের লোক পিতামাতার দ্বারা অপত্যদিগের বিবাহ স্থির করা অত্যাবশ্যক মনে করে ও তাহা তাহাদের গুরু দায়িত্ব বলিয়া বিবেচিত হয়। কন্যাদের সুপাত্রে বিবাহ দিবার নিমিত্ত নিজেরা ঋণে জড়িত হইয়া নিজেদের ভবিষ্যজ্জীবন ভারাক্রান্ত করে। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে, পাশ্চাত্যে বিবাহ যেরূপ সুচিন্তাবর্জ্জিত লঘুচিত্তে স্থিরীকৃত হয়, ভারতে তাহা হয় না। হিন্দু সমাজে প্রত্যেক বালিকারই এক জন অভিভাবক থাকে, সে নিজের

কষ্ট বা অর্থের দিকে না চাহিয়া ধর্ম্মতঃ তাহাকে সুপাত্রে বিবাহ দিতে বাধ্য। এইরূপ ব্যবস্থা থাকিতে হইলে বালিকার পছন্দ করিয়া বিবাহ করিবার অধিকার থাকে না, কিন্তু স্বনির্ব্বাচিত বিবাহে কি কোন সুবিধা আছে? ভারতে কেহই নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিবে, এ প্রত্যাশা করে না; সুতরাং সেরূপ করিতে না পাইলে তাহার কোন ক্ষতিবোধ নাই। বরং যে বালিকার বিবাহনির্ব্বাচনকারী অভিভাবক নাই, সে বালিকাই দুর্ভাগ্যবতী বলিয়া বিবেচিত হয়।

"বিলাতে বিবাহ-বিষয়ে যে অনিশ্চয়তার জন্য আশঙ্কা ও ঔৎসুক্য আছে, ভারতের নারীরা তাহা হইতে মুক্তি পান এবং তজ্জন্য বিবাহ যে বিধাতার নির্ব্বন্ধ, এই জ্ঞান হয় ও তাহা ভবিষ্যতে শুভফলদায়ী হয়। বালকবালিকা বর-কনে উভয়ে উভয়ের জন্য জন্মিয়াছে এবং তাহাদিগকে চিরজীবনই একত্র থাকিতে হইবে, এই জ্ঞান লইয়াই দুই জনেই বড় হয়, এই দুই জনেই ভবিষ্যৎ জীবনে পরস্পরের উপযোগী হইতে শিখে। পরস্পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার ও পরস্পরের বিরোধী ইচ্ছা ও স্বার্থের সামঞ্জস্য করিতে পারার উপরেই দাম্পত্য-জীবনের সুখ মূলতঃ নির্ভর করে—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অল্পবয়সে বিবাহ হইলে বিবাহ যে বিধির নির্ব্বন্ধ, এই জ্ঞান হওয়ায় ঐরূপ সামঞ্জস্য ও ত্যাগস্বীকার করিবার প্রবৃত্তি বৰ্দ্ধিত করে। হিন্দু বিবাহ অচ্ছেদ্য ও তাহাদের দুই জনের জীবনের একত্র গতিও নির্দ্দিষ্ট, সুতরাং যাহা হইয়াছে, তাহাতেই যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়, তাহাই করিবার প্রবৃত্তি দুই জনেরই হয়। এই সকল সুব্যবস্থা বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া পরীক্ষিত হইয়াছে, এবং ইহার সুফল তাহার ঔৎকর্ষ্য প্রমাণ করিতেছে। হিন্দু দাম্পত্য-জীবন যে বিশেষ সুখের, তাহা সকলেই স্বীকার করে। বাতিকগ্রস্ত সংস্কারকরাও হিন্দু বিবাহ যে সুখদায়ী নহে, এ কথা বলিতে সাহস করেন নাই। ইহা হিন্দু বিবাহ-প্রথার শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ এবং যাঁহারা এই প্রথার পরিবর্ত্তন করিতে চাহিতেছেন, তাঁহাদের কার্য্য যে অত্যন্ত গর্হিত তাহাও দেখা যাইতেছে।

"এই সুচিন্তিত প্রথার সহিত ইংলণ্ডের অব্যবস্থিত দূষ্য প্রথার তুলনা

করুন। সকলেই জানে যে, ইংরাজ তরুণীদিগকে তরুণদিগকে আকর্ষণ করিবার জন্য নানা সাজসজ্জা করিতে হয়, মোহিনী বিদ্যা প্রয়োগ করিতে হয় এবং যে বয়সে তাঁহারা এইরূপ করেন, তখন তাঁহারা কি জন্য এইরূপ করিতেছেন, তাহা বেশ বোঝেন; স্বামী জুটাইবার জন্য তদ্দেশীয় রীতি অনুসারে সচরাচর এইরূপ প্রথা অবলম্বন করায় নারীসুলভ লজ্জাশীলতা ও সংযমের অল্পাধিক লোপ হয়। সকলেই জানে, তরুণীরা যাহা করেন, তাঁহাদের পিতামাতারা তাহার প্রশ্রয় দেন, এবং যেখানে তরুণরা বিবাহের ফাঁদে পড়িবার সম্ভাবনা, সেইখানে কন্যারা যাহাতে যাইতে পায়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা পান। এই পদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ দিবার আবশ্যক নাই। কারণ ইহা সর্ব্বজন-বিদিত। এইরূপ প্রথা প্রচলিত বলিয়াই উহা ভাল, ইহাই শেখান হইয়াছে।

"কিন্তু এরূপ ব্যবস্থার ফল প্রায়ই অশুভ হয়। স্বামী জুটাইবার চেষ্টায় যে লঘুচিত্ততা জন্মে, তাহার ফলে নারীরা প্রণয়-অভিনয়প্রিয় হইয়া উঠেন ও স্বামী লাভের চেষ্টার সময়ে যে আমোদ ও উন্মাদনা আছে, তাহা পাইবার প্রয়াসিনী হইয়া পড়েন—পরিণামে তাঁহাদিগকে বিবাহ বিচ্ছেদ আদালতে আনিয়া উপস্থিত করে। আমি আমাদের (ইংরাজ-দিগের) বিবাহ-পদ্ধতির যে বর্ণনা করিলাম, তাহা মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত বলিতে কেহ কি সাহসী হইবেন? স্বামী জুটাইবার জন্য বিলাতে নারীরা কি করিয়া থাকেন, তাহার যেরূপ বর্ণনা উপন্যাস-লেখকগণ সচরাচর করিয়া থাকেন, তাহা ত তাঁহাদের কল্পনা প্রসূত নহে। আমি যাহা বলিলাম, তাহা সর্ব্বজনবিদিত, সকলে সদাসর্ব্বদাই তাহা দেখিতে পায়—হাসিঠাট্টার কাগজে তাহাই প্রধান প্রসঙ্গ—সকল সংবাদপত্রে তাহার দুঃখময় কাহিনী প্রকাশ থাকে। আমরা হিন্দুদিগকে তাহাদের অনাড়ম্বর সুসংযত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে আমাদের (ইংরাজদের) চাল-চলন গ্রহণ করিতে বলিতেছি। আমাদের বর্ত্তমান বিবাহ পদ্ধতির ফলে বিবাহ-বিচ্ছেদ আদালতের কার্য্যে ভিড় থাকিবেই, দাম্পত্য-জীবনে অতি অল্প লোকই সুখী হইতে পারিবে। স্বনির্ব্বাচন পদ্ধতিতে পরস্পরের

দোষ ও ত্রুটি দেখার যে প্রবৃত্তি প্রবল হয়, তাহার ফলে বিবাহ অতিশয় আশঙ্কাপূর্ণ অনিশ্চিত ফলদায়ী ব্যাপার হইয়াছে। কোন হিন্দুই বাল্য-বিবাহ-পদ্ধতি—যাহাতে গুরু-দায়িত্বজ্ঞান-সমন্বিত পিতামাতার সুবিবেচনার সহিত বর-কনে নির্ব্বাচন, তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহিবে না (আমরা পাশ্চাত্যের সখের গোলাম হইয়া তাহাও চাহিতেছি), কারণ হিন্দুরা জানে যে, তাহা করিলে কোর্টশিপ (প্রেমপ্রার্থনা) ও তাহার আনুষঙ্গিক বহু মন্দ ফল যাহা আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা আসিয়া পড়িবে।

"অনেক সংস্কারক বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুদের বিবাহ-প্রথাতে নারীরা হেয় (degraded) হয়! যাহাদের হিন্দু জীবনের অভিজ্ঞতা আছে, তাহারা যখন সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে যে, হিন্দু নারীরা তাহাদের ভদ্রতা, নম্রতা, গৃহকর্ম্মকুশলতা ও ভালবাসা আকর্ষণকারী গুণের জন্য প্রসিদ্ধ, তখন সংস্কারকগণের দোষারোপ যে অত্যন্ত অসঙ্গত, তাহা কি বোঝা যায় না? যে ভাবে ইংরাজ তরুণীরা প্রতিষ্ঠালাভের জন্য ব্যগ্র, তাহা হিন্দু তরুণীদের অজ্ঞাত। তাহারা কখন অশ্লীল সামাজিক প্রসঙ্গে যোগদান করে না—পুরুষদিগের সহিত ঠেলাঠেলি করিয়া তাহারা কখন প্রতিষ্ঠা বা প্রসিদ্ধি লাভ করিতে প্রয়াসিনী হয় না। ইংরাজী প্রথার ফলই তাহার দূষ্যতা প্রমাণ করিতেছে। কারণ, তাহা নারীদিগকে নীচগামী বা হেয় (degraded) করিতেছে। হিন্দু প্রথায় নারীদিগের পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতা প্রভৃতি নারী-সুলভ সকল গুণই সংরক্ষিত হইয়াছে। কি উচ্চস্তরের, কি নিম্নস্তরের ইংরাজ রমণীরা তাহাদের স্বীয় স্থানচ্যুত হইয়াছে—তাহারা আর পুরুষদিগেয় সহায়তাকারিণী বন্ধু নাই—তাহারা এখন প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু হইয়াছে। ভারতের এই দুরবস্থা হয় নাই কারণ, বাল্য-বিবাহ থাকাতে প্রত্যেক তরুণীরই এক জন রক্ষক ও প্রতিপালক থাকে। কোনরূপ ছলনা না করিয়া বা প্রলোভন না দেখাইয়া প্রত্যেক তরুণীই একবার এইরূপ রক্ষক ও প্রতিপালক পায় এবং মৃত্যু ভিন্ন তাহারা সে আশ্রয়-চ্যুত হয় না। হিন্দু সমাজ স্বামীর মৃত্যু হইলেও যাহাতে সে প্রতিপালিত হইতে পারে এবং মাতৃত্ব উপভোগ

করিতে পারে, তাহারও সুবন্দোবস্ত করিয়াছে। (মনু নবম অধ্যায় ৫৯, ৬০, ৬৯, ৭০)

"যে কারণে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই কারণ ইংলণ্ডেই কত, তাহাও দেখা যাউক। যে দেশের আমরা সংস্কার করিতে উদ্যত হইয়াছি—সেখানে বিশ কোটি লোকের ভিতর ২৮ বৎসরে দুইটি মাত্র বালিকার উপর অত্যাচার হইয়াছে প্রকাশ পাইয়াছে। এই দুইটি অত্যাচার হওয়ায় আরও অনেক ঐরূপ অত্যাচার হয় অনুমান করা হইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে যেরূপ শারীরিক আঘাত হয়, তাহাতে এইরূপ অধিক-সংখ্যক অত্যাচার গুপ্ত থাকা সম্ভব নহে। ইহার সহিত Mclaren's Parliamentary returnsএ ইংলণ্ডের ১১টি সহরে, যাহাতে এক কোটি বিশ লক্ষ মাত্র লোকের বসতি আছে, তাহার তুলনা করুন। তাহাতে দেখা যায়, ১৩ বৎসরের অনধিক-বয়স্কা ২৬টি বালিকার প্রতি কেবল ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এইরূপ অত্যাচার হইয়াছিল। ইহাই শেষ নহে। কারণ, আর ৬৪ জন বলাৎকার করিবার চেষ্টা করার জন্য দণ্ড পাইয়াছিল। তাহার মধ্যে এক লণ্ডন সহরেই ৪৫টি। এখন তুলনা করুন, সমস্ত ভারতবর্ষে ২৮ বৎসরে ২টি, আর প্রত্যেক বৎসরে ইংলণ্ডের একটি অংশে ৯০টি।* এই বালিকাদের প্রতি অত্যাচার ও বিবাহ-বিচ্ছেদ আদালতের কাহিনী কি আমাদিগকে—হিন্দুদিগকে নীতিশিক্ষা দিবার সহায়তা করে ?

"একালে বহু লোক একত্র হইয়া এলোমেলোভাবে কোর্টশিপ করাই সাধারণ নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; তাহাতে যে কি বিপদ আছে ও কিরূপ নৈতিক অধঃপতন হয়, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তরুণ-তরুণীরা দিবালোক-বর্জ্জিত বাতির, গ্যাসের বা চন্দ্রালোকে, মন আকর্ষণ-কারী নির্লজ্জ বহুমূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া একত্র হয়—সেখানে স্মিত-আননে বিলোল কটাক্ষ স্ফুরিত হয়, মৃদুস্বরে মধুর আলাপ হয়—কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া নিভৃত কোণে আশ্রয় লওয়া হয়—আকস্মিক

* ১৯০৯ হইতে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্যেক বৎসরে ইংলণ্ডে ১৩ বৎসরের অনধিক বয়স্কা ১৩০ টি বালিকার উপর অত্যাচার হইয়াছে বলিয়া Parliamentএ enquiry committee Report দিয়াছিল।

উদ্দীপিত বাসনার মোহ প্রেম বলিয়া তৎকালে প্রতিভাত হয়—অজ্ঞাত লোককেও আকাঙ্ক্ষিত গুণযুক্ত ভাবিয়া লওয়া হয় এবং তথায় তাহাদের ক্ষণিকের নির্ব্বুদ্ধিতায় সারা জীবন আত্মসম্মানবর্জ্জিত ও নিরানন্দ হইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা থাকে।" †

Frederick Pincott একটি সর্ব্বজনবিদিত কথা বলেন নাই। সকল নারীই এই কোর্টসিপের মেলায় নানা বহুমূল্য রঙ্ মাখিয়া রূপকারিণীদের (beauty specialists) দ্বারায় প্রকৃত চেহারা বহু কৃত্রিম উপায়ে ঢাকিয়া রূপবতী সাজিয়া আসেন—তাহাতে লোলচর্ম্মা প্রবীণারাও নবীনা বলিয়া ভ্রম হয়—বিসদৃশদশনাদের দন্ত উপড়াইয়া দিয়া ও দন্তহীনাদের কৃত্রিম-দন্ত পরাইয়া সুদশনা সাজিতে হয়—কৃত্রিম নাসিকা ও ভ্রূ ও নয়নভঙ্গি করাইয়া আসিয়া আকাঙ্ক্ষিত পুরুষদিগকে রূপের ফাঁদে ফেলিবার প্রয়াস পাইতে হয়—তাহাও অধিকাংশ স্থলেই বিফল। ইহাই স্বনির্ব্বাচন-প্রথার প্রকৃত রূপ! কোথায় বা দ্রৌপদীর ন্যায় স্বয়ম্বরসভা! কোথায় বা নাটক উপন্যাসে বর্ণিত সর্ব্বগুণাকর নায়কের সহিত সম্মিলন ও সকল বাধা-বিঘ্নের অচিন্তিত ঘটনা সহযোগে অপসারণ ও তৎপরে সুখসাগরে

---

† এই শেষ paragraphটি এরূপ ইংরাজীতে লেখা যে, তাহার প্রকৃত অনুবাদ করা দুঃসাধ্য। আমি তজ্জন্য ইংরাজীটি তুলিয়া দিলাম।

"There are no words strong enough to express the general danger and degradation of mob courtship which have become the fashion, almost the law in modern times, when in a miserable confusion of candle light, moonlight, and limelight,—and anything but day-light—in indecently attractive and insanely expensive dresses, in snatched moments, in hidden corners, in accidental impulses and dismal ignorances, young people smirk and ogle and whisper and whimper and sneak and stumble and flutter and and blunder into what they call Iove, expect to get whatever they like the moment they fancy it, and are continually in danger of losing all the honour of life for a folly and all the joy off it by an accident."

ভাসন! তৎপরিবর্ত্তে আছে সারা যৌবনের উদ্দীপিত তৃষা—বার বার প্রত্যাখ্যানের অবমাননা—স্বাস্থ্য ও চরিত্রনাশী অর্থকর কর্ম্ম করার লাঞ্ছনা, প্রেমাস্পদ ও মনিবদের দ্বারা সর্ব্বনাশসাধন (১)—প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য

---

(১) ইটালীর ১০৪২২টি বারবনিতাদের নিকট কেন তাহারা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, অনুসন্ধান করায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, নিম্নলিখিত কারণে তাহাদিগকে ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

Vice & depravity	...	2752
Death of parents, husbands & c.	...	2139
Seduction by lovers	...	1653
,, by employers	...	927
Abandoned by parents, husbands	...	794
Love of Luxury	...	698
Incitement by lover or other person outside the family		666
Incitement by parents or husbands	...	400
To support parents or children	...	393
Other causes	...	20

New York সহরের দুই হাজার বেশ্যার জীবন অনুসন্ধানে পাওয়া যায়, তদ্‌বৃত্তি অবলম্বনের কারণ ঃ—

Destitution	...	525
Inclination	...	513
Seduced and abandoned	...	258
Drink and desire for drink	...	181
Ill-treatment by parents relations & husbands	...	164
As an easy life	...	124
Bad company	...	84
Persuaded by prostitute	...	71
Too idle to work	...	29
Violated	...	27
Seduced as emigrants	...	24

আমাদের এই গরীব দেশে কত অধিক নারীদিগকে পেটের দায়ে এই বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাও দেখুন। অধিক বয়সে বিবাহ হইলে অনেকের তৎসময়ের ভিতর পিতামাতাও মরিবে তাহাও নিশ্চিত।

বেশ্যাবৃত্তি (২) যৌনরোগগ্রস্ততা (৩) নারীর নারীত্ব যে মাতৃত্বে—যাহার নিমিত্ত তাহার সর্ব্ব-অঙ্গ গঠিত ও লালায়িত—যাহাতে নারী-জীবনের সার্থকতা—তাহারই নিরোধ, তজ্জন্য বিকৃত-স্নায়ুগ্রস্ততা, হৃদয় বিদীর্ণকারী ভ্রূণহত্যা করিবার বাধ্যতা (৪)—জারজ সন্তানের ভার একা বহন (৫)—অশান্তিকর বিবাহ ও তাহা হইতে পরিত্রাণ-লাভের

---

(2) Havelock Ellis, 'Psychology of sex' Vol. VI এ লিখিয়াছেন যে, অনেক শ্রমিক ও গরীব মধ্যবিত্তদের কন্যারা যে গুপ্ত বেশ্যাবৃত্তি করে, তাহা নিশ্চয়। Acton সাহেব On Prostitution নামক বিখ্যাত পুস্তকে লিখিয়াছেন যে অসংখ্য বৃটিশ নারী মধ্যে মধ্যে বেশ্যাবৃত্তি করিয়া থাকে।

(৩) পঞ্চম প্রবন্ধ দেখুন।

(৪) চতুর্থ প্রবন্ধ দেখুন।

(৫) কোন পাশ্চাত্য দেশে এক সহস্রের ভিতর কত জারজ সন্তান হয়, তাহা Encyclopoedia Britannica হইতে তুলিয়া দিলাম।

		1901 to 1905		1876-80
England	...	40	...	48
Scotland	...	64	...	85
Ireland	...	24	...	26
Denmark	—	101	—	
Sweden	—	113	—	100
Norway	—	74	—	84
Finland	—	76	—	66
Russia	—	27	—	28
Austria	—	141	—	138
Hungary	—	94	—	73
Germany	—	84	—	87
Belgium	—	66	—	74
France	—	88	—	72
Italy	—	56	—	72
Portugal	=	121	—	

চেষ্টা (৬)—জীবজগতে অদৃষ্ট ও ইতিহাসে অশ্রুত স্ত্রী ও পুরুষের বিদ্বেষভাব —আর বৃদ্ধ বয়সে নির্জ্জন কারাবাস। অধিক নারীমর্য্যাদাকারী সংস্কারকরা ইহাও নারীস্বত্ব-প্রসার বলিয়া বুঝিয়াছেন ও তরুণদিগকে পাশ্চাত্য প্রথা অনুসরণ করিতে বলিতেছেন! ধনীদিগের স্তুতিবাদকারীর প্রলোভনে পল্লীবধূর গৃহত্যাগে তাহার যেরূপ উন্নতি হয়—যেরূপ সুখবৃদ্ধি হয়, বহু ধনী পাশ্চাত্যের কথায় আমাদের সমাজ-পদ্ধতি-ত্যাগের ফলে এ দেশের নারীদিগের তদ্রূপ উন্নতি ও সুখবৃদ্ধিই হইবে—হইতেও আরম্ভ করিয়াছে। দুঃখের বিষয়, কেহই তাহা দেখিতেছে না। (যৌথ-পরিবার প্রথা যতই ভাঙ্গিতেছে, ততই ভদ্র-মহিলাদেরও উত্তরোত্তর অধিক-সংখ্যায় ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইতেছে, তাহাও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে—বরপণও বাড়িতেছে, শিক্ষিতা মহিলাদের গোলামী গিরির উমেদারী করিয়া বেড়াইতে হইতেছে —এতকাল আত্মীয়দের সহায়তায় যে সকল অর্থকর কর্ম্ম করিত, এখন পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় সেই সকল কর্ম্ম করিবার চেষ্টা করিতে হইতেছে—তরুণ-আকর্ষণকারী গুণ সকল অর্জ্জন করাও স্পৃহণীয় হইতেছে, বিবাহ-বিচ্ছেদেরও আবশ্যক হইতেছে। অল্পদিনেই পাশ্চাত্য নারীদিগকে যে সকল কর্ম্ম করিতে হয়, আমাদের তরুণীদিগকেও তাহা করিতে হইবে সকল লাঞ্ছনাই ভোগ করিতে হইবে—তদপেক্ষা অধিকমাত্রায়।

(৬) ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিণদেশে স্থানে স্থানে কত বিবাহ ও কত বিবাহ-বিচ্ছেদ হইয়াছে, তাহার তালিকা।

	বিবাহ	বিচ্ছেদ
Atalantic Ga ...	3350 ...	1840
Los Angeles ...	16605 ...	7882
Kansas city ...	4821 ...	2400
State of Ohio ...	53300 ...	11885
Denver ...	3000 ...	1500
Cleveland ...	10132 ...	5256

Portland, Memphis, Omaha প্রভৃতি নামক স্থলেও এইরূপ। See *Revolt of Modern youth*—19th chapter.

সপ্তম প্রবন্ধ

পাশ্চাত্যের ব্যক্তিতান্ত্রিক পরিবার গঠনের জন্য অনেককে আজীবন অবিবাহিত থাকিতে হয়, অনেককে বহুকাল অবিবাহিত জীবনযাপন করিতে হয়। ইংলণ্ডে কত সংখ্যক অবিবাহিত থাকে, তাহার তালিকা দ্বিতীয় প্রবন্ধে দিয়াছি। এই দীর্ঘকাল অবিবাহিত অবস্থায় অতি অল্পসংখ্যক লোকই প্রথম রিপুদমন করিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু অবিবাহিত অবস্থায় কাম উপভোগের ফল অনেক সময় অত্যন্ত মন্দ হয়। বেশ্যাগমনে যৌনরোগ অবশ্যম্ভাবী। তাহার বৃদ্ধি কিরূপ হইয়াছে ও হইতে বাধ্য, তাহা পঞ্চম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। তাহাতে জাতীয় স্বাস্থ্যের কত হানি হয়, তাহাও দেখাইয়াছি। অন্য পুরুষগমনের ফলে সেই সকল নারী অনেকেই গর্ভবতী হইয়া পড়ে। তাহাদিগকে একা জারজ সন্তান পালন করিতে হয়, সন্তান ত্যাগ করিতে হয় বা ভ্রূণহত্যা করিতে হয়। সেই জারজ ও ত্যক্ত সন্তানদিগের দুঃখ-কষ্টের সীমা নাই। অনেকাংশ মরিয়া যায়, নারীদিগের অশেষ দুর্গতি হয়। পাশ্চাত্য দেশ এই সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই। কাম-দমন করিতে গিয়া স্বাস্থ্য-হানি হয়। সেই জন্য পাশ্চাত্য দেশের লোক ডাক্তারী শাস্ত্র সাহায্যে এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন—মাতৃত্ব-নিরোধ। পাশ্চাত্য দেশের একদল নারীস্বত্ব-প্রসারকামী লোক নারীদিগকে বুঝাইতেছেন যে, নারীদিগের মঙ্গলের জন্যই—তাঁহাদিগের স্বত্বপ্রসারের জন্যই—এই উপায়টি করা হইয়াছে। এতকাল নারীদিগের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করা হইত—তাঁহারা একটি-মাত্র পুরুষে সন্তুষ্ট থাকিবেন, তাঁহাদিগকে বোকা বুঝাইয়া "সতী" থাকিতে বলা হইত। পুরুষরা কিন্তু "সৎ" থাকিত না।

অনেকগুলি সন্তান প্রতিপালন করিতে অতিশয় কষ্ট হইত—অনেক অর্থ-ব্যয় হইত—স্বাস্থ্যহানি হইত—অপত্যপালন হইতে মুক্তি পাওয়ায়, অর্থসচ্ছলতা থাকিবে—নানা বিষয় উপভোগ করিতে পারিবে, বিবাহের

এন্তাজারি করিবার কোন আবশ্যক থাকিবে না। মাতৃত্ব-নিরোধ প্রথার প্রধান উদ্দেশ্যই অবিবাহিত অবস্থায় কাম উপভোগ করা। কিন্তু পাশ্চাত্য-দেশীয়রা যেমন সকল কর্ম্মই পরের মঙ্গলের জন্য বলিয়া প্রকাশ করে—দুর্ব্বল জাতিদের মঙ্গলকামনায় তাঁহাদের রাজত্বের গুরুভার বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াও লইয়া থাকে—এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ সুপ্রজনন-বিদ্যার নামে মানব জাতির, বিশেষতঃ নারীদিগের, মঙ্গল-কামনায় এই মাতৃত্ব-নিরোধ প্রথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে।

এখন দেখা যাউক, কি কি কারণে গর্ভনিরোধ-প্রথা অবলম্বন করা উচিত বলা হয়। প্রথম কারণ যাহা সুপ্রজনন-শাস্ত্রবিদরা (Eugenics) তুলিয়াছেন, তাহা এই :—অনেক রোগ যাহা বংশানুক্রমিক—যাহাতে সন্তানরা চিরজীবন ভগ্নস্বাস্থ্য, শারীরিক বা মানসিক বিকলতাযুক্ত হয়, সেই সকল রোগী ও যে সকল লোক সচরাচর ভীষণ লোকহিংসাকারী হয়, তাহাদিগের প্রজননকার্য্য বন্ধের উদ্দেশ্যে এই প্রথা অবলম্বন করা উচিত।

দ্বিতীয় কারণ—যে সকল নারী বিশেষভাবে ভগ্নস্বাস্থ্য ও যে অবস্থায় গর্ভ হইলে তাহাদের জীবন সংশয় হইতে পারে এবং অপত্যদিগেরও মরিবার বা চিরজীবন ভগ্নস্বাস্থ্য হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল নারীর গর্ভ-নিরোধ প্রথা অবলম্বন করা উচিত।

তৃতীয় কারণ—পিতামাতার আর্থিক অবস্থা মন্দ হইলে অপত্য সম্যক্ প্রতিপালিত হইতে পারে না; তজ্জন্য সেরূপ অবস্থাপন্ন লোকদের ঐ প্রথা অবলম্বন করা উচিত।

চতুর্থ কারণ—কুমারী ও বিধবারা কাম উপভোগে বিপদগ্রস্তা হন—তাঁহাদেরও ঐ প্রথা অবলম্বন করা বিধেয়।

এখন উক্ত কারণগুলির পরে পরে আলোচনা করা যাউক। ডাঃ মেরী ষ্টোপস্—যিনি মাতৃত্ব নিরোধ প্রথার প্রধান প্রচারক, তিনি নিম্ন লিখিত ব্যাধিগ্রস্ত লোকদিগের চিরকাল বা দুই চারি বৎসরের জন্য গর্ভ-নিরোধ-প্রথা অবলম্বন করা বিধেয় বলিয়াছেন—(ক) উপদংশ-রোগী (সংক্রামক অবস্থায়), (খ) আজন্ম দৃষ্টিহীন, (গ) যক্ষ্মা বা ক্ষয়কাশ-

রোগী, (ঘ) নূতন (acute) হৃদ্রোগী, (ঙ) মূত্রস্থলীর (kidney) রোগগ্রস্ত, (চ) মৃগীরোগী (ছ) কুষ্ঠ ও মহাব্যাধিরোগগ্রস্ত (জ) মধুমেহ-রোগগ্রস্ত, (ঝ) বিশেষভাবে বুদ্ধিহীন, ইহাদিগকে চিরকালের জন্য প্রজনন-শক্তিহীন করা আবশ্যক। (ঞ) গর্ভকালীন বা প্রসবের পর উন্মত্ত অবস্থায়, (ট) অজ্ঞান অবস্থায়, (ঠ) নানাপ্রকার বিষে রক্ত দুষ্ট হওয়ায়, ঘোর নিদ্রালু অবস্থায়, (ড) মেরুদণ্ড বা পেটের নিম্নদেশের হাড়ের বক্রতাযুক্ত নারীর, (ঢ) যাহাদের এক বৎসরের ভিতর পেট চিরিয়া সন্তান বাহির করা হইয়াছে, (ণ) অধিকভাবে albumenorrhoea রোগগ্রস্ত।

ঈষৎ পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝা যায় যে, গর্ভনিরোধ-প্রথার আবশ্যকতা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই এই রোগের ফর্দ্দটি লম্বা করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত (ঞ) (ট) ও (ঠ) রোগী কিরূপে এই প্রথা অবলম্বন করিতে পারে, তাহা ত বুঝা যায় না। পাশ্চাত্য দেশে কি ঐরূপ অবস্থায় নারী-দিগের উপর অত্যাচার হয়? (গ) (ঘ) (ঙ) (জ) ও (ণ) রোগী-দের কাম উপভোগ করাই ঘোর অনিষ্টকর ও রোগবৃদ্ধিকারক—উহাদের সংযমই বিধেয়—তাহারা অনেকে কাম উপভোগে অশক্ত। (খ) রোগটি অধিকাংশই যৌনরোগগ্রস্ত পিতা ও মাতার সন্তান—যেখানে তাহা নহে, সেখানে তাহাদের সন্তান দৃষ্টিহীন হয় না। সুতরাং (ক) এরই অন্তর্গত (চ)। আমি একটি মৃগীরোগগ্রস্ত পুরুষের অনেকগুলি সবল ও দীর্ঘায়ু সন্তান দেখিয়াছি, তাহারা বুদ্ধিহীন বা কোনরূপ বিকৃতমস্তিষ্ক নহে। কোন কোন প্রকার মৃগীরোগে কাম উপভোগে ও মাতার অপত্য উৎপাদনে রোগের উপশম হয়—যদি ও অধিক স্থলেই এরূপ বিধেয় নহে। (ছ) সচরাচর কামোন্মত্ত অবস্থায় ও অন্য উপায় না থাকার নিমিত্ত কদাচ কেহ বা কুষ্ঠ বা মহাব্যাধিগ্রস্ত লোকের সহিত সঙ্গত হয়, সেইরূপ অবস্থায় গর্ভনিরোধ-প্রথা অবলম্বন করা প্রায় অসম্ভব। ইদানীং ডাক্তারী শাস্ত্রে ঐ রোগ বংশ-পরম্পরায় সংক্রামিত হয়, তাহা স্বীকার করা হয় না।

আমি একটি মহাব্যাধিগ্রস্ত লোকের সন্তানকে বহুকাল নীরোগ অবস্থায় বাঁচিতে দেখিয়াছি। ঐ রোগগ্রস্ত ও (ঝ) (ঙ) রোগগ্রস্ত-

দিগকে আজন্ম যাহাতে প্রজনন-শক্তিহীন হয়, তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত —তাহা বিশেষ পারদর্শী সরকারী ডাক্তারের তত্ত্বাবধানেই হওয়া উচিত —যে গর্ভনিরোধ-প্রথার প্রচার সচরাচর করা হয়, তাহার দ্বারা নয়। (ঝ) রোগী কখনও স্ব ইচ্ছায় এই উপায় অবলম্বন করিবে না, করিতে পারেও না। (ঢ) রোগিণী বোধ হয় ২০ লক্ষের ভিতর একটিও নাই।

সুতরাং দেখা গেল যে, যৌনরোগ ভিন্ন অন্য রোগগ্রস্তের সংখ্যা অতি অল্প—তাহাদের অধিকাংশের কাম উপভোগ করাই ঘোর অনিষ্টকর— আর কতকাংশ এই প্রথা অবলম্বন করিতে পারে না, আর কতকাংশ সরকারের তত্ত্বাবধানে হওয়া উচিত।

সুতরাং এই প্রথার বহুল প্রচারের প্রকৃত উদ্দেশ্যেই যৌনরোগীদের জন্য আর পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় ও চতুর্থ কারণের জন্য।

বহুলোক বহুকাল অবিবাহিত থাকার নিমিত্তই যৌনরোগ অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহা পঞ্চম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। পাশ্চাত্য দেশে তাহা বহু বিস্তৃত হইয়াছে। এখন তাহার বিস্তৃতি ও মন্দ ফলের লাঘব উদ্দেশ্যে এরূপ প্রথা অবলম্বন করার আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু মাতৃত্ব-নিরোধ-প্রথা অবলম্বনে ব্যাভিচারবৃদ্ধি এবং যৌনব্যাধিরও বৃদ্ধি হইবে।

এখন দেখা যাউক, মাতৃত্ব-নিরোধকারী উপায়গুলি কিরূপ ও তাহার ফল কি হয়। তিন প্রকার উপায় আছে,—(ক) অস্ত্রোপচার দ্বারা ডিম্বকোষ কাটিয়া ফেলা। ইহা সচরাচর হয় না—করা সহজসাধ্যও নহে। ইহা কেবল পূর্ব্বোক্ত (ঝ) ও (ড) কারণে হয় ত ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু এরূপ অস্ত্রোপচারফলে নারীরা প্রায়ই পুরুষভাবাপন্ন হইয়া পড়েন—অনেক স্থলেই গোঁফ-দাড়ী জন্মায়—পুরুষ আকর্ষণকারী গুণ সকল নষ্ট হয়—অন্য অনেক ব্যাধি ও হয়। সুতরাং ইহাতে নারীদিগের কোন সুবিধা হয় না। (খ) দ্বিতীয় উপায়—কোন পাতলা ব্যবধান দেওয়া—যাহাতে শুক্র জরায়ুতে যাইতে না পায়। (mechanical means) নারীরা ইহা ব্যবহার করিলে যৌনব্যাধি নিবারিত হয় না,— ইহা প্রায়ই বিফল হয়। ইহাতে তৃপ্তি হয় না—পুরুষরা ব্যবহার করিলেও ঐরূপই হয়। তৃতীয় উপায়—রাসায়নিক দ্রব্য সাহায্যে শুক্রকাটাণু

মারিয়া ফেলা। কোন কোন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে পুরুষ দিগের প্রবৃত্তিই নষ্ট হয়।

উক্ত দুই উপায়েই নারীদিগকে স্নায়বিক ঝাঁকুনী (nervous shock) ভোগ করিতে হয়, তজ্জন্য বহু উৎকট ব্যাধি হয়। রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে অনেক রজঃ-সংক্রান্ত ব্যাধি হয়। সুতরাং সকল উপায়ই নারীদিগের স্বাস্থ্যহানিকারক; প্রায় সকল ডাক্তারই ইহা স্বীকার করেন।

ডাঃ ফ্রাঙ্ক কুক্ লণ্ডন সহরের স্ত্রীরোগের শ্রেষ্ঠ হাঁসপাতাল Guy's Hospital এর প্রধান ডাক্তার। তিনি Lancet নামক বিখ্যাত ডাক্তারী পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, "কোন গর্ভনিরোধকারী উপায় এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই—যাহা নির্ভরযোগ্য ও স্বাস্থ্যহানিকারক নহে। মানসিক দুর্ব্বলতাযুক্ত নারীদিগকে অস্ত্রোপচার করিলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। যদি বিশেষ কোন কারণ না থাকে, কোন সৎ ডাক্তারের এরূপ অস্ত্রোপচার করা উচিত নহে।" ডাঃ ফ্রেডারিক ম্যাক্ক্যান্ লীগ অব ন্যাশনাল লাইফের প্রেসিডেণ্ট। তিনি লিখিয়াছেন, "চিকিৎসাশাস্ত্রের, নীতিশাস্ত্রের, সমাজবিজ্ঞান শাস্ত্রের সকল দেশের সকল প্রধান প্রধান পণ্ডিতরাই গর্ভনিরোধ-প্রথার বিরোধী।" (Contraceptive methods are contrary to the opinion and convictions of leading authorities of medical, moral and social sciences throughout the world,) তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, য়ুরোপের অন্য বড় জাতিরা—যাহাদের এই প্রথার অভিজ্ঞতা ইংলণ্ড অপেক্ষা অধিক আছে—তাহারা সম্প্রতি গর্ভনিরোধ উপায় সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন ও তৎসংক্রান্ত দ্রব্য বিক্রয় বন্ধ করিবার আইন আরও কঠোরতর করিয়াছে। বিলাতে ক্রমাগতই শিশু-জন্মের হার কমিয়া যাইতেছে ও তাহা বিপজ্জনক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম তিন মাসে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যা ২৩৭৮টি অধিক হইয়াছে—অর্থাৎ বিলাতে এই প্রথা অবলম্বনের ফলে লোকসংখ্যা কমিতেছে। তাঁহার উক্তি এইরূপ,—

"আমরা এই বিষয়ে বহুকালের চিন্তা, অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিয়াছি যে, এই প্রথা অবলম্বনের ফলে লোকের শারীরিক ও মানসিক

ক্ষতি হইতে বাধ্য এবং ইহা সমাজ ও জাতির পক্ষে ঘোর বিপজ্জনক।"

প্রধান ডাক্তারদিগের মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম—এই প্রথা কিরূপ বিপজ্জনক। শতকরা এক আধটি লোক সম্বন্ধে হয় ত ইহা প্রযোজ্য হইতে পারে। কিন্তু যে যে স্থলে ইহার প্রয়োগ আবশ্যক, তথায় স্ব-ইচ্ছায় কার্য্যতঃ প্রয়োগ হয় না, কারণ, তাহারা নিজে এ প্রথা অবলম্বন করে না ও করিতে পারে না। সুতরাং এই প্রথার যখন বহুল প্রচার হইতেছে, তাহা হইতে বুঝিতে হয়, চিকিৎসাশাস্ত্রের নাম লওয়া হয় কেবল ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করিতে—প্রকৃত উদ্দেশ্যই কুমারী ও গরীবরা যাহাতে কাম উপভোগ করিতে গিয়া বিপদ সাগরে নিক্ষিপ্ত না হয়।

এখন তৃতীয় কারণে (অর্থাৎ অর্থসচ্ছলতার জন্য) এই প্রথা অবলম্বনের ফল আলোচনা করা যাউক। জীবমাত্রেরই কাম উপভোগ ও অপত্য-প্রজনন করা তাহাদের জন্মগত স্বত্ব। সকল জীবই কাম উপভোগ করে ও অপত্য প্রজনন করে। জীব ও যন্ত্রের পার্থক্যই এই অপত্য-প্রজনন শক্তিতে। সুতরাং মনুষ্যসমাজগঠন এরূপ হওয়া বিধেয় যে, সকল বয়ঃপ্রাপ্ত লোকই এই দুইটি জীবমাত্রেরই জন্মগত স্বত্ব উপভোগ করিতে পারে ও তাহার নিমিত্ত ভীষণভাবে নির্য্যাতিত না হয় এবং যে সমাজে যত অধিক লোক এই দুই স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হয়, সেই সমাজগঠন তত অধিক দোষাবহ।

পাশ্চাত্য সমাজ বহুকাল হইতে প্রবল ও ধনীদিগের (পূর্ব্বে বড় ভূস্বামী ও ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়দিগের—একালে ভূস্বামী, ধনী ব্যবসাদার ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়—যাহারা নিম্নস্তরের লোকের তুলনায় বহুধনী ও প্রবল) প্রভাবগ্রস্ত। সুতরাং ধনীদিগের ও প্রবলদিগের যাহাতে সুবিধা হয়, সেই দিকেই প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া সকল আইন কানুন, সকল শিক্ষা, সকল সামাজিক ব্যবস্থা, সকল রাজনৈতিক কার্য্য করা হইত—সুতরাং সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল—তাহারা ভীষণভাবে নির্য্যাতিত হইত। সেই জন্যই ফরাসী বিপ্লব হয় এবং এই নিম্নস্তরের লোকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে এই সাম্যবাদ ফরাসী বিপ্লবকারী-দের দ্বারা সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। ইহা ক্রমে সর্ব্বত্র অনুমোদিত হইয়াছিল।

এই সাম্যবাদ প্রচারের ফল পাশ্চাত্য সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের পক্ষে প্রথমে শুভজনক হইয়াছিল। এই মতবাদ প্রথম দৃষ্টিতে অতিশয় ন্যায়-সঙ্গত এবং নিম্নস্তরের লোকদের পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়াই প্রতিভাত হয়। সেই জন্যই আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই মতবাদের পক্ষপাতী ও তজ্জন্য তাঁহারা আমাদের জাতিভেদ-প্রথা ও জাতিগত ব্যবসা, নারীদিগের অর্থকর কর্ম্ম না দেওয়া দূষণীয় বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, জাতিভেদ-প্রথা তুলিয়া না দিলে দেশের কোন উন্নতির আশা নাই।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ধনগত ও প্রকৃতিগত বহু বৈষম্য আছে। এইরূপ বৈষম্য থাকার নিমিত্ত এই সাম্যবাদ যদিও পাশ্চাত্য দেশে প্রথমে নিম্ন-স্তরের লোকদের পক্ষে প্রভূত মঙ্গলজনক হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমে পাশ্চাত্য সমাজেও এখন উহা অতিশয় অমঙ্গলজনক হইয়াছে দেখা যাইতেছে। এই মতবাদের ফলেই সকল লোকের সকল কর্ম্ম করিবার সমান অধিকার আছে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে, এখন তাহার ফল আলোচনা করা যাউক।

সকল কর্ম্ম করার সমান সুযোগ সকলের পক্ষে থাকার নিমিত্ত যাহাদের ধন ও ধন উপার্জ্জন উপযোগী (সৎ ও অসৎ) গুণ অধিক আছে, তাহাদেরই সুবিধা হয়। এই সাম্যবাদ প্রচারের ৭০।৮০ বৎসরের ভিতর দেখা গেল যে, অর্থোপার্জ্জনের প্রকৃষ্ট উপায়গুলিতে—বাণিজ্য, ব্যবসা, শিল্প, কৃষিকার্য্যে যাহাদের ধনাধিক্য আছে, তাহাদেরই সুবিধা হয়—তাহারাই উত্তরোত্তর অধিক ধনী হয়—সকল ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, ক্রমে কৃষি-কার্য্যও গ্রাস করিয়া বসে—অল্প ধনীদিগকেও ক্রমে সেই সকল কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত করে—নির্ধনরা ফলতঃ কোন সুযোগই পায় না। কখন কখন কোন দরিদ্র বা অল্পধনী লোক ছলে, বলে বা কৌশলে, কোন ধনবানের বা বিশেষ অনুকূল ঘটনাচক্রের সাহায্যে ধনী হইতে পায়, তখন তাহার কীর্ত্তিকথা জাহির হয়—আমরা তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হই। এই সকল নব্য ধনী অন্য ধনীদিগের সহিত মিশিয়া যান—তাহা-দের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হন—গরীব আত্মীয়বন্ধুদের সহিত বিচ্ছিন্ন হন। গরীব আত্মীয়-বন্ধুরা তাঁহার ধনের বিশেষ কোন সাহায্য পায় না। নিম্নস্তরের নির্ধনদিগের সংখ্যার তুলনায় এই নব্য ধনীদের

সংখ্যা কত নগণ্য, তাহা দেখিলে সকল কর্ম্মে সমান সুযোগদানে নিম্ন-স্তরের লোকদিগের যে কোন প্রকৃত সুবিধা হয় না, তাহা স্পষ্ট প্রমাণ হয়। ধনীরাই সকল ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষিকার্য্য ক্রমে অধিকতর-ভাবে গ্রাস করিয়া বসেন—নির্ধন ও অল্পধনীদিগকে তাঁহাদিগের আজ্ঞাধীন দাস হইতে বাধ্য করেন—পরের দাসত্ব করাই উহাদিগের একমাত্র উপজীবিকা হয়। সকল কর্ম্মে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকায় দাসত্বপ্রার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধিতে ধনীদিগেরই সুবিধা হয়—দাসদিগের পারি-শ্রমিকের হার এত কমিয়া যায় যে, তাহাতে গ্রাসাচ্ছাদন জোটাই ভার হয়। নির্ধন ও অল্প ধনীরা বিবাহ করিতে পারে না এবং মধ্যে মধ্যে যখন দাসত্বও দুর্ঘট হয়, তখন তাহাদের কষ্টের সীমা থাকে না। সুতরাং এই সাম্যবাদ ও অবাধ প্রতিযোগিতায়—নির্ধন ও অল্পধনীরাই নিষ্পেষিত হয়; ধনীদিগেরই সুবিধা বৃদ্ধি হয়।

এই জন্যই পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধনী দেশে—আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে, যাহার মোট লোকসংখ্যা ১০ কোটী ৮০ লক্ষ, সেখানে এখন ১ কোটি ২০ লক্ষ বেকার নিঃস্ব; তাহাদিগকে সরকার হইতে সাহায্য দান করিতে হয়। এই এত বেকার নিঃস্ব ছাড়া আরও কত বহুকোটি লোক ধনীদিগের দাসত্ব করে, তাহাও দেখিতে বলি। ইংলণ্ড এখন ধনাধিক্যে পৃথিবীর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। সেখানে এখন মোট ৪ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের ভিতর ৩০ লক্ষ নিঃস্ব কর্ম্মক্ষম বেকার আছে। (এখন যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতের জন্য ১৫ লক্ষ মাত্র বেকার আছে), তাহার উপর বহু লক্ষ বৃদ্ধ নিঃস্ব আছে, তাহাদিগকেও সরকার হইতে সাহায্য দান করিতে হয়। অথচ ইংলণ্ড পৃথিবীর অনেকাংশ গ্রাস করিয়া বসিয়া আছেন। সেই সকল দেশ হইতে বহু উপায়ে বহু ইংরাজ বহু ধন উপার্জ্জন করে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, উক্ত দুই প্রধান ধনপূর্ণ দেশে ধনীরাই সকল ব্যবসা, বাণিজ্য শিল্প ও কৃষিকর্ম্ম গ্রাস করিয়া বসিয়াছে—নির্ধন অল্পধনীদিগকে ঐ সকল ধনোপায় হইতে বঞ্চিত করিয়াছে—দেশের প্রভূত ধন সকলই আত্মসাৎ করিয়াছে। তজ্জন্য [illegible] দিকে কুবেরাকাঙ্ক্ষিত ধনাতিশয্য অল্পসংখ্যক লোকের হস্তে

আসিয়াছে, অন্যদিকে গ্রাসাচ্ছাদনহীন এত অধিক নিঃস্ব বেকার দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে। আর হইয়াছে বহু কোটি চাকরীজীবী অর্থাৎ ধনী প্রভুদের আজ্ঞাধীন দাস। এই দাসদিগকে প্রভুদের সুবিধা মনস্তুষ্টির জন্য সর্ব্বদা সকল বিদ্যা—সকল বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে হয়; নিজেদের সুবিধা, নিজেদের প্রবৃত্তিও বলি দিতে হয়—অনেক সময়ে ধর্ম্মও বিসর্জ্জন দিতে হয়। সুতরাং সকলের সকল কর্ম্ম করার সমান সুযোগ দানে সমাজের নিম্নস্তরের লোকদিগের, গরীবদিগের যে কোন সুবিধা হয় না, তাহারাই নিষ্পেষিত হয়, ভীষণ অসাম্যই প্রতিষ্ঠিত হয়—তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

আবার সকল বিষয়ে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকায় ধনীদিগের বিলাসাতিশয্যেও প্রতিযোগিতা হয়—তাহাতেই সমাজে প্রতিপত্তি হয়। তজ্জন্য লোক বিলাসপ্রবণ হইয়া পড়ে ও বিলাসিতায় এত অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে, তাহা দেখিয়া সমাজের নিম্নস্তরের লোকরাও বাহ্যাড়ম্বরপ্রিয় হইয়া পড়ে। কতক বাহ্যাড়ম্বর না থাকিলে অর্থোপার্জ্জনেরও সুবিধা হয় না। সুতরাং সাধারণ লোকদিগের চালচলনও সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয়সাপেক্ষ হয়—অমিতব্যয়িতা প্রশ্রয় পায়। বিলাসিতাতে ও প্রতিযোগিতা থাকার ফলেই সকলেই—প্রভূত ধনীরাও—অর্থের মোহাবর্ত্তে পড়িয়া অবিরাম ঘুরিতে থাকে। অর্থের মোহে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবসরকালে আমোদ ও উত্তেজনাপ্রবণ হয়—অধিকাংশ লোকেরই হৃদয়ের সৎপ্রবৃত্তি সকল—সকাম ভালবাসা ভিন্ন অন্য সকল প্রকার—ভালবাসা, দয়া, দাক্ষিণ্য, সহানুভূতি ইত্যাদি সঙ্কুচিত হয়—কাহারও জীবনে শান্তি, সন্তোষ ও তৃপ্তি থাকে না। সাধ্যাতিরিক্ত বিলাসিতায় অভ্যস্ত হওয়ায় ও তাহা পাইবার জন্য উৎসুক হওয়ায়—দেশের চালচলন বাড়ায়—নিঃস্ব ও অল্প ধনীরা অধিক অর্থ পাইবার লোভে জাল-জুয়াচুরি, চুরি-ডাকাতি, হত্যা, প্রবঞ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়—সকল প্রকার দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। এই জন্যই আমেরিকায় Al Caponeএর মত বুদ্ধিমান, ধনী দুর্বৃত্ত ডাকাত জন্মায়। শুধু যে সমাজের অভ্যন্তরে এইরূপ দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়, তাহা নহে, সমস্ত সমাজই অধিকতর আর্থিক উন্নতির জন্য অন্য দুর্ব্বল জাতিদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের ধন শোষণ করিবার প্রবৃত্তিতে

অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছে। তজ্জন্য কোটি কোটি লোককে, ক্রমে সকল সবল পুরুষকে লোক-হত্যাকারী সৈনিকের কার্য্যে ও অস্ত্র-শস্ত্র-নির্ম্মাণের জন্য নিযুক্ত করা হইতেছে—দুর্ব্বল অল্পধনী জাতিদিগকেও আত্মরক্ষার্থে এইরূপ করিতে হইয়াছে। এইরূপ সমরসজ্জায় বহু বহু কোটি টাকা ব্যয় হয়—তজ্জন্য ট্যাক্সও ভীষণ বৃদ্ধি হইয়াছে। "স্বাধীনতা সাম্য ও ভ্রাতৃভাব" এই ধ্বজা উত্তোলনের ১২৫।১৩০ বৎসরের ভিতর যত অধিক দেশ, যত শত কোটি লোকের স্বাধীনতার লোপ এই "স্বাধীনতা সাম্য ও ভ্রাতৃভাব" প্রচারক পাশ্চাত্যরা অর্থ-লোলুপতার জন্য করিয়াছেন—তজ্জন্য তাহাদের জীবন কষ্টকর করিয়াছেন—অনেক সময় তাহাদের উপর ভীষণ অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছেন—সুসভ্য বেলজিয়মবাসীরা দরিদ্র অসভ্য কঙ্গোদেশবাসীদের উপর যে ঘোর অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা যেন মনে থাকে—পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কখনও হয় নাই। সাম্য-প্রচারের ফলে নিজেদের দেশেই যত অবস্থার অসাম্য—এক দিকে কুবেরাকাঙ্ক্ষিত ধনাধিক্য—অন্য দিকে গ্রাসাচ্ছাদনহীন, আশ্রয়হীন, ভালবাসাহীন, সহায়হীন, ভীষণ দারিদ্র্য স্থাপিত করিয়াছেন—তাহাও পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও দেখা যায় নাই। সেখানে যত পরের বেতনভোগী দাস হইয়াছে তাহাও পৃথিবীতে কোনকালে কোথাও হয় নাই। ভ্রাতৃভাব প্রচারের ফলে যে বিদ্বেষভাব প্রজ্বলিত করিয়াছেন—তাহারই সর্ব্বগ্রাসী তাণ্ডবলীলা বিগত মহাসমরে প্রকাশ পাইয়াছিল—পুনরায় তদপেক্ষা অধিক ধ্বংসকারী যুদ্ধ হইবার আশু সম্ভাবনা রহিয়াছে—আন্তর্জ্জাতিক শান্তি-সভা তাহা নিরাকরণ করিবার কোন উপায় দেখিতে পাইতেছেন না—পাশ্চাত্য সভ্যতাই ধ্বংস হইয়া যাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে।

পাশ্চাত্য সমাজ কেবল তাঁহাদের অধীন পরদেশবাসীদিগের যে স্বাধীনতা লোপ করিয়া তাহাদের জীবন স্বচ্ছন্দতাহীন ও কষ্টকর করিয়াছেন, তাহা নহে—স্বদেশবাসীদেরও স্বাধীনতা নষ্ট করিয়াছেন। পুরাকালে অনেক দেশে ক্রীতদাস ছিল—এখন তাহা উঠাইয়া দিয়াছেন বলিয়া পাশ্চাত্যেরা গর্ব্ব করিয়া থাকেন। কিন্তু এই ক্রীতদাসের সংখ্যা

কত অল্প, কার্য্য ও জীবন কিরূপ, তাহা দেখিতে বলি এবং একালের এই বাধ্যতামূলক সৈনিকদিগের সংখ্যা কত এবং তাহাদের জীবনের সহিত তুলনা করিতে বলি--তাহারা কিরূপ আজ্ঞাধীন—আজ্ঞাপালনের সামান্য ত্রুটির জন্য তাহাদিগকে কিরূপ শাসন ভোগ করিতে হয়—যুদ্ধকালে তাহাদের কার্য্য কি ভয়ানক কষ্টকর—কর্ম্ম কত ভয়ানক বীভৎস—যাহারা তাহার কোন অনিষ্ট করে নাই—তাহাদিগকে হত্যা করা—তাহা দেখিতে বলি। "All quiet on the western front', "All is not quiet on the western front" প্রভৃতি পুস্তক পড়িলে বুঝা যায় যে, যুদ্ধকালে সৈনিকও, এমন কি, অন্য যাহারা যুদ্ধও করে না—যুদ্ধ-সংক্রান্ত অন্য কার্য্য করে, তাহাদেরও জীবন ও কর্ম্ম কি ভয়ানক কষ্টকর ভীষণ ও বীভৎস। পুরাকালে কোন ক্রীতদাসকে এত কঠিন, এত শ্রম-সাপেক্ষ, এত বীভৎস কার্য্য করিতে হয় নাই—তাহাদিগকে মরুদেশে গিয়া যুদ্ধ করিয়া মরিতে বা আহত হইয়া চক্ষু-কর্ণ-হস্ত পদাদিহীন হইয়া আজীবন অকর্ম্মণ্য হইয়া মরিতে হয় নাই।

আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ ভিন্ন অন্য প্রায় সকল যুদ্ধেই ধনী প্রভুরাই লাভবান্ হয়—তাহাদের ভোগ-বহ্নির ইন্ধন যোগান হয়—দরিদ্র সৈনিকরা প্রায় কোন লাভ পায় না—তাহারা কেবল ভীষণ কষ্ট সহ্য করিয়া মরে—অতিশয় দুঃখভারাক্রান্ত জীবনযাপন করে। এই সকল সৈনিকের অধিকাংশই অবিবাহিত। সুতরাং যাহারা মরে বা আজীবন হস্ত-পদ-চক্ষু-কর্ণ-হীন হইয়া বাঁচিয়া থাকে—যুদ্ধজয়ে, না তাহারা—না তাহাদের বংশধররা কোন কালে কোন লাভ পায় বা পাইবে। মরুদেশে সৈনিকরা ভীষণ কষ্ট সহ্য করিয়া নিহত হইল—তাহাদের মা-বোন কাঁদিয়া মরিল—আর ধনী প্রভুরা ও তাহাদের বংশধররা সেখানকার খনিজ তৈল উত্তোলন করিয়া অধিকতর ধনী হইয়া গৃহে বসিয়া বিলাসিতায় গা ভাসাইল।

এই সাম্রাজ্যের জন্যই বহু অধিক সংখ্যক লোককে সৈনিক ও নাবিকের জীবনের কষ্ট স্বীকার করিতে হয়—তাহারা বিবাহ করিতে পায় না—সুতরাং বহু সংখ্যক নারীরাও বিবাহিত হইতে পায় না—

তাহাদিগকে অথবা জীবনের দুঃখ ও হৃদয়ের শূন্যতা ভোগ করিতে হয়। বহু সংখ্যক লোককে দূর বিজিত দেশে বাস করিতে হয়—তাহারাও অনেক অনেক সময়ে স্ত্রী পুত্রাদির সান্নিধ্যের সুখ হইতে বঞ্চিত হয়—তজ্জন্য দাম্পত্য প্রেমে শিথিলতা আসে—ব্যভিচারও হয়—বিবাহ-বিচ্ছেদও হইয়া পড়ে। আমরা পাশ্চাত্যের যে সাম্রাজ্য ও সমৃদ্ধি দেখিয়া মুগ্ধ হই তাহা অধিকাংশই নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের ও নারীদিগের ও বিজিত দেশ-বাসীদিগের দুঃখের বিনিময়েই প্রসূত—তাহার সুখ অল্প সংখ্যক ধনী ভোগ করে ও তাহা দেখিয়া অপরের ভোগতৃষা বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগের জীবনের সন্তোষ তৃপ্তি নষ্ট করে। ধনী প্রভুদের আজ্ঞাবাহী হইয়া বহু লোক মরিবার জন্য প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে পূর্ব্ব হইতেই শিক্ষা ও সংবাদপত্রের সাহায্যে এক অত্যুগ্র ও বিকট স্বদেশভক্তি ও জাতীয় ভাব (Nationalism) সকল পাশ্চাত্য দেশেই উদ্দীপিত করা হইয়াছে। এ কালের রাজনৈতিক নেতারা সকলেই সংবাদপত্রের সাহায্য চান—তাহাদের যশোগান গাইবার প্রার্থী। সকল বড় সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠালাভের জন্য ধনীদিগের ধনের সাহায্য আবশ্যক। সেই জন্য তাহারা তাহাদের সাহায্যকারী ধনীরা যাহা চায়, তাহারই সপক্ষে লিখিতে বাধ্য হয়। বিরুদ্ধমতাবলম্বী সংবাদপত্র প্রায় সকলেই বিরুদ্ধ স্বার্থের ধনীদিগেরই মুখপত্র। রাজনৈতিক নেতাদেরও electionএর জন্য সংবাদপত্রের সাহায্য আবশ্যক —ধনীদিগের ধনের সাহায্য আবশ্যক—সুতরাং ধনীরাই অপ্রকাশ্যে রাজনৈতিক নেতাদিগকে—সংবাদপত্রদিগকে পরিচালন করেন। সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা নাই বলিলেই হয়। এইরূপ বিকট জাতীয় ভাব উদ্দীপিত হওয়ায় প্রকৃত ধার্ম্মিক শাসককেও অনেক সময় বাধ্য হইয়া বিবেকের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হয়। এই জন্য General Gordonএর ন্যায় মহাত্মা, ধার্ম্মিক, বীর লোকও অসভ্য সুদানবাসীদিগকে ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র সাহায্যে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। Wilfred S. Bluntএর লিখিত Secret History of Occupation of Egypt পড়িলে পাশ্চাত্য কূট রাজনীতির (Diplomacy) জন্য কিরূপ কার্য্য হয়, তাহার আভাস পাওয়া যায়। Upton Sinclairএর "Oil" নামক

বিখ্যাত পুস্তকেও তাহার কতক প্রকাশ আছে। এই বিকট জাতীয়তার জন্য কত ভীষণ অন্যায় হয়—কত যুদ্ধ হয়, ইহা কত দোষাবহ—তাহা অনেক লেখক দেখাইয়াছেন। আবার এইরূপ যুদ্ধসরঞ্জামে বহু কোটি টাকা ব্যয় হওয়ায় ও সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের সাহায্যার্থে ধনীদিগকে বহু বহু কোটি টাকা ট্যাক্স হিসাবে দিতে হয়। সমাজের নিম্নস্তরের লোকরা সকল অর্থোপার্জ্জনের উপায় হইতে ধনীদের দ্বারা বঞ্চিত। তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন জোটাই ভার হইয়াছে বলিয়া তাহারা বিবাহ করিতে পায় না—বিবাহ করিলে অপত্য হইলে তাহাদের ভীষণ দুর্দ্দশা হয়। ইহা পাশ্চাত্যে সমাজ গঠনের দোষ প্রমাণ করিতেছে। এখন তাহাদিগকে বুঝান হইয়াছে যে, সকলেরই আত্মনির্ভরশীল হওয়া উচিত —যাবৎ স্ত্রীপুত্রাদি "সম্যক্" প্রতিপালনে সমর্থ না হও—তাবৎ বিবাহ করিও না। ধনীরা সকল বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি গ্রাস করায় তাহাদের বিলাসের আতিশয্য দেখিয়া এই "সম্যক্ত্বের" মাপকাঠি বড় হওয়ায় ও এইরূপ মতবাদ প্রচারের ফলে কেবল বহু ধনী পাশ্চাত্যেই বহুকাল বা চিরকালই অবিবাহিত বহু নরনারী দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা পৃথিবীতে কোথায়ও কখনও দেখা যায় নাই।

কিন্তু পুরুষরা বিবাহ ত করিল না। প্রকৃতি-প্রদত্ত প্রবল কাম ত জয় করিতে পারিল না। সুতরাং বহু জারজ সন্তান হইতে লাগিল, তাহাদিগের জন্য ধনীদিগের বহু-ব্যয় হইতে লাগিল—ভ্রূণহত্যার সংখ্যা ভয়ানক বাড়িল, নারীদিগের দুর্গতি ভীষণ হইতে লাগিল। তজ্জন্য তাহাদিগের সহিত সহানুভূতিতে বিগলিত হইয়া এখন নির্ধন ও অল্পধনী-দিগকে মাতৃত্ব-নিরোধ-প্রথা অবলম্বন করিয়া কাম উপভোগ করিবার উপদেশ দেওয়া হইতেছে। কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে কি ভীষণ নির্ম্মম পরিহাস, তাহা কেহ দেখিতেছেন না। নিম্নস্তরের লোকদিগকে সকলকে সমান সুযোগদানের ফলে, প্রথমে তাহাদিগকে সকল অর্থকর কর্ম্ম হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, ধনীদিগের দাসত্ব করাই তাহাদের একমাত্র উপজীবিকা হইয়াছে—এখন জীবত্বের অঙ্গীভূত অপত্য-প্রজনন, মাতৃত্ব-নিরোধ প্রথা অবলম্বনে বদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে আপনা হইতেই নির্ব্বংশ

হইতে উপদেশ দেওয়া হইতেছে। তাহাদিগকে প্রকারান্তরে বলা হইতেছে, "তোমরা গরীব—তোমাদের জীবনের কার্য্যই ধনীদিগের দাসত্ব করা—তোমরা যন্ত্রমাত্রে পরিণত হইয়া ধনীদিগের আরাম ও বিলাসের জন্য আজীবন খাটিয়া মর, অপত্যপ্রজনন করিয়া, খবরদার, ধনীদিগকে তাহাদিগের সাহায্যার্থে উত্যক্ত করিও না, অপত্য প্রতিপালন করিয়া তাহাদিগকে যত্ন ও আদর করিয়া যে সুখ আছে—তাহাদিগের যত্ন ও ভালবাসা পাওয়ায় যে তৃপ্তি আছে,—শেষ জীবনে, অসুস্থ অবস্থায় তাহাদিগের সেবা, যত্ন ও সাহায্য পাওয়ায় যে প্রত্যাশা ও সুবিধা আছে, তাহা ত্যাগ কর। সে সুখ তোমাদের নয়, সে কেবল ধনী প্রভুদিগের। তোমরা গরীব, আমাদিগের এই উপদেশবাণী শিরোধার্য্য করিয়া আপনারাই নির্ব্বংশ হও।"

কোথায় নিম্নস্তরের লোকেরা, নির্ধনরা—যাহারা পৃথিবীর সকল উপভোগে বঞ্চিত, যাহাতে কাম উপভোগ ও অপত্য প্রতিপালন করিতে পায়—করিতে গিয়া ভীষণভাবে নির্য্যাতিত না হয়—অপত্য পালন করিয়া তাহাদের সংসারতাপে শুষ্ক ও সঙ্কুচিত হৃদয় যাহাতে প্রসারিত হয়—সরস থাকে তাহার বিশেষ চেষ্টা করিবেন, (অপত্যপ্রতিপালনে দুঃখভারগ্রস্ত শুষ্ক সঙ্কুচিত হৃদয় কিরূপ সরস ও প্রসারিত হয়, তাহা George Eliot তাঁহার Silas Marnerএ দেখাইয়াছেন) তাহা না করিয়া বিকট সহানুভূতির আতিশয্যে জীবমাত্রেরই জন্মগত স্বত্ব অপত্য-প্রতিপালন ও তাহার সুখ ও সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট।

আর্য্য ঋষিরা যে সমাজ বিধান করিয়া সমাজের প্রত্যেক নিম্নস্তরের লোকদিগের জন্য, অত্যন্ত অসভ্য জাতিদিগের জন্যও, এক একটি সমাজের আবশ্যক কর্ম্ম একচেটিয়া রাখায়—জাতিভেদ করায়—ও সকলের জন্য যৌথ পরিবার প্রথা প্রচলিত করিয়া, তাঁহারা এত সহস্র বৎসর স্বামী বা স্ত্রী ও অপত্য লইয়া, তাহাদিগকে ভালবাসিয়া ও তাহাদিগের ভালবাসা সাহায্য, যত্ন পাইয়া, নিত্য উৎসবযুক্ত জীবন সন্তুষ্টচিত্তে ও নিষ্পাপে যাপন করিতে পাইয়াছিলেন,—যাহা দেখিয়া অনেক সুসভ্য লোকেরও ঈর্ষা

উদ্দীপিত হয় ও তাহাদের দুর্ভাবনাহীন আনন্দময় জীবনের সহিত জীবনবিনিময় হইলে তাঁহারাই জিতিয়া যান্ মনে হয়,—তাহাই ভাঙ্গিতে আমাদিগের সাম্যবাদ-মোহগ্রস্ত সংস্কারকরা বদ্ধপরিকর! তাঁহারা দেখেন না, সেই সমাজবিধানের জন্যই ভারতের নিম্নস্তরের লোকরা পাশ্চাত্য দেশের নিম্নস্তরের লোক অপেক্ষা বহু উন্নত, দৈন্য তাহাদিগকে পশুত্বে নীত করে নাই, দারিদ্র্যের জন্য নারীদিগকে বেশ্যাবৃত্তি করিয়া যৌনরোগগ্রস্ত হইয়া মরিতে হয় নাই। এ কথা সকলেই স্বীকার করে, আমরা সর্ব্বদাই তাহার বড়াই করিয়া থাকি। জাতিভেদ প্রথা পূর্ণ মাত্রায় ভাঙ্গিলে, অবাধপ্রতিযোগিতা থাকিলে এই অসভ্য, অল্পবুদ্ধি ও নিরক্ষর জাতিদিগের এই গরীব পরাধীন দেশে কি ভয়ানক দুর্দ্দশা হইবে, তাহারা সমূলে নির্ব্বংশ হইতে বাধ্য—তাহাও বুঝিবার আমাদিগের শক্তি নাই। আমরা হিন্দু সমাজ-বিধানের নিন্দা করিয়া সংস্কারক ও নিম্নস্তরের বন্ধু সাজিতেছি!

এই মাতৃত্ব-নিরোধ-প্রথা নির্ধন ও অল্পধনীদিগকে বলায় স্থধু অল্পবুদ্ধি বা অকর্ম্মণ্য লোকদিগকে এই উপদেশ দেওয়া হইতেছে না। কারণ, বহু পণ্ডিত, বহু বুদ্ধিমান্, বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তিও অর্থোপার্জ্জন ও অর্থ-সংরক্ষণশীল হন না, তাহা সকলেই দেখিতেছেন। সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অধিকাংশ আবিষ্কারক, পণ্ডিত, কর্ম্মবীর, জগৎপূজ্য, প্রতিভাশালী ব্যক্তিই গরীব, অথবা গরীব পিতামাতার সন্তান। স্থতরাং এইরূপ নির্ধন ও অল্পধনী লোকদিগকে এইরূপ মাতৃত্ব নিরোধক প্রথার অবলম্বনে নির্ব্বংশ হইতে উপদেশ দেওয়ার ফলে দেশে প্রতিভাবান্ কর্ম্মবীর পণ্ডিত লোকদের সংখ্যা অধিক মাত্রায় কমিয়া যাইতে বাধ্য। স্থতরাং তাহাতে সমাজের ঘোর অনিষ্টসাধন হইবে এবং ক্রমে সেই সমাজের পতনও অনিবার্য্য হইবে।

এই মাতৃত্ব-নিরোধ-প্রথা প্রচারের ফলে অল্পবুদ্ধি ও সমাজের নিম্নস্তরের লোকরা উহা অবলম্বন করে না—করিতে পারেও না—সচরাচর বুদ্ধিমান ও মধ্যবিত্ত লোকেরা উহা অবলম্বন করিয়া থাকেন—তাঁহারাই অর্থাভাবের দোহাই দিয়া এইরূপ করেন। কারণ অর্থাধিক্য থাকিলে, এই সকলকে

সকল কর্ম্ম করার সমান সুযোগ দানে ও অবাধ প্রতিযোগিতা থাকার ফলে, কিরূপ অধিক সুবিধা হয়, তাহা তাঁহারা বেশ বুঝিয়াছেন, তাঁহারা বিলাসিতায় কতক অভ্যস্ত ও অধিক বিলাসিতা ভোগে উৎসুক হইয়াছেন ও তাঁহাদের অবস্থায় অধিক অসন্তুষ্ট। সকল সমাজেই মধ্যবিত্ত লোকরাই সমাজের মেরুদণ্ড এবং এই প্রথা প্রচারের ফলে তাহারাই উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যায় ইহা অবলম্বন করিয়া থাকে ; সুতরাং তাহাদের সংখ্যা অধিক কমিয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশে তাহাই হইতেছে (আমাদের দেশেও তাঁহারাই এই প্রথা অবলম্বন করিতেছেন) সুতরাং এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অপত্যসংখ্যা অধিক কমিতেছে।

এই জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিত W. Mc Doughal F. R. S. তাঁহার National Welfare and National Decay নামক বিখ্যাত পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য সমাজে যে উচ্চস্তরের লোকসংখ্যা প্রতি পুরুষেই (in each generation) ক্রমাগতই কমিয়া যাইতেছে, ইহা অবিসম্বাদী সত্য—তাহার প্রমাণ প্রভূত। Liotard Stoddard তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক Revolt against civilizationএও সেই কথাই বলিয়াছেন ও ইহার ফলে সমাজ ধ্বংস হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা, সে কথাও তিনি বলিয়াছেন। ফরাসীরাই প্রথমে এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছিল—তজ্জন্য তাহাদের লোকসংখ্যাবৃদ্ধি বহুকালই স্থগিত ছিল ; তজ্জন্য তাহারা জর্ম্মাণ-ভয়ে সদা শঙ্কিত ছিল। এখন তাহারা এই প্রথার মন্দ ফল দেখিয়া গর্ভ-নিরোধ প্রথার প্রচার ও তাহার বিজ্ঞাপন দেওয়া আইন করিয়া বন্ধ করিয়াছে। ইটালী ও জার্ম্মাণীতেও তাহা হইতেছে। বহুধনী মহাপ্রতাপশালী পাশ্চাত্য সমাজ যে প্রথা অবলম্বনের কুফল দেখিয়া সমাজ-ধ্বংসের ভয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা ভীত হইয়াছেন, ফরাসীরা তাহার প্রচার বন্ধ করিয়াছে, আমাদের এই গরীব পরাধীন দেশে আমাদের নব্যতন্ত্রী সংস্কারককরা তাহাই দেশের ও নারীদিগের উন্নতিকল্পে প্রচার করিতেছেন—সকল সংবাদপত্রেই তাহার বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইতেছে। মুসলমানদিগের সংখ্যার দ্রুততর বৃদ্ধিতে হিন্দু নেতারা সকলেই শঙ্কিত অথচ নব্যতন্ত্রী হিন্দু সংস্কার-করা এই প্রথা অবলম্বন করিতে উপদেশের ফলে হিন্দুদিগেরই (মুসল-

মানরা তাঁহাদিগের পরামর্শ শুনে না) সংখ্যা আরও কমিয়া যাইবে, তাহা তাঁহারা দেখেন না। নব্যতন্ত্রীদিগের উপদিষ্ট প্রায় সকল সংস্কারই এই-প্রকার দূরদর্শিতায় পরিচায়ক !

ধনগত বৈষম্য থাকিলে সকল কার্য্যে সকলকে সমান সুযোগ ও অবাধ-প্রতিযোগিতা থাকায়, ধনীরাই সকল ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প কৃষিকর্ম্ম ক্রমে গ্রাস করে ; নির্ধনদিগের নিম্নস্তরের লোকদিগের অবস্থা শোচনীয় হয় ; তাহারা নিষ্পেষিত হয়, দেখিয়া রুসিয়া ধনগত বৈষম্য একবারেই তুলিতে গিয়া সকল ধনী ও মধ্যবিত্তদিগকে, অর্থাৎ সকল উচ্চস্তরের লোক-দিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছেন—তাহাদিগকে নিহত বা দেশত্যাগী করিয়াছেন এবং বিখ্যাত অর্থনীতিশাস্ত্রবিদ Karl Marx এর মতানুযায়ী সকল ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কৃষিকার্য্যও সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীন করিয়াছেন। সকল দেশেই এই উচ্চস্তরের লোকরাই বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ও অধিক কর্ম্মক্ষম হয়, সুতরাং তাহাদিগকে হত বা দেশত্যাগী করায়—দেশের বুদ্ধি-বিদ্যা-যুক্ত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হইয়াছে—দেশের কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হইতে পারিতেছে না—বিদেশ হইতে শিল্পাদির শিক্ষক আনিতে হইতেছে—দেশের লোকদিগের স্বাধীনতা একবারে লোপ হইয়াছে। লোক কি খাইবে, কোথায় গিয়া কি কার্য্য করিবে, কোথায় বাস করিবে, কি পরিবে, তাহাও সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিয়াছে। মতবাদ প্রকাশের (Liberty of speech) স্বাধীনতা সম্পূর্ণ লোপ হইয়াছে। ফলে "স্বাধীন" রুসিয়ায় স্বাধীনতার নামে লোকদিগের দৈনিক জীবনেও যত পরাধীনতা হইয়াছে, কোন স্বেচ্ছাচারী পরদেশীয় রাজার আমলেও তত স্বাধীনতার লোপ পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও কোথাও হয় নাই। এইরূপ করিয়াও সেখানেও ধনগত বৈষম্য রাখিতে তাঁহারা বাধ্য হইয়াছেন—ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মীর পারিশ্রমিকের হারের তারতম্য করিতে হইয়াছে—যেরূপ সাম্যস্থাপনে বদ্ধপরিকর হইয়া সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের প্রতি এত অমানুষিক অত্যাচার করিলেন—সকলের সকল স্বাধীনতার লোপ করিলেন, তাহাও করিতে পারিলেন না। এই ধনগত বৈষম্য ক্রমে আরও বাড়িয়া যাইতে বাধ্য। কারণ, রুসিয়ায় কেবল অর্থনীতিবিদ সুতরাং একদেশদর্শী

Karl Marx এর মতানুযায়ী কার্য্য হইয়াছে,—ধনগত বৈষম্যের মন্দ ফলের দিকেই পাশ্চাত্য সমাজের সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ—প্রকৃতিগত বৈষম্যের ফলাফলের দিকেও তজ্জন্য কি করা বিধেয়—সে বিষয়ে তাহারা দৃষ্টিহীন। প্রকৃতিগত, বিদ্যা বুদ্ধি গত, কর্ম্মশক্তি গত বৈষম্য থাকিলেই আবার ধনগত বৈষম্য হইবেই—কোন শিক্ষার দ্বারায় ধন উপার্জ্জনে ও রক্ষণ কুশলতার সাম্য স্থাপন হইতে পারে না তাহারা দেখিল না।

রুসিয়া ভিন্ন প্রায় সকল পাশ্চাত্য দেশে যদিও সকলে দেখিতে পাইতেছেন যে, ধনগত বৈষম্য থাকিলে সকলকে সকল কর্ম্ম করার সমান সুযোগ দানে ও অবাধ প্রতিযোগিতা থাকায় ধনীদিগেরই বিশেষ সুবিধা হয়—তাহারাই উত্তরোত্তর অধিক ধনী হয়—নির্ধন ও অল্পধনীরাই নিষ্পেষিত হয়, তথাপি তাঁহারা একেবারে রুসিয়ার মত ধনগত বৈষম্য তুলিয়া দিতে ও সকল ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প ও কৃষি সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিতে প্রস্তুত নন।

কিন্তু তাঁহারা সকলেই ধনগত বৈষম্যের মন্দফলের লাঘব উদ্দেশ্যে ক্রমে ক্রমে বড় বড় শিল্প ও বাণিজ্য রাজসরকারের কতৃত্বাধীনে আনিতে চাহেন এবং প্রথমে যে সকল ব্যবসা ও শিল্পের উপর অন্যান্য ব্যবসা ও শিল্প নির্ভর করে (Nationalisation of basic industries), তাহা সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিতে চাহিতেছেন ও ধনীদিগের উপর অত্যধিক হারে Income tax এবং Death duties করিয়া ধনগত বৈষম্যের মন্দ ফল লাঘব করিতে চাহিতেছেন ও ঐরূপ ট্যাক্সের টাকা জনসাধারণের সুবিধা ও সাহায্যার্থে উত্তরোত্তর অধিকভাবে ব্যয় করিতে চাহিতেছেন ও করিতেছেন। বহু কর্ম্মে লোকদের প্রাথমিক উপযোগিতা আছে কি না, তাহা দেখিয়া তবে তাহাদের সেই কর্ম্ম করিতে ও শিখিতে দেওয়া হয়, —ইহাও অবাধ-প্রতিযোগিতা থাকা ও সকলকে সকল কর্ম্ম করিবার সমান সুযোগ থাকা উচিত, এই মতবাদের বিরোধী।

সকল কর্ম্মে সকলের সমান সুযোগ ও অবাধ-প্রতিযোগিতায় শ্রমিকরা বিশেষভাবে নিষ্পেষিত হয় দেখিয়া তাহারা শ্রমিক-সঙ্ঘ (Labour union) করিয়া প্রথমে একরূপ জোর করিয়াই সেই কর্ম্মে অবাধ-প্রতিযোগিতা বন্ধ

করিয়াছিল। যে যে কার্য্যে যে সকল শ্রমিকরা নিযুক্ত, তাহারা নিজেরা কতকগুলি নিয়ম করিয়া অন্য লোকদিগকে সেই কর্ম্ম করিতে দেয় না। এইরূপ নিয়মবদ্ধ শ্রমিক-সঙ্ঘ করিতে সরকার সহজে দেয় নাই। এই সকল শ্রমিক-সঙ্ঘ ভাঙ্গিবার বহু প্রয়াস হইয়াছিল—তাহাদিগকে বহু নির্য্যাতন সহিতে হইয়াছিল। এখন প্রায় সকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকরা ভিন্ন ভিন্ন শ্রমিক-সঙ্ঘ করিয়াছে, এইরূপ সঙ্ঘ করা ও সঙ্ঘের নিয়ম করিবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে এবং তাহারা সকলে একজোট হইয়া শ্রমিকদিগের পারিশ্রমিকের হার বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছে—পরিশ্রমের সময় কমাইতে পারিয়াছে—বসবাসের গৃহ, চিকিৎসা ও শিক্ষার জন্য বহু অর্থ ধনীদিগকে ব্যয় করিতে বাধ্য করিয়াছে। ক্রমে নানা প্রকার ব্যবসায়ীরাও ব্যবসা-সঙ্ঘও করিয়াছেন। এইরূপ করিয়াই নিম্নস্তরের লোকদের অবস্থার বহু উন্নতি করিতে পারিয়াছেন।

সুতরাং দেখা যায়, সকলকে সকল কর্ম্ম করার সমান সুযোগ দান ও সকল কর্ম্মে অবাধ-প্রতিযোগিতা থাকা নিম্নস্তরের লোকদিগের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে ও ঐরূপ থাকায় তাহারাই ভীষণভাবে নির্য্যাতিত হয়। এইরূপ শ্রমিক ও ব্যবসা-সঙ্ঘ করিয়াই, সকল কর্ম্মে অবাধ-প্রতিযোগিতা বন্ধ করিয়াই, পাশ্চাত্যের নিম্নস্তরের লোকদিগের অবস্থার কতক উন্নতি হইতে পারিয়াছে। এখন যদি পাঠক-পাঠিকারা দেখেন যে, এই সকল শ্রমিক-সঙ্ঘ ও ব্যবসা-সঙ্ঘ আমাদের শূদ্র ও বৈশ্যদের জাতিবিভাগেরই অনুরূপ, কেবলমাত্র এইরূপ সঙ্ঘে ও জাতে প্রবেশাধিকার ভিন্ন আমাদিগের জাতিবিভাগ বংশানুক্রমিক—পাশ্চাত্যে শ্রমিক ও ব্যবসা-সঙ্ঘে সেরূপ নহে, তাহা হইলেই বুঝিবেন যে, জাতিভেদপ্রথা নিম্নস্তরের লোকদিগের প্রতি অত্যাচার নহে, তাহাদিগের মঙ্গলের জন্যই করা হইয়াছিল—যাহাতে তাহারা সকলে গ্রাসাচ্ছাদন পায়—যাহাতে সমাজের উচ্চ স্তরের লোকরা যাহারা সচরাচর অধিক বুদ্ধিমান ও উপার্জ্জনকুশল, তাহারা অর্থোপার্জ্জনের প্রকৃষ্ট উপায়গুলি গ্রাস করিয়া তাহাদিগকে দাসত্বে নীত না করে, যাহাতে তাহারা জীবমাত্রেরই প্রধান স্বত্ব—গ্রাসাচ্ছাদন পায় ও অপত্য প্রতিপালন করিতে পারে ও অপত্য-

দিগকে ভালবাসিয়া ও তাহাদিগের ভালবাসা, যত্ন ও সেবা পাইয়া তাহা-দিগের জীবন উপভোগ্য থাকে (পাশ্চাত্য নির্ধনরা তাহাতে বঞ্চিত)। আরও যদি মনে রাখি যে অর্থোপার্জ্জনের প্রকৃষ্ট উপায়গুলি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি সমাজের নিম্নস্তরের লোকদিগের জন্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রা তাহা করিতে পাইত না, তাহা হইলেই বোঝা যায় যে জাতিভেদ প্রথা নিম্নস্তরের লোকদিগের প্রতি অত্যাচার নহে, তাহা ব্রাহ্মণদিগের অতুলনীয় ত্যাগের নিদর্শন।

আমাদিগের জাতিবিভাগ বংশানুক্রমিক—পাশ্চাত্যে শ্রমিক ও ব্যবসা-সঙ্ঘ সেরূপ নহে। জাতিবিভাগ বংশানুক্রমিক করায় ও জাতিবিভাগের ভিতর বিবাহ নিবদ্ধ থাকায় ও যৌথ পরিবার-প্রথা থাকায়,প্রত্যেক জাতি-ভুক্ত লোকেরই নির্ধন পিতৃমাতৃহীন বালক বালিকাদিগেরও আপৎকালে ভালবাসা-প্রণোদিত অনেক সাহায্যকারী বন্ধু থাকে—যাহা পাশ্চাত্যের শ্রমিক বা ব্যবসা-সঙ্ঘে থাকে না ; সুতরাং জাতিবিভাগ শ্রমিকসঙ্ঘ অপেক্ষা নিম্নস্তরের লোকদিগের পক্ষে অধিক মঙ্গলজনক। দ্বিতীয়তঃ—জাতিভুক্ত কেহ বহু ধনী হইলে তাহার ধন সেই জাতিভুক্তরাই ভোগ করে, পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় সে ধনী সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়া যায় না। তৃতীয়তঃ—এই জাতিগত ব্যবসাতে সেই জাতিভুক্তরাই ধনী ও শ্রমিকভুক্ত, সুতরাং ধনী ও শ্রমিকের বিরোধ হয় নাই, শ্রমিকরা নির্য্যাতিত হয় নাই—শ্রমিকরা ধনীদিগের নিকট সহানুভূতিযুক্ত ব্যবহার পাইত। চতুর্থতঃ বিবাহ এক জাতিভুক্তের ভিতর নিবদ্ধ থাকায় স্বামী স্ত্রী উভয়েই সমজীবনাদর্শ ও সমজীবনের আশাযুক্ত হয়, সুতরাং দাম্পত্য-জীবনও সুখ ও শান্তিদায়ী হয় —সুতরাং তাহাও অতিশয় মঙ্গলজনক। পঞ্চমতঃ—বংশগতভাবে একই কর্ম্ম করায় লোকরা বংশানুক্রমিতা (Heredity) এবং আবেষ্টনীর (environment) সাহায্য পাওয়ায় সেই সেই কর্ম্মোপযোগী গুণ অধিক অর্জ্জন করিত এবং সেই জন্য ভারতের শ্রমিকরা ও ব্যবসাদার অধিক কর্ম্মদক্ষ হইতে পারিয়াছিল ও ভারতশিল্পের এত উৎকর্ষ হইয়াছিল—ইহাও সমাজের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক। সুতরাং আমাদিগের জাতিভেদপ্রথা পাশ্চাত্যের শ্রমিক ও ব্যবসাসঙ্ঘ অপেক্ষা নিম্নস্তরের লোকদিগের ও

সমাজের পক্ষে অধিক মঙ্গলজনক প্রতিষ্ঠান। আমরা দেখিয়াছি যে, যত দিন পাশ্চাত্যের শ্রমিক ও ব্যবসা-সঙ্ঘ—যাহা আমাদিগের জাতি-বিভাগের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান—করিয়া অবাধ-প্রতিযোগিতা ও সকল কর্ম্মে সকলের সমান সুযোগ পাওয়া উচিত, এই মতবাদ প্রকারান্তরে নিষিদ্ধ করে নাই, তত দিন নিম্নস্তরের লোকসকল ভীষণভাবে নির্য্যাতিত হইত ও এইরূপ করিয়াই তাহাদের উন্নতি হইয়াছে। সুতরাং এই জাতিভেদ-প্রথা ও জাতিগত কর্ম্ম নিম্নস্তরের লোকদিগের মঙ্গলের জন্যই করা হইয়াছিল এবং এই জন্যই হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের সকল অসভ্য আদিমবাসীও এতকাল সুখে ও শান্তিতে জীবন যাপন করিতে পারিয়াছিল—বিবাহ করিতে পারিত—বিবাহ-বিচ্ছেদের আবশ্যক ছিল না, স্বামী স্ত্রী পুত্রাদির ভালবাসা ও সাহায্য পাইত—তাহাদিগকে ভ্রূণহত্যা করিতে হয় নাই—নির্ব্বংশ হইতে হয় নাই—জীবের জন্মগত স্বত্ব অপত্যপ্রজনন বন্ধ করিতে হয় নাই—নারীর নারীত্ব যে মাতৃত্বে—যাহার জন্য তাহারা লালায়িত, তাহা নিরোধ করিয়া পুরুষের উপভোগ্যা মাত্র হইয়া জীবন সার্থক হইল, মনকে বুঝাইতে হয় নাই, শেষজীবনে ও অসুস্থ অবস্থায় অপত্যাদির যত্ন সাহায্য ও ভালবাসা পাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিতে পাইত—অবৈতনিক সেবাসদনে গিয়া, অধিকাংশ স্থলে তাহাও না পাইয়া, একান্ত অসুস্থ অবস্থায় রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পথে মরিতে হয় নাই। আর আমাদের নব্যতন্ত্রী সংস্কারকরা—যাঁহারা সকল বিষয়ে পাশ্চাত্যদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করা ভিন্ন আমাদের কোন আশা নাই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা পাশ্চাত্যের মৌখিক সাম্যবাদের মোহে—পাশ্চাত্যে উদ্ভাবিত শ্রমিক ও ব্যবসাসঙ্ঘ অপেক্ষা সমাজের নিম্নস্তরের লোকদিগের পক্ষে প্রভূত মঙ্গলজনক আমাদের জাতিভেদপ্রথা ভিক্ষাজীবি ব্রাহ্মণের, অসভ্য ঋষিদিগের, নিম্নস্তরের লোক দিগের প্রতি অত্যাচারের নিদর্শন স্থির করিয়াছেন, তাহা না ভাঙ্গিলে আমাদিগের উন্নতির কোন আশা নাই বুঝিয়াছেন, তরুণদিগকে বুঝাইতেছেন, তাহাই ভাঙ্গিতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর—তাহা করিয়া দেশের উন্নতি করিতেছেন, নিম্নস্তরের লোকের প্রতি অধিক সহানুভূতিসম্পন্ন বলিয়া গর্ব্বস্ফীতবক্ষঃ হইতেছেন। মুসলমানরা বহুকাল দেশের

রাজা ছিল—তাহারাই অধিক ধনী ছিল, তাহাদের ত জাতিভেদ নাই, অথচ এই দেড় শত বৎসরের ভিতর তাহাদের অবস্থা হিন্দুদের অপেক্ষা সকল বিষয়ে—কি ধনে, কি শিল্পে, কি বিদ্যায়—মন্দ হইয়াছে দেখিয়াও তাহাদের পাশ্চাত্যের মৌখিক ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ সাম্যবাদের মোহান্ধ চক্ষু উন্মীলিত হইতেছে না।

অষ্টম প্রবন্ধ

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, আমরা যে পাশ্চাত্যের সমৃদ্ধি দেখিয়া তাহাদিগের অনুকরণপ্রয়াসী হইয়াছি, সেখানে আমাদিগের দেশের মত লোকদিগের প্রকৃতিগত, ভাষাগত, আচার-ব্যবহারগত, সভ্যতার স্তরগত এত অধিক বৈষম্য না থাকা সত্ত্বেও সাম্যবাদ ও অবাধ-প্রতিযোগিতা থাকার ফলে ধনীরাই সকল ধনোপায়ের প্রধান উপায়—ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি—উত্তরোত্তর অধিকভাবে গ্রাস করিয়াছে ও করিতেছে—ধনীরাই দেশের সকল ধন আত্মসাৎ করিয়াছে—সেখানকার সুখ-সমৃদ্ধি কেবল ধনীদিগের—তাহারাই প্রকৃতপক্ষে (প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে) সমাজের ও রাজনীতির নিয়ন্তা। এইরূপ ধনীরা সকল ধনো-পায়ের উপায়গুলি গ্রাস করায় সমাজের অধিকাংশ লোকই তাহাদিগের আজ্ঞাধীন বেতনভোগী দাস হইতে বাধ্য হইয়াছে এবং যখন এইরূপ দাসত্ব জোটে না, তখন তাহাদিগের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না।

যাহাদিগের বুদ্ধি ও কর্ম্ম-ক্ষমতা ধনীদিগের ধনোপায়ের সুবিধা করিয়া দেয়, তাহারা অধিক হারে বেতন পায়, কখনও কখনও তাহাদিগের অংশী-দারও করা হয়—তাহাদিগের তজ্জন্য কতক পরিমাণে অর্থ-স্বচ্ছলতাও থাকে, তাহারাই সচরাচর মধ্যবিত্ত শ্রেণী। আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা সুবিধামত ধনীদিগের দাসত্ব না পাওয়ায়, দাসত্ব করিতে অস্বীকার করায়, তাহারা ধনীদিগের অগাধ ধনের কিয়দংশ ছলে, বলে বা কৌশলে আদায় করিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হয়। এই শ্রেণীর অধিকাংশকে অর্থ-স্বচ্ছল ব্যক্তিদিগের অহমিকার ও ভোগবাসনার ইন্ধন যোগাইতে হয়—তাহা-দিগের চিত্তবিনোদনে নিযুক্ত থাকিতে হয়। কেহ বা নাটক, উপন্যাস, গল্প লিখেন—কেহ বা ছবি আঁকেন, কেহ বা স্থপতির কার্য্য করেন—কেহ নাচ-গানের নূতন নূতন ভঙ্গী দেখান, কেহ বা ধনীদিগের আমোদ ও উত্তেজনাপ্রদ খেলায় পারদর্শিতা দেখান—কেহ বা নূতন নূতন উপায়ে ধনীদিগের ধনবৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেন—কেহ বা তৎব্যপদেশে

তাঁহাদিগের অর্থ দোহন করেন। কেহ বা জালজুয়াচুরী ডাকাতী করেন, কেহ বা ধনীদিগের কেলেঙ্কারী প্রকাশ করিয়া দিবার ভয় দেখাইয়া তাঁহাদিগের অর্থ দোহন করেন। ধনীরা বিষয়ভোগসুখপ্রবণ হয়, সুতরাং কলাবিদ্যাও একালে অর্থ-স্বচ্ছল লোকদিগের কেবল ইন্দ্রিয়সুখ দিবার জন্য নিয়োজিত হইতেছে, তাহার মহৎ উদ্দেশ্য art for art's sakeএর নামে অশ্লীলতাপূর্ণ হইয়াছে—কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক হইতেছে। সেই জন্য এই উন্নত যুগের কলাবিদ্যা পুরাকালের কলাবিদ্যা অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতিতে ধনীদিগের ধনোপার্জ্জনের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছে—বিজ্ঞানই বড় বড় কল-কারখানা সৃষ্টি করিয়া দেশের শিল্প এবং কৃষি-কার্য্যও ধনীদিগের কবলে আনিয়া সাধারণ লোকদিগকে তাঁহাদিগের দাসত্বে নীত করিয়াছে; অধিক লোক হত্যাকারী অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া অপর দেশ জয় করিয়া বিজিত দেশ হইতে প্রভূত ধনাগমের সুবিধা করিয়া দিয়াছে। সুতরাং পদার্থ-বিজ্ঞানের মান্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—পদার্থ বিজ্ঞানবিদ্‌রাই পণ্ডিত বলিয়া গণ্য। পদার্থ-বিদ্যা বহুধা বিভিন্ন—এক একটি পদার্থবিদার ক্ষেত্র অতিশয় সঙ্কীর্ণ—অথচ তাহাতে পারদর্শিতা লাভ করিতে জীবনব্যাপী অধ্যবসায় আবশ্যক তাহাতে প্রখর বুদ্ধির বিশেষ আবশ্যক নাই। যাহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধি ও সময় কোন একটি পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে নিয়োজিত, তাহারা সচরাচর সমগ্রদৃষ্টি (Comprehensive view) সম্পন্ন হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ভিন্ন অন্য কিছু তাঁহারা সচরাচর বোঝেন না।

মানুষের জীবনের সুখ, দুঃখ, স্বচ্ছন্দতা, শান্তি, সন্তোষ মনের অবস্থার উপরই—ত্যাগধর্ম্মী ভালবাসা পাওয়া ও ভালবাসিতে পাওয়ার উপরই—প্রধানতঃ নির্ভর করে (ভোগমূলক ভালবাসা গাঢ় ও একনিষ্ঠ হইলে, প্রকৃতির রসায়নাগারে ত্যাগধর্ম্মী শ্রেষ্ঠ ভালবাসায় পরিণত হয়) এবং মনের অবস্থা শরীরের স্বাস্থ্য, বিশেষতঃ স্নায়ুর ও রসগ্রন্থিদিগের (glands) স্বাভাবিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ হওয়ার উপরই প্রধাণতঃ নির্ভর করে—বিষয়-ভোগ-বাহুল্যের উপর নির্ভর করে না—তাহা একালের ধনী সমাজ-নিয়ন্তারা সম্যক উপলব্ধি করেন না—সচরাচর আমরাও করি না এবং করি না

বলিয়াই আমরা ঐ ভোগ-বাহুল্যের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। বিষয়ভোগে যদি সুখদায়িত্ব থাকিত, সকলেরই একই প্রকার ভোগে সমান সুখ বোধ হইত। একই লোকের বিভিন্ন মানসিক অবস্থায় এক সময়ে যাহা প্রীতিপ্রদ, অন্য সময়ে তাহা প্রীতিপ্রদ থাকে না—কষ্টপ্রদও হয়। অনেক ক্রোরপতিও প্রতি বৎসর আত্মঘাতী হয়। প্রায় সকল জগৎপূজ্য লোকই—বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য, ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতি বিষয়ভোগকে তুচ্ছ করিয়াছেন। তাঁহারা অন্য প্রকার--বিষয়ভোগ নিরপেক্ষ—সুখের সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়াই বিষয়ভোগবাসনা ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন। পরার্থপরতার সুখ বিষয়ভোগ-নিরপেক্ষ সুখ। যাহার বিষয়ভোগ-নিরপেক্ষ সুখবোধ জাগ্রত হইয়াছে, সেই কেবল জীবনে স্থায়ী সুখস্বচ্ছন্দতা উপভোগ করিতে পারে—সেই প্রকৃত স্ব-অধীন, সেই প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পায়। সেই সুখ ত্যাগমূলক—বিষয়ভোগের সুখ তাহার বিরুদ্ধধর্ম্মী ক্ষণস্থায়ী মাত্র, সেই জন্য যে বিষয়ভোগের জন্য অতিশয় ব্যগ্র হই—অল্প দিন পরে হয় ত তাহা পরিত্যক্ত হয়। বিষয়ভোগে আবার সচরাচর ভোগতৃষার বৃদ্ধি হয়। কিছুতেই সন্তোষ ও তৃপ্তি হয় না।

সকলেই ভোগের প্রবল আবর্ত্তে পড়িয়া অবিরাম ঘুরিতেছে—কাহারও জীবনে শান্তি, সন্তোষ, তৃপ্তি নাই। এই ভোগেচ্ছাপূরণের চেষ্টায় যত যুদ্ধ, মারামারি, কাটাকাটি, ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি উদ্দীপিত হয়। বাসনার অন্ত নাই—বাসনা পূরণের ক্ষমতা সকলেরই সীমাবদ্ধ, সুতরাং ভোগে যে কেহ প্রকৃত সুখী হইতে পারে না, তাহা দেখি না। ভোগবাসনার নিবৃত্তি হইলেই প্রকৃত সুখের সন্ধান পাওয়া যায়—নিজেরাও সুখী হন—অপরকেও সুখী করিতে পারেন। সুখের জন্য, দুঃখনিবৃত্তির জন্য সকলেই লালায়িত—তাহাই দর্শন-শাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয়, কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের প্রাধান্যের দিনে ভোগলোলুপ ধনপ্রভাবগ্রস্ত পাশ্চাত্য সমাজে দর্শন শাস্ত্রের মান্য নাই—তজ্জন্য উহা কথার কচকচি মাত্র বলিয়া গণ্য। সুতরাং যেরূপ শিক্ষায়, যে নিয়মানুবর্ত্তিতায় লোক প্রকৃত সুখী হইতে পারে, স্ব-অধীন হইতে পারে, একালের পাশ্চাত্য সমাজে কাহারও সে দিকে দৃষ্টি নাই বলিলেই হয়—সুতরাং প্রকৃত স্বাধীনতা, প্রকৃত সুখ-শান্তি

কাহারও নাই। ভোগেই সুখ ধরিয়া লওয়া হইতেছে বলিয়াই নারীদিগের অর্থকর কর্ম্ম করিতে পাওয়া তাহাদিগের স্বত্ববৃদ্ধি বলা হইতেছে।

ধনীরাই সকল শিল্প গ্রাস করিয়াছেন; সুতরাং লোকরা ভোগপ্রবণ হইলে তাঁহাদেরই লাভ হয়। ধনীরা নিজেরা ভোগপ্রবণ, সুতরাং ধনীপ্রভাবগ্রস্ত পাশ্চাত্য সমাজে ভোগাসক্তি কমাইবার প্রয়োজনীয়তা কেহ দেখে না—বরং তাহাদিগের দেখিয়া ভোগাসক্তি সকলেরই বাড়িয়াছে। তাহার উপর ধনীরা সকল ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি অধিকভাবে গ্রাস করায় অনেকের গ্রাসাচ্ছাদন জোটাই ভার হইয়াছে—জুটিলেও তাহা পরেও জুটিবে, এ ভরসা না থাকায়, অনেকে সৈনিক ও নাবিকের কার্য্য করিতে বাধ্য হওয়ায়, অনেকেই বহুকাল বিবাহ করিতে পারে না—অনেকে চিরকালই বিবাহ করিতে পারে না। অনেক পুরুষ যদি বিবাহ না করে, অনেক নারীও বহু কাল বা চিরকাল বিবাহিত হইতে পারে না; সুতরাং তাহাদিগকে গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত অর্থো-পার্জ্জন করিতে বাধ্য হইতে হয়। পূর্ব্বে যখন অবিবাহিত নারীর সংখ্যা অল্প ছিল, তখন তাহারা তাহাদিগের উপযোগী কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম—যথা ঝি ও দাই ইত্যাদি—করিয়া তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন চলিত। কিন্তু উপরিউক্ত নানাকারণে যখন বহুকাল অবিবাহিত নারীর সংখ্যা উত্তরোত্তর অধিকভাবে বাড়িতে লাগিল, অপেক্ষাকৃত অর্থ-স্বচ্ছল অবস্থায় যাহারা প্রতিপালিত হইয়াছে, সেরূপ নারীদিগেরও তখন উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যায় অর্থোপার্জ্জন করিবারও আবশ্যক হইল, সময় কাটাইবার জন্যও নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইবারও আবশ্যক হইল—সুতরাং তাঁহারা সকল অর্থকরও রাজনৈতিক কার্য্য করিবার দাবী করিতে বাধ্য হইলেন ও তদুপযোগী হইবার-শিক্ষার প্রার্থী হইলেন।

ধনীরা দেখিল যে, নারীরাও সকল অর্থকর কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদিগের বিশেষ সুবিধা হয়। ধনীরা ধনোপায়ের প্রধান উপায় গুলি—ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি—পূর্ব্ব হইতে গ্রাস করিয়া বসিয়া থাকায়, যাহাদিগকে গ্রাসাচ্ছদনের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়, তাহা-দিগের অধিকাংশকেই ধনীদিগেরই দাসত্ব করিতে হয়, অথবা তাহাদিগের

মনস্তুষ্টিসাধন বা চিত্তবিনোদনেই নিযুক্ত থাকিতে হয়। নারীরাও দাসত্ব প্রার্থী হইলে—দাসীত্বপ্রার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধিতে চাহিদা ও যোগানের নিয়মের জন্য সকল দাসেরই পারিশ্রমিকের হার কমিয়া যায়, তাহাতে তাহাদিগেরই লাভ—নারীরাও চিত্তবিনোদন কার্য্যে নিযুক্ত হইলে তাহাদিগের তাহাতেও নানা কারণে সুবিধা—একে ত ঐরূপ লোকসংখ্যা-বৃদ্ধিতে পারিশ্রমিকের হার কমিয়া যায়—তাহার উপর তাহারা নূতন ধরণেও চিত্তবিনোদনে সমর্থ হইতে পারে। আবার কি দাসত্বে নিযুক্ত, কি চিত্তবিনোদন-কার্য্যে নিযুক্ত নারীদিগের চরিত্রহীনতা অনেক স্থলে অর্থোপার্জ্জনের বিশেষ সহায়ক হয়—সুতরাং ঐরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত নারী দিগের সে লোভ জয় করা অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। তাহাতেও ভোগলোলুপ ধনীদিগেরই বিশেষ সুবিধা হয়। সুতরাং ধনী সমাজনিয়ন্তারা নারীদিগের সকল কর্ম্ম করিবার সমান অধিকার দাবীর বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন; এবং ঐরূপ কর্ম্ম করিতে পাওয়া নারী স্বত্বের প্রসার বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন—সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, পূর্ব্বকালে পুরুষরা নারীদিগকে অর্থকর কর্ম্ম করিতে দিত না; সেই জন্য নারীরা পুরুষদিগের দাসী হইতে বাধ্য হইয়াছিল—উহা তাহাদিগের উপর ভীষণ অত্যাচার। এই 'প্রগতি'শীল কালের নারীভক্ত পরম কারুণিক সমাজনিয়ন্তারা (অর্থাৎ ধনী প্রভুরা) নারীদিগের দুঃখে বিগলিতচক্ষু হইয়া পুরাকালের মনুষ্য-সমাজ মাত্রেরই নারীদিগের প্রতি এই ভীষণ অত্যাচার প্রতীকারে বদ্ধপরিকর হইলেন—পুরুষ ও নারী সমান—তাহারা কোন বিষয়েই হীন নয়—তাহাদিগের পুরুষদিগের সহিত সকল কর্ম্ম করিবার সমান অধিকার থাকা বিধেয়—এইরূপ সাম্য থাকাই সভ্যতা-বিকাশের মাপকাঠি বলিয়া প্রচারিত হইল—সকলেই একালের দয়াময় সমাজনিয়ন্তাদিগকে ধন্য ধন্য করিল—তাহাদিগের স্তুতিবাদকারী সংবাদপত্রাদি সেই সাম্যবাদের জয়ডঙ্কা বাজাইতে লাগিলেন।

ধনীদিগের দাসরা (শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিক প্রভৃতি) কিঞ্চিৎ *লেখাপড়া শিখিলে তাঁহাদিগের বিশেষ সুবিধা (উহাদিগের সুবিধা হয় না* বলিতেছি না) হয় বলিয়াই প্রধানতঃ সকলকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া

হইয়াছে, নারীরাও সেইরূপ শিক্ষা পাইতেছেন। সকলেরই অহমিকা আছে—এই সাম্যবাদ সকলেরই সেই অহমিকার প্রীতিদায়ক, সুতরাং এই সাম্যবাদ প্রচারে 'শিক্ষিতা' নারীরা সকলেই প্রীত হইলেন—বিশেষতঃ যাঁহাদিগকে পেটের দায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়, নানারূপ অর্থোপার্জ্জনের পথ সুগম হওয়াতে তাঁহারা বিশেষ প্রীত হইলেন,—'শিক্ষিতা' নারীরা এই পুরুষ ও নারীতে সাম্যপ্রকাশে এইরূপ সকল কর্ম্ম পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় করিতে পাওয়া তাঁহাদিগের স্বত্বাধিকার-বৃদ্ধি বলিয়া বুঝিলেন,—সাম্যবাদ-প্রচলনে লিখিতে পড়িতে জানিলেই সকলেই নিজেকে পণ্ডিত মনে করেন—সকল বিষয়ে তাহাদিগের প্রত্যেকের যুক্তির প্রাধান্য স্বীকার করেন এবং তাহার ফলে সকলেই—কি সমাজগঠন, কি সামাজিক প্রথা, কি সামাজিক নিয়মাদি, কি ধর্ম্মবিশ্বাস, কি পূজা-পদ্ধতি, কি পরকালতত্ত্ব সকল বিষয়েই মতবাদ—প্রত্যেকের যুক্তির দরবারে পরীক্ষা দিয়া পাশ করিতে হয় এবং এই সকল সাম্যবাদ-স্ফীতমস্তিষ্ক অগাধ পণ্ডিতদিগের কাছে পরীক্ষায় পুরাকালের সকল সমাজনিয়ন্তারা—মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, কন্‌ফিউশিয়স, মোজেশ, মহম্মদ—ফেল হইয়া গিয়াছেন—তাঁহারা সকলেই নারীদিগের প্রতি ঘোর অত্যাচারী তাঁহাদিগের কাছে সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছেন। কি বৈদিক ঋষিরা, কি বুদ্ধ, কি চৈতন্য প্রভৃতি সকলেই ভ্রান্ত বা জুয়াচোর মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হইয়াছেন। এখন জনাধিক্যের মতবাদই মান্য; সুতরাং এই সকল নব্যতন্ত্রী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে পুরুষ ও নারীর সাম্য 'প্রগতির' মাপকাঠি হইয়াছে এবং ঐ সাম্যবাদের জয়ধ্বনিতে তাহার প্রতিবাদের ক্ষীণধ্বনি চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

অল্প লোকই দেখিল যে, এই সাম্যবাদ ও অবাধ প্রতিযোগিতা প্রচলনের ফলে ধনীরা সকল ধনোপায়ের প্রধান উপায়গুলি—ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি উত্তরোত্তর অধিকভাবে গ্রাস করিতে পারিয়াছেন ও তজ্জন্যই উত্তরোত্তর অধিকাংশ লোকদিগকে তাঁহাদিগের আজ্ঞাধীন দাস হইতে বাধ্য করিয়াছেন—অধিকাংশ লোকদিগকে সৈনিক, নাবিক এবং খনির ও বৃহৎ বৃহৎ কলকারখানার শ্রমিক জীবনের অশেষ দুঃখ ও কষ্ট স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছেন ও সে অবস্থায় বিবাহ করা দুঃসাধ্য

বলিয়াই অনেকে বিবাহ করিতে না পাওয়ায় অনেক নারীও পুরুষদিগের সহিত "বি-সম প্রতিযোগিতায় (কেন "বি-সম," তাহা পরে আলোচিত হইবে) অর্থোপার্জ্জন করিতে বাধ্য হইতেছেন—অধিকাংশ পুরুষ ও নারী জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু—ভালবাসা হইতে বহুকাল বা চিরকালের জন্য বঞ্চিত হইতেছেন—ভালবাসা উপভোগের প্রকৃষ্ট সময়—যৌবন বৃথায় কাটাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং তাঁহারাই নিজেদের সান্নিপাতিক ভোগতৃষা মিটাইবার জন্য স্বদেশের গৌরববৃদ্ধি বা মঙ্গলের ব্যপদেশে পরদেশ জয় করিতে উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যক পুরুষদিগকে নিযুক্ত করিতেছেন—ও তজ্জন্য অপর দেশবাসীরাও কেহ বা নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য, কেহ বা পরদেশ জয়গৌরবে অগ্রণী হইবার জন্য, সকল সমর্থ পুরুষকে সৈনিক জীবনের পুরাকালের ক্রীতদাসদিগের অপেক্ষাও ভীষণ কষ্ট স্বীকার করিতে বাধ্য করিতেছেন—কোটি কোটি লোকদিগকে রণস্থলের বধ্যভূমিতে নীত করিতেছেন, বিজিত দেশবাসী-দিগের ধন দোহন করিয়া—তাহাদিগের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করিয়া তাহাদিগের জীবন ভীষণ কষ্টকর করিয়াছেন, সেই পরম কারুণিক একালের পাশ্চাত্যের ধনী সমাজনিয়ন্তা প্রভুরা এখন নারীদিগকে সেই সাম্যবাদের জালে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগের অশেষ সুখদায়ী দাসীগিরি করিবার জন্য সাদর-সম্ভাষণ করিতেছেন এবং বলিতেছেন—"এস তোমরা দলে দলে—আমাদিগের সকল প্রকার দাসীগিরির অশেষ সুখভোগ কর—তোমরা এত কাল স্বামী অপত্যদিগের জন্য বিনা বেতনে খাটিয়াছ, আমরা তোমাদিগকে বেতন দিব—তাহাতে তোমরা ইচ্ছামত খাও, পর, থিয়েটারে যাও, চলচ্চিত্র দেখ—নাচো, গাও—নানাপ্রকার আমোদ উপভোগ কর, জীবন সার্থক কর—আর স্বামীর বা পিতা-মাতার কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে না—যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতে পারিবে। পূর্ব্বে তোমরা একটিমাত্র পুরুষ উপভোগ করিতে পারিতে,—উঃ কি ভয়ানক অত্যাচার,—এখন তোমাদিগের মনোমত যত ইচ্ছা পুরুষ উপভোগ কর—কামই জীবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ—ইচ্ছা করিলে তাহাতেও যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবে—কুসংস্কারাচ্ছন্ন পিতামাতারও তাহাতে

কোন কথা বলিবার অধিকার স্বীকার করিও না—একালের সমাজ-নিয়ন্তারা পিতামাতার অপেক্ষা শুভানুধ্যায়ী জানিও। তোমরা লেখাপড়া শিখিয়াছ, বড় হইয়াছ, পিতামাতারও তোমাদিগের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। সে অধিকার কেবল ধনী প্রভুদিগের আছে। বৃদ্ধরা যে বলে, এরূপ কাম উপভোগ করিতে গেলে—তোমাদিগেরই গর্ভ হয়, পুরুষদিগের ত হয় না—তাহার জন্য ভীত হইও না—প্রকৃতির এই পক্ষপাতিত্বেরও প্রতীকার আমরা করিয়া রাখিয়াছি। বৈজ্ঞানিক ডাক্তার-দিগকে নিযুক্ত করিয়া গর্ভনিরোধ প্রথা আবিষ্কার করিয়া রাখিয়াছি। যদি অপত্য না চাও,—অপত্য হইলে তোমাদিগের বড় কষ্ট হয়, সে কষ্ট দেখিয়া আমরা প্রাণে বড় ব্যথা পাই,—গর্ভনিরোধ প্রথা অবলম্বন কর, যদিও তাহা সত্ত্বেও কখন কখন গর্ভ হইয়া পড়ে, তাহার জন্য চিন্তিত হইবার আর আবশ্যক নাই। আমরা ডাক্তারদিগের সাহায্যে গর্ভপাত করাইবারও ব্যবস্থা করিয়াছি। আর গর্ভপাত করাইতে বিশেষ কষ্ট হয় না—গর্ভপাত করিবার অবাধ অধিকারও প্রায় সকল পাশ্চাত্য সমাজে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে স্বীকৃত হইয়াছে। দেখ, পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত করিয়া ভীষণ শত্রুকে বধ করিলে সকল সমাজ তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দণ্ড দেয়—লোক-বধ করিবার অধিকার কেবল রাজাদিগেরই আছে—তাহাও নামমাত্র। সেই কেবল রাজভোগ্য অধিকার—তোমার গর্ভস্থ সন্তানকে পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত করিয়া হত্যা করিবার অধিকারও আমরা তোমাদিগকে দিতেছি। আমরা তোমাদিগের কত শুভানুধ্যায়ী, ঐরূপ হত্যা করিবার অধিকার দেওয়াই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমেরিকায় দেখ, প্রতি বৎসর ১৫ লক্ষ—ইংলণ্ড জার্ম্মাণীতে ৬ লক্ষ নারীরা বিনা দণ্ডে গর্ভপাত করাইতেছে। সুতরাং তোমাদিগের এই শুভানুধ্যায়ী-দিগের উপদেশ শুন। যদিও এখনও গর্ভপাত করাইতে কিছু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু তোমরা যখন পুরুষদিগের সহিত স্বাধীনতা-সমরে অগ্রসর হইয়াছ, সমকক্ষতার দাবী করিতেছ, এই সকল সামান্য কষ্ট তুচ্ছ করাই উচিত। আমাদিগের লক্ষ লক্ষ পুরুষ দাসরা দেখ কেমন অকাতরে প্রাণ দিয়া চক্ষু-কর্ণ-হস্ত-পদাদি হীন হইয়া গৌরবান্বিত হইতেছে। তোমরা

গর্ভপাতের সামান্য কষ্ট স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইলে, এই স্বাধীনতা-সমরে ত জয়ী হইতে পারিবে না। বৃদ্ধরা যে বলে, যত দিন যৌবন থাকে, শরীর সবল থাকে, এরূপ জীবন অনেকের বেশ আমোদে কাটিয়া যায় বটে, কিন্তু যৌবন কাটিয়া গেলে, শরীর অসুস্থ হইলে—বিশেষতঃ বৃদ্ধ-বয়সে সকলেরই জীবন ভীষণ কষ্টকর হয়—কেহ তাহাদিগের নিকটেও আসে না—নির্জ্জন কারাবাস তুল্য হয়—সে কালের স্বাধীন নারীর জীবনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু সেকেলে বুড়োদিগের কথায় কর্ণপাত করা যুক্তিসঙ্গত নয়। আমরা দেখ লোলচর্ম্মা প্রাচীনাদিগকে কেমন নবীনা সাজাইতেছি। সকলেই যাহাতে চিরযৌবন উপভোগ করিতে পারে, তাহারও শীঘ্রই বন্দোবস্ত হইবে জানিও। মৃত্যুকেই পৃথিবী হইতে নির্ব্বাসিত করিব—বৈজ্ঞানিকরা কি না করিতে পারেন? আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তায় বর্ত্তমানের সুখ ও আমোদ পরিত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। তোমরা যে কোন কালে বৃদ্ধা হইবে, কে বলিল? সকলেই অজর অমর হইয়া প্রাচীন কালের কল্পিত স্বর্গ-সুখভোগ করিবে, এখন যে কাহারও জীবনে শান্তি সুখ নাই, নিত্য নূতন ব্যাধি হইতেছে, সকলেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তাহাই নিশাবসানে সুখসূর্য্য উদয়ের সূচনা করিতেছে, স্থির জানিও।”

এইরূপে ভোগবাসনা পূরণের লোভে অনেক শিক্ষিতা পাশ্চাত্য নারী উৎসাহিত হইয়া—আরও বহু অধিক পাশ্চাত্য নারী পাশ্চাত্য সমাজগঠনদোষে তাঁহারা যে দুর্দ্দশায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, তাহা হইতে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় দেখিতে না পাওয়ায়, মন্ত্রের সাধন কি শরীরপতন, এই প্রতিজ্ঞায়, এই স্বাধীনতা-সমরে, এই পুরুষদিগের সহিত সমকক্ষতার দাবী সাব্যস্ত করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন এবং অনেকটা সাফল্য লাভও করিয়াছেন। স্বামী অপত্যের বিনা বেতনে দাসীগিরি করার পরিবর্ত্তে পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় ধনী প্রভুদিগের প্রায় সকল রকম গোলামীগিরি করিবার স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছেন—কেবল এখনও সৈনিক ও নাবিক জীবনের অশেষ সুখ অর্জ্জন করিতে পারেন নাই—এবং নারীর নারীত্ব যে মাতৃত্বে, তাহা বর্জ্জন করিয়া নারী-

স্বত্ব বৃদ্ধি করিতেছেন—এবং ধনী প্রভুদিগের গোলামীগিরির কাড়া-কাড়িতে জীবজগতে অদৃষ্ট, ইতিহাসে অশ্রুত, পুরুষ ও স্ত্রীজাতির ভিতর বিদ্বেষভাব পুষ্ট হইয়াছে—এই সমকক্ষতা দাবীতেও ভোগলোলুপতার বৃদ্ধিতে উত্তরোত্তর গৃহে অশান্তি বৃদ্ধি হইতেছে—উত্তরোত্তর অধিক গৃহ ভগ্ন হইতেছে—পিতামাতার ও অপত্যের প্রীতি সম্বন্ধ ক্ষীণ হইতেছে—উত্তরোত্তর অধিক লোক নিত্য নূতন হোটেলে খাইতেছেন—নিত্য নূতন ক্ষণস্থায়ী ভালবাসা উপভোগ করিতেছেন—ও অপত্যরা নিত্য নূতন পিতা বা মাতার ভালবাসা যত্ন পাওয়ার সৌভাগ্য উপভোগ করিতেছেন—এবং অসুস্থ অবস্থায় ও বৃদ্ধবয়সে ভাড়াটিয়া সেবা-যত্ন পাইয়া বা অবৈতনিক সেবা-সদনের সেবা-শুশ্রূষা পাইয়া বা বেকার আশ্রমের আদরযত্ন পাইয়া এই প্রগতিশীলতার অশেষ আনন্দ উপভোগ করিয়া জীবন সার্থক করিতে-ছেন, আর সকলেই প্রগতির 'জয় জয়কার' গাহিতেছেন।

আমাদিগের দেশের শিক্ষিতা নব্যতন্ত্রী নারীরাও এখন পাশ্চাত্যের নারীদিগের সকল প্রকার গোলামীগিরি অধিকার প্রাপ্তির অশেষ সুখ দেখিয়া সেই অধিকার প্রাপ্তির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। হিন্দু-দিগের পুরাতন চিন্তার ধারা ও সমাজগঠন ভাঙ্গিতে বদ্ধপরিকর হইয়া-ছেন। অদ্বৈত উপলব্ধিতে বিকৃতমস্তিষ্ক যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিরা এমন নারী-নিগ্রহী সমাজগঠন করিয়াছিলেন যে, যত দিন সে সমাজগঠন প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল, তত দিন কোন হিন্দু-নারীকে (অতিশয় দীন দরিদ্র বিগত-যৌবনা স্বল্পসংখ্যক নারী ভিন্ন) পরের বেতনভোগী দাসী-গিরি করিতে হয় নাই। এমন কি, দীর্ঘ দশ শতাব্দীর মুসলমান রাজত্বকালেও, বহু-কালব্যাপী অরাজকতার কালেও, বিজেতা মুসলমানদিগের দাসীগিরি করিবার স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল, একটি নারীকেও সেই দাসীগিরির স্বাধীনতা সুখ, স্বচ্ছন্দতা উপভোগ করিতে দেয় নাই! এমন চিন্তার ধারা প্রবর্ত্তিত করিয়া নারীদিগের ভিতর এমন ক্রীতদাসের মনোভাব আনয়ন করিয়াছিলেন যে, তাহারা, স্বামী, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয়কুটুম্বদিগের গৃহে বিনা বেতনে—পেটভাতায় মাত্র থাকিত, তাহাদিগকে সেবা-যত্ন করিয়া সুখী হইত—আবার পুরুষরাও এমন

মূর্খ অর্থশাস্ত্রজ্ঞানহীন ছিল যে, সেই অর্থোপার্জ্জনে অনিচ্ছুক ও অকুশল নারীরা যখন তাহাদিগের আশ্রয় চাহিত, ঐ সকল বিকৃতমস্তিষ্ক ঋষিদিগের কথায় নিজেরা শাকান্ন মাত্র খাইয়াও তাহাদিগকে খাইতে পরিতে দিত! এই সকল দরিদ্র নারীদিগকে মাসী, পিসী, দিদি বলিতেও লজ্জা বোধ করিত না! তাহারা বয়োজ্যেষ্ঠা হইলে তাহাদিগের স্ত্রীকেও অনেক সময়ে উহাদিগের অধীনতা স্বীকার করিতে হইত—তথাপি বিজেতাদিগের বেতনভোগী দাসীগিরি করিবার স্বাধীনতা ও সুখস্বচ্ছন্দতা অর্জ্জন করিত না—করিবার প্রবৃত্তিও হয় নাই। কি ভীষণ নিষ্ঠুরতা! কি ভয়ানক নারীদিগের প্রতি অত্যাচার! কি দাস্যমনোভাব প্রচলন! এত অত্যাচার, এরূপ দাস্যমনোভাব প্রচলন আমাদিগের স্বাধীনতা প্রয়াসী, নারীস্বত্বপ্রসারকামী, পাশ্চাত্য শিক্ষায় উন্মীলিতচক্ষু নব্যতন্ত্রী আর কত কাল সহ্য করিতে পারেন? শিক্ষিত পুরুষরা অধিকাংশই বিজেতাদিগের গোলামীগিরি করিতে পাওয়ায় (উকীলরাও গোলামীগিরিই করেন। তাঁহারাও আদালতের কর্ম্মচারীর ভিতর গণ্য, কেবল সেকালে রাজারাজড়াদিগের ভাঁড়ের (Court jester) মত কখনও কখনও দুচার কথা মোলায়েম ভাবে শুনাইয়া দিবার অধিকার আছে) জীবন ধন্য হইল বোধ করেন—ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি তাঁহারা করিতে পারেন না—করিয়া তাঁহাদিগের শিক্ষার অবমাননা করিতেও অনেকে অনিচ্ছুক—তাহা অশিক্ষিত ও পরদেশবাসীদিগের হস্তে তুলিয়া দিয়াছেন; সেই গোলামীগিরির সুখে তাঁহাদিগের দেহ জর্জ্জরিত। সেই জন্য শিক্ষিত নব্যতন্ত্রী অনেকেই বোধ হয় মনে করেন যে, আমাদিগের নারীরা—যাহারা দেশের প্রায় অর্দ্ধেকাংশ, তাহারা যদি বিজেতাদিগের সেই অশেষ সুখদায়ী বেতনভোগী দাসীগিরির স্বাধীনতা, সুখ ও স্বচ্ছন্দতা অর্জ্জন করিতে না পায় (বিজেতারাই অধিক বেতন দানে সমর্থ—দেশের লোকের শতকরা একটিরও মাসিক ১০০ টাকার অধিক আয় নাই; সুতরাং শিক্ষিতা নারীদিগের অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইলে বিজেতাদিগের বেতনভোগী গোলামীগিরি পাইবার চেষ্টাই করিতে হইবে) তাহা হইলে দেশের স্বাধীনতাই খর্ব্ব হইয়া যায়—নারীদিগের জীবনই ব্যর্থ হইয়া

যায়—নির্ব্বোধ প্রাচীনপন্থীরা নারীদিগের প্রতি অত্যাচারে অভ্যস্ত বলিয়া তাহা বুঝিতে পারে না। সুতরাং এক দল শিক্ষিত নব্যতন্ত্রীরা দেশের সকল পুরাতন চিন্তাধারা, সামাজিক নিয়মাবলি, সমাজগঠন, ভাঙ্গিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন ; হিন্দুর দীর্ঘ জাতীয় জীবনের সকল সাধনা (culture), সকল অভিজ্ঞতা সমুদ্রের অতল জলে নিক্ষেপ না করিলে দেশের ও নারীদিগের কোন মঙ্গল হইতে পারে না—হিন্দুর সকল বৈশিষ্ট্য লোপ না করিলে হিন্দুর কোন উন্নতি হইতে পারে না, স্থির করিয়াছেন !

১৯২১ খৃষ্টাব্দের, আদমসুমারি (Census Report) হইতে প্রকাশ যে, সমগ্র ভারতবর্ষের শতকরা ৭২, ৭৩টি এবং বাঙ্গালার শতকরা ৭৬ বা ৭৭টি লোক কৃষির উপর নির্ভর করে। ভারতবর্ষের ১১টি, বাঙ্গালার ৮টি মাত্র—শিল্পের (industry) উপর, ভারতবর্ষের ও বাঙ্গালার ৬টি মাত্র (বাঙ্গালায় তাহাও অধিকাংশ বিদেশীর হস্তে)—বাণিজ্যের উপর—২ বা ২॥০টি মাত্র profession (উকীল, ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি) এর উপর, রাজসরকারের চাকরীর উপর ১.৫—১.৭৫ মাত্র (তাহার ভিতর সৈন্য পুলিসও আছে), লোক নির্ভর করে—বাকী বেকার ভিক্ষুক ইত্যাদি। তাহাদিগের স্ত্রীপুত্র কন্যারা এই সকল গণনার অন্তর্গত। সুতরাং শিক্ষিতা নারীরা—যাহারা পুরুষদিগেরই মত শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাদিগকে অর্থোপার্জ্জন করিতে হইলে তাহারা কি উপায়ে তাহা করিতে পারে, তাহা কেহ দেখিতেছেন না। ঐরূপ শিক্ষিত পুরুষরা ত বি, এ ; বি, এস্, সি ; এম, এ ; এম, এস্,সি ; এম, বি ; বি,ই ; বি, এল পাশ করিয়া ফ্যা ফ্যা করিয়া বেড়াইতেছে। সকলেই পাশ করা তরুণীর সংখ্যা-বৃদ্ধিতে, নারী-বিদ্যালয়ের ছাত্রীর সংখ্যা-বৃদ্ধিতে উৎফুল্ল —দেশের উন্নতি দ্রুতগতিতে হইতেছে ধরিয়া লয়েন। কিন্তু ঐরূপ শিক্ষায় যে তাঁহারা কায়শ্রমবিমুখ হন, তাঁহাদিগের ভোগবাসনা বৃদ্ধি হয়, তাহা নিশ্চিত। বিশ ত্রিশ টাকা মাহিয়ানার কেরাণীরা পর্য্যন্ত এক ক্রোশ পথ হাঁটিতে হইলে ট্রামে চড়েন। বিখ্যাত পণ্ডিত ৺শ্যামাচরণ সরকার প্রত্যহ বারাসত হইতে হাঁটিয়া আসিয়া কলিকাতায় সামান্য বেতনে চাকরী করিতেন শুনিয়াছি। দেশব্যাপী হাহাকারের দিনে

সবাক চলচ্চিত্রের সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়িতেছে। সেখানকার ও ফুটবলাদি ম্যাচখেলার টিকিট কিনিতে কাঙ্গালী-বিদায়ের সসম্ভ্রম ব্যবহারও অনেকে উপভোগ করেন। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বস্ত্র ব্যবহার ও চা পান ব্যবহার, মিষ্টান্নের দোকান ক্রমাগতই বাড়িতেছে—সকল স্কুল-কলেজেই নাটক অভিনয় হইতেছে—শিক্ষিত তরুণরা নৃত্য-গীত-বাদ্যকুশলা তরুণী বিবাহ করিতে চাহিতেছেন—গৃহে গৃহে গান-বাজনা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। (পিতা-মাতার সেই ব্যয় জোগাইতে প্রাণান্ত হইতেছে)। এ সকলই ভোগবাসনা-বৃদ্ধি প্রমাণ করিতেছে।

তরুণীরাও ঐরূপে শিক্ষিতা হওয়াতে তাহারাও ঐরূপ কায়শ্রমবিমুখ হইতেছে, ভগ্নস্বাস্থ্য হইতেছে—তাহাদিগেরও ভোগবাসনা বৃদ্ধি হইতেছে। ঐরূপ শিক্ষাপ্রাপ্তিতে পুরুষরা ইংরাজী ভাবগ্রস্ত হইয়াছে—তাহাদিগের অনুকরণে সাধ্যাতিরিক্ত বিলাসপ্রবণ হইয়াছে। পূর্ব্বে যখন আমরা ইংরাজদিগের প্রিয়পাত্র ছিলাম—ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহাদিগের অধীনে চাকরী করিতে পাওয়ায় ও জমীর আয় ও দাম বৃদ্ধিতে একরূপ চলিয়া যাইত। এখন সর্ব্বত্র চাকরী পাওয়া দুর্ঘট হইয়াছে। এই ভোগবাসনা-বৃদ্ধিতে আমরা যৌথ-পরিবার-প্রথা ভাঙ্গিয়াছি। সাধ্যাতিরিক্ত ভোগ-প্রবণ হওয়ায় ও যৌথ-পরিবার প্রথার সাহায্য পাওয়ার আশা না থাকায় শিক্ষিত তরুণরা বিবাহ করিতে চাহিতেছেন না। সুতরাং বিবাহের বয়স ক্রমাগতই বাড়িয়া যাইতেছে—২০, ২৫, ৩০ বৎসরের কুমারী-সংখ্যাও বাড়িতেছে এবং তাহারাও, যে শিক্ষায় পুরুষরা ব্যবসাবাণিজ্য শিল্প ও কৃষিকর্ম্ম করিতে অপারগ হইয়াছে, কেবল চাকরী করিবার উপযোগিতা অর্জ্জন করিয়াছে, তরুণীরাও সেই শিক্ষা পাইতেছেন—তাঁহাদিগেরও তজ্জন্য ভোগবাসনা বৃদ্ধি হইতেছে। শিক্ষিত তরুণদিগের পক্ষে—যাহারা পূর্ব্বকালের বিনা বেতনের দাসী স্ত্রীও প্রতিপালন করিতে অক্ষম —ঐরূপ শিক্ষিতা ও শিক্ষাপ্রাপ্তিতে উদ্দীপিত ভোগবাসনা ও বিকশিত ব্যক্তিত্ব (developed individuality) স্ত্রী প্রতিপালন করা, হাজার, দশ হাজারের ভিতর একটিরও সম্ভব নয়—তাহা কেহ দেখিতেছেন না। সুতরাং অধিকাংশকে বহুকাল (বিশেষতঃ যাহারা রূপহীনা) চিরকালই

অবিবাহিতা থাকিতে হইবে—কেরাণীগিরি ও শিক্ষয়িত্রীপদের উমেদারী করিয়া বেড়াইতে হইবে ও বিফল হইতে হইবে—অথবা জীবনের শূন্য হৃদয়ের দুঃখভোগ করিতে হইবে—এখনই তাহাই হইতেছে এবং পিতার মৃত্যুর পর তাহাদিগের দুর্দ্দশা কি ভীষণ হইবে ও হইতেছে, তাহাও কেহ দেখিতেছেন না। সুতরাং ঐ সকল নারী, বিজেতাদিগেরও যে অল্প-সংখ্যক অর্থ স্বচ্ছল লোক আছে, তাহাদিগের গোলামীগিরি বা চিত্ত-বিনোদনকারী কার্য্যের কাড়াকাড়িতে নিক্ষিপ্ত হইতে হইবে—ঐরূপ কর্ম্ম-প্রার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধিতে তাহার পারিশ্রমিকও অতি অল্প হইবে, হয় ত বা দুই চারি শত, না হয় সহস্র নারী মাসিক ২০, ৩০, ৪০ টাকা বেতনের গোলামী করিবার অশেষ সুখ বোধ করিবে। ধনী স্বাধীন পাশ্চাত্যে এইরূপ স্ত্রীলোকদিগের সকল কর্ম্ম করিবার অধিকারপ্রাপ্তিতে স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতির ভিতর জীবজগতে অদৃষ্ট, ইতিহাসে অশ্রুত, বিদ্বেষ ও বিরোধ-ভাব সৃষ্টি হইয়াছে। Ellen Key প্রমুখ স্ত্রী-স্বাধীনতার নেতারা দেখিতেছেন যে, যদি নারীদিগের কর্ম্মক্ষেত্র পৃথক্ না করা হয়, তাহা হইলে এ বিদ্বেষভাব বাড়িবে—নারীরাও মাতৃত্বের কার্য্যে অনুপযোগী হইবে। এখানে তাহাই হইতেছে, প্রত্যেক রাস্তায় গর্ভনিরোধকারী ঔষধ ও দ্রব্যাদি বিক্রয় হইতেছে, সর্ব্বত্রই তাহার বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে।

এই সকল নারী, বিজেতা ও অর্থস্বচ্ছল ব্যক্তিদিগের গোলামীগিরির কাড়াকাড়িতে নিক্ষিপ্ত হইয়া, ঐরূপ কাড়াকাড়ির জন্য হিন্দু-মুসলমান-দিগের ভিতর—ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসীদিগের ভিতর—যেরূপ সদ্ভাব ও সৌহার্দ্দ্য বৃদ্ধি হইয়া দেশের রাজনৈতিক একতা ও শান্তি বদ্ধমূল হইতেছে—নারীদিগকেও ঐরূপ গোলামীগিরি করিবার স্বাধীনতা দানে—পুরুষ ও নারীর ভিতর সাম্যবাদ স্বীকারে, পারিবারিক জীবনেও তদপেক্ষা অধিক ভাবে শান্তি ও সুখ বৃদ্ধি করিয়া সকলেরই জীবন আনন্দময় করিবে—দেশের স্বাধীনতা ও য়ুরোপীয় জাতিদিগের সহিত সমকক্ষতা করতলগত হইবে !!

নব্যতন্ত্রী শিক্ষিত সম্প্রদায় পুরুষ ও নারীর সাম্য-স্বীকারে নারীদিগকে বিজেতাদিগের গোলামীগিরি করিবার স্বাধীনতা দানে—দেশের যেরূপ

স্বাধীনতা বৃদ্ধি করিতেছেন, দেশের অশিক্ষিত সিপাহীদিগের দ্বারা অর্জ্জিত সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সকল কার্য্যে যে স্বাধীনতা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-পত্রে স্বীকৃত হইয়াছিল, সর্দ্দা-আইন ও মন্দিরে প্রবেশাধিকার বিলের দ্বারা সেই ক্ষমতা বিজেতাদিগের হস্তে তুলিয়া দিয়াও সেইরূপ স্বাধীনতা বৃদ্ধি করিতেছেন। ক্রিকেট, টেনিস, ফুটবল, হকিতে—নাচ-গানে পারদর্শিতা দেখাইয়া তাঁহারা যে স্বাধীনতা লাভের উপযোগী হইয়াছেন, তাহা প্রমাণ করিতেছেন—তদ্দ্বারা দেশব্যাপী হাহাকার নিবারিত হইবে বোধ হয় বুঝিয়াছেন—সেই জন্য সেইরূপ খেলার কৃতিত্বের গুণগান গাইয়া অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদিগকে সেইরূপ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে প্রোৎসাহিত করিতেছেন ও তাহারাও তজ্জন্য উহাই তাহাদিগের জীবনের লক্ষ্য স্থির করিতেছে।

স্বাধীন ধনী পাশ্চাত্য দেশেই পুরুষ-নারীর সাম্যবাদ—সকল কর্ম্ম করিবার সমান অধিকার দেওয়া যে, নারীদিগকে ধনী প্রভুদিগের গোলামীগিরির জালে আবদ্ধ করিবার ফন্দীমাত্র, তাহাতে ধনীদিগেরই কেবল সুবিধা বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে, নারীদিগের দুর্গতি বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা এখন তাঁহারাও বুঝিতেছেন। সম্প্রতি চিন্তাশীল লেখক Wyndham Lewis তাঁহার লিখিত Doom of Youth নামক পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠকদিগের অবগতির জন্য তুলিয়া দিলাম। *
"নারীদিগের সকল কর্ম্মে সমান অধিকার, এই মতবাদের দ্বারা দুই উদ্দেশ্য

* "Femininism served the double purpose of cheapening the labour of man and of tapping an enormous uptil—then unused labour-market * * * * the femininist movement was artificially created for this purpose * * * * the tendency of modern capitalism if unchecked will be to produce a world in which men are divided into two classes—(1) the very small upper class (2) labour. In the world of future, the upper class will be long lived and the labour will have about 10 years of active working life—'the life of a dog—these conditions are approximated in Industrial India today and they will be in store for the west".

সাধিত হইতেছে। প্রথম,—পুরুষদিগের পারিশ্রমিকের হার কমান, দ্বিতীয়,—এতকাল অসংখ্য নারীরা, যাহারা শ্রমিক সংখ্যাভুক্ত হয় নাই, তাহাদিগকে অল্প বেতনের শ্রমিক সংখ্যাভুক্ত করা * * * নারীপ্রগতি—(নারীদিগের সকল কর্ম্মে সমান অধিকার দাবী) চেষ্টা করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে * * * * একালের ধনপ্রভাবগ্রস্ততার গতি যদি না রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে দুই শ্রেণীতে মনুষ্যসমাজ বিভক্ত হইবে—(১) অল্পসংখ্যক উচ্চশ্রেণী, (২) শ্রমিক। পৃথিবীতে ভবিষ্যতে উচ্চশ্রেণী দীর্ঘজীবী হইবে এবং শ্রমিকরা ১০ বৎসরকাল (মাত্র) অধিক পরিশ্রম করিয়া কুকুরের ন্যায় জীবন যাপন করিবে—ভারতের কলকারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদিগের জীবন সেইরূপ হইয়া আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতে পাশ্চাত্যেও তাহাই হইবে।”

এই পরাধীন, লুপ্তশিল্প, পরহস্তগত-বাণিজ্য দেশের লোকের গড়পড়তা আয় মাসিক ৪, ৫, ৬ টাকা মাত্র—শতকরা একটি লোকেরও মাসিক ১০০ টাকা আয় নাই। সংসারের কুটিলতায় স্বার্থপরতায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা, বহু ভারত ঋষিদিগের বহু তপস্যার ফল, ত্যাগের জীবন্তমূর্ত্তি, ভারত অবলাদিগকে আমরা কতটুকু ভোগসুখ দিতে পারি আর কয়জনকেই বা তাহা দিতে পারি—যাহার লোভে আমরা তাহাদিগকে পুরুষদিগের সহিত বি-সম প্রতিযোগিতায় অর্থোপার্জ্জনের কাড়াকাড়িতে—যাহা কেবল গোলামীগিরি পাইবার কাড়াকাড়ি মাত্র—নিক্ষিপ্ত করিতে চাহিতেছি, তাহা একবার সকলে স্থিরচিত্তে ভাবিবেন কি? তাঁহাদিগের ত্যাগশীলতার, ভালবাসার অফুরন্ত উৎস এই পরাধীন গরীব দেশে কি দীন-দরিদ্র, কি পাপী-তাপী কি অন্য সকলের জীবন মরুভূমিতে মরূদ্যান (oasis) সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের অশেষ তাপক্লিষ্ট হৃদয় সরস ও শান্তিযুক্ত রাখেন—তাঁহারা গৃহে গৃহে গৃহলক্ষ্মীরূপে বিরাজিত বলিয়া জীবন এত উপভোগ্য থাকে যে 'happy as a poor Indian village.' পাশ্চাত্যের প্রবাদের ভিতর গণ্য হইয়াছে। মাতৃত্বই নারীত্ব বলিয়া নারীদিগের জীবনের প্রধান সুখই মাতৃত্বের ত্যাগধর্ম্মী ভালবাসা—ভোগমূলক ভালবাসা নহে। সেই ত্যাগধর্ম্মী ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইলে

তাহারা কোন কালেই কোন অবস্থায়ই সুখী হইতে পারে না—কাহাকেও স্থায়ী সুখী করিতেও পারে না, সেই গোড়ার কথা আমরা ভুলিতেছি। আমরা সাম্যবাদ-মদিরামত্ত হইয়া অবলাদিগের ঘাড়ে গোলামীগিরির জোয়াল তুলিয়া দিয়া তাহাদিগের মঙ্গল করিতেছি,—না, পাশ্চাত্যের প্রগতিপিশাচীর কাছে বলি দিতে লইয়া যাইতেছি? আমরা পাশ্চাত্যের অনুকরণে উন্নতি-প্রচেষ্টায় ঈশপের গল্পের লোভী কুকুরের মত কেবল ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্ট হইতেছি মাত্র।

নবম প্রবন্ধ

আমরা সপ্তম ও অষ্টম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, সাম্যবাদ প্রচলনের ফলে ধনীরাই সকল ধনোপার্জ্জনের প্রধান উপায়—ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি—উত্তরোত্তর অধিকভাবে গ্রাস করায়, সমাজের অধিকাংশ লোকদিগকে তাঁহাদিগের আজ্ঞাধীন দাস হইতে বাধ্য করিয়াছেন ও তাঁহাদিগের বিলাসভোগের আতিশয্য দেখিয়া সকলেরই সাধ্যাতিরিক্ত ভোগেচ্ছা উদ্দীপিত হইয়াছে এবং যখন দাসত্ব জোটাও ভার হয়, তখন তাহাদিগের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না—ধনীদিগের অশেষ ভোগ-বাসনা পূরণের জন্য অনেক লোক সৈনিক ও নাবিকের কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। তজ্জন্য অনেকে বহুকাল বা চিরকাল বিবাহ করিতে পারে না। তজ্জন্য অনেক নারী বহুকাল ও চিরকাল বিবাহিতা হইতে পায় না এবং তাহারা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পুরুষদিগের সহিত বি-সম প্রতিযোগিতায় অর্থোপার্জ্জন করিতে বাধ্য হয়। যাহা নারীরা বাধ্য হইয়া করে, তাহাই তাহাদিগের স্বত্বপ্রসার বলিয়া প্রচারিত হইতেছে। ইহাতে সাম্যবাদের জালে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে ধনীদিগের দাসত্বে নীত করা হইতেছে, তাহাও অষ্টম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি।

পৃথিবীতে কোথাও দুইটি জিনিষ সমান নাই—এমন কি, একই কোষে উৎপন্ন বীজগুলি ঠিক এক নয়—বৈষম্য সর্ব্বত্রই জাজ্বল্যমান। মানুষে মানুষে—কি রূপে, কি আকারে, কি শক্তিতে, কি প্রকৃতিতে, কি প্রবৃত্তিতে, কি কর্ম্ম-ক্ষমতায়, কি বুদ্ধিতে, কি বুদ্ধির প্রকারভেদে, কোথাও অভিন্নতা নাই—সকল বিষয়েই বৈষম্য। সুতরাং সকল লোকই সমান, এই ভিত্তিতে সমাজগঠন বা রাজ্যশাসনপ্রণালী স্থাপন করিলে, সকল সংখ্যাবাচক চিহ্ন—১, ২, ৩ ইত্যাদি সমান ধরিয়া লইয়া অঙ্ক কষারই মত, তাহা প্রমাদজনক হইতে বাধ্য—পাশ্চাত্যেরা তাহা দেখেন না। আমরাও ঐ গোড়ার কথাটাই ভুলিতেছি। পাশ্চাত্যেরা এই সাম্যবাদ ফরাসী-বিপ্লব-কারীদিগের নবযুগের দান বলিয়া গর্ব্ব করেন—ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়

তাহাই অবনত মস্তকে স্বীকার করেন। এই সাম্যবাদ প্রচারের ফলে পাশ্চাত্যরা এত উন্নত হইয়াছে মনে করেন। আমাদিগের জাতিভেদ-প্রথা—স্ত্রী পুরুষের ভিতর সাম্য অস্বীকার—নারীদিগের সকল কর্ম্ম করিতে না দেওয়া, নারীদিগের ও নিম্নস্তরের জাতিদিগের উপর অত্যাচার বলেন—সকল মানুষই সমান ধরিয়া না লইলে আমাদিগের কোন উন্নতি হইতে পারে না বুঝিয়াছেন এবং তজ্জন্যই স্ত্রীলোকদিগকে সকল কর্ম্ম করিতে দিতে চাহেন, তরুণ-তরুণীদিগকে একত্রে শিক্ষা দিতে চাহেন—হরিজন আন্দোলন হইতেছে—আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ প্রচলন ও সমর্থন হইতেছে—জাতিভেদ প্রথা তুলিয়া দিতে চাহেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, ভারতে যখন বহু সহস্রাব্দ পূর্ব্বে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' 'তৎ ত্বমসি' প্রচারিত হইয়াছিল, তখন আরও অধিক উচ্চভাবে ও ব্যাপকভাবে সেই সাম্যবাদই (doctrine of equality) প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং এই মতবাদ ভারতে বহু বহু পুরাতন—ইহাতে কোন নূতনত্ব নাই। কিন্তু যে সকল ঋষি অদ্বৈতভাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন ও প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারাই জাতিভেদ প্রথা প্রচলন করিয়াছিলেন—স্ত্রী ও পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র পৃথক্ করিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিই একজন প্রথম ও প্রধান অদ্বৈতবাদী এবং তাঁহারই প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্রের উপর স্থাপিত, এখনও ভারতে প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত মিতাক্ষরা আইন। তাহার কারণ, ভারত-মনীষিগণ জানিতেন যে, সাম্যবাদ তত্ত্ব হিসাবে সত্য বটে, কিন্তু ব্যবহারিক জগতে তাহা অপ্রযোজ্য। কোন লোকই কোন কালে রাজা ও প্রজা, ধনী ও নির্ধন, পণ্ডিত ও মূর্খ, দাতা ও প্রার্থী, ধার্ম্মিক ও পাপী—ইহাদিগের সহিত সমান ব্যবহার করে না—করিতেও পারে না—করিতে যাইলেও প্রমাদ ঘটে।

প্রকৃতিগত, বুদ্ধি-বিদ্যাগত, অবস্থাগত বৈষম্য সকলকেই স্বীকার করিতে হয়—পাশ্চাত্যরাও কার্য্যতঃ স্বীকার করেন, কেবল মুখে তাহা স্পষ্ট স্বীকার করেন না—কেবল লোক ভোলাইবার জন্য—অনেক সময়েই স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। তাঁহারাই পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। বিজেতা ও বিজিতদিগের সাম্য কোথাও কি

স্বীকৃত হইয়াছে ও তদনুরূপ কার্য্য কি কোথাও হয়? নিজেদের দেশে কতক বাহ্য সাম্য ব্যবহার আছে বটে—সকলকে সকল কর্ম্ম করার সুযোগ দেওয়া প্রকাশ্যে আছে বটে, কিন্তু গরীবরা অর্থাভাবে ফলতঃ সে সুযোগ লইতে পারে না। এইরূপ মৌখিক সাম্য স্বীকারে রাজনৈতিক নেতারাই সকল ক্ষমতাই গ্রাস করিয়াছেন, ধনীরাই দেশের সকল ধন ও ধনোপার্জ্জনের উপায়গুলি আত্মসাৎ করিয়াছেন—সাধারণ লোকদিগকে তাঁহাদিগের দাসত্বে নীত করিয়াছেন—অনেকাংশেরই দুর্দ্দশার সীমা নাই। এখন এই সাম্যবাদের প্রতারণায় নারীদিগকে ভীষণভাবে প্রতারিত করিতেছেন—তাঁহাদিগের নারীত্বই পিষিয়া নিষ্কাষিত করিতেছেন।

পুরুষে পুরুষে যতটা সাম্য আছে স্ত্রী ও পুরুষে তাহাও নাই। এই সাম্যবাদ ও অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে ধনী ও ধনোপার্জ্জন-কুশল ব্যক্তিরাই সকল ধন ও ক্ষমতা গ্রাস করিয়াছেন—তজ্জন্য নির্ধন ও অর্থোপার্জ্জনে অকুশল পুরুষরা নির্য্যাতিত হয়, তাহা সপ্তম ও অষ্টম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। পুরুষ ও নারীতে প্রকৃতিগত বহু বৈষম্য আছে, শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ও তাহার ক্রিয়ারও বহু পার্থক্য আছে। তাহার নিমিত্ত অর্থোপার্জ্জনাদি কর্ম্মে পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে নারীরা বিশেষভাবে নির্য্যাতিত হইতে বাধ্য।

সপ্তম প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি যে, পুরুষ ও নারীর পার্থক্যই মাতৃত্বে, সুতরাং মাতৃত্বই নারীত্ব। তাহাদিগকে অর্থোপার্জ্জনাদি কর্ম্মে পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে তাহাদিগের মাতৃত্বের বিশেষ ব্যাঘাত হয়; সেই জন্য ঐরূপ কার্য্য করাতে তাহাদিগের নারীত্বই নষ্ট হয়, সুতরাং তাহাদিগের বিশেষ কষ্টদায়ক ও স্বাস্থ্য-হানিকারক হয়।

পুরুষ ও নারীতে সাম্য স্বীকারী রুসিয়াতে, যেখানে যৌনতত্ত্বের বিশেষ আলোচনা হইতেছে, সেখানে ঐ তত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল আলোচনা করিয়া আণ্টন্ নেমিলভ্ লিখিত "Biological

Tragedy of woman" নামক একখানি পুস্তক সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। নারী-সমস্যা-সমাধান করিবার জন্য তাহা সকলের পড়া আবশ্যক।

ঐ পুস্তক পাঠে জানা যায় যে, হ্যাভলক এলিস্ তাঁহার "Psychology of sex" নামক পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন, (Vol VI, P. 524)—"Sexual maturity is determined in woman by a precise biological event—the completion of puberty on the onset of menstruation." অর্থাৎ রজের আরম্ভই যৌন পরিপক্কতা নির্দ্দেশ করে—তাহা এই পুস্তকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থিত হইয়াছে। নিম্নে তাহা নব্যতন্ত্রী সংস্কারকদিগের অবগতির জন্য তুলিয়া দিলাম :—

"The first ovulation signifies sexual maturity and is the last link in the chain of important processes which began in her infancy. The sexual apparatus is now ready for service for the benefit of the race, making regular attempts to realise its potentialities." P. 105

"The well-known and most obvious sign of the onset of sexual maturity is the periodic bleeding from the sexual channel called menstruation or the menses." P. 106

ইহা হইতে দেখা গেল যে, নবতন্ত্রীরা পাশ্চাত্য দেশের রীতি দেখিয়া যে বলিয়া আসিতেছেন—১৬, ২০, ২৫ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ হওয়া বিধেয় নহে—তাহা তাহাদিগের ও অপত্যদিগের স্বাস্থ্যহানিকারক, জীববিজ্ঞান শাস্ত্র তাহা কোনরূপে সমর্থন করে না, বরং রজঃ আরম্ভের পরই স্ত্রীদেহ মাতৃত্বের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়া উঠে এবং তাহাদিগের রসগ্রন্থির স্রাবের ফলে প্রকৃতি তাহাদিগকে ক্রমাগতই মাতা হইবার জন্য প্ররোচিত করিতে থাকে। তজ্জন্য আমরা দেখিতে পাই যে, সমস্ত জীবজগতে তৎকাল হইতেই স্ত্রী জন্তুরা গর্ভবতী হয়। সুতরাং তৎকাল হইতে মাতা হওয়াই প্রকৃতির নির্দ্দেশ। প্রকৃতির নিয়ম না মানিলে সকল বিষয়ে তাহার ফল অশুভজনক—এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম করিতে

বলিবার সংস্কারকদিগের কোন অধিকার নাই—কোন যুক্তি এ পর্য্যন্ত তাঁহারা কেহ দেখাইতে পারেন নাই। সহবাস-সম্মতি আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যে কমিটী ভারতের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ান, তাঁহারা রজঃ আরম্ভের পর মিলনের দোষাবহত্বের এক কপর্দ্দক মূল্যেরও প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই—কেবল ভগবানের অপেক্ষা—প্রকৃতির অপেক্ষা, অনেক অগাধ পণ্ডিতের মত সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। তাঁহারা যখন প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাইতে বলেন তখন তাঁহারা প্রকৃতির রীতি যে দোষাবহ তার প্রমাণ দিতে বাধ্য—তাঁহারা তাহা দিতে সম্পূর্ণ অপারগ, তাঁহারা যে বলিয়া থাকেন তাহাতে মাতাদিগের স্বাস্থ্যহানি হয়, সন্তানরা ক্ষীণ বল হয় তাহাও যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি।

মাতৃত্বের অঙ্গ যখন পরিপক্ক হইল, তখন তাহা ব্যবহার করিতে দেওয়া বিধেয়—না দেওয়া হস্তপদাদি অঙ্গ ব্যবহার করিতে না দেওয়ারই মত স্ত্রীজাতিদিগের প্রতি অত্যাচার, সেই অত্যাচার পাশ্চাত্য নারীদিগকে বহুকাল সহ্য করিতে হয়। মাতৃত্বের অঙ্গগুলি ব্যবহারাভাবে তৎসংশ্লিষ্ট স্নায়ু ও রসগ্রন্থির ক্রিয়াও বিকৃত হয়, তজ্জন্য বহু স্নায়বিক ব্যাধি হয়,—যাহার ফল অনেক সময়ে নারীদিগকে আজীবনই ভুগিতে হয়। এই সময়ে তজ্জন্য অবিবাহিতা তরুণীদিগের হিষ্টিরিয়া, রজঃসংক্রান্ত নানা ব্যাধি, মাথা ধরা, মাথা ঘোরা, অজীর্ণ, অতিদুষ্য রক্তহীনতা, বুক ধড়ফড়ানি ইত্যাদি নানা ব্যাধি হয়। তাহাদিগের মাতৃত্বের কার্য্য করিবার সহজ প্রবৃত্তি ও পটুতাও ক্ষীণ হইয়া যায়। যে কার্য্য যাহাকে করিতে হয়, অল্পবয়স হইতে করিতে আরম্ভ করিলেই তাহা সহজসাধ্য হয়, অধিক বয়সে ঐরূপ কর্ম্ম কষ্টকর হয়। পাশ্চাত্যদেশে সচরাচর অধিক বয়সে বিবাহ হয় বলিয়াই মাতার কার্য্য নারীদিগের অধিকাংশের পক্ষেই কষ্টকর হয় এবং সেই জন্য সচ্ছল অবস্থায় বিবাহিতা নারীরাও গর্ভ-নিরোধ প্রথা অবলম্বন করেন। এই মাতৃত্ব-নিরোধ প্রথা অবিবাহিতা ও বিবাহিতা ও বিধবারা অবলম্বন করার ফলে জন্মসংখ্যা পাশ্চাত্য সকল দেশেই কমিয়া যাইতেছে, মৃত্যুহারের অনুপাতেজন্ম সংখ্যাও অনেক দেশে কমিয়াছে, সুতরাং উহা সকল দেশের শাসকগণের বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়াছে।

লোকসংখ্যা কম হওয়ায় দেশ রক্ষা করাও পরে অসাধ্য হইবে, সে ভয়ও হইয়াছে, তজ্জন্য ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, ইটালীতে গর্ভনিরোধ প্রথা বন্ধ করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

যখন নারীরা মাতা হইবার উপযুক্ত হইল, তখন বিবাহিত না হইতে পাইলে তাহাদিগকে পুরুষদিগেরই মত অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়, তাহা পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়—পুরুষদিগের মত লেখা-পড়া শিখিতে হয়। কিন্তু নারীদিগের প্রত্যেক বার মাসিক রজঃকালীন যে স্নায়ুর ক্রিয়ার বিপর্য্যয় হয়, তাহা লক্ষ্য রাখিয়া ঐরূপ কার্য্য করিতে হইলে যেরূপ করা বিধেয়, তাহা হইতে পায় না। রজঃকালীন কিরূপ রসগ্রন্থির ও স্নায়ুর ক্রিয়া-বিপর্য্যয় হয়, তাহা ঐ Biological Tragedy of woman নামক পুস্তক হইতে কতক অংশ তুলিয়া দিতেছি এবং তাহা সকলকেই পড়িতে অনুরোধ করি।

'The observations of Jurgensen, Rabuteau, Jacobi, Stevenson, Reinl, Schroder, Weber, Fleischer, Chagar, Chalbam, Reprev, Schicharoff, Prussak, Ver Eeke, Voicechovsky Bielov and others have shown that during the process of menstruation the following changes are observed in woman.

(1) Lower bodily temperature (2) Increased radiation of heat from the skin i. e, lower heat retention (3) Slower pulse (4) Lower blood pressure (5) Changes in the number of blood cells (erthrocytes, leucocytes &c) (6) Changes in the lymphatic glands, tonsils and endocrines (7) Diminished protein metabolism which is indicated by the decreased excretion of urea and nitrogen in the urine (8) Diminished elimination of phosphates and chloride and the lowering of gaseous metabolism (9) Poorer digestion of proteins and fats (10) Changes

in the mammary glands somewhat resembling those occuring in the beginning of pregnancy, (11) Decrease of respiratory capacity and certain changes in the larynx (12) Decrease of muscular and tendon reflexes (13) Decreased power of mental alertness and concentration. (Ch VII, P. 119-120)

এইরূপ শারীরিক ক্রিয়ার বিপর্য্যয় সম্পূর্ণ সুস্থ নারীদিগের হয় কিন্তু অনেকেরই আরও অধিক ক্রিয়াবিপর্য্যয় হয় ও তাহার ফলও গুরুতর হয়। রজঃকালীন সুস্থ শরীরেও স্নায়ুমণ্ডলী, (nervous system) বিশেষতঃ উচ্চ মানসিক ক্রিয়াকারী মস্তিষ্কের অংশেরও অন্তঃস্রাবী রসগ্রন্থির (endocrine glands) ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য হয়। এই সকল স্নায়ু ও রসগ্রন্থির ক্রিয়ার ফলেই মানুষ জীবসৃষ্টিতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। রজঃকালীন ক্রিয়াবিপর্য্যয়ের ফলে নারীদিগের স্বভাবের, মানসিক অবস্থারও বৈলক্ষণ্য হয়—মেজাজ পরিবর্ত্তনশীল হয়; তাহারা ক্রন্দন ও ক্রোধপ্রবণ হয়—সকলই মন্দ হইয়া যাইতেছে, এইরূপ তাহাদের মনে হয়। তৎকালে তাহাদিগের কর্ম্মের ধারাই যেন পরিবর্ত্তিত হয়—সেই সময়ে অভ্যস্ত কর্ম্ম যেন জোর করিয়া করিতে হয়। সকল কর্ম্ম করিতেই বিলম্ব হয়—অভ্যস্ত কর্ম্ম করিতেও ভুল হয়। তৎকালীন তাহাদিগের কার্য্য, বিবেচনা ও বুদ্ধির সাহায্যে সম্পাদিত হয় না; প্রবৃত্তি (impulses) দ্বারাই হয়; ইচ্ছাশক্তি ক্ষীণ হয়—স্নায়বিক ক্রিয়াবিপর্য্যয় হয়—সামান্য কারণে ব্যাধি হয়। সাধারণতঃ তাঁহারা বিরক্ত ও অস্থিরমতি হন—অনেক সময়ে ক্ষিপ্তের মত কার্য্য করিয়া বসেন। যাঁহারা আত্মহত্যা করেন, তাঁহাদের অধিকাংশই রজঃকালেই আত্মহত্যা করিয়া থাকেন। অনেকে চুরি করিয়া বসেন—অনেকে স্নায়ুবিপর্য্যয়ের ফলে আশ্চর্য্য রকম কুপ্রবৃত্তিপ্রবণও হইয়া পড়েন।*

---

* Most important are the changes which occur during this period in the nervous system, chiefly in the higher centers, as well as in the endocrine glands. These are precisely the organs

নারীরা পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় কর্ম্ম করিতে হইলে রজঃকালীন যে বিশ্রাম তাহাদিগের একান্ত আবশ্যক, তাহা তাহারা পায় না—বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও সে বিশ্রাম পায় না—পূরামাত্রায় অন্য সময়ের মত কর্ম্ম করিতে বাধ্য হওয়ায় তাহাদিগের উপর ঘোর অত্যাচার—

---

through which, as we have seen, man has achieved mastery in the struggle for existence, and has elevated himself to the highest evolutionary plane. They are the organs which exercise the highest control over all bodily functions and effect their co-ordination.

Upon the normal functioning of these organs, more than upon anything else, depends the general physiological well-being of women. Daily observations demonstrate how strongly these psychic processes influence woman's mental equilibrium. Her disposition shows its ups and downs according to the inner stimuli ; periods of lower vitality, pessimism, irritability and tearfulness alternate with calender-like-regularity with periods of liveliness, cheerfulness and good humor, when everything clicks right and life seems easy and agreeable. Woman's actions during this period are different than at other times. The weakness and instability of the conditioned reflexes and their greater liability of inhibition during the menstruation signifies that even the simplest habitual actions of woman assume a forced character and are performed with a certain retardation. A woman street-car conductor pulls out the wrong ticket and is muddled on counting the change, although she may ordinarily be very efficient ; a menstruating motor-woman drives the street car slowly and with hesitancy, becoming confused at crossings. The lady typist's fingers strike the wrong keys ; she works more slowly and despite her efforts, leaves out letters and forms wrong sentences. The woman dentist cannot find the proper instruments or the right drill and her drilling machine works badly ; it is improperly adjusted.

তজ্জন্য তাহাদিগের নানারূপ ব্যাধি—বিশেষতঃ স্নায়বিক ব্যাধি হয়—যাহার জন্য তাহাদিগকে আজীবন অনেক সময়ে ভুগিতে হয়। 'নারী-নিগ্রহী' হিন্দুরা তাহাদিগকে তৎকালে অশুচি বলিয়া তাহাদিগের অভ্যস্ত কর্ম্ম হইতে বিরাম দিবার সুব্যবস্থা করিয়াছিল—যাহা কোন অবলা বান্ধব পাশ্চাত্য-সমাজ এ পর্য্যন্ত করে নাই। পূর্ব্বকালের হিন্দু রমণীরা তাঁহাদিগের অটুট স্বাস্থ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন—তাঁহারা অনেক স্ত্রীরোগ (একালের তরুণীরা সাধারণতঃ যে সকল রোগে ভুগিয়া থাকেন) হইতে মুক্ত ছিলেন, রজঃকালীন নিয়মাবলির অনুবর্ত্তন করার ফলেই ঐপ্রকার স্বাস্থ্য সম্ভবপর ছিল। যদি তরুণীদিগের অভিভাবকরা এই কথাটা মনে রাখেন ও তদনুযায়ী কার্য্য করেন, তাহা হইলে নারীদিগের

Dr. S. S. Schicharoff asserts very emphatically that woman's "freedom" and her "sense of responsibility" are very limited during menstruation. "From a scientific point of view freedom is restricted when human actions are not directed by the association of ideas and emotions but by impulses emanating from any organ of the body. In such cases the actions of the human being must be considered as forced and not dependent upon mental but on somatic conditions, and the capacity of judgment is impaired.''

Kraft Ebbing writes "In daily life we meet with women, tender wives and mothers, socially agreeable, between two menstrual periods whose conduct and character change entirely at the approach of menstruation. The temporary physiological aberration at the organism takes the form of a violent storm. They become irritable, quarrelsome and are sometimes transformed into furies and Xantippes feared and avoided by every one. Husbands and servants get it, also the children and she makes unreasonable scenes of jealousy before her husband's friends, creating havoc at home." * * * *

"Weinberg points out that nearly 50 p.c. of suicides committed by women occur during menstruation." P. 123-125

স্বাস্থ্যের উন্নতি সহজেই ও বিনাব্যয়ে হইতে পারে। আমরা কিন্তু তাহাদিগকে সেই অবস্থায় স্কুলে পাঠাইতেছি—থিয়েটার বায়োস্কোপ ক্রিকেটম্যাচে লইয়া গিয়া তাহাদিগের স্নায়ু উত্তেজিত করিয়া স্বাস্থ্যভগ্ন করিতেছি।

রজোনির্গমের আরম্ভ হইতেই—পুরুষদিগের শুক্র জন্মিবার পর হইতে—একপ্রকার নূতন শারীরিক ক্রিয়া আরম্ভ হয়। স্নায়ুমণ্ডলী কাম উদ্ভাসিত হয় (erotisation of the nervous system)। তৎকাল হইতে জননেন্দ্রিয় সংশ্লিষ্ট রসগ্রন্থি হইতে এক স্রাব নিঃসরণ হয় (hormone) যাহা স্নায়ুগণকে উত্তেজিত করিয়া বিশেষতঃ উচ্চ মানসিক ক্রিয়াকারী মস্তিষ্কের অংশের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে—তাহা বিশেষ সুখদায়ী—তাহাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়—ভাবপ্রবণতা বৃদ্ধি করে, (Stimulates the emotions); কিন্তু স্ত্রী ও পুরুষ হরমোনের ক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহাতে পুরুষের ক্রিয়াশক্তি, (energy) সৃষ্টি করিবার শক্তি বৃদ্ধি করে—মনে মনে অনেক সাহসী কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা উদ্দীপিত হয়—তাহাদিগের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের স্নায়ু কাম উদ্ভাসিত হওয়ার ফলে তাহাদিগের কর্ম্মশক্তি ও প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করে না—তাহাদিগকে নম্র করে—পরের অনুগামিনী হইবার প্রবৃত্তি (passivity) বৃদ্ধি করে, তাহারা তৎকালে মনে মনে সুখের স্বপ্ন দেখে—তাহাদিগের আত্মত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা বৰ্দ্ধিত করে—নিজেদের ব্যক্তিত্ব মুছিয়া ফেলিয়া দিবার প্রবৃত্তি হয়। *

* With the onset of sexual maturity simultaneously begins that "erotization" of the nervous system, the stimulation of the sexual dominante of which we have spoken earlier in a general way. While the hormones of the yellow body drive the entire organism to subserve the processes of procreation at certain definite periods, the sexual dominante, under stimulation by nerve impulses and by the sex hormones, now dominates the body permanently. The waves of nervous excitation from the peripheral sphere and the stream of chemical stimuli from the

সুতরাং দেখা গেল যে, বিভিন্ন প্রকার রসগ্রন্থির স্রাবের ফলে স্ত্রী ও পুরুষের ইচ্ছা প্রবৃত্তি, কর্ম্মক্ষমতা প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয়। যৌবনারম্ভ হইতে পুরুষদিগের কর্ম্মক্ষমতা বৃদ্ধি হয়—নানারূপ কার্য্য করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার ইচ্ছা ও উদ্যম বৃদ্ধি হয়—অর্থোপার্জ্জনাদি কার্য্যের

---

sex glands that eroticize the cerebral cortex, this dominante which flares up in the brain cortex and holds its sway over the whole psychic sphere of the individual, is like any other illusion, associated with a great many agreeable sensations. It is, therefore, undeniable, that the erotization of the brain within certain limits lends to the whole organism a healthy life tonus, nourishing and stimulating the emotional side of our being. But also in this respect there is a distinct difference between man and woman. In the specialization of the reproductive process man has been given the active part (just as the male gamete or sperm cell is active and mobile), while to woman has been allotted a more passive role. Sexual urge intensifies man's active energy and creative power, it fills his soul with keen and daring dreams and plans, and in some instances stimulates the devolopment of his personality. In woman, on the contrary, the erotization of the brain merely increases her passivity. Her "soul" is not filled with the desire for struggle and movement, but with a longing, with tender dreams and hopes and aspirations to self-sacrifice. Man under the domination of the sex hormones, becomes energetic to the point of audacity, whereas woman, eroticized by the hormones, becomes feeble and passive to a degree of complete self-abnegation. Sexual desire activates man, but weighs down upon woman, whose activity normally does not go beyond coquetry.

* * *

In a man of course on account of the greater simplicity of the sex functions, the struggle between the mental and sexual dominante is sharp and precise but lasts only a shorts while, when

বিশেষ উপযোগী মানসিক অবস্থা প্রকৃতি হইতে আসে। কিন্তু রজো-নিঃসরণ আরম্ভের পর হইতেই নারীদিগের আত্মত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি—ভালবাসিয়া নিজেকে বিলাইয়া দিবার প্রবৃত্তি—উদ্দীপিত হয়। তাঁহারা সুখের দিবা-স্বপ্ন দেখেন। এরূপ মানসিক অবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা—যাহা অর্থোপার্জ্জনাদি কর্ম্ম করিতে গেলে সকলকেই করিতে হয়—করিবার প্রবৃত্তিই হয় না। স্ত্রী ও পুরুষের বিদ্যা, বুদ্ধি, কর্ম্মক্ষমতা, তর্ক স্থলে সমান ধরিয়া লইলেও, রজঃ আরম্ভের পর হইতেই এইরূপ প্রকৃতি-প্রদত্ত মানসিক অবস্থার জন্য আর তাহা সমান থাকে না। যে কোন কর্ম্ম করিতে হইলে, মানসিক অবস্থা তাহার প্রতিকূল হইলে তাহা সুসম্পন্ন হয় না। জোর করিয়া বা বাধ্য হইয়া সেই কর্ম্ম করা অতিশয় কষ্টপ্রদ—প্রকৃতি বিরুদ্ধ বলিয়া তাহা অত্যাচার। রজঃকালীন অর্থোপার্জ্জনাদি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের কার্য্য করা প্রকৃতির উপর ঘোর অত্যাচার, তজ্জন্য প্রকৃতি শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্যহানি করিয়া তাহার প্রতিশোধ লয়।

গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের পর কিছুকাল ঐরূপ অর্থোপার্জ্জনাদি আত্ম প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করা তাহাদিগের যে বিশেষ কষ্টপ্রদ—শিশুদিগের পক্ষে বিশেষ অমঙ্গলজনক হয়, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করে না। বিকৃত শিক্ষা, আবেষ্টনী ও সমাজগঠনের দোষে বহু পাশ্চাত্য নারীকে প্রতিযোগিতায় কর্ম্মকরার প্রতিকূল মানসিক অবস্থায়, কি রজঃকালীন, কি গর্ভাবস্থায়, কি প্রসবের পর ২।৩ মাসের মধ্যেই পুরুষ-দিগের সহিত পূর্ব্বোক্ত কারণে বি-সম প্রতিযোগিতায় আত্মপ্রতিষ্ঠা

---

the inhibition disappears. In a woman however because of the greater sexual complexity and specially because of the constant dependance of her gametes, the activity of the sex dominante is of long duration. * * *

The above mentioned facts explain the peculiarities of woman's psychic being which sharply differentiates her behaviour from that of man. (Ch. VII P. 128-132).

লাভের, অর্থোপার্জ্জনের জন্য কর্ম্ম করিতে হয়—ঐরূপ কর্ম্ম করার কষ্ট ভোগ করিতে হয়—সুতরাং তাহা তাহাদিগের উপর অত্যাচার। আশ্চর্য্যের বিষয়, যাহা তাহাদিগের প্রতি প্রকৃতপক্ষে অত্যাচার, তাহাই তাহাদিগের স্বত্বপ্রসার বলিয়া প্রচারিত হইতেছে এবং সেই অত্যাচার হইতে নারীদিগকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্যই হিন্দু সমাজকে নারীনিগ্রহকারী বলা হইতেছে।

স্ত্রী-হরমোন স্রাবের ফলে নারীদিগের ভালবাসিয়া আত্মত্যাগের প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হয়, তাহা মাতৃত্বের বিশেষ উপযোগী। সৃষ্টিরক্ষার্থে প্রকৃতি নারীকে মাতা হইবার জন্যই তাহার সকল অঙ্গই তদুপযোগী গঠন করিয়াছেন। মাতৃত্বই তাহাদিগের জীবনের প্রধান প্রাকৃতিক কার্য্য। যখনই তাহাদিগের দেহ মাতা হইবার উপযোগী হইল,—রজঃ আরম্ভই তাহার চিহ্ন—তখনই এই স্ত্রী-হরমোন স্রাব আরম্ভ হইল—তাহার ফলেই ভালবাসিয়া মাতৃত্বের উপযোগী আত্মত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি—মাতৃত্বের উপযোগী মানসিক অবস্থা—তাহাতেই সুখবোধও উদ্দীপিত হইল ও বহু বৎসর ধরিয়া সেইরূপ স্রাব ক্রমাগতই হইতে লাগিল, ত্যাগের প্রবৃত্তি প্রবাহিত হইতে লাগিল, ত্যাগের সুখবোধ জাগ্রত রহিল। সুতরাং ত্যাগেই তাহাদিগের জীবনের সুখের প্রধান উৎস। এই গোড়ার কথাটা না বোঝায় যত গোল হইতেছে। সুতরাং তৎকালে বিবাহ করিতে না দিয়া—মাতা হইতে না দিয়া দিয়া—স্বামী পুত্রকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়া—তাহাদিগের জন্য অত্মত্যাগ করিয়া, তাহাদিগকে সেবা-যত্ন করিবার প্রবৃত্তি রুদ্ধ করায়—তাহাদিগের প্রকৃতি-প্রদত্ত ত্যাগের সুখের পথই রুদ্ধ করা হইতেছে। তজ্জন্য তাহাদিগকে ভোগ সুখপ্রবণ করা হইতেছে—তৎকালে তাহাদিগকে পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করিতে বাধ্য করা হইতেছে—তাহাও ত্যাগের প্রবৃত্তির বিরোধী। মাতৃত্বের উপযোগী অঙ্গ বহুকাল ব্যবহার অভাবে ক্ষীণ করা হইতেছে—তৎসংশ্লিষ্ট স্নায়ু ও রসগ্রন্থিও বিকৃত করা হইতেছে—মাতৃত্বের আবশ্যক গুণ, সেবাপরায়ণতা ও সহ্য গুণও ক্ষীণ করা হইতেছে—অনেককে তৎকালে মাতৃত্বনিরোধকারী উপায় বা অন্য উপায়ে

কাম উপভোগ করিতে বাধ্য করা হইতেছে—তজ্জন্য স্নায়ুর ক্রিয়াবিকারও বৃদ্ধি করা হইতেছে। এইরূপ করায় তাঁহাদিগকে উত্তরোত্তর অধিকভাবে পুরুষভাবাপন্ন করা হইতেছে—নারীপ্রকৃতি বর্জ্জন করিয়া কতক পরিমাণে নকল পুরুষ করা হইতেছে। বিরুদ্ধধর্ম্মী তড়িৎই পরস্পরকে আকর্ষণ করে, সমধর্ম্মী তড়িতে বিকর্ষণ হয়। নারীদিগকে পুরুষভাবাপন্ন করায় তাহাদিগের পুরুষ আকর্ষণকারী গুণই নষ্ট করা হইতেছে—তজ্জন্যও পাশ্চাত্যে, জীবজগতে অদৃষ্ট, ইতিহাসে অশ্রুত, স্ত্রী ও পুরুষে বিদ্বেষভাব আসিয়াছে, এবং এই সকল কারণেই পরে বিবাহিতা হইয়াও তাঁহারা নিজেরাও সুখী হইতে পারিতেছেন না—স্বামীকেও সুখী করিতে পারিতেছেন না—বিবাহবিচ্ছেদও ক্রমাগতই বাড়িতেছে, অপত্যদিগকে নিজের কাছে রাখিয়া প্রতিপালন করিতে অপারগ হইতেছেন, তজ্জন্য অপত্যদিগের পিতৃমাতৃভক্তিও ক্ষীণ হইতেছে।

তরুণ-তরুণীরা পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হওয়ায়—স্বয়ং পছন্দ করিয়া বিবাহ-প্রথার পক্ষপাতী হওয়ার জন্য, দাম্পত্য জীবনের সুখশান্তি পরস্পরের সখা-সখীভাবের উপর নির্ভর করে মনে করেন এবং সখা-সখীভাবে দীর্ঘ বিবাহিত জীবন সুখে শান্তিতে কাটাইয়া দিতে পারিবেন মনে করেন এবং তজ্জন্য তরুণরা তাহাদিগেরই মত শিক্ষিতা ও নৃত্যগীতবাদ্যকুশলা তরুণী বিবাহ করিতে চাহিতেছেন। বিবাহিত জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের—তাহার অভিজ্ঞতা অভাবে তরুণদিগের কল্পনা তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করে। শুধু সখা সখীভাবে বিবাহিত জীবন অধিককাল সুখ-শান্তিদায়ী থাকে না—স্ত্রীর মাতৃত্বের অঙ্গীভূত সেবা ও যত্নপরায়ণতা, ক্ষমা, ত্যাগশীলতা, সহ্যগুণের একান্ত আবশ্যক, তাহার অভাবে দাম্পত্য জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে দাম্পত্য প্রেম অল্পদিনেই কর্পূরের মত উবিয়া যায়। স্থায়ী দাম্পত্য-প্রেমের প্রধান অঙ্গই স্ত্রীর মাতৃভাব। মাতৃত্বের উপযোগী গুণসমন্বিত স্ত্রীর সখীভাবের গুণ থাকিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দাম্পত্য-প্রেম হয় সত্য। সেই জন্য হিন্দুর আদর্শ স্ত্রীর গুণ নিম্নলিখিত রামের উক্তিতেই বিবৃত আছে :—

কার্য্যেষু মন্ত্রী, করণেষু দাসী। ধর্ম্মেষু পত্নী, ক্ষময়া ধরিত্রী॥ স্নেহেষু মাতা,

রমণেষু বেশ্যা। রঙ্গে সখী লক্ষণ সা প্রিয়া মে॥" (মহানাটক)। করণেষু দাসী, ধর্ম্মেষু পত্নী, ক্ষময়া ধরিত্রী, স্নেহেষু মাতা—এই সকলগুলিই মাতৃত্বের উপযোগী গুণ—বাকীগুলি সখা-সখীভাবের গুণ। সখীভাবের গুণের অভাবেও দাম্পত্য জীবন স্থায়ী সুখশান্তিদায়ী হইতে পারে, সেই গুণের অভাব অন্যত্র পূরণ হইতে পারে, কিন্তু মাতৃত্বের গুণের অভাব পূরণ হয় না (হয় তো অধিক ধনী হইলে, কি মাতা বাঁচিয়া থাকিলে হইতে পারে)। সখীভাবের গুণ থাকা সত্ত্বেও মাতৃভাবের গুণের অভাবে দাম্পত্য-জীবন কিছুদিন পরে অশান্তিকর হইয়া উঠে, সখীভাবের গুণও ক্ষীণ বা লোপ হইয়া যায়। এই গোড়ার কথার দিকে পাশ্চাত্য-দিগের দৃষ্টি নাই বলিলেই চলে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে স্ত্রীর মাতৃভাব যে দাম্পত্য-জীবনের প্রধান অঙ্গ, তাহা কোথাও দেখান হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এবং তজ্জন্য সেখানে বিবাহ এত অশান্তিকর হইতেছে, বিবাহ-বিচ্ছেদ এত বাড়িতেছে। হ্যাভেলক এলিস তাঁহার "Psychology of sex" নামক বিখ্যাত পুস্তকে এবং অধ্যাপক টম্পসন তাঁহার Sex and Civilization"এ স্ত্রীর মাতৃত্বভাব যে উৎকৃষ্ট দাম্পত্য-প্রেমের অঙ্গ, তাহা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাহাই যে দাম্পত্য-প্রেমের প্রধান অঙ্গ, তাহা বোধ হয় বোঝেন নাই। তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে তুলিয়া দিলাম, * তরুণরা তাহা হইতে অন্ততঃ ইহা বুঝিবেন যে,

---

* Professor Thompson in "Sex and Civilization" says—The socalled happy marriage represents an equilibrium through an extension of the maternal interest of the woman to the man whereby she looks after his personal needs as she does after those of the children, cherishing him in fact as a child or in an extension to the woman on the part of the man, of the nurture and affection which is in his nature to give to pets and all helpless creatures."

Havelock Ellis তাঁহার Psychology of Sex নামক পুস্তকের Vol. VI. P. 572 তে লিখিয়াছেন "Husband and wife are each child to the other and are indeed parent and child by turns" তিনি আরও দুইটী

দাম্পত্য-জীবনে স্ত্রীর মাতৃভাবের প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা প্রাচীনপন্থী-দিগের আজগুবি কথা নহে।

সখা-সখীভাবের গুণ দেখিয়াই প্রতীচ্যদেশে সাধারণতঃ বিবাহ হইয়া থাকে। অথচ পাশ্চাত্যেই বিবাহ উত্তরোত্তর অধিক অশান্তিকর হইতেছে, বিবাহ-বিচ্ছেদ বাড়িতেছে, বিবাহপ্রথাই বিফল, এই কথা পাশ্চাত্যেই উঠিয়াছে। ইহা হইতে বোঝা যায় যে, সখা-সখীভাবে দাম্পত্য-জীবন স্থায়ী সুখদায়ী হয় না। তাহার কারণ সখা-সখীভাবের ভালবাসা পরস্পরের মন আকৃষ্টকারী গুণ থাকার উপর নির্ভর করে। সেই সকল গুণ প্রকৃত পক্ষে আছে কিনা, তাহাই পূর্ব্ব হইতে জানা বড় কঠিন।

কাম উভয়েরই দৃষ্টি আবৃত করে ও কল্পনা সকল গুণালঙ্কৃত করিয়া পরস্পরকে দেখায়। কারণ, কাহাকেও আমরা পূর্ণভাবে দেখিতে পাই না, অল্প অংশ মাত্র দেখি, বক্রী অংশ অনুমান করিয়া লই। তাহাতে অনেক সময়েই ভুল হয়। দ্বিতীয় কারণ, মনের অবস্থা সকলেরই পরিবর্ত্তনশীল; সুতরাং যে গুণ এককালে বিশেষ আকর্ষণ করে, পরে হয় ত সে গুণ আকর্ষণ করে না, আবার অপরের সেই আকর্ষণকারী গুণই চলিয়া যাইতে পারে। আবার অনেক অপ্রত্যাশিত দোষও প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাহাতেও সখা-সখীভাব বিশেষভাবে ক্ষীণ হয়। তাহার

স্ত্রীলোকের মত তুলিয়া দিয়াছেন; একজন লিখিয়াছেন যে......................... "Love is really made up both of the sexual instinct and parental instinct" আর একটি স্ত্রীলোকের কথা এই :—When the devotion in the tie between the mother and the son is added to the relation of the husband and the wife, the union of marriage is raised to the high and beautiful dignity it deserves and can attain in this world. It comprehends sympathy love and perfect understanding even of the faults and weaknesses of both sides" আর একটি স্ত্রীলোক লিখিয়াছেন "The foundation of;every true woman's love is a mother's tenderness. He whom she loves is a child of larger growth although she may have at the same time a deep respect for him.

উপর সকলেরই জীবনে অস্বাস্থ্য, ক্লান্তি, ভগ্নাশা, পরের দুর্ব্ব্যবহারের জন্য মানসিক বিরক্তিভাব অনেক সময়েই থাকে, তখন দাম্পত্য-জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আমরা অনিচ্ছাসত্বেও অযথা অথবা রূঢ় ব্যবহার করিয়া বসি; তখন স্ত্রীর মাতৃভাবের অঙ্গীভূত সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতা, সেবা ও যত্নপরায়ণতার একান্ত আবশ্যক। শিশুর বিরক্তির, ক্রন্দনের, অভাবের কারণ যেমন মাতা সহজেই বুঝিয়া লয় ও তাহার প্রতিকারের চেষ্টা পায়, স্ত্রীরও স্বামীর সহিত তৎকালে সেইরূপ ব্যবহার আবশ্যক। শুধু সখীভাবে সে সহিষ্ণুতা, সে ক্ষমাশীলতা থাকে না, আত্মসম্মানের ত্রুটিতে অধীর হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্য নারীদিগের মাতৃভাব পূর্ব্বোক্ত নানা কারণে ক্ষীণ হইয়াছে, ভোগ বাসনা বাড়িয়াছে, ব্যক্তিত্ব অধিক বিকশিত হইয়াছে—সেই জন্য এরূপ অবশ্যম্ভাবী বিরক্তি-ভাব-প্রসূত অন্যায্য ব্যবহার সহ্য করা তাঁহাদিগের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে—অনেক সময়ে সেই জন্য অশান্তি ও বিরোধ উপস্থিত হয়, ঘাত-প্রতিঘাত বাড়িয়া যায়, ক্রমে গৃহবিচ্ছেদও হইয়া পড়ে, অনেক পাশ্চাত্য উপন্যাসে সেইরূপে গৃহবিচ্ছেদের কথা বিবৃত আছে। সখা-সখীভাবের গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত দাম্পত্য-জীবন সুখ-শান্তিদায়ী না হইবার সম্ভাবনা অধিক থাকে। সুতরাং দেখা যায় যে, পাশ্চাত্য নারীদিগের প্রকৃতিজ মাতৃভাব দীর্ঘকাল অবিবাহিত থাকার কালে ক্ষীণ হইয়া যাওয়ার নিমিত্ত, তৎকালে তাঁহাদিগকে মাতৃভাবের বিরোধী আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করিতে বাধ্য করাও তাঁহাদিগের বিবাহিত জীবন অশান্তিকর করার এক প্রধান কারণ। যাহাতে নারীদিগের প্রকৃতিজ মাতৃভাব ক্ষীণ হইতে না পায়, সেই জন্যই—বিবাহিত জীবন শান্তি ও সুখদায়ী করার জন্যই—অল্প বয়সে, রজঃ আরম্ভের সময় হইতেই, বিবাহ দেওয়া আবশ্যক, ঐরূপ প্রথা তাহাদিগের বিশেষ শুভজনক। বিবাহিত জীবনের সুখ-শান্তিই মনুষ্য-জীবনের প্রধান সুখ, তজ্জন্যই অল্প বয়সে বিবাহ এ দেশে প্রচলিত।

সুতরাং দেখা গেল যে, শরীর-বিজ্ঞানশাস্ত্র বাল্য-বিবাহ দোষাবহ বলে না, বরং নারীদিগের জীবনের সুখ-শান্তির জন্য একান্ত আবশ্যক, তাহাই প্রমাণ করিতেছে। রজঃ আরম্ভের পর বিবাহিত হইতে না

দেওয়াই তাহাদিগের উপর অত্যাচার—বিবাহিত হইতে না দিলে তাহাদিগকে অথবা জীবনের শূন্য হৃদয়ের অশান্তি ভোগ করিতে হয়—বহু অভীপ্সিত তরুণদিগের দ্বারা প্রত্যাখ্যানের অপমান সহ্য করিতে হয়—তজ্জন্য তাহাদিগের হৃদয় বিষাক্ত করা হয়—পুরুষদিগের সহিত বি-সম প্রতিযোগিতায় আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করিতে হয়—তজ্জন্য স্নায়ুবিকার হয়, অধিকাংশকেই অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে গিয়া গোলামীগিরির ফৈজয়তী ভোগ করিতে হয়—উত্তরোত্তর অধিকভাবে তাহাদিগের প্রকৃতিজ মাতৃভাবই ক্ষীণ হইয়া যায়, প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়া ত্যাগের সুখের অভাবে ভোগ-সুখ-প্রবণতা বৃদ্ধি হয়—তজ্জন্য ও সেই মাতৃভাব ক্ষীণ হওয়ার ফলে বিবাহিত জীবন সাধারণতঃ সুখ-শান্তিদায়ী হইতে পায় না—তদবস্থায় নিজেরাও সুখী হন না—স্বামীকেও সুখী করিতে পারেন না। মাতৃত্বের অনুপযোগী হওয়ায় অপত্যপ্রতিপালন কষ্টকর হয় —অপত্যদিগকে বোর্ডিং-স্কুলে পাঠাইতে হয়—অপত্যরা নিকটে না থাকায় ও পিতামাতার সর্ব্বদা যত্ন ভালবাসা না পাওয়ায়, পিতৃ-মাতৃ-ভক্তিরও বিকাশ হইতে পায় না—তজ্জন্য অসুস্থ অবস্থায় ও বার্দ্ধক্যে অপত্যদিগের আন্তরিক যত্ন ও সেবা কেহই পান না—তৎকালে তাঁহাদিগের জীবন নির্জ্জন কারাবাসতুল্য হয়; বৈতনিক বা অবৈতনিক সেবা-সদনে কোন প্রিয়জনের মুখ দেখিতে না পাইয়া পৃথিবী হইতে শেষ বিদায় লইতে হয়। ইহা অপেক্ষা নারী-নির্য্যাতন কি হইতে পারে? সামান্যভাবে ভোগ-সুখে কিছু দিন থিয়েটার দেখিয়া, নাচিয়া গাহিয়া, হৃদয়ের হাহাকার চাপা দেওয়া চলে মাত্র। অল্পমাত্রও ভোগসুখ-দিবার ক্ষমতাই আমাদিগের নাই, বৈতনিক ও অবৈতনিক সেবা সদন নাই বলিলেই চলে, বৈতনিক সেবা-সদনের অর্থ দিবার ক্ষমতাও নাই। সুতরাং আমাদিগের সমাজগঠন ভাঙ্গায় আমাদিগের তরুণীদিগের দুর্গতির যে সীমা থাকিবে না, তাহা পাশ্চাত্যের মোহ অন্ধতায় ও অনুকরণ-প্রিয়তায় আমরা দেখিতেছি না—সে দুর্গতির এখনই যথেষ্ট হইয়াছে।

পাশ্চাত্য প্রথা অনুবর্ত্তন ফলে শুধু নারীদিগের দুর্গতি হইতেছে না, দেশই ধ্বংশপথে চলিয়াছে। আমরা ইংরাজদিগকে দেখিয়া তাহাদিগেরই

মত ভোগ-সুখপ্রয়াসী হইতেছি। অধিক অংশ বিলাসদ্রব্য আমাদিগের প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা না থাকায়, তাহা কেনায় আমরা দেশের ধন-দোহনেরই সাহায্য করিতেছি, আমরা তাহাদিগেরই মত ব্যক্তিতান্ত্রিক হইতেছি, যৌথ পরিবার-প্রথা ভাঙ্গিয়াছি বলিলেই হয়, এমন বিকৃত মনোভাব আনয়ন করিয়াছি যে, যৌথ পরিবারে থাকা প্রায় অসম্ভব হইয়াছে (প্রাচীনপন্থীরাও নব্যতন্ত্রীদিগের অপেক্ষা এ বিষয়ে বিশেষ পশ্চাৎপদ নন)। সুতরাং যাবৎ স্ত্রীপুত্রাদি সম্যক্ প্রতিপালনে-সমর্থ না হন, তাবৎ তরুণরা বিবাহ করিতে চাহিতেছেন না। তরুণীদিগের বিবাহ, সুপাত্রাভাবে, তরুণদিগের উপার্জ্জন ক্ষমতা অভাবে, অসম্ভব হইতেছে Law of Demand and supplyএর জন্য বরপণ ক্রমাগতই বাড়িতেছে (তাহা রেজলিউসন্ পাশ করিয়া যে বন্ধ হইতে পারে না, তাহা কেহ দেখিতেছেন না)। বিবাহের বয়স দ্রুতগতিতে বাড়িতেছে। বহু ধনী ইংলণ্ডেই শতকরা ৭৫·৭টি পঁচিশ বয়স্কা তরুণী, শতকরা ৪৩·৪ ত্রিশ বৎসর বয়স্কা নারী অবিবাহিতা; সুতরাং আমাদিগের দেশে যেখানে গড়পড়তা মাসিক আয় ৪, ৫, ৬, টাকা মাত্র, শতকরা একটিরও মাসিক ১০০ টাকা আয় নাই, সেখানে পাশ্চাত্য মনোভাবাপন্ন হইলে, পাশ্চাত্যের ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজ গঠন করিলে, সকলকেই নিজের উপর নির্ভর করিতে হইলে, যে শতকরা ১·১৫টি তরুণ তরুণীদিগেরও বিবাহ হওয়া অসম্ভব, তাহাও কেহ দেখিতেছেন না। তজ্জন্য লোকসংখ্যা যে দ্রুতগতিতে কমিতে বাধ্য, তাহাও দেখিতেছে না। মুসলমানদিগের দ্রুততর গতিতে সংখ্যাবৃদ্ধিতে হিন্দু নেতারা চিন্তিত দেখা যায়, অথচ যাহাতে আমাদিগের সংখ্যা দ্রুতগতিতে কমিতে বাধ্য, তাহাই অনুমোদিত হইতেছে। অসংখ্য তরুণী কি উপায়েই জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে তাহাও কেহ ভাবিতেছেন না। আমরা অত্যন্ত গরীব বলিয়া পাশ্চাত্যদেশ অপেক্ষা বহু অধিক সংখ্যক নারীকে ভ্রূণহত্যা, গর্ভপাত, জারজ সন্তান ত্যাগ করিতে হইবে,—পেটের দায়ে ভিক্ষা ও বেশ্যাবৃত্তি করিতে হইবে—সুতরাং তাহাদিগের যে দুর্গতির সীমা থাকিবে না, তাহাও কেহ দেখিতেছেন না। এখন পাশ্চাত্য প্রথা

অনুকরণই প্রগতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে এবং এইরূপ প্রগতির নামে সকলেই মুগ্ধ !

দেশের এই দুর্গতি-মোচনের কোন সুচিন্তিত উপায় এ পর্য্যন্ত এ দেশের কোন নেতা উদ্ভাবন করেন নাই—তাহা যে করা প্রধান ও আশু আবশ্যক, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। সকলেই ইংরাজের রাজ্যশাসনের প্রভাব খর্ব্ব করিতেই ব্যস্ত ; কিন্তু ইংরাজ প্রভাব গেলে কি করা উচিত, সে বিষয়ে মতের কোন ঐক্য নাই—ইংরাজের হস্তচ্যুত রাজশক্তি গণতন্ত্রের উপর সমর্পিত করিতে চাহেন। এখনই দেশে যথেষ্ট প্রাদেশিক ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গত রেষারেষি আছে। এ রেষারেষি এত অধিক যে, ইহাকে যদি বৈরিতা বলা হয় ত অসঙ্গত হয় না। ইহাতে যে ইংরাজ-প্রভাব বহুদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে তাহাও ধরিয়া লওয়াই উচিত। কমিউনিষ্ট দল ব্যতীত অন্য সকলেই কেহ ইংলণ্ডে, কেহ বা ইটালীতে কি উপায় অবলম্বিত হইতেছে, কিরূপে শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইতেছে তাহাই করিয়া দেশের দুর্দ্দশা মোচন হইবে মনে করেন। প্রথমতঃ ঐ সকল দেশ শিল্পবিষয়ে যত উন্নত, তাহাও এ দেশে হওয়া বহু কালসাপেক্ষ ; দ্বিতীয়তঃ তাহা করিয়াও তাঁহারা দারিদ্র-সমস্যা, নারী-সমস্যা পূরণ করিতে যে অপারগ, তাহা জগদ্ব্যাপী দারিদ্র ও নারী-সমস্যা স্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে ; সুতরাং আমরা যে সেইরূপ করিয়া দেশের দুর্গতি মোচন করিতে পারিব, বিশেষতঃ এখন, তাহা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। চরকা কাটিয়াও যে বিশেষ কিছু হইতে পারে না—কংগ্রেসের অনুমোদন সত্ত্বেও যে কিছু তাহাতে হইল না—আধঘণ্টা চরকা কাটিতেও লোকে পারিল না তাহাতে কোন লাভ হইল না—লক্ষ লক্ষ চরকা জ্বালানী কাষ্ঠে পরিণত হওয়াতে তাহা প্রমাণ করিতেছে। অথচ আমাদিগের দুর্দ্দশা এত ভীষণ হইতেছে যে, চুপ করিয়া বসিয়া থাকাও চলে না।

আমাদিগের দেশের এইরূপ অশেষ দুর্গতি নিবারণের কোন উপায়ই দেখিতে না পাইয়া একদল তরুণ রুষিয়ার কমিউনিসম্ প্রচলন করিবার উপক্রম করিতেছেন। ঈষৎ ধৈর্য্য সহকারে দেখিলে বুঝা যায় যে, স্বাবলম্বী ভারতের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহারা কমিউনিসম্ প্রচলন করিতে পারিবেন,

তাহা সুদূর ভবিষ্যতেও অসম্ভব। দেশে এত অধিক বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে—এত অধিক বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে (লোকগণনার হিসাবে পাওয়া যায়, ২২২টি), তাহাদিগের মনোভাব, জীবনযাপনপ্রণালী, জীবনাদর্শ, ধর্ম্মবিশ্বাস, আচার-ব্যবহার, চিন্তার ধারা এত বিভিন্ন যে, কোনকালে তাহাদিগের ভিতর একটি প্রধান অংশ ঐ মতাবলম্বী হইয়া একজোটে কার্য্য করিতে পারিবে, তাহা অসম্ভব ; সমস্ত ধনশালী লোক তাহাদিগের বিপক্ষতাচরণ করিবে—ইংরাজদিগের সাহায্য করিবে। সুতরাং এরূপ চেষ্টা করার ফলে কেবল দেশের লোকদিগের দুর্গতি বৃদ্ধি অশান্তি বৃদ্ধি হইবে।

কিন্তু যদি মনে রাখি যে, ভারতে বহুকালব্যাপী অরাজকতা সত্ত্বেও তাহার সভ্যতা অক্ষুণ্ণ ছিল, তখন বুঝিতে হইবে, তাহার সঞ্জীবনী শক্তি তাহার সমাজগঠনেই নিহিত ছিল—শাসন প্রণালীতে নহে ; এবং সেই সমাজগঠনের একটি মূল ভিত্তি যৌথ-পরিবার প্রথা। একা যাহা করা অসম্ভব, অনেকের সমবেত চেষ্টায় তাহা প্রত্যেকের পক্ষেই সম্ভব হয়—তাহাই সমবায় প্রথার মূলমন্ত্র। কমিউনিজমের মূলমন্ত্র—from each according to his ability—to each according to his needs—প্রত্যেকেই সকলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, প্রত্যেকেই তাহার যাহা আবশ্যক, তাহা পাইবে। এই দুই প্রথার মূল-মন্ত্রের সাহায্য আমাদিগের যৌথ পরিবার প্রথায় পাওয়া যায়—উপরন্তু ভালবাসার সাহায্যও পাওয়া যায়—যাহা ঐ পাশ্চাত্য প্রথায় পাওয়া যায় না। আর কমিউনিষ্ট সম্প্রদায় দেখিবেন যে, রুষিয়া পাঁচ সাতটি কমিউনে বিভক্ত—কিন্তু প্রত্যেক যৌথ পরিবার এক একটি বিভিন্ন কমিউন বলিয়া ভারত অসংখ্য কমিউনে বিভক্ত ছিল—রুষিয়া ও ভারতে প্রভেদ এইটুকু মাত্র। এইরূপ হওয়ায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল—যাহা রুষিয়াতে লোপ হইয়াছে ; সকলেই খাইতে পারিতে পাইত—সকলেই বিবাহ করিতে পারিত—নারীরা মাতা হইয়া স্বামী-পুত্রকে ভালবাসিয়া সুখী হইতে পারিত—জীবনের মুখ্য অভাব খাইতে পরিতে পাওয়া, ভালবাসা পাওয়া, ভালবাসিতে পাওয়া,—তাহাও পূরণ হইত ;

জীবনে সকলেরই আনন্দ ও শান্তি ছিল। এই যৌথ পরিবার প্রথা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা পুরাণ পড়ার মত আমাদিগের সহজসাধ্য, ইহার নিমিত্ত রাজসরকারের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না; যে ভোগাসক্তিবৃদ্ধি আমাদিগের সর্ব্বনাশের প্রধান কারণ—তাহাও ইহাতে নিবারিত হয় ও ইহা আশু ফলদায়ী। আপাততঃ দেশশুদ্ধ একটা কমিউন করিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া সর্ব্বত্র পৃথক্ পৃথক্ অসংখ্য কমিউন (অর্থাৎ যৌথ পরিবার ও তৎসাপেক্ষ শিক্ষা) প্রবর্ত্তিত করুন, তাহা হইলেই দেশের যথেষ্ট আশু মঙ্গলসাধন করিতে পারিবেন—অনেকেরই জীবনের দুঃসহভার লাঘব করিতে পারিবেন—স্ত্রী-পুত্রপালনসমর্থ পাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধিতে বরপণও কমিবে, তরুণ-তরুণীদিগের বিবাহ হইতে পারিবে—প্রাণ ভরিয়া ভালবাসার প্রকৃষ্ট সময় যৌবন বৃথা কাটিয়া যাইবে না—জীবন সর্ব্বদাই দুশ্চিন্তাভার-গ্রস্ত থাকিবে না। জাপানের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রীর সামান্য বিছানা ও সামান্য পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত কোন আসবাবপত্র নাই। দেশব্যাপী হাহাকার নিবারণের জন্য, নিকট আত্মীয় প্রতিপালনের জন্য গরীব পরাধীন জাতির ভোগ্য, তুচ্ছ বিলাসিতা ত্যাগও কি আমরা করিতে পারিব না? এই যৌথ পরিবার প্রথা স্থাপিত করিতে হইলে বাল্য বিবাহও আবশ্যক। বধূরা স্বামীর বংশের পোষ্যকন্যা, তজ্জন্যই বিবাহের পর তাহাদিগের গোত্র-পরিবর্ত্তন হয়, অল্প বয়স ভিন্ন অন্য পরিবারে কেহ একীভূত হইতে পারে না, তাহাও যেন আমরা মনে রাখি। যাহা আমাদিগের দুর্গতি-মোচনের একমাত্র উপায়—কেহ এ পর্য্যন্ত অন্য উপায় দেখাইতে পারেন নাই—আমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাই দুঃসাধ্য করিয়া সংস্কারক সাজিতেছেন।

দশম প্রবন্ধ

পাশ্চাত্যে বহুসংখ্যক নারী বহুকাল অবিবাহিত থাকে বলিয়া তৎকালে তাহারা কাম ও মাতৃত্ব উভয় হইতেই বঞ্চিত হয়, না হয়, যথেচ্ছা কাম উপভোগ করিয়া একটি অভাব মোচন করিতে হয়। সেরূপ করায় গর্ভ হইয়া পড়ে, তজ্জন্য ভ্রূণ-হত্যা করিতে হয়—পাশ্চাত্যে তাহা কত অধিকপরিমাণে হয়, তাহা চতুর্থ প্রবন্ধে দেখাইয়াছি—অথবা জারজ সন্তান একা পালন করিতে হয়—অথবা সন্তান ত্যাগ করিতে হয়। ঐ সন্তানদিগের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। সেই জন্যই এখন প্রধানতঃ গর্ভনিরোধ প্রথা অবলম্বন করিয়া যথেচ্ছা কাম উপভোগ করা বিধেয় এবং তাহা নারী-স্বত্বপ্রসার বলিয়া প্রচার করা হইতেছে। পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় অর্থোপার্জ্জন করিবার অধিকার দেওয়াও তাহাদিগকে ধনী প্রভুদিগের দাসত্বজালে আবদ্ধ করিবার ছলনামাত্র তাহাতে তাঁহাদিগের দুর্গতি বৃদ্ধি করাই হইতেছে, এইরূপে যথেচ্ছ কাম উপভোগের অধিকার লাভে তাহাদিগের দুর্গতি যে আরও অধিক বৃদ্ধি হইতেছে—দেশেরও প্রভূত অমঙ্গল সাধিত হইতেছে, তাহা এখন দেখাইতেছি।

যত অধিক নারী গর্ভনিরোধপ্রথা অবলম্বন করিয়া যথেচ্ছা কাম উপভোগ করিবে, ততই বিবাহসংখ্যা কমিবে। কারণ, পুরুষদিগকে আর কামের তাড়নায় বিবাহ করিতে হইবে না। যতদিন নারীরা বিবাহ ব্যতিরেকে কাম উপভোগ করা দূষণীয় এই সামাজিক বিধি মানিয়া চলিত, তত দিন পুরুষদিগকে কাম উপভোগ করিতে, হয় বিবাহ করিতে হইত, না হয়, বেশ্যাগমন করিতে হইত। বেশ্যাগমনে অর্থব্যয় আছে—যৌনব্যাধি ভুগিবার ভয় আছে—ঘৃণিত সংসর্গের বিরক্তি আছে—বদ্‌মায়েস দ্বারা নানারূপে বিপদ্‌গ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা ও ভয় আছে। নারীরা পূর্ব্বপ্রচলিত সামাজিক বিধি না মানিলে পুরুষদিগকে আর বেশ্যা-গমন করিতে হইবে না, বহু নারী উপভোগ করিবার সুবিধা পাইবে;

স্মুতরাং বিবাহ করিয়া স্ত্রী অপত্যাদি প্রতিপালনের ভার বহন করিবার আবশ্যকতা থাকিবে না। স্মুতরাং অধিকাংশ পুরুষই বিবাহ করিতে চাহিবে না। যত বিবাহসংখ্যা কম হইবে, ততই অধিকসংখ্যক নারী-দিগকে পুরুষদিগের সহিত বি-সম প্রতিযোগিতায় অর্থোপার্জ্জন ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইতে হইবে—ততই তাহাদিগের স্নায়ুবিকৃতি হইবে, ততই তাহাদিগের প্রকৃতিজ মাতৃভাব পিষিয়া নিষ্কাশিত হইবে—ততই তাহারা গৃহস্থালীর কর্ম্ম করিবার অনুপযুক্ত হইয়া পড়িবে—ততই তাহারা পরে বিবাহিত হইয়াও স্মুখী হইতে পারিবে না—স্বামী অপত্যকে স্মুখী করিতে অপারগ হইয়া পড়িবে—ততই তাহাদিগের জীবন অশান্তিকর হইয়া উঠিবে, ততই পুরুষরা স্বয়ং উপার্জ্জনশীল নারী উপভোগ করিবার স্মুবিধা পাইবে। এরূপ হওয়ায় পুরুষদিগেরই স্মুবিধা বৃদ্ধি হইবে, স্ত্রী ও অপত্যাদিপালনভার বহন হইতে তাহারা মুক্তি পাইবে, জন্মসংখ্যাও কমিবে, অপত্যরা পিতার আন্তরিক যত্ন ভালবাসা ও সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে। নারীরা মাতৃত্বের স্মুখবোধ হইতে উত্তরোত্তর অধিকভাবে বঞ্চিত হইবে—অপত্যদিগের পিতৃমাতৃভক্তি উদ্দীপিত হইবে না—বৃদ্ধ বয়স ও অস্মুস্থ অবস্থা, সকলেরই,—কি পুরুষ কি স্ত্রী—বিশেষতঃ অর্থ-সচ্ছলতা-শূন্য লোকদিগের—এ দেশে ঐরূপ লোকই শতকরা প্রায় ৯৭।৯৮টি—অত্যন্ত কষ্টকর—নির্জ্জন কারাবাসতুল্য হইবে স্মুতরাং ইহা নারীস্বত্বপ্রসার নয়,—নারীনির্য্যাতনের প্রকৃষ্ট উপায়।

ইহার নিমিত্ত লোকসংখ্যাও কমিবে, তজ্জন্য ও অন্যান্য কারণে সমাজের পক্ষেও ঘোর অনিষ্টকর এইরূপ প্রথা অবলম্বন করার ফলে আর একটি কারণেও বিবাহসংখ্যা কমিবে। পুরুষরা যখন দেখিবে নারীরা যথেচ্ছা কাম উপভোগ করিয়া থাকেন, বিবাহের পরও যে তাঁহারা তাহা করিবেন না, তাহা সহজে বিশ্বাস করিতে পারিবে না। পরকীয়া প্রেমের আকর্ষণ এত প্রবল যে, তাহা যে উপভোগ করিয়াছে, বিশেষতঃ তাহার পক্ষে তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া বড় কঠিন। স্ত্রীর চরিত্রদোষ সচরাচর পুরুষরা সহ্য করিতে পারে না। যাহাকে অপত্য প্রতিপালনের ভার লইতে হয়, সে তাহার স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান যে তাহার ঔরসজাত, তদ্বিষয়ে

নিঃসন্দেহ থাকিতে চায়। পরের ঔরসজাত সন্তানকে নিজের সন্তান বলিয়া সচরাচর কেহ প্রতিপালন করিতে চাহে না, করিতে বাধ্য করাও ন্যায়সঙ্গত নয়। নারীদিগের যথেচ্ছ কাম উপভোগের স্বাধীনতা স্বীকারে পুরুষরা সচরাচরই স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ থাকিবে, এইরূপ সন্দিগ্ধতাও পুরুষদিগকে বিবাহ করিতে নিবৃত্ত করে—পাশ্চাত্য দেশে তাহাও করিতেছে। আবার এই সন্দিগ্ধতা বিবাহিত জীবনকে ঘোর অশান্তিকর করে, মহাত্মা টল্‌ষ্টয় তাঁহার Kreutzer Sonata নামক পুস্তকে তাহা দেখাইয়াছেন। সুতরাং ইহার ফলে যে বিবাহসংখ্যা আরও কমিবে, বিবাহ আরও অশান্তিকর হইবে, পরস্পর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল প্রণয়—যাহা মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ—যাহা ইহ-জীবনের শান্তি-তৃপ্তির প্রধান উৎস, তাহা হইতে লোক অধিকভাবে বঞ্চিত হইবে। ইহা অপেক্ষা লোকের দুর্ভাগ্য, সমাজের পক্ষে অমঙ্গল, কি হইতে পারে? পাশ্চাত্যদেশে তাহাই হইতেছে। প্রথম যৌবনে যখন প্রাণ-মন ঢালিয়া ভালবাসিবার প্রবৃত্তি প্রকৃতি হইতেই আইসে, তখন ধনীদিগের বিলাসভোগ দেখিয়া লোক সাধ্যাতিরিক্ত বিলাসপ্রবণ হওয়ায় বিবাহ করিল না, অর্থ ও বিলাসভোগই তাহাদিগের প্রধান কাম্য হইয়া পড়িল। নারীদের অর্থো-পার্জ্জনের ও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টায় তাঁহাদিগের মাতৃত্বের অঙ্গীভূত পরার্থপরতাও সঙ্কুচিত হইল; সুতরাং সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ও ত্যাগধর্ম্মী প্রকৃত ভালবাসারই বিকাশ পাশ্চাত্যদেশে হইতে পাইতেছে না, অনেকে তাহা দেখিতেছেন; Ellen Key তাঁহার জগদ্বিখ্যাত Love and marriage নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—"People are forgetting the meaning of the idea of love. People of the present day are excluded from love, not merely from the possibility of realising it in marriage, but also the possibility of fully experiencing it লোকে ভালবাসার অর্থই ভুলিয়া যাইতেছে। এ কালের লোকেরা ভালবাসা হইতেই বঞ্চিত হইতেছে।—শুধু যে বিবাহ করিয়া ভালবাসা উপভোগ করিতে পায় না, তাহা নহে—কোথাও তাহা পায় না (Chapter V. P. 171) এই জন্য এ কালের পাশ্চত্য সাহিত্য

নৈরাশ্যপূর্ণ (Pessimistic)। আত্মহারা ভালবাসা পাইলে ও ভালবাসিতে পাইলেই জীবন সরস থাকে—উপভোগ্য থাকে, তদভাবে হৃদয়ই শুষ্ক হয়, জীবনই মরুময় হইয়া যায়। ইহা অপেক্ষা ঘোর অনিষ্ট কি হইতে পারে? এ কালের সকল চিন্তাশীল পাশ্চাত্য লেখকই পাশ্চাত্যদিগের জীবনে যে হৃদয়ের আবেগ নাই—বিশ্বাস নাই—তৃপ্তি নাই—সন্তোষ নাই—প্রকৃত আনন্দ নাই—কোন মহদুদ্দেশ্য নাই—কোন স্থিরলক্ষ্য নাই—তাহারা সকলেই ধনোপার্জ্জনকারী যন্ত্রের অঙ্গে পরিণত হইতেছে—কেবল বিলাস ও উত্তেজনাপ্রয়াসী হইতেছে বা অপরাপর জাতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া অধিক ধনী হইবার প্রয়াসী ও অধিক লোকহত্যাকারী যন্ত্র ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া তাহারা যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি, তাহা প্রমাণ করিতে উদ্যত হইতেছে—তাহা দেখিতেছেন। কিন্তু আমাদিগের নব্যতন্ত্রী শিক্ষিত তরুণ পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইয়া পড়ায় ভোগের উপকরণ—অর্থাভাবে—তাহাদিগের দুর্দ্দশার অত্যধিক বৃদ্ধি হইতেছে।

এখন দেখা যাউক, বিবাহের উদ্দেশ্য কি ও কাহাদের মঙ্গলের জন্য ইহা প্রধানতঃ আবশ্যক এবং প্রকৃতির ধারা পর্য্যবেক্ষণে এ বিষয়ে কোন আলোক পাওয়া যায় কি না।

জীবসৃষ্টিতে এক কোষিক জীব হইতে আরম্ভ করিয়া সরীসৃপ পর্য্যন্ত (Reptilia) সকল জীবই বহু সন্তান—সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ সন্তান প্রসব করে। তাহাদিগের মাতা বা পিতা তাহাদিগের কোন যত্ন লয় না। জীব-জগতের ক্রমবিকাশে উভচরে (amphibia) আসিয়া—কোন কোন পণ্ডিতের মতে সরীসৃপে আসিয়া—ক্রমবিকাশ যেন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়—এক দিকে পক্ষিশ্রেণীতে, অন্যদিকে স্তন্যপায়ী জীবে পরিণত হয়। ক্রমবিকাশের ধারায় এইখানে আসিয়া আমরা প্রথমে মাতৃপক্ষীকে ও মাতৃজন্তুকে শাবকদিগের বিশেষ যত্ন লইতে দেখিতে পাই। আর দেখিতে পাই যে, এক্ষেত্রে আর সহস্র সহস্র শাবক হয় না—বিশ, ত্রিশটি—ক্রমে দুই একটিমাত্র শাবক হয়—যথা হাঁস, মুরগী, শূকর—পায়রা, চড়ুই, সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদি।

নিম্ন শ্রেণীর জীবদিগের মাতা বা পিতা কেহ শাবকদিগের কোন যত্ন

লয় না বলিয়া বহু শাবকই মরিয়া যায় ; সুতরাং জীবসৃষ্টি-রক্ষার্থে প্রকৃতি তাহাদিগকে বহু শাবকপ্রসবকারিণী করিয়াছেন—যখন মাতা জীব সন্তানদিগের যত্ন লয়, তখন মাতার সাহায্য পাওয়ায় অনেক শাবক বাঁচিতে পারে, সুতরাং সৃষ্টিরক্ষার্থে অত অধিকসংখ্যক শাবক হইবার আবশ্যক থাকে না বলিয়াই শাবকসংখ্যা কম হইয়া যায়। এই সকল শাবকও কতক পরিমাণে অসহায় অবস্থায় জন্মায়—সুতরাং মাতাদিগের সাহায্যও আবশ্যক হয়। ক্রমবিকাশের জীবসৃষ্টিতে এইখানে আসিয়াই প্রথম মাতৃত্বের প্রকাশ দেখা যায়। এই মাতৃত্বেই প্রথম পরার্থপরতার বিকাশ পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহার পূর্ব্বে কেহ অপরের জন্য কোন কার্য্য করিত না—কোন কষ্ট স্বীকার করিত না। অসহায় শাবকরা তাহাদিগের অসহায়ত্বের গুপ্ত শক্তির দ্বারাই যেন স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে পরার্থপরতা, ভালবাসা টানিয়া আনিল---অপত্যস্নেহেই ভালবাসার জন্ম পৃথিবীতে হইল।

আবার দেখিতে পাওয়া যায়, কতক শ্রেণীর পক্ষীর (কতক জন্তু-দিগেরও) শাবক সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় জন্মায় এবং দীর্ঘকাল ঐরূপ অসহায় অবস্থায় থাকে, যথা—পায়রা, ঘুঘু, চিল, চড়ুই ইত্যাদি। আর কতক শ্রেণীর পক্ষীর শাবকরা অত অসহায় অবস্থায় জন্মায় না ও ঐরূপ অসহায় অবস্থায় বহুকাল থাকে না, যথা—মুরগী, হাঁস। তাহারা চলিতে পারে—আহার সংগ্রহও করিতে পারে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর পক্ষী-দিগের অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যায় শাবক জন্মায়। তাহারা কেবল মাতা পক্ষীদিগের সাহায্য পায় এবং তাহারা প্রজনন ক্রিয়ায় যথেচ্ছাচারী। প্রথম শ্রেণীর পক্ষীদিগের একটি, তুইটি, তিনটিমাত্র শাবক জন্মায়—তাহাদিগের পিতা পক্ষীরা তাহাদিগের আহার জোগাইবার ভার লয় এবং পিতা ও মাতা পক্ষী একত্রে বিবাহিতের মত জোড়া জোড়া থাকে। তাহাদিগের—বিশেষতঃ মাতা পক্ষীদিগের—ব্যভিচারদোষ প্রায় দেখা যায় না। সুতরাং প্রকৃতির কার্য্য দেখিয়া বুঝা যায় যে, দীর্ঘকাল অসহায় শাবক পালনের সুবিধার জন্যই পিতা-পক্ষীর সাহায্য আবশ্যক এবং তজ্জন্যই পিতা ও মাতা পক্ষীর একত্রে স্থায়িভাবে সহবাস বা বিবাহও

আবশ্যক ; তদভাবে দীর্ঘকাল অসহায় শাবক প্রতিপালনের ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার এক মাতা-পক্ষীর উপর পড়িত—তাহাতে তাহার অতিশয় কষ্ট হইত—শাবকদিগেরও অতিশয় দুর্গতি হইত—অধিকাংশই মরিয়া যাইত—সৃষ্টিলোপ হইবার সম্ভাবনা হইত। যেখানে শাবকরা পিতা পক্ষীর (বা জন্তুর) সাহায্য পায় না, সেখানে প্রকৃতি সৃষ্টিরক্ষার্থে মাতা-পক্ষীকে বহু সন্তানপ্রসবকারিণী করিয়াছেন। জীবসৃষ্টির ক্রমবিকাশে এইখানে আসিয়া প্রথম পিতৃত্বের বিকাশ হইল—পুরুষ-পক্ষীর (বা জন্তুর) ভিতর প্রথম পরের জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে দেখিতে পাওয়া গেল—অর্থাৎ পরার্থপরতা দেখা গেল।

আবার দেখা যায়, যে সকল পক্ষী স্থায়িভাবে জোড়া জোড়া হইয়া একত্রে থাকে, উভয়ে মিলিয়া একত্রে শাবক পালন করে, তাহাদিগের ভিতর দাম্পত্য-প্রেমেরও অধিক বিকাশ হয়—এমন কি, একের মৃত্যুতে অপরকে মৃত্যুকেও বরণ করিতে দেখা যায়। (চক্রবাক-চক্রবাকীর কথা যেন মনে থাকে) এরূপ প্রগাঢ় প্রেম কোন যথেচ্ছাবিহারী জীবে দেখা যায় না। সুতরাং যৌন প্রেমের প্রকৃষ্ট বিকাশও বিবাহেই সম্ভব, তাহা বুঝা যায় ; পরার্থপরতাও এইরূপে প্রসার পায়। ভালবাসা বলিতে তরুণরা সচরাচর যৌন প্রেমই বোঝেন, তাহারই উপভোগপ্রয়াসী। তাহার শ্রেষ্ঠ উপভোগ যে বিবাহেই সম্ভব, তাহা মনে রাখিলে দুর্নীতি প্রশ্রয় পায় না, তরুণীরাও অবশ্যম্ভাবী দুর্গতি হইতে মুক্তি পাইতে পারেন।

Westermarck তাঁহার Evolution of marriage নামক বিখ্যাত পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, সকল অসভ্য সমাজেই কোন না কোন প্রকার বিবাহপ্রথা আছে ; কিন্তু অনেকের ভিতর দাম্পত্য প্রণয় নাই বলিলেই চলে। পুরুষ স্ত্রীর প্রতি যথেষ্ট দুর্ব্ব্যবহার করে, কিন্তু সন্তানদিগকে যথেষ্ট যত্ন করে। ইহা হইতে মনে হয় যে, দাম্পত্য-প্রেমের পূর্ব্বে অপত্য-স্নেহের বিকাশ হইয়াছে এবং অসহায় শিশুর প্রতি ভালবাসা ও যত্ন, পুরুষ ও নারীর কামজ আকর্ষণকে পরার্থপর ভালবাসায় পরিণত করে ও স্বর্গসুখাবহ অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধে। এই জন্যই অপত্যকে Pledge

of love (ভালবাসার জামিন) বলে। অপত্যদিগের প্রতি উভয়ের ভালবাসার জন্য পরস্পরের ব্যবহারের ত্রুটি সহ্য করিবার প্রবৃত্তি হয়, এবং ইহাই লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিম বাবু "কৃষ্ণকান্তের উইলে" এ গোবিন্দলাল যখন ভ্রমরকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন ভ্রমরকে তাহার বহুকাল পূর্ব্বে মৃত শিশুর জন্য শোক প্রকাশ করাইয়াছেন। অপত্যরা যে দাম্পত্য-প্রেম স্থায়ী ও দৃঢ় করে, তাহা বোধ হয় সকল দীর্ঘকাল বিবাহিত অপত্যের পিতা-মাতাই স্বীকার করেন এবং তজ্জন্যই আমাদিগের প্রবীণারা কন্যা ও বধূদিগের অপত্য কামনা করিতেন বা করেন, তরুণরা তাহা বুঝেন না বলিয়া সন্তানদিগকে দাম্পত্য প্রেম উপভোগের বিঘ্ন মনে করেন।

পরার্থপরতা, পক্ষীতে অপত্য-স্নেহে ও দাম্পত্য-প্রেমে পর্য্যবসিত বলা চলে—তদপেক্ষা অতি অল্প বিকাশ দেখা যায়। কিন্তু পক্ষি-শাবক অপেক্ষা মনুষ্য-শিশু বহু দীর্ঘকাল অসহায় থাকে এবং তাহারই ভিতর অন্য শিশু জন্মায় বলিয়া মানুষের ভিতর পরার্থপরতা আরও অধিক বিকশিত হইয়াছে। সন্তানরা বহুকাল একত্রে পিতামাতার অধীনে থাকায় তাহারাও পরস্পর যত্নসাহায্যশীল হয়—পরার্থপরতার বিকাশ আর এক সোপান অতিক্রম করে।

দীর্ঘকাল পিতা-মাতার আন্তরিক যত্ন, সেবা ও সাহায্য পাইয়া সন্তানরা মাতা-পিতাকে ভালবাসিতে—যত্ন-সেবা করিতে শিখে। বিশেষতঃ সেই সন্তানরা যখন নিজে পিতা ও মাতা হয় নিজেদের অপত্য-দিগের প্রতি কিরূপ ভালবাসা হয়, তাহারা নিজেদের অপত্যদিগের নিকট কিরূপ ব্যবহার প্রত্যশা করে, তাহা বুঝে, তখন তাহাদিগের পিতৃ-মাতৃভক্তিও দৃঢ় হয়—ভালবাসা—পরার্থপরতা ঊর্দ্ধগামী হয় এবং অপত্যদিগের যত্ন, সেবা ও সাহায্য পাওয়ায় বৃদ্ধবয়স ও অসুস্থ অবস্থা, যাহা মনুষ্য জীবনে বহুদীর্ঘ কালস্থায়ী যখন পরের যত্ন, সেবা, সাহায্য পাওয়া বিশেষ আবশ্যক হয়,—ভীষণ কষ্টকর হয় না—নির্জ্জন কারাবাসতুল্য হয় না—তাহাদিগের আন্তরিক যত্ন ও সেবা পাইয়া জীবনে শান্তি ও তৃপ্তি থাকে। গরীবদিগের পক্ষে—আমাদিগের দেশের শতকরা ৯৫টী গরীব বলা যাইতে পারে—বৃদ্ধবয়স ও অসুস্থ অবস্থায় অপত্যদিগের আন্তরিক

যত্ন ও সেবা সাহায্য না পাইলে কি ভীষণ কষ্টকর—তাহাদিগের সেবা ও সাহায্য পাওয়া যে একান্ত আবশ্যক তাহা না তরুণরা, না অবস্থাপন্ন নব্যতন্ত্রী শিক্ষিত সম্প্রদায়, সম্যক্ উপলব্ধি করেন। আমাদিগের না আছে হাঁসপাতাল—না আছে আতুরাশ্রম—তাহা করিবারও সামর্থ্য সুদূরভবিষ্যতেও অল্পই আছে।

নিজের অপত্যদিগের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা আছে বলিয়া—নিজেদের অপত্যাদির পীড়া ও মৃত্যুতে নিজেদের কিরূপ কষ্ট হয় দেখিয়াই অপরের অপত্যাদির পীড়া ও মৃত্যুতে তাহাদিগের প্রতি সহানুভূতি হয়—তাহাদিগকে সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি হয়। এখন আমরা অনেক উন্নত হইয়াছি—আমাদিগের সহানুভূতির—পরার্থপরতার অধিক বিকাশ হইয়াছে বলিয়া আমরা ভুক্তভোগী না হইয়াও সহানুভূতিশীল হইয়াছি; কিন্তু পরার্থপরতার সহজ বিকাশ নিজের অনুভূতি হইতেই হইয়াছে। এখনও অভুক্তভোগীর সহানুভূতিতে সে আন্তরিকতা দেখা যায় না; সুতরাং তত তৃপ্তিদায়ী হয় না।

অপত্যবৎসল মাতা-পিতার পক্ষে অপত্যদিগের মৃত্যুর অপেক্ষা হৃদয়-বিদারক যন্ত্রণাভোগ অতি অল্পই আছে। এই মৃত্যুর দ্বারা যত অধিক ও ব্যাপকভাবে সহানুভূতি ও পরার্থপরতার বিকাশ হইয়াছে, অন্য কিছুতেই সেরূপ হয় নাই। ইহাতে ধন-মান-পদের গর্ব্ব ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া যায়—অহমিকা চূর্ণ হইয়া যায়। দীন-দরিদ্র, ধনী, পাপী, ধার্ম্মিক, রাজা, প্রজা, প্রভু, ভৃত্য সকলেই শোকসূত্রে গ্রথিত। পৃথিবীতে যদি শোক—বিশেষতঃ অকাল মৃত্যু না থাকিত, পৃথিবী কত সহানুভূতিহীন ও কঠোরতাগ্রস্ত হইত—জীবন সহানুভূতি-বিহীনতায় কত দুঃসহ হইত, তাহা আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করি না। শোকের মত প্রকৃত মহাশিক্ষক আর নাই। যে জীবনে শোক পায় নাই, তাহার প্রকৃত শিক্ষা হইয়াছে কি না সন্দেহ—তাহার সহানুভূতিতে আন্তরিকতার অভাব থাকে, যাহার জন্য তাহা দেখান হয় তাহা কষ্ট-নিবারক হইলেও সেরূপ তৃপ্তিদায়ী হয় না।

অপত্যপালন হইতে সহ্যগুণের, কষ্টসহিষ্ণুতারও বিকাশ হয়। অপত্যদিগের ভাবী দুঃখ-কষ্ট নিবারণ করিবার জন্যই পিতা মাতারা

ভবিষ্যতের জন্য পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত করিতে শিখে—তাহার জন্য কষ্ট স্বীকার করে—পক্ষীরা নীড় বাঁধে—লোক সঞ্চয়শীল হয়—সতর্কতারও বৃদ্ধি হয়। সেই জন্যই দেখা যায়, অবিবাহিতরা সচরাচর মিতব্যয়ী হয় না—তাহারা হঠকারী হয়। অবিবাহিতরা খালি জাহাজের মত অল্প তুফানে বিপর্য্যস্ত হয়—জাহাজের পক্ষে ভারের (ballast) মতন স্ত্রী বা স্বামীর অপত্যের একান্ত আবশ্যক। বিবাহের পর—অপত্য জন্মাইবার পর, লোক আর শুধু নিজের জন্য কার্য্য করে না—নিজের স্ত্রী বা স্বামী ও অপত্যদিগের সকলের শুভাশুভ দেখিয়া কার্য্য করে অর্থাৎ আমিত্বের প্রসার হয়—আমি যেন আর শুধু আমি থাকি না—স্ত্রী বা স্বামী, অপত্য ও আমি সকলকে জড়াইয়া যেন এক বড় আমি হই।

বেদান্তমতে এই আমিত্বের প্রসার যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত হয়, যখন আমার ইচ্ছা, চিন্তা ও কার্য্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গলের জন্য পরিচালিত হয়, তখনই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "তৎ ত্বমসি" "একমেবাদ্বিতীয়ং" সম্যক উপলব্ধি হয়—তাহা স্থায়িভাবে হওয়াই মুক্তি। আমাদিগের উন্নতির চরম লক্ষ্যই সেই উপলব্ধিতে তখনই সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়—পরমানন্দ উপভোগ হয়। এই আমিত্বের প্রসারই উন্নতির মাপকাঠী, আমরা যখন স্বামী বা স্ত্রী অপত্যদিগকে প্রগাঢ় ভালবাসার ফলে আমার পৃথক ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া তাহার সহিত একীভূত হই, তখনই আমরা জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখী হই। ইহাই আমিত্বের প্রসারের সুখ—সমাধি অবস্থায় সকলের সহিত একীভূত হওয়ার সুখের স্বল্প আভাস মাত্র।

বিবাহই এই আমিত্বপ্রসারের প্রধান ও সহজ উপায়। এই প্রসার-প্রাপ্তিই হিন্দুর জীবনের লক্ষ্য—তাহাই প্রকৃত উন্নতি বলিয়া গণ্য। প্রকৃতির ধারা পর্য্যালোচনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই প্রসারপ্রাপ্তি বিবাহের দ্বারা সহজে হয়—সেইজন্য হিন্দুমতে বিবাহ অবশ্যকর্ত্তব্য সংস্কার। বিবাহ আদিকাল হইতে আছে বলিয়া মনুষ্য-সমাজে পরার্থপরতার সহজ বিকাশ হইতে পাইয়াছে—মনুষ্য-সমাজ এত উন্নত হইয়াছে।

পরার্থপরতা আছে বলিয়াই মনুষ্য-জীবন উপভোগ্য আছে। পরার্থ-

পরতার আবশ্যকতা স্বীকৃত বলিয়া শিক্ষার দ্বারা তাহার বিকাশ করা হয়। স্বদেশ-প্রেম, হিতৈষিতা, দয়া, দান, ভালবাসা, ভক্তি—পরার্থ-পরতার অঙ্গ। পরার্থপরতা সমাজের—নিজের পক্ষেও কত শুভজনক, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়—কতকটা বুঝিলেও পরার্থপর হওয়া দুরূহ—স্বার্থপরতা তাহার ব্যাঘাত করে। পরার্থপরতা ও স্বার্থ-পরতা কেন্দ্রগ ও কেন্দ্রাতিগ (centripetal and centrifugal) শক্তির ন্যায়—আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ন্যায়, একই সময়ে কার্য্য করিয়া জগৎ ধারণ করিয়া আছে। স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার সামঞ্জস্য করিতে জীবনে সকলকেই চেষ্টা করিতে হয় ; কিন্তু তাহা বড় কঠিন সমস্যা। সচরাচর লোকের পক্ষে তাহার সম্যক্ সামঞ্জস্য করা সম্ভবপর নয়। শুনিয়া শেখা—শিক্ষার দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ-পরার্থপরতা কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে ভুল অধিক হয়। পাশ্চাত্যের পরার্থপরতা অধিকাংশই শুনিয়া শেখা পরার্থপরতা বলিয়া তাহার বিকৃত বিকাশ হইয়াছে—বিকট বা বিকৃত স্বদেশভক্তিতে পরিণত হইয়াছে। তজ্জন্য অন্য দেশ জয় করিয়া স্বদেশের ধন ও গৌরব বৃদ্ধি করিবার প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হইয়াছে—পৃথিবীশুদ্ধ লোকের জীবন-ভীষণ অশান্তিকর ও কষ্টকর করিয়া তুলিয়াছে। প্রকৃতির নিয়মে বিবাহ করিয়া অপত্যপালন করিয়া যে পরার্থপরতার সহজ বিকাশ হয়, তাহা ধাপে ধাপে আত্মীয়-স্বজাতিতে, স্বজনে, স্বগ্রামে, স্বদেশে সর্ব্বমানবে প্রসারিত হইলে তাহা ঐরূপ বিকৃত হয় না, সকলের জীবনে শান্তি-তৃপ্তি বর্ষণ করে। সেই জন্য একালের পাশ্চাত্য সভ্যতাবিস্তৃতির জন্য যেরূপ প্রায় সকল লোকের জীবন অশান্তিকর করিতেছে, সকল দেশই যেরূপ পরস্পরের ধ্বংসে প্রবৃত্ত সৈন্য আবাসে পরিণত করিয়াছে, হিন্দুসভ্যতার বিস্তৃতিকালে তাহা হয় নাই—সকলের জীবনে শান্তি ও সুবিধা বৃদ্ধিই করিয়াছিল।

প্রকৃতির ধারা পর্য্যালোচনায় আরও পাওয়া যায় যে, যে সকল পক্ষীর ও জন্তুর শাবকরা অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় জন্মায় ও কিছুকাল অসহায় অবস্থায় থাকে, তাহারা জোড়া-জোড়াই থাকে ও ঐ সকল শাবকের মাতাদিগের ব্যভিচারদোষ প্রায় দেখা যায় না। পিতৃ-পক্ষীর (বা জন্তুর)

শাবক প্রতিপালনে সাহায্য পাইতে হইলে স্ত্রীপক্ষীর কাম উপভোগে একনিষ্ঠত্বও (অর্থাৎ সতীত্ব) একান্ত আবশ্যক। অন্য সকল স্ত্রীপক্ষী ও জন্তু যথেচ্ছা কাম উপভোগ করে, কিন্তু যাহাদিগের শাবকরা অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় জন্মায় ও কিছুকাল ঐরূপ অসহায় থাকে, তাহাদিগেরই কেবল সেই মাতৃ-পক্ষীর বা জন্তুর কাম উপভোগের স্বাধীনতা লোপ করিতে প্রকৃতি বাধ্য হইল দেখা যায়। তখনই বুঝা উচিত যে, দীর্ঘকাল অসহায় শাবক পালনে পিতৃপক্ষীর বা জন্তুর সাহায্যও একান্ত আবশ্যক ও তাহা পাইতে হইলে—পুংপক্ষীর বা জন্তুর পরার্থপরতা উদ্দীপিত করিতে হইলে—স্ত্রীপক্ষীর বা জন্তুর একনিষ্ঠ কাম উপভোগ (বা সতীত্ব) ও একান্ত আবশ্যক। তদভাবে পিতৃপক্ষীর বা জন্তুর সাহায্য পাওয়া অসম্ভব, স্ত্রী-পক্ষীর বা জন্তুর শাবক পালনে অতিশয় দুর্গতি হয়—শাবকদিগেরও দুর্গতি হয়—অনেকগুলিই মরিয়া যায়—সৃষ্টিলোপ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

সুতরাং প্রকৃতির শিক্ষা বা নিয়মই এই যে, সুদীর্ঘকাল অসহায় মানব-শিশু পালনের সুবিধার জন্য—তাহাদিগের মঙ্গলের জন্য—অপত্য-প্রতিপালনে নারীদিগের সাহায্যের ও কষ্টনিবারণের জন্য, পিতার সাহায্য পাওয়া একান্ত আবশ্যক এবং তাহা পাইতে হইলে স্থায়িভাবে বিবাহও আবশ্যক—নারীদিগের সতীত্বও আবশ্যক; তদভাবে সেরূপ সাহায্য পাইতে পারা যায় না—নারীদিগের ও অপত্যদিগের অশেষ দুর্গতি হয়—পুরুষদিগের পরার্থপরতাও বিকশিত হয় না—প্রকৃতির উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। বিবাহের অর্থই স্ত্রী ও অপত্যপালনের ভার লইবার প্রতিশ্রুতি—তাহাদিগকে যাবজ্জীবন যত্ন ও যথাসাধ্য সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি—বিবাহের দ্বারাই সেই প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়—তাহার উদ্দেশ্যই নারীদিগকে একা সন্তান প্রতিপালন করিতে হইলে যে অবশ্যম্ভাবী অশেষ দুর্গতি হয়, তাহা হইতে মুক্তিদান—তাহাতেই সৃষ্টিরক্ষা হইতে পারে—তাহার দ্বারাই পরার্থপরতার বিকাশ হয়। যাবৎ কোন পুরুষ সেইরূপ প্রতিশ্রুতি না দেয়—অর্থাৎ তাহাকে বিবাহ না করে, তাবৎ তাহার সহিত কাম উপভোগে অসহযোগিতা করাতেই (non-co-

operation) পুরুষদিগকে স্ত্রী ও সন্তান-পালনের ভার লইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা সম্ভব হইয়াছে—(এই অসহযোগিতাই দুর্ব্বলের প্রধান অস্ত্র—কি সমাজে, কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে)। এইরূপ প্রতিশ্রুতি ব্যতিরেকে কাম উপভোগে অসহযোগিতা করাই সতীত্বের প্রধান অঙ্গ। বিবাহ ব্যতি-রেকে নারীদিগের কাম উপভোগ করার ফলে যখন বিবাহসংখ্যাই কমিয়া যায়, নারীদিগের অশেষ দুর্গতি হয়—অথবা অপর নারীর গৃহদাহ হয়, তখন স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সতীত্বই নারীদিগের দুর্গতিমোচনের প্রধান উপায়—তাহাই তাহাদিগের প্রধান ধর্ম্ম--ঠিক যেমন সৈন্যদিগের প্রধান ধর্ম্মই নিয়ম ও আজ্ঞা প্রতিপালন করা—তজ্জন্যই হিন্দুরা সতীত্বের এত অধিক গৌরব করিয়া ছিলেন—তাহা নারীদিগের মঙ্গলের জন্যই--পুরুষ দিগের সুবিধার জন্য নয়। যে সকল নারী যথেচ্ছা কাম উপভোগ করে, তাহারা নারীজাতিরই শত্রুতা করে এবং স্বপক্ষদ্রোহী (traitor to their own sex) বলিয়া তাহারা এতাবৎকাল নারীদিগের অধিক ঘৃণার্হ ছিল —এখন মাতৃত্বনিরোধ প্রথা অবলম্বন করিয়া এইরূপে স্বপক্ষদ্রোহিতা করাই নব্যতন্ত্রী অবলা-বান্ধবরা নারীস্বত্বপ্রসার বলিয়া বুঝিয়াছেন ও বুঝাইতেছেন—স্বপক্ষদ্রোহীর সংখ্যাবৃদ্ধিতে যে নারীজাতির মঙ্গল ও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, তাহাও স্পষ্ট দেখিতেছেন—বিবাহসংখ্যা কম ও বিবাহ-বিচ্ছেদসংখ্যা বৃদ্ধিই তাহার অকাট্য প্রমাণ বলিয়া বুঝিয়াছেন !

আহার পাওয়া, ভালবাসা পাওয়া ও ভালবাসিতে পাওয়াই মনুষ্য-জাতির মুখ্য অভাব। দীর্ঘকাল অসহায় শিশু অন্যের ভালবাসা যত্ন ও সাহায্য না পাইলে বাঁচিতেই পারে না—মানব-সৃষ্টি রক্ষাই হয় না ; সুতরাং ভালবাসা পাওয়া আমাদিগের জীবনের মুখ্য অভাব। ভালবাসা পাওয়া মনুষ্য জীবনের মুখ্য অভাব বলিয়াই মানুষের মন বা হৃদয় এরূপে গঠিত যে, সকলেরই ভালবাসিবার সহজ প্রেরণা আছে ও তজ্জন্য ভাল-বাসিয়া মানুষ বিশেষ সুখ বোধ করে। সেই জন্যই ভালবাসাই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জিনিষ বলিয়া স্বীকৃত—সেই জন্যই পুরুষ ও নারীতে প্রবল আকর্ষণ আছে। নারীরাই মাতৃজাতি—মাতৃত্বের জন্য তাহাদের সকল অঙ্গ গঠিত। মাতার বক্ষেই দুগ্ধ হয়—তাহাই শিশুর প্রধান আহার—

সেই জন্যই নারীজাতিরই মাতা হইবার প্রেরণা। প্রাণ-মন ঢালিয়া শিশুকে ভালবাসিয়া অশেষ সুখবোধ প্রকৃতি নারীহৃদয়ে দিয়াছেন। Havelock Ellis তাঁহার Man and Woman নামক পুস্তকে ৩৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"In the gifts of children Nature has given to women a massive and sustained physiological joy to which there is nothing in men's lives to correspond." আহার অভাবে শরীর যেমন শুষ্ক হয়, এইরূপ ভালবাসিতে না পাইলে নারীর হৃদয়ও শুষ্ক হয়—জীবনের প্রকৃতিপ্রদত্ত সুখের প্রধান উৎস শুকাইয়া যায়—জীবনই কষ্টকর হয়। সুতরাং মাতা হইতে না পাওয়া—শিশুকে প্রাণমন ঢালিয়া ভালবাসিতে না পাওয়া নারী জীবনের মুখ্য অভাব। মুখ্য অভাব অপূরণের নির্য্যাতন গৌণ অভাব অধিক পূরণে নিবারিত হইতে পারে না—তাহা হীরা-মুক্তা পরাইয়া, না খাইতে দেওয়ারই মত মার্জ্জিত উপায়ে, লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্য্যাতন। পাশ্চাত্যসমাজে সাম্যবাদ ও সকল কর্ম্মে সকলের সমান অধিকার ও অবাধ প্রতিযোগিতা প্রচলন থাকার নিমিত্তই যত অধিকসংখ্যক নারীকে বহুকাল বা চিরকাল বিবাহ করিতে না দিয়া—মাতা হইতে না দিয়া, নারীদিগের মুখ্য অভাব অপূরণের নির্য্যাতন ভোগ করিতে বাধ্য করে—শতকরা ৪৩'৪টি নারীকে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহ দেওয়া হয় না—(দ্বিতীয় প্রবন্ধ দেখুন)—বোধ হয়, কোন কালে কোন দেশে তত অধিকসংখ্যক নারীকে সে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই পাশ্চাত্য সমাজই অধিক নারীমঙ্গল ও সম্মানকারী বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন, আর এ দেশের শিক্ষিতদল পাশ্চাত্যের সখের গোলামরা (volunteer slave) তাহাই অবনত-মস্তকে স্বীকার করেন—পাশ্চাত্যদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সংস্কারক সাজেন! মাতৃত্ব-নিরোধ-প্রথা অবলম্বন করিয়া কাম উপভোগ করা ও পরের গোলামী করা—যাহা তাহাদিগের দুর্গতি বৃদ্ধি করে—তাহাও নারীস্বত্বপ্রসার বলিয়া তরুণীদিগকে বুঝাইতেছেন!

হিন্দু সমাজ-বিধানকর্ত্তারা সকলের বিবাহ করা অবশ্যকর্ত্তব্য সংস্কার প্রচারে সকল নারীই বিবাহিতা হইতে পাইত। যৌথ পরিবার ও জাতি-

ভেদপ্রথা * মুষ্টিভিক্ষাপ্রথা প্রচলনে—শ্রাদ্ধে, পূজায়, বিবাহাদি শুভকর্ম্মে —আনন্দের দিনে দরিদ্রদিগকে অন্নবস্ত্র দান অবশ্য কর্ত্তব্য প্রচারে—সকলেরই গ্রাসাচ্ছাদন ও মুখ্য অভাব পূরণের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তজ্জন্য সকল নারী বিবাহিতা হইয়া কাম ও মাতৃত্ব উপভোগ করিতে পাইত। যৌথ পরিবারে সকলের সময়ে সাহায্য পাওয়ায় বহু সন্তানের মাতাদিগেরও সন্তানপালনে বিশেষ কষ্ট হইত না—যাহা ব্যক্তি-তান্ত্রিক সমাজে অবশ্যম্ভাবী ও যাহার নিমিত্ত পাশ্চাত্যের বিবাহিতা অপেক্ষাকৃত অর্থস্বচ্ছল নারীরাও মাতৃত্ব-নিরোধ প্রথা ও ভ্রূণ-হত্যা করিতে বাধ্য হয়—নিঃসন্তানরাও যৌথ-পরিবারস্থ অপরের সন্তান পালন করিয়া—মাতৃত্বের অভাব পূরণ করিতে পাইত—সন্তানরা পিতামাতা ও পিতামহ-পিতামহী প্রভৃতির যত্ন, সাহায্য ও ভালবাসা পাইত—পিতৃমাতৃহীনরাও সেইরূপ যত্ন, সাহায্য ও ভালবাসা পাওয়ায় তাহাদিগের জীবন কষ্টকর হইত না—(ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজে মাতৃপিতৃহীনদিগের—বিশেষতঃ অর্থস্বচ্ছলতাশূন্য-দিগের কিরূপ দুর্গতি হয়, তাহা দেখিতে বলি) প্রায় সকল নারীই সন্তানকে প্রাণমন ঢালিয়া ভালবাসিতে পাইত (বালবিধবা মাত্র শতকরা ২টি—তাহাদিগের ভিতরেও অনেকের সন্তান হয়) স্বামীর অভাবে বা অসৎব্যবহার সত্ত্বেও নারীহৃদয়ের ভালবাসিবার ক্ষুধা অতৃপ্ত থাকিত না—সকলেরই পরার্থপরতা প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট উপায়ে বিকশিত হইতে পাইত—বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা পুত্রপৌত্রদিগের পুত্রবধূ প্রভৃতিদিগের যত্নসেবা পাইত—এবং এইরূপে মনুষ্যজীবনের মুখ্য অভাব—গ্রাসাচ্ছাদন ও ভালবাসা পাওয়া ও ভালবাসিতে পাওয়া—অর্থকৃচ্ছতা সত্ত্বেও সকলেরই পূরণ হইত—এবং তজ্জন্য সকলের জীবন উপভোগ্য থাকিত—জীবনে আনন্দ থাকিত—দরিদ্রদিগকে পশুত্বে নীত করিত না। ভারতের অতিশয় দীন দরিদ্র—সভ্যতার নিম্নতম শ্রেণীর লোকদিগের নৈতিক জীবন যে পাশ্চাত্যের নিম্ন শ্রেণীর অপেক্ষা—যাহারা তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক অর্থস্বচ্ছল—তাহা-দিগের অপেক্ষা উন্নত, তাহা সকলেই স্বীকার করে—তাহাদিগের জীবনে যে আনন্দ আছে, তাহা পাশ্চাত্যে তাহাদিগের অপেক্ষা বহু সচ্ছল

* জাতিভেদপ্রথা কত মঙ্গলজনক তাহা পরে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

লোকদিগের ভিতরেও happy as poor Indian villagers (ভারতের দরিদ্র গ্রামবাসীর মত সুখী) পাশ্চাত্যে চলিত কথায় আছে। Greatest good to the greatest number— সমাজের অধিকাংশ লোকের অধিক মঙ্গল-বিধান করাই সমাজ-বিধানের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি—সেই পরীক্ষায় হিন্দু সমাজ গঠনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। আমরা পাশ্চাত্যের সমৃদ্ধি দেখিয়াই মুগ্ধ—সে সমৃদ্ধি অধিকাংশ স্থলেই অপর দেশের ধন দোহন ও সেই সকল দেশবাসীর জীবন কষ্টকর করিয়া হইতেছে—তাহাও কেবল মুষ্টিমেয় অর্থশালী লোকদিগের ভিতর—সে সমৃদ্ধি তাহাদিগের বিলাসাতিশয্য বৃদ্ধি করে—তাহা দেখিয়া সকলেরই ভোগতৃষা বিষম বর্দ্ধিত হয়—অনেকেরই সাধ্যাতিরিক্তভাবে বর্দ্ধিত হয়—তৎপূরণাভাবে জীবন কষ্টকর ও তৃপ্তিহীন হয়—বিলাসভোগ, যাহা মনুষ্য-জীবনের গৌণ অভাব মাত্র—তাহার মোহাবর্ত্তে সকলেই সর্ব্বদা ঘূর্ণায়মান—ও তজ্জন্য সকলেরই ব্যয়বাহুল্য ও তজ্জন্য চিন্তাকুল ও সন্তোষহীন—বৃদ্ধবয়স কিরূপ ভীষণকষ্টকর—তাহা আমরা দেখি না।

প্রাণভরা ভালবাসা পাইলে ও ভালবাসিতে পাইলেই জীবনে তৃপ্তি থাকে। পুরুষের অপেক্ষা নারীরা প্রকৃতির নিয়মে তাহা পাইবার জন্য লালায়িত। কবি বায়রণ লিখিয়াছেন—'Love is woman's whole existence'—ভালবাসাই তাহাদিগের জীবন। ভালবাসায় যে তৃপ্তি আছে—ভোগে সে তৃপ্তি নাই। ভোগে ভোগতৃষা বৃদ্ধি করে—ভোগের আকাঙ্ক্ষা কখনই পূরণ হয় না। পাশ্চাত্যে তাহারই জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সকলেই চেষ্টিত। কিন্তু যাহাতে সকলে ভালবাসা পায় ও ভালবাসিতে পায়, নারীদিগকে বহুকাল বা চিরকাল অথবা জীবনের শূন্য-হৃদয়ের অশেষ কষ্টভোগ করিতে না হয়, সে দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই, বরং অর্থস্বচ্ছলতা পাইবার নিমিত্ত প্রাণভরা ভালবাসারই অভাব বৃদ্ধি করা হইতেছে। ভালবাসিবার প্রকৃষ্ট সময়—যৌবন—ভোগসুখের প্রয়াসে কাটিয়া যাওয়ায়—ক্ষুধার সময়ে বহুকাল খাইতে না পাইলে শরীরও যেমন বিকৃত ও শুষ্ক হয়—মনের ভালবাসার ক্ষুধা—সময়ে প্রাণভরা ভালবাসা না পাইলে, ভালবাসিতে না পাইলে—মনও তেমনই বিকৃত হয়, হৃদয়ও শুষ্ক হয়—

ভালবাসিবার শক্তিই ক্ষীণ হয় এবং সেই জন্য কাহারও জীবনে শান্তি ও তৃপ্তি নাই। পাশ্চাত্যের সর্ব্বত্র অশান্তির মূলকারণই এই এবং তজ্জন্যই ধনী ও শ্রমিকের বিরোধ—পুত্রকন্যাদিগের বিদ্রোহ—নারী ও পুরুষের বিরোধ—বিবাহবিচ্ছেদের আধিক্য। এ দেশে ব্যক্তিতান্ত্রিকতার যত বৃদ্ধি হইতেছে, আমাদিগের জীবনে সেইরূপ অশান্তি আসিতেছে এবং আমরা গরীব বলিয়া সেই অশান্তি ও চিন্তাকুলতা ভীষণভাবে বাড়িতেছে—প্রাণখোলা হাসি দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইতেছে—অশেষ দুর্গতি হইতেছে।

দীর্ঘকাল অসহায় মানব-শিশু প্রতিপালনে পিতার যত্ন-সাহায্য ও ভালবাসা পাইতে হইলে—তাহাদিগকে একা প্রতিপালনের দুর্গতি হইতে মুক্তি পাইতে হইলে স্ত্রীজাতির সতীত্বই প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট একমাত্র উপায় বুঝিয়াই নারীর সতীত্বের মাহাত্ম্য—সতীত্বই তাহাদিগের ধর্ম্ম—যাহা তাহাদিগকে রক্ষা করে—বলিয়া হিন্দুসমাজবিধানকর্ত্তারা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্যই নারীর মঙ্গলসাধন—দূরদর্শিতার অভাবে তাহা আমরা দেখি না।

প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণে আরও পাওয়া যায় যে, যখন স্ত্রীজন্তুরা মাতৃত্বের উপযোগী হইল, তখন হইতেই পুং-জন্তুরা তাহাদিগকে অনুসরণ করে ও তাহারা গর্ভবতী হয়। উদ্ভিদ্‌দিগের যখন পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, তখনই মক্ষিকারা পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে যাওয়ায় উদ্ভিদ্‌দিগের গর্ভ হয়—ফল জন্মায়। যত দিন রজোনিঃসরণ হয়, তত দিনমাত্র নারীদিগের গর্ভধারণ-ক্ষমতা থাকে। সুতরাং রজঃ আরম্ভই নারীদিগের গর্ভধারণ উপযোগিতার প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন—শরীরায়তনের পূর্ণতাপ্রাপ্তি নয়। বহু জন্তুই শরীরায়তন পূর্ণতাপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই গর্ভধারণ করে—গর্ভ হওয়ার পরেই স্তনের বৃদ্ধি হয়। উদ্ভিদজগতে ত আয়তনবৃদ্ধি শেষ হওয়ার পর কোন উদ্ভিদই ফলদান করিতে আরম্ভ করে না। স্ত্রী-জন্তুর গর্ভধারণক্ষমতা হওয়ার পরই পুংজন্তুরা তাহাদিগের অনুসরণ করে ও গর্ভবতী হয়; সুতরাং রজঃ আরম্ভের পর সংসারানভিজ্ঞা তরুণীরা পুরুষদিগের দ্বারা প্রতারিতা হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে—সর্ব্বত্রই কতক সংখ্যক তরুণী প্রতারিতা

হয়; সুতরাং রজঃ আরম্ভের পূর্ব্বে বিবাহপ্রথা তরুণীদিগকে ঐরূপে প্রতারিত হওয়ার অশেষ দুর্গতি ভোগ নিবারণের উদ্দেশ্যেই প্রচলিত করা হইয়াছিল।

অল্পবয়সে বিবাহ হওয়ায় প্রথম যৌবনের স্বার্থজ্ঞানে অকলঙ্কিত প্রাণ মন অঙ্গ ঢালিয়া ভালবাসিবার প্রকৃতিপ্রদত্ত প্রবৃত্তি নারীদিগের কাহাকেও রোধ করিতে হইত না; সকল কবির দ্বারা প্রশংসিত প্রথম ভালবাসা স্বামি-স্ত্রীর ভিতরই উদবুদ্ধ হইত—অপ্রাপ্য স্থানে উত্থিত হইয়া জীবন বিষাক্ত করিতে পাইত না। পিতা-মাতার ও অপত্যের সম্বন্ধ যেমন বিধাতার নির্ব্বন্ধ এবং প্রায় রূপ-গুণ-নিরপেক্ষ, তাহা যেমন সকলেই স্বীকার করিয়া নিজেকে তদুপযোগী করিয়া লইতেই হয়,—অল্পবয়সে সেইরূপ করা সহজ—দম্পতিরা পরস্পরের উপযোগী হইতে—পরস্পরের ত্রুটি স্বীকার করিয়া লইতে—সহজেই পারিত; দুই জনে একত্রে বর্দ্ধিত হইয়া একই হইয়া যাইত—বিবাহ সচরাচর সুখশান্তিদায়ী হইত; তজ্জন্যই বিবাহবিচ্ছেদের আইনের আবশ্যক হয় নাই—তজ্জন্যই এ দেশে এত 'সতী' হইত—স্বামীর অমনঃপূত দুর্ব্ব্যবহার সত্ত্বেও তাহাকেই পরজন্মে স্বামিরূপে পাইতে চাহিত—কেবল তাহার সুমতি প্রার্থনা করিত।

বিকৃত পাশ্চাত্যশিক্ষার ফলে এক দল নব্যতন্ত্রী আমাদিগের স্ত্রী-দিগের এইরূপ মনোভাবকে দাস্য-মনোভাব বলিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না—স্বদেশের সকল শিক্ষা, সকল প্রথা—সকল অনুষ্ঠানের নিন্দা করাই তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্যের ও অদ্ভুত স্বদেশ-ভক্তির নিদর্শন। প্রকৃত (বা শ্রেষ্ঠ) ভালবাসায় আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানই লোপ পায়, অসৎ ব্যবহারের প্রতিশোধ লইবার প্রবৃত্তি হয় না। Oliver Twistএ Nancyর চরিত্র বর্ণনে Dickens তাহা দেখাইয়াছেন। পরস্পরের সদ্ব্যবহার সাপেক্ষ ভালবাসা—যাহা অসৎ ব্যবহারে লোপ পায় বা ক্ষীণ হয়—তাহা সৎব্যবহারের বিনিময় মাত্র—তাহাতে ভালবাসার তৃপ্তি নাই—সুধাবর্ষণও নাই—তাহা ভালবাসাপদবাচ্যই নয়—তাহাও তাঁহারা ভুলিয়া যান।

পাশ্চাত্যে স্ত্রীর ভোগসুখের জন্য, খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য স্বামীরা অনেক অর্থব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করে ও অধিক বাহ্য সম্মান প্রকাশ

করে দেখিয়া নব্যতন্ত্রীরা ভাবেন যে, পাশ্চাত্যে নারী-সম্মান অধিক। এ দেশে স্ত্রীর প্রতি বাহ্য সম্মান প্রকাশ না থাকার কতকগুলি বিশেষ কারণ আছে। প্রথমতঃ হিন্দুসমাজে (মুসলমান সমাজেও) নারী ও পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র সুনিয়মে অবধারিত—তাহা কিরূপ, তাহা পরে দেখাইবার চেষ্টা করিব। গৃহই নারীদিগের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র—এই জন্য নারীদিগকে পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রায় আসিতেই হয় না—তাহাদের প্রতি মান্য প্রকাশের প্রায় অবকাশ নাই। প্রায় দ্বিতীয়তঃ, আমাদিগের নারীদিগের মাতৃত্বের অঙ্গীভূত ত্যাগধর্ম্মীর ভালবাসার সম্যক্ বিকাশ হওয়ার নিমিত্ত তাঁহাদিগের ভোগ-সুখের বা বাসনা-পূরণের জন্য, যাহাতে স্বামীর বা অন্যের কোনরূপ অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা, তাহা করাইবার প্রবৃত্তিই হয় না—স্বামী সেরূপ করিতে প্রস্তুত হইলেও স্ত্রীরা তাহা করিতে দেন না। তৃতীয়তঃ অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধুর সহিত ব্যবহারে যেরূপ বাহ্য সম্মান প্রকাশ থাকে না, তাহাকে বাহ্য অসম্মানপ্রকাশ, এমন কি রূঢ় কথাও অনেক সময়ে অসঙ্কোচে বলা চলে, আমরা স্ত্রীর সহিত একীভূত বলিয়া স্ত্রীর সহিত ব্যবহারে বাহ্য সম্মান প্রকাশ থাকে না। চতুর্থতঃ, যৌবনে যখন ভোগস্পৃহা অধিক থাকে, তখন স্ত্রীরা সংসারাভিজ্ঞা শ্বশ্রু বা অন্য বয়োজ্যেষ্ঠা গৃহকর্ত্রীর কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিত—তাঁহারা সংযমের শিক্ষা দিতেন—ভোগস্পৃহার, অমিতব্যয়িতার প্রশ্রয় দিতেন না। এরূপ প্রথাও নারীদিগের কত মঙ্গলজনক, তাহাও পরে আলোচিত হইবে। ইহা নারীদিগেরই স্বায়ত্তশাসন—পুরুষের অত্যাচার বা শাসন নয়। কিন্তু বাহ্য সম্মান-প্রকাশ অল্প হইলেও আন্তরিক নারীসম্মান হিন্দু-ভারতে যত অধিক, তত পৃথিবীর কুত্রাপি নাই। তাহাদিগের ত্যাগধর্ম্মীর ভালবাসার মাহাত্ম্যের পদতলে পুরুষরা অবনতমস্তক। সেই জন্যই এ দেশে স্ত্রীকে গৃহলক্ষ্মী বলে—বিপত্নীককে লক্ষ্মীছাড়া সচরাচরই বলে। নারীজাতির প্রতি অধিক সম্মান ও শ্রদ্ধা থাকার নিমিত্তই এ দেশে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্‌কে নারী-আকারে কল্পনা করা সম্ভব হইয়াছিল—সেই জন্যই সাধারণতঃ অপরিচিতা নারীকে মাতৃ-সম্বোধনের রীতি প্রচলিত—সেই জন্যই ডাকাতরাও সচরাচর নারীর প্রতি শারীরিক বলপ্রয়োগ করিত না।

লোক সচরাচরই পরিবারস্থ নারীদিগের নামে বিষয় বেনামী করে—পুত্র অযোগ্য বিবেচিত হইলে পিতা অনেক স্থলেই পুত্রের প্রাপ্য অংশ তাহার স্ত্রীর নামে উইল করিয়া লিখিয়া দেন—এমন কি যে উচ্ছৃঙ্খল স্বামী স্ত্রীর প্রতি অতিশয় দুর্ব্ববহার করিয়াছে, পৈতৃক বিষয়াদি প্রায় সমস্ত উড়াইয়া দিয়াছে, সেও বক্রী বিষয় সংরক্ষণের জন্য সেই স্ত্রীর নামেই লিখিয়া দেয়। নারীদিগের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও আন্তরিক সম্মান না থাকিলে এরূপ সচরাচর হওয়া সম্ভব হয় না। অত সম্মান কোথাও নাই বলিয়াই এরূপ প্রথা কোথাও নাই। এ দেশ মাতৃভক্তির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এ দেশের নারীসম্মান যে অধিক, তাহা বিদেশীরাও দেখিয়াছে। Emma Wilkinson লিখিয়াছেল :—The real fact is not that an Indian woman has too litttle power but that in the mass they have far too much * * * The Sex is worshipped."

"The older woman, the mother of grown-up sons, has a power that the voting Western women seldom know" আসল কথা এই যে, ভারত-নারীদিগের ক্ষমতা বা প্রভাব যে অল্প, তাহা নহে, বরং সাধারণতঃ তাহাদিগের ক্ষমতা অত্যধিক। * * * নারী-জাতিই (সেখানে) পূজিত।

"বয়োজ্যেষ্ঠা স্ত্রীলোকদের, বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের মাতাদিগের, যে কত ক্ষমতা আছে, তাহা ভোটাধিকারপ্রাপ্তা পাশ্চাত্য নারীরা জানেই না।"

বহুকাল এদেশবাসের ও দেশবাসীদের সহিত মেলামেশার অভিজ্ঞতায় বিখ্যাত সুলেখিকা Mrs. Flora Annie Steel (কমিশনার পত্নী) লিখিয়াছেন :—

"The Indian Woman is 9 times out of 10 quite content with the choice of others. There are indeed few happier households than Indian ones, or rather one should use the past tense. Since the Indian girls are beginning to read novels and would ere long grasp the fact that Love makes the world go round by turning peoples' heads * * *

The men of India, poor souls, are the most hen-pecked in the world." "ভারতের দশটি নারীর ভিতর নয়টি পরের দ্বারা স্বামী নির্ব্বাচনে সন্তুষ্ট। ভারতের পারিবারিক জীবন যত সুখদায়ী, তত সুখদায়ী পারিবারিক জীবন অতি অল্পই আছে। হয় ত আমার 'আছে' বলার অপেক্ষা 'ছিল' বলাই উচিত। কারণ, ভারত-তরুণীরা উপন্যাস পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে এবং অল্পদিনেই শিখিবে যে, ভালবাসা লোকের মাথা ঘুরাইয়া দেয় বলিয়াই পৃথিবী ঘুরিতেছে।" * * * "ভারতের স্বামী বেচারীরা যত অধিক স্ত্রীশাসিত, তত আর কুত্রাপি নাই।"

মিশেস ষ্টীল্ ঠিকই ধরিয়াছেন যে, ভারতের পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি শীঘ্রই নষ্ট হইবে। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের বহু তপস্যায় অর্জ্জিত জ্ঞানবলে যে মৌলিক চিন্তার ধারা ও মনোভাব, যাহা হিন্দুর বৈশিষ্ট্য, তাহা আনয়ন করিয়া তাঁহারা যে সমাজ গঠন করিয়াছিলেন, যাহার আশ্রয়ে বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া বহু রাষ্ট্রবিপ্লব—বহুকালব্যাপী অরাজকতা সত্ত্বেও—হিন্দুসভ্যতা অক্ষুণ্ণ ছিল, প্রায় সহস্র বৎসর পরাধীনতা সত্ত্বেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে হিন্দু প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল—সকল কালেই অতি দীনদরিদ্রদিগের অসভ্য জাতিদিগেরও মুখ্য অভাবপূরণ হইতে পাইয়াছিল, তাহাদিগেরও পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি উপভোগ করিতে পাইয়াছিল, পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে আমাদিগের সে মনোভাব পরিবর্ত্তিত হওয়ার নিমিত্তই হিন্দু সমাজ গঠনের শ্রেষ্ঠত্ব আমরা দেখিতে পাই না। শিক্ষিতরা হিন্দুর সামাজিক বিধি-নিষেধ অকুণ্ঠিতভাবে উপেক্ষা করেন—হিন্দুর সমাজগঠন ভাঙ্গিতেছেন—পাশ্চাত্য আদর্শে তাহা পরিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন—এইরূপ পরিবর্ত্তনকে সংস্কার আখ্যা দিয়া সংস্কারক সাজিতেছেন। সকল জাতিরই মৌলিক চিন্তাধারা ও মনোভাবের অভিব্যক্তি হয় সেই জাতির সমাজ-গঠনে। যাহারা সেই সকল চিন্তার ধারা ও মনোভাবচ্যুত, তাহারা প্রকৃতপক্ষে বিদেশীরই ভিতর গণ্য। এইরূপ পাশ্চাত্য-প্রভাবগ্রস্ত, হিন্দু মনোভাব ও চিন্তার ধারাচ্যুত, শিক্ষিত লোকরাই আমাদিগের নেতা হইয়াছেন—এইরূপ প্রকৃতপক্ষে অহিন্দু হিন্দু নেতাদিগের—যাহাদিগের মতের বিশেষ মিল নাই—

নেতৃত্ব পাইবার লোভে ঝগড়া-বিবাদেরও অন্ত নাই—তাহাদিগের নেতৃত্বে হিন্দুদিগের অশেষ দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। উত্তরোত্তর আমাদিগের দুর্গতির বৃদ্ধি হইয়াছে—হিন্দুস্থানেই আমরা 'অ-মুসলমান' আখ্যা লাভ করিয়াছি! পাশ্চাত্যদিগের অনুরূপ ভোগলোলুপ হইয়াছি—তজ্জন্য পল্লীবাস ছাড়িয়াছি—তাহাতেও পল্লীসকলের ধ্বংসসাধন হইতেছে—অশনে বসনে, বিলাসদ্রব্যে, গৃহসজ্জায়, খেলায়, পাশ্চাত্যদিগের অনুবর্ত্তন করিতেছি; তজ্জন্য পল্লীশিল্পের ধ্বংস হইতেছে—দেশের ধনদোহনের সহায়তা করিতেছি—জীবনের সকল কার্য্যেই রাজসরকারের প্রভাব বিস্তারের সহায়তা করিয়া আসিতেছি—ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে স্বাধীনতা স্বহস্তে রাজসরকারের হস্তে তুলিয়া দিয়াছি—কেবল মুখেই অসহযোগিতা ও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, কার্য্যে যথাসাধ্য সহায়তা ও স্বইচ্ছায় পরাধীনতা বরণ—হিন্দু সমাজগঠনের ভিত্তি—যৌথ পরিবার-প্রথা ভাঙ্গিয়াছি বলিলেই হয়—অল্পবয়সে বিবাহপ্রথা আইন করিয়া ভাঙ্গিয়াছি—জাতিভেদ-প্রথা ভাঙ্গিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র—পাশ্চাত্যভাবের সাধ্যাতিরিক্ত বিলাস-ভোগগ্রস্ততায় যৌথ পরিবারপ্রথা ভাঙ্গায়—দেশের চতুর্দ্দিকেই হাহাকার উঠিয়াছে—অপেক্ষাকৃত বহু অর্থস্বচ্ছল লোকরাও অর্থের অনটনে সর্ব্বদা দুশ্চিন্তাভারগ্রস্ত—সকলের জীবন সন্তোষ ও শান্তিহীন—পিতৃমাতৃবাধ্যতা ও ভক্তি—যাহা হিন্দুর মৌলিক মনোভাব—তাহাও ছাড়িয়াছি—পিতা-মাতারা পুত্রাদিদিগের ব্যবহারে মর্ম্মাহত—সমাজের উচ্চঃস্তরের অর্থস্বচ্ছল লোকদিগের আত্মীয়া-কুটুম্বিনীদিগকে ইতিমধ্যেই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইতেছে—কন্যাদিগের ২০।২৫ বৎসর বয়সেও বিবাহ হওয়া দায় হইয়াছে—বিবাহের বয়স শীঘ্রই আরও বাড়িবে—যৌবনে বালবিধবাদিগেরই মত তাহারা স্বামিসহবাস সুখবঞ্চিত হইতেছে, পরের গোলামীগিরি করিতে পাওয়াই বাঞ্ছনীয় হইয়াছে—তাহাই নারীস্বত্বপ্রসার বলিয়া বিঘোষিত হইতেছে। এতকাল নারীরা হিন্দুভাবাপন্না ছিলেন—অবসরকালে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত আদি অমূল্য গ্রন্থ পড়িতেন বা শুনিতেন ও তদ্দ্বারা মহৎ আদর্শে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যজ্ঞান দৃঢ়ীভূত হইত—তাঁহাদিগের গুণে এখনও পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট

হইতে পায় নাই। এখন তরুণদের মত তরুণীদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে—সেই শিক্ষাস্রোত দ্রুতগতিতে বাড়িতেছে—রামায়ণ-মহাভারতের পরিবর্ত্তে ছাগ-সাহিত্য পড়িতেছেন—নারীদিগের মনোভাব পাশ্চাত্যপ্রভাবগ্রস্ত হইতেছে—স্বীয় স্বত্বপ্রসারের জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইতেছেন—কর্ত্তব্যের দিকে সেরূপ লক্ষ্য নাই—কর্ত্তব্যজ্ঞানও পাশ্চাত্য আদর্শে—তাহাও ভাসা ভাসা—তাঁহারাও পাশ্চাত্যদিগের ন্যায় ভোগসুখ-প্রসায়িনী হইতেছেন—তাহা সামান্যভাবেও পূরণ করিবার শক্তি আমাদিগের নাই—তাহা কেহই দেখিতেছেন না; সুতরাং আমাদিগের পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তিও নির্ব্বাসিত হইবে—বিবাহ-বিচ্ছেদ করাও আবশ্যক হইবে—তাহাও উন্নতির চিহ্ন—নারীপ্রগতি বলিয়া বুঝিবেন—মিস্ মেয়োর মত আমাদিগের স্বদেশী ও বিদেশী হিতৈষী-দিগের ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে—এ দরিদ্র-পরাধীন দেশে ভোগসুখ হইতে পারে না—পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তিও নষ্ট হওয়ায় সকলেরই জীবন ধন্য হইবে—সকলেই 'প্রগতির জয়' নাচিয়া নাচিয়া গাহিবে !!

একাদশ প্রবন্ধ

অষ্টম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, পাশ্চাত্য সাম্যবাদ (doctrine of equality) ও তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত সকল লোকের সকল কর্ম্ম করিবার সমান অধিকার স্বীকার করায় ও সকল কর্ম্মে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকায় ধনিক ও ধনোপার্জ্জন ও ধনরক্ষণকুশল ব্যক্তিরাই সকল প্রধান ধনোপায় প্রায় গ্রাস করিয়াছে, তজ্জন্য অন্য সকলেই তাহাদিগের দাসত্বে নীত হইয়াছে, সেই জন্য এখন পাশ্চাত্যদেশে যত অধিকসংখ্যক লোক পরের বেতনভোগী দাস হইয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে কোনকালে, কোন দেশে তাহা হয় নাই। যখন এইরূপ দাসত্ব জোটাও দুর্ঘট হয়, তখন এই সকল লোকের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। আর ধনীরাই উত্তরোত্তর অধিক ধনী হয় ও তাহাদিগের বিলাসিতারও ক্রমাগত বৃদ্ধি হয়—তাহা দেখিয়া লোকের বিকৃত স্বদেশভক্তি উদ্দীপিত করিয়া তাহাদিগকে সৈনিক ও নাবিক জীবনের, পুরাকালের ক্রীতদাসদিগের অপেক্ষাও অশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে প্ররোচিত ও বাধ্য করে। অনেক দেশ জয় করিয়া তাঁহারা তত্তৎদেশ হইতে নানাপ্রকারে ধন দোহন করিয়া আরও অধিক ধনী হইতেছেন এবং সেই ধনের স্বল্প অংশমাত্র ঐ সকল লোকের জীবন ও জীবনের অশেষ কষ্টের বিনিময়ে, ধনীরা অত্যধিক ধনী হইয়া, বিলাসিতায় গা ভাসাইতেছেন, তাহাদিগের ভিতর বিতরিত হয়। দাসত্ব পাওয়ার অনিশ্চয়তার জন্য—পারিশ্রমিক হারের স্বল্পতার জন্য, সৈনিক ও নাবিক জীবনে বিবাহের অসুবিধার জন্য, অনেক পুরুষই বহুকাল বা চিরকাল বিবাহ করিতে পারে না, সুতরাং নারীরা বহুকাল বা চিরকাল বিবাহিতা হইতে পায় না—যে মাতৃত্বের জন্য নারীর সকল অঙ্গ গঠিত ও যাহার জন্য তাহারা লালায়িত—যাহা তাহাদিগের জীবনের সুখের প্রধান উৎস তাহা হইতে নারীরা বঞ্চিত হয়—যৌন ব্যাধির প্রসার হয়—নারীরা পুরুষদিগের সহিত বি-সম প্রতিযোগিতায়, অর্থোপার্জ্জনের কাড়াকাড়িতে—যাহা অধিকাংশ স্থলেই গোলামীগিরি পাইবার কাড়াকাড়ি

মাত্র—নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। এখন তাঁহারা মাতৃত্বের সুখের বিনিময়ে ধনী প্রভুদিগের সকল প্রকার গোলামীগিরির সুখ অর্জ্জন করিয়াছেন—এই গোলামীগিরির অধিকার লাভ করিবার জন্য পুরুষদিগের সহিত যুদ্ধে তাঁহারা জয়ী হইয়াছেন। পুরুষ ও নারীর সাম্য স্বীকৃত হইয়াছে, সেই বিজয়বার্ত্তা সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইতেছে, আমাদিগের শিক্ষিতা নারীরাও সেইরূপ অশেষ সুখদায়ী গোলামীগিরির অধিকার লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছেন!

বহু ধনী পাশ্চাত্য দেশে সকল কর্ম্মে সকলের সমান সুযোগ ও অবাধ প্রতিযোগিতা থাকার ফলে যখন উত্তরোত্তর অধিকসংখ্যক লোকদিগের দুর্দ্দশা ভীষণ হইল—নিঃস্ব বেকারের সংখ্যা বাড়িল, ধনিকরা সকল ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি—প্রকৃষ্ট ধনোপায়গুলি গ্রাস করিয়া বসিল—অন্য সকলে তাহাদিগের দাসত্বে নীত হইল—তখনই বোঝা উচিত যে, অবাধ প্রতিযোগিতা থাকাই বিধেয় নয়, কিন্তু পাশ্চাত্যরা সাম্যবাদের মোহে তাহা স্পষ্ট দেখিলেন না—সাম্যবাদটাই যে গোড়ার ভুল, তাহাও বুঝিলেন না, সেই গোড়ার ভুল না বুঝিয়া গরীবদিগের ও নারীদিগের দুর্দ্দশা মোচনের অন্য নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। রোগের উৎপত্তি কোথায়, তাহা না স্থির করিয়া—সে দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া—রোগের উপসর্গ নিবারণের চেষ্টায় যেমন রোগ সারে না—যদি বা কিছু দিনের জন্য রোগের উপসর্গের আংশিক নিবৃত্তি হয়, অন্য নানা কুফল ফলে, ঐ গোড়ার কথাটা না দেখায় পাশ্চাত্য নারীদিগেরও দুর্দ্দশা মোচনের যে সকল চেষ্টা হইতেছে—তাহার ফলও সেইরূপ হইতেছে।

গরীবদিগের দুর্দ্দশা মোচনের চেষ্টার চারিটি প্রধান উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে :—(১) শ্রমিক ও ব্যবসাসঙ্ঘ স্থাপন। ইহার সহিত আমাদিগের জাতিভেদ প্রথার কত সৌসাদৃশ্য আছে—আমাদিগের জাতিভেদ প্রথা কত শ্রেষ্ঠ, তাহা অষ্টম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। ইহার দ্বারা শ্রমিকদিগের—গরীবদিগের অবস্থার যে কতক উন্নতি হইয়াছে, তাহাও সকলে স্বীকার করিতে বাধ্য। ইহাতে যে ঐ সকল সঙ্ঘ দ্বারা পরিচালিত কর্ম্মে অবাধ প্রতিযোগিতা বন্ধ করা হয়—প্রথমে জোর করিয়া

অবাধ-প্রতিযোগিতা বন্ধ করা হইয়াছিল ও তজ্জন্যই কিছু উন্নতি হইতে পাইয়াছে, তাহাও সকলের দ্রষ্টব্য ও তাহা হইতে প্রমাণ হয় যে, সমাজে প্রত্যেক আবশ্যক কর্ম্মে অবাধ-প্রতিযোগিতা বন্ধ করা গরীব-দিগের দুর্দ্দশা মোচনের প্রকৃষ্ট উপায়; (২) সমবায় প্রথা, ইহাই উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যের মহৎ দান, ইহা আমাদিগের জাতিগত ব্যবসায়ী ও শিল্পীদিগের বিশেষভাবে অবলম্বন করা বিধেয়। (৩) সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism), (৪) তুল্যাধিকারবাদ বা সঙ্ঘবাদ (Communism)। শ্রমিকরা ও গরীবরা দেখিল, প্রথমোক্ত দুই উপায়ে তাহাদিগের দুর্দ্দশা ঘোচে না—ধনিকরাও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া Trust করিয়া, তাহারা পূর্ব্বে যে ধর্ম্মঘট (strike) করিয়া তাহাদিগের অবস্থার কিছু উন্নতি করিতে পারিয়া ছিল, তাহা করাও ক্রমে দুর্ঘট হয়, সুতরাং তাহারা এখন স্থির করিয়াছে যে, ধনোপায়ের প্রধান উপায়গুলি—ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প (এবং ক্রমে কৃষিও)—রাষ্ট্রশক্তির কর্তৃত্বাধীনে আনা একান্ত আবশ্যক এবং সেই রাষ্ট্রশক্তি লোকসংখ্যাধিক্যের দ্বারা নির্ব্বাচিত গণতন্ত্রের হস্তে সমর্পিত হওয়া বিধেয়—তাহা হইলেই সকলের মঙ্গলবিধান হইবে—ধনিকদিগের অত্যাচার নিবারিত হইবে—গরীবদিগের দুর্দ্দশা ঘুচিবে—সাম্য সংস্থাপিত হইবে। এই মতবাদের দ্বারা সকল পাশ্চাত্য দেশই পরিচালিত হইতেছে; আমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও সেই জন্য এ দেশে সেইরূপ প্রথা অবলম্বন করিতে চাহেন।

যদিও সমাজতন্ত্রবাদী ও সঙ্ঘবাদী উভয়েই সকল ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি রাষ্ট্রশক্তির কর্তৃত্বাধীনে আনা আবশ্যক বলেন, তথাপি কোথাও ঐ সকল ধনোপায় রাষ্ট্রশক্তির সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে আসে নাই—সমাজ-তন্ত্রবাদীরা এখন ঐ সকল ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প কি নিয়মে পরিচালিত হইবে—শ্রমিকদিগের বসবাস কিরূপ হইবে—পরিশ্রমের সময় কত থাকিবে—তাহাদিগের চিকিৎসার—অপত্য-দিগের শিক্ষার-বিষয়ে—নানা নিয়ম করিয়া শ্রমিকদিগের অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি হইবে সেই চেষ্টা করিতে-ছেন। আর ধনী ও ধনিকদিগের উপর অতি উচ্চ হারে নানা টেক্স স্থাপন করিয়া নিঃস্ব, বেকার ও অসমর্থ লোকদিগের ভিতর বিতরিত হইতেছে—

চিকিৎসা ও শিক্ষার ও স্বাস্থ্যকর বসবাসের উপায় করা হইতেছে। মানুষ মাত্রেরই খাইবার-পরিবার স্বত্ব আছে—সমাজ বা রাষ্ট্রশক্তি তাহা দিতে বাধ্য, এইরূপ মতবাদ প্রচারের ফলেই এইরূপ হইতে আরম্ভ হয়। শ্রমিক দল যতই সঙ্ঘবদ্ধতার বলে শক্তিশালী হইতেছে, ততই তাহাদিগের দাবী বাড়িতেছে—ততই টেক্সের বৃদ্ধি হইতেছে—ধনীদিগকেই তাহা দিতে হইতেছে। শ্রমিকদিগের বেতন বৃদ্ধি, পরিশ্রমের সময় সঙ্কোচ, তাহাদিগের সুবিধা ও মঙ্গলের জন্য যত অধিক অর্থব্যয় হইতেছে—ততই ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও শিল্পে লাভ কমিতেছে, অনেক সময়ে লোকসানও হইতেছে—শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য বাড়িতেছে—অপর দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় সেই সকল ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প চালান অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। এইরূপ টেক্স-বৃদ্ধি ও লাভ কম হওয়ায়, শ্রমিক দিগের দাবী বাড়ায় ধনিক ও শ্রমিকবিদ্বেষ সর্ব্বত্রই হইতেছে। এ দিকে শিল্পজাত দ্রব্যের অধিক বিক্রয়াভাবে আবার বেকার সংখ্যাও বাড়ে। তজ্জন্য টেক্স বৃদ্ধিও হইতেছে; আবার এইরূপ উচ্চহারে ভাতা পাওয়ায় আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে। এরূপ অবস্থায় যে সকল পাশ্চাত্য দেশের বিস্তৃত রাজত্ব আছে, তাঁহারা সেখানে বিদেশজাত শিল্পের উপর অধিক হারে শুল্ক স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগের শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের কিছু কিছু সুবিধা করিয়া লইতে পারিতেছেন। যাহাদিগের ঐরূপ বিস্তৃত রাজত্ব নাই, তাহাদিগের রাজত্ব বৃদ্ধি না করিলে কোন সুবিধা হইতে পারে না দেখিতেছেন, ঐরূপ রাজত্ব বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন—তজ্জন্য সৈন্য ও রণসজ্জা বৃদ্ধি করিতেছেন—অপর পক্ষও সেইরূপ করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই সমরসজ্জার জন্যও উত্তরোত্তর অধিক ব্যয় হইতেছে—তজ্জন্য টেক্স স্থাপন ও ঋণ গ্রহণ চলিতেছে—অধিকাংশ রাজস্ব যুদ্ধের সরঞ্জামের জন্য ব্যয় হইতেছে—লোকদিগকে যুদ্ধের জন্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে—লোকরাও মরিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা অধিক লোক-হত্যাকারী যন্ত্র ও দ্রব্য প্রস্তুত করণে নিয়োজিত হইয়াছেন। তজ্জন্য সর্ব্বধ্বংসী সমরানল প্রজ্বলিত হইবার আশু সম্ভাবনা হইয়াছে—জেনিভার আন্তর্জ্জাতিক শান্তিসভা তাহা নিবারণ করিবার

কোন উপায় দেখিতে পাইতেছেন না। এরূপ অবস্থায় বিবাহ করিয়া স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদি লইয়া সুখে ও শান্তিতে জীবন যাপন করিবার,ভবিষ্যৎ দেখিয়া কার্য্য করিবার প্রবৃত্তিই হয় না—একটা বে-পরওয়া ভাব আসে—আশু আমোদ ও উত্তেজনা-প্রদ কর্ম্ম ও বিষয়ই প্রিয় হয়। সেই জন্য খেলা, সবাক চলচ্চিত্র, থিয়েটার, নাচ গান—ক্ষণিক প্রীতিপ্রদ কাম উপভোগই কাম্য হইতেছে। ভোগ-প্রবণতা বাড়িতেছে—তজ্জন্য জীবনে ধনের প্রাধান্য অত্যধিক হইয়াছে। এক দিকে যেমন ধন-বিদ্বেষ হইতেছে, অপরদিকে ধনীরা সেই ধনের গুপ্তবলে সমাজ রাষ্ট্রনীতি অপ্রকাশ্যে পরিচালিত করিতেছেন, সেইজন্য সঙ্ঘবাদীরা বলে, এরূপ সমাজতন্ত্রবাদ গরীব ও শ্রমিক ভুলানো ধনিকদিগের ছলনা মাত্র।

পাশ্চাত্যদেশে সর্ব্বত্রই ভোগপ্রবণতা বাড়ায়—অদুরদর্শী হওয়ায়, সকল খবরের কাগজেই খেলা নাচ, গান, থিয়েটার, সবাক্ চলচ্চিত্রের কথা বিবৃত—তাহাতে পারদর্শী তরুণদিগের কীর্ত্তি ঘোষিত—তাহাদিগের চিত্র প্রকাশিত হইতেছে—যেন তাহারাই দেশেরআদর্শ (hero, heroine) —নাচ ও নাচের ভঙ্গিমা কামোদ্দীপক! সংসারানভিজ্ঞ তরুণ-তরুণী-দিগের তাহাতে রুচি-বিকার হইতেছে, চরিত্রহীনা নর্ত্তকী, অভিনেত্রী, অনেক সময়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে, তরুণীরা সেই পথে প্রলোভিত হইতেছে—দেশের নৈতিক অবনতি হইতেছে। গৃহ বলিতে যাহা এতকাল বুঝাইত, এখনও আমরা যাহা বুঝি—পিতা, মাতা, পিতামহ পিতামহী, ভ্রাতা, ভগিনী আদর স্নেহ-মণ্ডিত শৈশব-কৈশোরের সুখ-স্মৃতি জড়িত—অপত্যদিগের কলরব-মুখরিত গৃহবাস, ক্রমঃশই লুপ্ত হইতেছে—শৈশব হইতেই বোর্ডিংএ বাস—পরে নিত্য নূতন হোটেলে বা মেসে বাস —কোথাও স্থায়ী নির্ভরশীল ত্যাগধর্ম্মী ভালবাসা নাই, তজ্জন্য কাহারও জীবনে শান্তি, সন্তোষ ও তৃপ্তি নাই—আছে আলাপী (acquaintance) মাত্র,—বন্ধুর অভাবে তাহা বন্ধু আখ্যা পাইয়াছে—আছে কেবল ক্ষণিকের আমোদ ও উত্তেজনা—আর স্বল্পদিনস্থায়ী কামপ্রদত্ত মোহ—তাহাই প্রেম বলিয়া বর্ণিত। যাহারা কখনও প্রকৃত প্রেম উপভোগ করে নাই, কখনও দেখে নাই, তাহারাই কেবল তাহা প্রেম বলিয়া বোঝে। নারী-

দিগকে পুরুষদিগের সহিত বি-সম প্রতিযোগিতায় অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়—আর বৃদ্ধবয়সে ও অসুস্থ অবস্থায় সকলকেই নির্জ্জন কারাবাসের দুঃখ ভোগ করিতে হয়। বৃদ্ধবয়সেই পুত্রকন্যাদিগের যত্ন, সেবা ও সাহায্য একান্ত আবশ্যক এবং তাহা তৎকালে পাওয়াই জীবনের তৃপ্তি উপভোগ—তাহা প্রায় কেহই পায় না—আর পৃথিবী হইতে শেষ বিদায় লইতে হয় ভালবাসাবর্জ্জিত অবতৈনিক সেবাসদনে—যাহাকে শেষ দেখা দেখিতে তাহার প্রাণ আকুল হয়, এমন কেহ থাকে না—তাহাকে যে ভালবাসে, এমন কোন একটি লোকও নাই—যদি কেহ থাকে, তাহারা ধন বা সম্মানের ঘানিগাছে অন্যত্র ঘূর্ণায়মান। ইহার অপেক্ষা মনুষ্য জীবনের বিশেষতঃ নারীজীবনের দুর্ভাগ্য কি আছে ?

একে ত পূর্ব্বে বর্ণিত নানা কারণে বিবাহ করা অনেকের অসম্ভব হইতেছে, তাহার উপর আশু যুদ্ধের সম্ভাবনায় কেহ বিবাহ করিতে চাহে না। এ দেশের তরুণ-তরুণীরা পাশ্চাত্য নারীদিগের অবস্থা প্রার্থনীয় মনে করেন, কিন্তু বাস্তবিক পাশ্চাত্য নারীদিগের মত দুঃখিনী কোনও দেশে নাই। ভালবাসাই নারীর জীবন,—মাতৃত্বের জন্য তাহারা সৃষ্ট—মাতৃত্বই তাহাদিগের জীবনের সুখের প্রধান উৎস—মাতৃত্বের জন্য তাহারা লালায়িত—নির্ভরযোগ্য ভালবাসার প্রার্থিনী, তাহা হইতেই পাশ্চাত্য নারীরা বঞ্চিত—সুতরাং তাহারা সর্ব্বহারা দুঃখিনী। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়, আই, সি, এস্ যাঁহার পাশ্চাত্যের মোহ আজও কাটে নাই, তিনিও সেই জন্য তাঁহার "পথে প্রবাসে" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন :—"যুবতীরা জেনেছে, পুরুষসংখ্যার অল্পতাবশতঃ বিবাহ অনেকের ভাগ্যে নাই—আর্থিক অসচ্ছলতাবশতঃ মাতৃত্ব আরও অনেকের ভাগ্যে নাই। সুতরাং যতটুকু পাব হেসে লবো ভাই। ঘোরতর মোহ-ভঙ্গের ভিতর তরুণ-তরুণীরা বাস করছে—ছেলেদের চোখে democracy (গণতন্ত্রের) কাল দিকটা ধরা প'ড়ে গেছে—ঊনবিংশ শতাব্দীর সব আদর্শ খেলো হয়ে গেছে—জীবন নামক চিত্রিত পর্দ্দাখানা তুলে দেখলে, এর পেছুনে লক্ষ্য ব'লে আর কিছুই নাই। শুধু বাঁচবার আনন্দে বাঁচতে হবে,—হাসবার আনন্দে হাসতে হবে। এ যুগের তরুণরা যত হাসে

—তত ভাবে না। মেয়েরা বুঝতে পেরেছে, ভোট আর আর্থিক অনধীনতাই সব কথা নয়—এ সব পেয়ে যাহা বাকী থাকে, তার উপর জোর খাটে না—সেটা হচ্ছে পরের হৃদয়। এ যুগের মেয়েদের মত দুঃখিনী আর নাই। তবু তারা পণ করেছে, কিছুতেই কাঁদবে না—কিছুতেই হটবে না।" (৭ম পরিচ্ছেদ ৯০ পৃ)। পুরুষ ও নারীর সাম্য স্বীকারে পাশ্চাত্য দেশের নারীদিগের অশেষ দুর্গতি হইয়াছে—আর আমরা আমাদিগের নারীদিগকে সেইরূপ উন্নত করিতে চেষ্টিত! এ দেশের খবরের কাগজে পাশ্চাত্যের অনুকরণে খেলোয়াড়, অভিনেত্রী ও নর্ত্তকীদিগের চিত্র-সম্বলিত কীর্ত্তি-কাহিনী প্রকাশিত হইতেছে—তরুণ তরুণীরা সেইরূপ কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে প্ররোচিত হইতেছে—তাহাই তাহাদিগের পাঠ্য ও প্রধান আলোচনার বিষয় হইয়াছে, তাহাতেই দেশের উন্নতি হইবে বোধ হয় বুঝিতেছে! পাশ্চাত্য দেশে এইরূপ মনোভাব হওয়ায় দেশের নৈতিক অবনতি হইয়াছে—ধনের প্রাধান্য বাড়ায় আর কোন উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য কলাবিদ্যা দেখা যাইতেছে না, কেবল উন্মত্ত যৌন-উপভোগের গল্পে উপন্যাসে দেশ প্লাবিত। এ দেশেও তাহাই হইতেছে, তাহাতে আমাদিগের দুর্গতির বৃদ্ধি করা হইতেছে।

সমাজতন্ত্রবাদীরাও সঙ্ঘবাদীদিগের মত সকল ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি, রাষ্ট্রশক্তির কর্ত্তৃত্বাধীনে আনা বিধেয় স্বীকার করেন বটে, কিন্তু রুসিয়া ছাড়া কোথাও একদমে তাহা করিতে প্রস্তুত নন—দেখিয়া, বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে করাই বিধেয় মনে করেন—রাষ্ট্রশক্তির বিকেন্দ্রীকরণ করিয়া, ঐরূপ করিয়া যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিশেষ খর্ব্ব হয়, তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন মনে করেন—কিন্তু কি উপায়ে, কিরূপে রাষ্ট্রশক্তি বিকেন্দ্রীকৃত হইলে তাহা হইতে পারে—গরীবদিগের দুর্দ্দশাও মোচন হয়, পরে দেখিয়া বুঝিয়া স্থির করিবেন। সমাজতন্ত্রবাদীদিগের দেশে কোথাও গরীবদিগের দুর্দ্দশা ঘোচে নাই। গরীবদিগের দুর্দ্দশা হইলে গরীব নারীদিগের আরও অধিক দুর্দ্দশা হয়—তাহাদিগকে বেশ্যাবৃত্তি করিতে হয়—যৌন রোগেরও বৃদ্ধি হয়। তজ্জন্য উত্তরোত্তর অধিকসংখ্যক

লোকদিগের বিশ্বাস হইতেছে যে, রুসিয়ার মত তুল্যাধিকারবাদী না হইলে, ধনীদিগকে সর্ব্বস্বান্ত না করিলে—সকল ধনোপায় রাষ্ট্রশক্তির কর্ত্তৃত্বাধীনে না আনিলে, গরীবদিগের দুর্দ্দশা মোচন হইতে পারে না। তজ্জন্য ধনী ও ধনিক বিদ্বেষ সর্ব্বত্রই বাড়িতেছে—অন্তর্দ্রোহের সম্ভাবনা বাড়িতেছে।

তুল্যাধিকারবাদী রুসিয়া সাম্য স্থাপন করিতে গিয়া প্রথমেই ধনী বণিকদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে নির্ব্বংশ, নির্ব্বাসিত ও সর্ব্বস্বান্ত করিলেন—যেন ধনী ও ধণিকমাত্রেই নৃশংস নরপিশাচ। শুধু যে বড় বড় ধনী ও ধনিকদিগের উপর এইরূপ অত্যাচার করা হইল, তাহা নহে, যাহারা কায়শ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে না—সচরাচর যাহারা মধ্যবিত্ত ছিল, তাহাদিগের উপরও যথেষ্ট অত্যাচার করা হইল; তাহাদিগেরও অধিকাংশকে নির্ব্বংশ, সর্ব্বস্বান্ত ও নির্ব্বাসিত করা হইল। যাহারা কায়শ্রমিক নয়—তাহারা যত বড় পণ্ডিত বুদ্ধিমানই হউক, তাহাদিগের ভোটাধিকার নাই; ফলতঃ যাহারা কার্ল মার্কসের অনুযায়ী রাষ্ট্রশক্তি-পরিচালকদিগের মত সঙ্ঘবাদী নয়, তাহাদিগকে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, সকল বিরুদ্ধ মতবাদ প্রকাশের স্বাধীনতা লোপ করা হইয়াছে, এমন কি, যে ট্রট্স্কি ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া স্বীকৃত, তিনিও রুসিয়ার উন্নতিকল্পে কি করা বিধেয়, তদ্বিষয়ে ষ্টেলিনের সহিত মতদ্বৈধ হওয়ায় ও তাহার প্রচার করায়, নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। এই সঙ্ঘবাদীরা নিরীশ্বরবাদী, ধর্ম্ম ও পরকালে বিশ্বাস কুসংস্কার বলেন, সুতরাং সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিষয়াদি—গির্জ্জা সকল বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। আর প্রায় সকল ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি তাহারা রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা পরি চালিত করিতে চেষ্টিত। যাহারা স্বাধীনভাবে কোন ব্যবসা বা শিল্প চালায়, তাহারা সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত, সর্ব্বত্র অস্পৃশ্যদিগের মত ঘৃণিত, তাহাদিগের পুত্র-কন্যারা বিদ্যালাভের সুবিধা হইতে বঞ্চিত, তাহারা নানারূপে অত্যাচারিত। একে ত রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা সকল ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি সম্যক্ পরিচালন প্রায় সচরাচর অসম্ভব—কারণ, তাহা করিতে হইলে অত্যাচার, অন্যায় চুরি ও ঘুষ নিবারণের জন্য

নানাবিধ নিয়ম করা অত্যাবশ্যক, তজ্জন্য নানা কারণে সকল গভর্ণমেন্টের কর্ম্মই বিফল হয়; কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি সম্যক্ পরিচালন করিতে ক্ষিপ্রকারিতা অনেক সময়ে বিশেষ আবশ্যক, তাহা হইতে পারে না, তাহার উপর ঐ সকল কার্য্যদক্ষ লোককে—ধনিক ও মধ্যবিত্ত লোকরাই ঐ সকল কার্য্যদক্ষ লোক হয়,—নির্ব্বংশ বা নির্ব্বাসিত করায় ঐ সকল কার্য্য সম্যক পরিচালিত হইতে পারিতেছে না। ঐ সকল দক্ষ লোক বিদেশ হইতে আনয়ন করিতে হইতেছে, তাহাদিগকে অধিক হারে বেতন দিতে হইতেছে এবং ঐরূপ করিতে গিয়া পারিশ্রমিকের হারের তারতম্য ইতিমধ্যে করিতে হইয়াছে। যে সাম্য স্থাপন করিতে গিয়া এত নৃশংস অত্যাচার করিলেন, সেরূপ সাম্যও স্থাপন করিতে পারিলেন না ও তাহাতে ভবিষ্যতে অধিক ধনগত বৈষম্যের সূত্রপাত করাও হইল। আর ঐ সকল ধনোপায় রাষ্ট্রশক্তির কর্তৃত্বাধীনে আনায় লোকদিগের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিশেষভাবে খর্ব্ব করা হইয়াছে—প্রায় সম্পূর্ণ লোপ হইয়াছে। লোকেরা কি খাইবে, কোথায় বাস করিবে, কি কর্ম্ম করিবে, কি পারিশ্রমিক পাইবে, কি পড়িবে, কি দ্রব্যের বিনিময়ে কি ও কত দ্রব্য পাওয়া যাইবে, তাহাও লেনিন্ যেমন নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, এখনও প্রায় সেইরূপই আছে। সাম্য স্থাপন করিতে গিয়া যখন সকল ধনী ও মধ্যবিত্তকে সর্ব্বস্বান্ত, নিহত বা নির্ব্বাসিত করিতে হইল, বিরুদ্ধমতাবলম্বীদিগের সকল স্বাধীনতা লোপ করা হইল—যাহারা স্বাধীনভাবে কোন ব্যবসা, শিল্প বা কৃষি করে, তাহাদিগকে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল, তাহাদিগের ভোটও নাই—স্বমতাবলম্বীদিগকে রাষ্ট্রশক্তির হুকুম অনুযায়ী সকল কার্য্য করিতে হইতেছে, স্বাধীনভাবে অতি অল্প কর্ম্মই করিতে পায়, তখন সাম্য ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যে পরস্পরবিরোধী, তাহা প্রমাণিত হয়, এই দুইটি একত্রে পাওয়া অসম্ভব। এত অত্যাচার করিয়াও রুসিয়ায় ধনগত সাম্য স্থাপন করিতে পারিলেন না, তাহা দেখিয়াছি।

রুসিয়ায় সাম্য স্বীকৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় কেবল পুরুষ ও নারীর ভিতরে। নারীরা পুরুষদিগের মত সকল কর্ম্মই করিতে পায়—

আর স্বাধীনতা আছে উভয়েরই কাম উপভোগে, আর ইচ্ছা করিলেই বিবাহ-বিচ্ছেদ করিবার। ইহার ফল অষ্টম প্রবন্ধে কতক আলোচিত হইয়াছে। যখন উভয়েই যথেচ্ছা কাম উপভোগ করিতে পায়, তখন সন্তান হইলেই পিতৃ নির্দ্দেশ করা কঠিন হয় এবং পিতাকে সন্তান পালনের ভার বহন করাইতে হইলে তাহার পিতৃত্বের প্রমাণ করা কঠিন হয়। অনেক তরুণ-তরুণী কিছুদিন স্বামি-স্ত্রীর মত থাকিয়া সরিয়া পড়ে—স্থায়ী দম্পতিপ্রেম থাকে না। আইন হইয়াছে পুরুষকে সন্তান-পালনের জন্য তাহার আয়ের ⅓ দিতে হয়, কিন্তু যত সন্তান, যত স্ত্রী দ্বারাই উৎপন্ন হউক, তাহাকে কখনও তাহার আয়ের ½এর অধিক দিতে হয় না। অধিকাংশেরই আয় অতি অল্প, সুতরাং নারীদিগকে অধিকাংশ স্থলেই সন্তান-প্রতিপালনের ভার লইতে বাধ্য হইতে হয়, আবার নারীরা—যাহার আয় কিঞ্চিৎ অধিক আছে, তাহাকে মিথ্যা পিতৃ-নির্দ্দেশ করিয়া, আর্থিক সুবিধা করিবার চেষ্টাও পায়, এরূপ অনেক মোকর্দ্দমা হয়। নারীদিগকে সন্তান-পালনের ভার বহন করিতে হয়, গর্ভধারণও করিতে হয়, তাহার কষ্ট ও অক্ষমতা ভোগ করিতে হয়, সন্তানদিগকে স্তন্যপান করাইতেও হয়, রক্ষণাবেক্ষণও করিতে হয়, অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়—তাহার ফলে গৃহ বলিতে আর কিছু থাকে না। এতকাল গৃহই সকলের আরাম, শান্তি ও তৃপ্তির স্থান ছিল—পুরুষ ও নারীর সাম্য-স্বীকারে তাহারই প্রায় লোপ হইতেছে, সন্তানদিগকে অপরের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়, অল্পবয়স হইতে বোর্ডিংএ পাঠাইতে হয়, সন্তানরা মাতার ঐকান্তিক যত্ন-সাহায্য হইতে বঞ্চিত হয়, পিতার যত্ন, সাহায্য ও ভালবাসা হইতেও বঞ্চিত হয়। পিতা-মাতা উভয়েই সন্তানের সান্নিধ্য হইতে বঞ্চিত হয়। যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহাকে নিকটে না পাইলে ভালবাসারই বিকাশ হয় না, ক্রমে কমিয়া আসে। এই কারণে সন্তানদিগের পিতৃমাতৃভক্তি থাকে না, পিতামাতারও সন্তান-বাৎসল্য ক্ষীণ হয়, দাম্পত্য-প্রেমও ক্ষণভঙ্গুর হয়। ভালবাসার পূর্ণ বিকাশ হয়—মাতার স্নেহে, দাম্পত্য-প্রেমে, পিতৃমাতৃ-ভক্তিতে, পিতার ভালবাসায়—এই সকল ভালবাসাই সঙ্কুচিত হয়—শ্রেষ্ঠ

ত্যাগধর্ম্মী ভালবাসা, যাহা মনুষ্য জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপভোগ্য, যাহাতে তৃপ্তি, সেই ভালবাসা অতীব অল্প লোকই পাইতে পারে, তাহাতে অধিকাংশই বঞ্চিত হয়। ইহা অপেক্ষা অধিক দুর্ভাগ্য মানুষের, বিশেষতঃ ভালবাসা-প্রবণ নারীদিগের কি হইতে পারে? শৈশবে পিতৃমাতৃ স্নেহ ইহারা অল্পই পায়, যৌবনে ক্ষণভঙ্গুর দাম্পত্য-প্রেম পায়, বার্দ্ধক্যে অপত্যদিগের পিতৃমাতৃভক্তি, যত্ন ও সেবা হইতে বঞ্চিত হয়!

নারীদিগকে এইরূপ সন্তান-প্রতিপালনের ভার বহিতে হওয়ার ও সন্তানদিগের যত্ন সেবা কার্য্যে সাহায্য পাওয়ার আশা না থাকায়, অধিকাংশ নারীকে ভ্রূণ-হত্যা করিতে হয়। একা মস্কৌ সহরে তজ্জন্য ১৫টী হাঁসপাতাল আছে, সেখানে সরকারী ডাক্তাররা তৎকার্য্যে সহায়তা করে, যত জীবিত সন্তান জন্মে, তদপেক্ষা অধিক ভ্রূণ-হত্যা হয়। ইহাই পুরুষ ও নারীর সাম্য-স্বীকারের অবশ্যম্ভাবী ফল। এই সাম্য পাইবার জন্য, জীবন-স্থায়ী শ্রেষ্ঠ ভালবাসা-বর্জ্জিত—ব্যক্তিগত স্বাধিনতাও বর্জ্জিত। আমরা জানি "সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্" সকল পরবশ্যতাই দুঃখ। রাষ্ট্র-শক্তির হস্তে সকল স্বাধীনতা তুলিয়া দিলে—যাহা না দিলে কি তুল্যাধিকারবাদী, কি সমাজতন্ত্রবাদী সকলেই বলিতেছেন যে, গরীবদিগের ও নারীদিগের দুর্গতি মোচন হইতে পারে না—সকলকে সেই পরবশ্যতার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হয়—তাহা অনিবার্য্য।

মানুষে মানুষে যেখানে কোন বিষয়েই সাম্য নাই—পুরুষ ও স্ত্রীর শরীর-গঠনে ও শরীরের অঙ্গের ক্রিয়ারও অনেক পার্থক্য আছে, সেখানে সাম্যস্থাপন চেষ্টায় এইরূপ নানা বিষময় ফল অনিবার্য্য, তাহা পাশ্চাত্যরা এখনও স্পষ্ট দেখিতেছেন না। আমরা সেই ভুল সাম্যবাদের শ্রেষ্ঠত্বের ডঙ্কা ধ্বনিতে প্রতারিত হইতেছি। এই সাম্যস্থাপন প্রয়াসে প্রকৃষ্ট ভালবাসা হইতে অধিকাংশ লোককে বঞ্চিত করা হইল—লোকদিগের সকল স্বাধীনতা লোপ করা হইল—বিরুদ্ধমতাবলম্বী সকলের উপর অশেষ অত্যাচার করা হইল—কায়শ্রমিক সঙ্ঘবাদী ভিন্ন সকল লোককে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল; তথাপি সেই কায়শ্রমিক সঙ্ঘবাদীরাই বা পাইয়াছেন কি? সামান্য গ্রাসাচ্ছদন মাত্র—কিছু লেখাপড়া শিখিতে

পাওয়া—হাঁসপাতালে চিকিৎসা পাওয়া—যাহা সকল কয়েদী অধিক জেলখানায় পায়—তাহার ঊর্দ্ধে বড় বেশী কিছু নয়। আর পাইয়াছেন নব্যতন্ত্রীদের সকল দুঃখহরা ভোট মাত্র! ইহা পাইবার জন্য এক দল নব্যতন্ত্রীরা তরুণ-তরুণীদিগকে প্রোৎসাহিত করিতেছেন—পুরুষ ও নারীর সাম্য স্থাপনের জন্য অস্থির হইয়াছেন, আর তজ্জন্য তরুণীদিগকে পাশ্চাত্য নারীদিগের অপেক্ষা অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করাইতে উদ্যত হইয়াছেন। কারণ, এখানে সেরূপ হাঁসপাতালও নাই—পেটের দায় হইতে মুক্তি পাওয়ার উপায়ও নাই। যৌবন কাটিয়া গেলে দুর্গতির সীমা থাকিবে না—একাই দাসীগিরি বা বেশ্যাবৃত্তি করিয়া জারজ সন্তান পালন করিতে হইবে—অন্য উপায় নাই বলিলেই হয়। নারীদিগের দুর্গতিমোচনের কোন ক্ষমতা নাই—নিকট ভবিষ্যতে তাহা পাইবার কোন সম্ভাবনাও নাই। পুরাকালে হিন্দুরাজারা যেমন নিজ নিজ পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বনবাসে যাইতেন, ইংরাজরা যে তাহাদিগের পালন—পুত্র ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইবেন—সে আশা সাম্যবাদ প্রতারিত ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ই করিতে পারেন।

নব্যতন্ত্রীরা প্রায় সকলেই পাশ্চাত্যদিগের ন্যায় সমাজতন্ত্রবাদী বা তুল্যাধিকারবাদী হইয়াছেন। পাশ্চাত্যে ঐ সকল মতবাদ অনুযায়ী যেরূপ আইন-কানুন হইতেছে, তাঁহারাও এখানে সেইরূপ করিতে চাহিতেছেন—সুতরাং রাষ্ট্রশক্তির হস্তে সকল ক্ষমতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তুলিয়া দিতে প্রস্তুত—তাহা স্বীকার করিতেছেন; সুতরাং সেই পুরাণ স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃভাব মতবাদ অচল তাহা স্বীকার করিতেছেন। তথাপি তাঁহারা সেই পরিত্যক্ত স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃভাবের বুলি আওড়াইয়া আমাদিগের জাতিভেদ প্রথা ও জাতিগত ব্যবসা প্রথার নিন্দা করেন ও ব্রাহ্মণদিগের নিম্ন জাতিদের প্রতি অত্যাচারী বলেন। ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প, কৃষিই ধনোপার্জ্জনের প্রকৃষ্ট উপায়—তাহাই যখন ব্রাহ্মণরা বৈশ্য-শূদ্রের জন্য, নিম্নজাতিদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিলেন—নিজেদের প্রভূত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিজেদের জীবিকা পরের শ্রদ্ধার দান

স্থির করিলেন, তখন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অত্যাচারী বলা কত সঙ্গত, তাহা একবার ভাবিলেন না। এরূপ নিজেদের জীবিকা নির্দ্দেশ যে গ্যারিবল্ডি বা ওয়াসিংটনের ত্যাগস্বীকার অপেক্ষাও মহত্তর (কারণ ইহা বংশানুক্রমিক দৈন্যবরণ), তাহা বুঝিবারও শক্তি নাই।

আমরা পাশ্চাত্যদিগের পোষাপাখী মাত্র হইয়াছি, সেই জন্য যখন প্রথমে স্বাধীনতা সাম্য ও ভ্রাতৃভাব বুলি বলাইতে শিখাইল, আমরা সেই বুলি বলিতে শিখিলাম। আমাদিগের বুদ্ধিতে যাহা কিছু হিন্দু, সমাজ তাহার বিরোধী হইল, তাহা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিরোধী বলিয়া দোষাবহ বলিলাম, তাহা না মানিয়া তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া সংস্কারক সাজিলাম, আবার যখন তাহারা সমাজতন্ত্রবাদী বা সঙ্ঘবাদী হইল, সকল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রাষ্ট্রশক্তির হস্তে তুলিয়া দেওয়া বিধেয় বলিল, আমরা তাহাই করিতে প্রস্তুত হইলাম। কংগ্রেসে এক বড় দল সমাজতন্ত্রবাদী হইয়াছে,অনেকে সঙ্ঘবাদীও হইয়াছে,সুতরাং তাহারা রাষ্ট্র-শক্তির হস্তে (তাহা যে ইংরাজ-কবলে, সে কথা স্মরণ থাকে না) সকল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি তুলিয়া দিতেও প্রস্তুত, তাহা স্বীকার করিতেছেন। অথচ এখনও সেই পরিত্যক্ত 'স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃভাব' বুলির দোহাই দিয়া এ দেশের জাতিভেদ ও জাতিগত ব্যবসা-প্রথা—নারী ও পুরুষের ভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্র ও অধিকার—পিতৃমাতৃ-আজ্ঞা নির্ব্বিচারে পালন বিধি ও নানা বিধিনিষেধ করিবার হিন্দু সমাজের অধিকার অস্বীকার করিতেছেন। এরূপ করায় যে বলা হইতেছে যে, অন্য সকল সমাজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব্ব করিবার অধিকার আছে—যে যত অধিক অত্যাচারীই হউক না কেন—কিন্তু সাম্যভাবেও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব্ব করিবার অধিকার নাই কেবল হিন্দু সমাজের—তাহা দেখি না; এবং সেই অধিকার হিন্দু সমাজের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া রাষ্ট্রশক্তির—যাহা ইংরাজ-কবলে—হস্তে তুলিয়া দিতেছেন সেই জন্য সর্দ্দা আইন পাশ হইয়াছে—মন্দিরে প্রবেশাধিকার ও ঐরূপ অন্যায় বিল হইতেছে!

হিন্দু সমাজ জাতিভেদ প্রথার দ্বারা প্রত্যেক জাতির জন্য সমাজের

আবশ্যক একটিমাত্র কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছিল—অন্য কোনরূপ কর্ম্ম করিতে দেওয়া হইত না। এরূপ হইয়াছিল বলিয়া অল্পসংখ্যক ধনোপার্জ্জনকুশল ব্যক্তি সকল ধনোপার্জ্জনের প্রকৃষ্ট উপায়গুলি গ্রাস করিতে পায় নাই (যাহা পাশ্চাত্যে করিয়াছে) এবং একই জাতিভুক্তদিগের ভিতর বিবাহ নিবদ্ধ থাকায় সেই ব্যবসায় বা শিল্পে কুশল ব্যক্তির ধন সেই জাতিভুক্ত-দিগের ভিতরই বিতরিত হইত। ইহার উদ্দেশ্য ও ফল পরে আলোচিত হইবে। মাদ্রাজের কোন কোন স্থানে অতি অসভ্য অপরিষ্কার আদিম বা নিম্নজাতিদিগকে কোন কোন রাস্তায় যাইতে দেয় না—কোন কোন কূপ হইতে জল উত্তোলন করিতে দেয় না—অন্য জাতিদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেয় না। এই জন্য ব্রাহ্মণদিগকে ঘোর অত্যাচারী বলিয়া নব্যতন্ত্রী শিক্ষিত সম্প্রদায় চীৎকার করিয়া গলা ফাটাইয়া ফেলিলেন—কেহ বা এই জাতিভেদ প্রথাকে আমাদিগের জাতীয় রাজনৈতিক পরাধীনতার মূল কারণও বলেন। মহাত্মা গান্ধী ভূমিকম্প, ঝড় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাকে—তাহা ভারতের যে প্রদেশেই হউক না কেন—ঐরূপ নিম্নজাতিদিগের প্রতি অত্যাচাররূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বলেন। মাদ্রাজের এই নিম্নজাতিদিগের প্রতি অত্যাচারের সহিত তুল্যাধিকারবাদী রুসিয়ার ভিন্নমতাবলম্বীদিগের উপর—ধনী ও মধ্যবিত্তদিগের উপর—যাহারা কায়শ্রমিক নয়—যাহারা নিজের লাভের জন্য কোন ব্যবসা-শিল্প বা কৃষি করে, তাহাদিগের উপর—তাহারা ব্যক্তিগত ভাবে যত উন্নত হউক না কেন—যত পরোপকারী হউক না কেন, তাহাদিগের উপর—অত্যাচারের তুলনা করিতে বলি। সম্প্রতি জার্ম্মাণীতে ইহুদীদিগের উপর—যাহারা বিগত যুদ্ধে জার্ম্মাণদিগের সহিত যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল—সকল কষ্ট সহিয়াছিল—অত্যাচারের তুলনা করিতে বলি। এই সকল সভ্যতার নিম্নতম স্তরের নিম্নজাতিভুক্ত লোক অতিশয় অপরিষ্কার—তাহাদিগের আচার, আহার-ব্যবহারে আর্য্যদিগের সহিত বহু পার্থক্য—ভিন্ন জাতিভুক্ত (race)। আর্য্য ব্রাহ্মণরা উদার উন্নত সাম্যবাদী পাশ্চাত্যদিগের মত তাহাদিগকে নির্ব্বংশ করিয়া—স্বর্গবাসী করিয়া উন্নত করেন নাই। কি আমেরিকায়, কি অষ্ট্রেলিয়ায়, কি

আফ্রিকায় যেথানে স্বাধীনতা সাম্য ও ভ্রাতৃভাবধ্বজী—উদার পাশ্চাত্যরা নিম্ন ও ভিন্ন সভ্যতার লোকদিগের সহিত একত্রে বাস করে—যেথানে ধর্ম্মবিশ্বাস ভিন্ন (রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট হইতে) সেথানে স্বজাতি হইলেও কি ভয়ানক অত্যাচার হইয়াছে তাহা একবার ইতিহাস খুলিয়া দেখিতে বলি ও তাহার সহিত হিন্দুদিগের এই সকল নিম্নজাতির প্রতি ব্যবহারের তুলনা করিতে বলি। ব্রাহ্মণদিগের এই অত্যাচার বড় জোর আংশিক পৃথক্করণ (partial segregation) মাত্র। স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃভাবধ্বজী আমেরিকানরা এখনও নিগ্রোদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করে—রেড ইণ্ডিয়ানদিগের প্রতি কিরূপ অত্যাচার করিত—জন্তু শিকারের মত সথ করিয়া হত্যা করিয়া গৌরব করিত—তাহা দেখিতে বলি। তাহারা নির্ব্বংশ হয় দেখিয়া তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য দয়াপরবশ হইয়া, তাহাদিগের ব্যবসায়ের জন্য পৃথক্ প্রদেশ নির্দ্দিষ্ট করিতে বাধ্য হইলেন অর্থাৎ সম্পূর্ণ পৃথক্করণ করা হইলে (segregate) তাহাই উহাদিগকে বাঁচাইবার একমাত্র উপায় বলিয়া বুঝিলেন—অন্য কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না। হিন্দুরা তাহার পরিবর্ত্তে এই সকল নিম্ন জাতির জীবিকার জন্য সমাজের একটি আবশ্যক কার্য্য—যাহা তাহাদিগের সাধ্য, নির্দ্দিষ্ট করিলেন। সেই কর্ম্মে উচ্চ জাতিদিগের প্রতিযোগিতা বন্ধ করা হইল—গ্রামের ভিন্ন অংশে তাহাদিগকে বসবাস করিতে দেওয়া হইল—তদ্দ্বারা সংঘর্ষ নিবারিত হইল। হিন্দুরা চিরকালই বিভিন্ন জাতিদিগের জন্য (caste) পৃথক্ বসবাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছে—সকল গ্রামেই ব্রাহ্মণপাড়া, গোয়ালাপাড়া, বৈদ্যপাড়া, ডোম পাড়া আছে—তাহাই এ দেশের সাধারণ নিয়ম, এখনও আছে বলা যাইতে পারে। বিভিন্ন আচার, আহার-ব্যবহার পূজাপদ্ধতি বিশিষ্ট লোকরা যত অধিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসে, ততই বিরোধ ও সংঘর্ষ অধিক হয়—তাহা নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ আংশিক পৃথক্করণ—পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মক্ষেত্র ও বসবাসস্থান নির্দ্দেশ হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা নানা বিভিন্ন জাতীয় বিভিন্ন প্রকার আহার আচার ব্যবহারের লোকদিগের ভিতর সংঘর্ষ ও বিরোধ নিবারিত হইয়াছে। এখনও মুসলমানপাড়ায়

বাস করিতে গেলে আমাদিগের কিরূপ দুর্গতি হয়, তাহা দেখিতে বলি। এখন বিভিন্ন প্রদেশবাসী হিন্দুদিগের ভিতর একই প্রকার কর্ম্মে, বিশেষতঃ রাজকর্ম্মে—অবাধ প্রতিযোগিতা থাকায় উত্তরোত্তর প্রাদেশিক বিদ্বেষ কত বাড়িতেছে তাহা দেখিতে বলি।

সম্পূর্ণ পৃথক্‌করণ অপেক্ষা ঐরূপ আংশিক পৃথক্‌করণ নিম্নজাতিদিগের পক্ষে অধিক মঙ্গলজনক। তাহারা উন্নত জাতির সহিত সম্পর্কে আসে, তাহাতে নানা বিষয় দেখিয়া শিখিবার, আত্মোন্নতি করিবার সুবিধা পায়। যে সম্পূর্ণ পৃথক্‌করণ, দয়াপরবশ আমেরিকানরা এই সকল নিম্ন জাতিকে বাঁচাইবার একমাত্র উপায় বলিয়া বুঝিলেন, এই "ভীষণ অত্যাচারী" ব্রাহ্মণরা তদপেক্ষা মঙ্গলজনক উপায়—এই জাতিভেদ ও জাতিগত ব্যবসা প্রথার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন ও তদ্দ্বারা তাহাদিগকে হিন্দু সভ্যতা ও সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই তাহারা এত সহস্র বৎসর স্ত্রীপুত্র-কন্যা লইয়া স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া আছে—তাহাদিগের শরীরের যে স্বাস্থ্য আছে, তাহাদিগের জীবনে যে আনন্দ আছে, তাহা হয় ত অনেকেরই লোভনীয়—পাশ্চাত্য দেশের স্বজাতীয় গরীবরাও সে স্বচ্ছন্দতা উপভোগ করে না—এবং তাহাদিগকে নির্ব্বংশ করিয়া তাহাদের উন্নতি করিলেন।

সকলের সকল কর্ম্ম করিবার সমান অধিকার থাকিলে—অবাধ প্রতিযোগিতা থাকিলে, ধনোপার্জ্জনে ও ধনরক্ষণে অকুশল ব্যক্তিদিগের—তাহারা যত বুদ্ধিমান্‌ই হউক, যত পণ্ডিতই হউক না কেন—ভীষণ দুর্গতি হয়, তাহারা ক্রমে নির্ব্বংশ হয়; তখন ভারতে নব্যতন্ত্রীদিগের অভীপ্সিত সকল কর্ম্মে অবাধ-প্রতিযোগিতা থাকিলে এই সকল সভ্যতার নিম্নতমস্তরের জাতিরা—যাহাদিগের বুদ্ধি ও কর্ম্মক্ষমতা অতি অল্প—তাহারা যে ঐ সকল উচ্চজাতির সহিত প্রতিযোগিতায় বাঁচিতে পারিত না, তাহা তাঁহারা ভুল সাম্যবাদের মোহে দেখেন না। এইরূপ অবাধ-প্রতিযোগিতায় আসিলে তাহাদিগের অসভ্যতাসুলভ ব্যবহারে অন্য জাতিদিগের সহিত বিরোধ ও সংঘর্ষ অনিবার্য্য হয় এবং তাহাতেও প্রতিযোগিতায় অপারগ হওয়ায় তাহাদিগের ধ্বংসসাধন হয়। এইরূপ

আংশিক পৃথক্‌করণ তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। এবং তাহাকেই আমরা ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার বলিতেছি। অস্পৃশ্যতাও অনেক সময়ে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে—তাহা না থাকিলে তাহাদিগের নারীরা পেটের দায়ে অন্য জাতিভুক্তদিগের কাম চরিতার্থ করিতে বাধ্য হইত—যৌনরোগ বহু বিস্তার লাভ করিত—সিমলা, দার্জ্জিলিঙ, শিলঙে পাহাড়ী জাতিদিগের এখন এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। সচরাচর অস্পৃতা আমি সমর্থন করিতেছি না। কিন্তু যাহারা সচরাচর অতিশয় অপরিষ্কার, তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে কেহ চাহে না—স্পর্শ করাও বাঞ্ছনীয় নয়—তাহাতে অনেক ব্যাধির প্রসার হয়। যাহারা সচরাচর অতিশয় অপরিষ্কার—পরিষ্কার থাকাও যাহাদিগের পক্ষে সচরাচর সম্ভব নয়, তাহাদিগকে অস্পৃশ্য বলা একটা সাধারণ নিয়ম মাত্র (General rule)—সকল বিষয়েই ঐরূপ সাধারণ নিয়ম সর্ব্বত্রই করিতে হয়—ব্যক্তিগতভাবে তাহাতে অন্যায়ও করিতে হয়, তাহা স্বীকার্য্য। বিভিন্ন প্রকার আচার আহার ব্যবহারী বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী লোক একত্রে বাস করিলেই যাহারা নিজেদের উন্নত মনে করে, তাহাদিগের ক্ষমতা থাকিলেই অনুন্নত শক্তিহীন জাতিদিগের প্রতি অবজ্ঞা-ভাব ও কতকটা অত্যাচার অনিবার্য্য। যতদিন পৃথিবী স্বর্গে পরিণত না হয়, ততদিন কোথাও তাহা নিবারিত হয় নাই—হইতেও পারে না। হিন্দুভারতে এই অত্যাচার যত অল্প হইয়াছে, কোন দেশে কোন কালে এত অল্প অত্যাচার হয় নাই।'

জাতিভেদ প্রথার দ্বারা 'ভীষণ অত্যাচারী ব্রাহ্মণরা' এইরূপ আংশিক পৃথককরণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই এই সকল বিভিন্ন প্রকার আহার আচারব্যবহারী, বিভিন্ন প্রকার পূজাপদ্ধতির লোকদিগের ভিতর সংঘর্ষ, বিরোধ, বিদ্বেষ, পরস্পর ধ্বংসকারী যুদ্ধ নিবারিত হইয়াছিল—এই সকল অসভ্য জাতি এখনও বাঁচিয়া আছে—তাহাদিগকে হিন্দুসভ্যতা ও সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হইয়াছে। রামায়ণাদি গ্রন্থে আর্য্য ও অনার্য্য জাতিদিগের ভিতর যে সর্ব্বদা সংঘর্ষ ও যুদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা জাতিভেদপ্রথার দ্বারাই নিবারিত হইয়াছিল—হিন্দুরা সভ্যতার উচ্চতম

শিখরে উঠিতে পারিয়াছিলেন এবং বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া সভ্যতার শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন—ভারতীয় সভ্যতার যে অতুলনীয় সঞ্জীবনী শক্তি আছে, তাহা সঞ্চারিত হইয়াছিল। ভারতের সভ্যতা অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী চিত্রকরের উজ্জ্বল স্থায়ী বহু বর্ণে রঞ্জিত অতুলনীয় চিত্র—তাহার তুলনায় অন্য সকল সভ্যতা অল্পদিনস্থায়ী এক রঙ্গের চিত্র। চিত্রবিদ্যাশিক্ষার্থীরা এখন এক এক তুলি ও এক এক বিলাতী রঙ্গের টেবলেট লইয়া সেই চিত্রসংস্কারকার্য্যে লাগিয়া গিয়াছেন, নব্যতন্ত্রী নেতারা তাহা দেখিয়া বাহবা দিতেছেন, আর অন্তরীক্ষে অসুর পরাজিত ভারতশুভানুধ্যায়ী দেবতাদিগের নয়নে শোণিতাশ্রু ঝরিতেছে!

দুঃসময়ে আত্মীয়রাও পর হইয়া যায়—সকল বিষয়ে তাহার দোষ দেখে—গুণ কেহ দেখে না। হিন্দুদিগের এখন অত্যন্ত দুঃসময়—সেই জন্যই আমরা আমাদিগের দোষ দেখিতে সহস্রলোচন—তিলপ্রমাণ দোষকে তাল কেন, পর্ব্বতপ্রমাণ দোষ বলিয়া প্রচারিত হইতেছে—গুণ দেখিতে অন্ধ—গুণের কথা শুনিতেও বধির। সেই জন্যই এখন এত হিন্দুদ্রোহী হিন্দু,—হিন্দু নেতাও হইয়াছে—এত কালাপাহাড়ী সংস্কারকের দল বাহির হইয়াছে—আমাদিগের গুণও দোষ বলিয়া প্রচারিত হইতেছে—হিন্দুর সকল প্রতিষ্ঠানের নিন্দা করাই এ দেশের অদ্ভুত স্বদেশভক্তির নিদর্শন হইয়াছে। এই জাতিভেদ-প্রথাই সভ্যতার নিম্নস্তরের নানা জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিবার শ্রেষ্ঠ উপায়—তাহাকেই আমরা ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার বলিতে সকলকে শিখাইতেছি—তজ্জন্য সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ ও উচ্চ জাতি বিদ্বেষ উদ্দীপিত হইতেছে—অন্তর্দ্রোহ সৃষ্ট হইতেছে এবং তৎসঙ্গে হিন্দুর শাস্ত্র—যাহাতে আমাদিগের সুদীর্ঘ জাতীয় জীবনের অভিজ্ঞতা সন্নিবিষ্ট আছে—তাহার প্রতি বিদ্বেষ এত প্রবল হইয়াছে যে, নব্যতন্ত্রীরা শাস্ত্রের নাম শুনিলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠেন। এইরূপ আমাদিগের বহু সহস্র বৎসরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা বর্জ্জন ফলে—পৈতৃক বিষয় উড়াইয়া দিলে যেরূপ পরের গোলামী করিতে হয়—সকল বিষয়েই পরের দ্বারস্থ হইতে হয়—আমরা এখন সকল বিষয়েই পাশ্চাত্যের দ্বারস্থ হইতেছি—পাশ্চাত্যের সখের গোলাম হইয়া গৌরবান্বিত হইতেছি।

একাদশ প্রবন্ধ

ইতিহাস খুলিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব যে, একা হিন্দুরা ভিন্ন কোন কালে কোন দেশে সভ্যতার বিভিন্ন স্তরের—নানা ভাষাভাষী নানা প্রকার আহার আচার ব্যবহারী, বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মবিশ্বাসী—বিভিন্ন জাতি (race) ভুক্ত লোকদিগকে এক সভ্যতার ও সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারে নাই—হয় একটি প্রবল জাতি অন্য জাতিকে নির্ব্বংশ করিয়াছে—না হয়, তাহারা মিলিয়া মিশিয়া এক মিশ্রজাতি হইয়াছে। (মুসলমানরা অনেক বিভিন্ন জাতিভুক্তদিগকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে বটে, তাহাও তাহাদিগের বৈশিষ্ট লোপ করিয়া)। যেখানে এরূপ মিশ্রজাতি হইয়াছে, সেখানে তাহারা প্রায় সভ্যতার এক স্তরের—অধিকাংশই এক জাতিভুক্ত (race)। ভারতে এত বিভিন্ন জাতি, এত বিভিন্ন ভাষা আছে, সভ্যতার স্তরগত এত বিভিন্নতা আছে—আহার আচার-ব্যবহারে এত বিভিন্নতা আছে যে, ভারতে এক মিশ্রজাতি হওয়া অসম্ভব। ভারতে যদি তাহা সম্ভব হয়, তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবীতেও তাহা হওয়া সম্ভব। কারণ, পৃথিবীর প্রায় সকল বিভিন্ন জাতির সমাবেশ এই ভারতেই আছে—পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বপ্রকার বিভিন্ন জল, হাওয়ার (climate) সমাবেশও এখানে আছে। নব্যতন্ত্রী শিক্ষিত সম্প্রদায় যেরূপ একীভূত ভারতের স্বপ্ন দেখেন, তাহা বাস্তবে পরিণত হওয়ার বহু পূর্ব্বে য়ুরোপ একীভূত হইয়া যাইতে পারে। ভারতে জাতিগত, ভাষাগত সভ্যতার স্তরগত, ধর্ম্ম ও পূজাপদ্ধতিগত আহার আচার ব্যবহারগত, যত অধিক পার্থক্য আছে—য়ুরোপে তাহার স্বল্পাংশও নাই। সেখানে ত বহু শতাব্দী ধরিয়া আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ আছে—অস্পৃশ্যতাও নাই—একত্র আহার করিবার কোন বাধাও নাই—তবে কেন জেনিভার আন্তর্জ্জাতিক শান্তি-সভায় য়ুরোপে যে পরস্পর ধ্বংসী সমরানল প্রজ্বলিত হইবার আশু সম্ভাবনা হইয়াছে, তাহা নির্ব্বাপিত করিবার কোন উপায়ই দেখিতে পাইতেছেন না? নব্যতন্ত্রী শিক্ষিত সম্প্রদায় যে সকল সাবালক-সাবালিকাকে ভোট দিয়া, ভারতে গণতন্ত্র স্থাপন করিয়া, ভারতের একতা ও উন্নতি করিবার চেষ্টা করিতেছেন, য়ুরোপীয় কোন পণ্ডিত—কোন অভিজ্ঞ রাজনৈতিক সেইরূপ গণতন্ত্র য়ুরোপে স্থাপন করিবার কথাও কেহ

তুলিল না কেন? য়ুরোপে তাহা হওয়া যত সহজ ভারতে তদপেক্ষা ঐরূপ করা বহু কঠিন। এক প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর বহু পার্থক্যের জন্য—জল-হাওয়ার পার্থক্যের জন্য—যদি ভারতে কেবল এক জাতিরই বাস হইত, তথাপি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের এই জাতিভুক্ত লোকদেরই ভিতর আহারে, আচার-ব্যবহারে, জীবন-যাপন প্রণালীতে, ধর্ম্ম-বিশ্বাসে ও অল্পদিনেই বহু পার্থক্য উপস্থিত হইত, সেই জন্য একীভূত হওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়—তাহার উপর জাতিগত, ভাষাগত, সভ্যতার স্তরগত, এত অধিক পার্থক্য রহিয়াছে যে, যাহারা কোদাল কুড়ুল সাহায্যে হিমালয়াদি পর্ব্বত কাটিয়া সমগ্র ভারতকে এক সমতল ক্ষেত্রে পরিণত করিবার আশা পোষণ করিতে পারে—হিমালয়ের বরফ কাটিয়া মাদ্রাজে ও রাজপুতানায় বিছাইয়া দিয়া সর্ব্বত্র শীত গ্রীষ্ম সমান করাইয়া দিবার আশা করিতে পারে, তাহারাই কেবল অসবর্ণ বা আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া, সকলকে সকল মন্দিরে প্রবেশাধিকার দিয়া, সকলকে প্রাথমিক শিক্ষা দিয়া, সকলকে ভোট দিয়া এক গণতন্ত্র স্থাপন করিয়া ভারতের একতা ও উন্নতি করিবার আশা পোষণ করিতে পারে। জাতিগত, ভাষাগত, ধর্ম্ম-বিশ্বাসগত ভারতের তুলনায় অতি সামান্য পার্থক্য থাকায় য়ুরোপীয় রাজনৈতিকগণ য়ুরোপে এইরূপ গণতন্ত্র স্থাপন করা এত অসম্ভব—এরূপ করিবার প্রস্তাবই হাস্যস্পদ, মনে করেন যে, কেহ সে কথা তুলিল না।* আমাদিগের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাহীন, পুঁথিগতবিদ্যা, 'স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃভাব' বুলির জয়ডঙ্কা শ্রবণে প্রতারিত, বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশে—যেখানে কেবল এক ধাঁচের (homogenous) লোকের

* বিভিন্ন আচার-ব্যবহারী, বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকদিগকে এক গণতন্ত্রাধীন করিলে, যাহাদিগের সংখ্যাধিক্য আছে, তাহারা সকল ক্ষমতাই গ্রাস করিতে পারে, তজ্জন্য যাহারা সংখ্যায় অল্প তাহাদিগের সমান অধিকার বজায় রাখিবার জন্য তাহাদিগকে সংখ্যার অধিক রাজনৈতিক সভার প্রতিনিধিত্ব দিতে হয়, তাহাদিগকে কতক বিশেষ অধিকার দিতে হয়—যেখানে বহু অধিকসংখ্যক বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে, সেখানে কতকগুলি সংখ্যালঘু জাতিদিগের জন্য ঐরূপ বিশেষ অধিকার দিতে হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিদিগের প্রতিনিধিসংখ্যা অত্যন্ত অল্প হইয়া যায়—গণতন্ত্রের মূল সূত্র সংখ্যাধিক্যের মতে রাজ্য-শাসনই থাকে না।

বাস,—আবদ্ধ চক্ষু-কর্ণ, দেশের অবস্থার দিকে দৃষ্টিহীন, দেশের অভিজ্ঞতার কথা শুনিতে কর্ণহীন, নব্যতন্ত্রী শিক্ষিত সম্প্রদায়ই কেবল ঐরূপ গণতন্ত্র স্থাপন করিয়া দেশের সুশাসন ও উন্নতি করিবার আশা পোষণ করিতেছেন ও সেইরূপ করিতে গিয়া দেশের দুর্গতি বৃদ্ধি করিতেছেন—বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির ভিতর নির্ব্বাপিত বিরোধ পুনঃ প্রজ্বলিত করিয়া দেশের একতা ও উন্নতি করিতেছেন !

জাতিভেদ-প্রথা তুলিয়া দেওয়ায়—সকল জাতির ভিতর বিবাহ-প্রচলন করায় যে ভারতে কোন প্রকার উন্নতির আশা নাই, তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ এই ভারতেই রহিয়াছে। মুসলমানরা বহু শতাব্দী ধরিয়া দেশের রাজা ছিল, সুতরাং তাহাদের ধনী হইবার সুবিধা ছিল, বহু ধনীও ছিল। তাহাদিগের ভিতর জাতিভেদ-প্রথা নাই—অসবর্ণ ও আন্তর্জ্জাতিক বিবাহও আছে, তাহারা সকলে একত্র আহারও করিয়া থাকে, তাহাদিগের ভিতর বহু জাতিসঙ্করও আছে, নারীরা পৈতৃক বিষয়ের অংশও পায়, বিধবা-বিবাহও আছে, তবে এই বিগত ১৫০।১৬০ বৎসরের ভিতর তাহারা কি অর্থে, কি বিদ্যায়, কি বুদ্ধিতে, কি ব্যবসায়, কি শিল্পে, সকল বিষয়ে এই জাতিভেদ স্বীকারী হিন্দুদিগের সহিত অবাধ প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিতেছে না কেন? সকল ক্ষেত্রেই তাহাদিগের জন্য বিশেষ সুবিধা চাহিতেছে কেন? ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সেনসাস রিপোর্টে (Vol V. Part I. P. 586) লেখা আছে যে, সমগ্র বাঙ্গালায় যত মুসলমান ইন্‌কাম্ টেক্স দিয়াছে, তাহার মোট সংখ্যা মাত্র ৩১২৮—আর একা কায়স্থদিগের ভিতর, যাহাদের মোট সংখ্যা ১১।১২ লক্ষ মাত্র, ৩০৪১ জন ঐ পরিমাণ টেক্স দিয়াছে। জাতিভেদ-প্রথা তুলিয়া দেওয়ায় আমাদিগের আর্থিক বা অন্য কোনরূপ উন্নতির আশা নাই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তাহাতে দুর্গতির বৃদ্ধি হইবে বুঝা যাইতেছে। দেশের অবস্থার দিকে দৃষ্টিহীন বলিয়াই নব্যতন্ত্রীরা তাহা দেখেন না, জাতিভেদ প্রথা ভাঙ্গিয়া সংস্কারক সাজেন।

এ দেশে এককালে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রভাবে জাতিভেদ-প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল। উহা যদি নিম্নজাতিদিগের প্রতি অত্যাচারই হইত, তাহা

হইলে তাহারা বৌদ্ধ না হইয়া বা না থাকিয়া হিন্দু থাকিল বা হইল কেন? এই জাতিভেদ-প্রথার অত্যাচার বরণ করিয়া লইল কেন? এখনও নিম্নতম জাতিরা তাহাদিগের জাতীয় বৃত্তিতেই জীবিকা অর্জ্জন করে, অন্য জাতির বৃত্তি অবলম্বন করে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার ধাঙ্গড়রা ধর্ম্মঘট করে, বেতন বৃদ্ধি করিতে চায়, তাহাদিগের প্রতি যে অন্যায়াচরণ হইত তাহার নিবৃত্তি চাহে। ইহার নিমিত্ত অনেক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। তখন মেথর-মুদ্দফরাসরা কেহই অর্থের প্রলোভনেও ধাঙ্গড়দিগের কর্ম্ম করিতে চাহে নাই। তাহাদিগের বহুকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতায় একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে যে, অপর জাতির বৃত্তিতে হস্তক্ষেপ করিলে তাহারা যাহাদিগের বৃত্তি অবলম্বন করিবে, তাহাদিগের দুর্দ্দশা হইবে, সেই জন্যই ধাঙ্গড়দিগের কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইল না। দুই চারিদিনেই কলিকাতায় আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত হইল। লাট সাহেব সিমলা হইতে প্রত্যহই তার করিয়া মিটমাট করিতে বলেন, মিউনিসিপালিটীও তাহাদিগের প্রায় সকল দাবীই মঞ্জুর করিতে বাধ্য হয়। যে সকল ধাঙ্গড় আদালতে কারা-দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহাদিগকেও গভর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। কিন্তু এবারে যখন তাহারা নব্যতন্ত্রী বন্ধুদিগের প্ররোচনায় পুনরায় ধর্ম্মঘট করে, তখন জাতিভেদ ও জাতিগত ব্যবসার বিরোধী নিম্নজাতি-দিগের উন্নতিকামী নব্যতন্ত্রী বন্ধুরাই আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেলেন ও অবৈতনিক ধাঙ্গড় পাওয়ায় ধাঙ্গড়দিগের ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া গেল। ধাঙ্গড়দিগের কোন দাবীই মঞ্জুর হইল না। জাতিভেদ-প্রথা ও জাতিগত বৃত্তি অক্ষুণ্ণ থাকিলে সকল জাতিরই কত ক্ষমতা থাকে—সুতরাং প্রজা-দিগের হস্তে কত ক্ষমতা থাকে, তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করা রাষ্ট্র-শক্তির কত দুঃসাধ্য হয়, এই ধাঙ্গড়ের ধর্ম্মঘটই তাহার প্রমাণ। নব্য-তন্ত্রীরা জাতিভেদ-প্রথার উদ্দেশ্য ও সুফল না বোঝার নিমিত্তই জাতিভেদ প্রথা ও জাতিগত বৃত্তি অক্ষুণ্ণ থাকিলে, তাহা সম্যক্ পরিচালিত হইলে, কোন রাষ্ট্রশক্তির—তাহা স্বদেশী হউক আর বিদেশী হউক—প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করা প্রায় অসম্ভব হয়, তাহা আমাদিগের পাশ্চাত্য সাম্যবাদ-মোহগ্রস্ত রাজনৈতিকগণ দেখেন না। মহাত্মা গান্ধী যে

অসহযোগ প্রথা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, জাতিভেদ-প্রথা অক্ষুণ্ণ থাকিলে তাহা কত সহজে সম্পূর্ণ সফল হইতে পারে, তাহা ঈষৎ চিন্তা করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়, অথচ অসহযোগ প্রথা সমর্থনকারী নব্যতন্ত্রী হিন্দুনেতারাই জাতিভেদ-প্রথার বিরোধী! তাঁহারাই একই মুখে Dignity of honest labour বলেন আর সভ্যতার নিম্নতম শ্রেণীর সাধ্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকে হিন্দুদিগের অত্যাচার বলেন!

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে ভারতের সমস্যা বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সমস্যা অপেক্ষা জটিল। পাশ্চাত্যরা তাহাদিগের নিজেদের অপেক্ষাকৃত সহজ সমস্যাই পূরণ করিতে অপারগ। প্রত্যেক পাশ্চাত্য দেশেই প্রায় এক ধাঁচের (homogenous) লোকের বসতি। সেখানে নীতিবিশারদরা কোথায় কি করেন, তাহা এই বহু জাতি সমাবিষ্ট ভারতে প্রযোজ্য নয়। সুতরাং তাহাদিগের অনুকরণে এখানে কোন উন্নতি হইতে পারে না। সে জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পাশ্চাত্যদেশে নিবদ্ধ চক্ষু-কর্ণ দেশের দিকে ও দেশের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার দিকে ফিরাইতে বলি।

দ্বাদশ প্রবন্ধ

জাতিভেদ-প্রথা

জাতিভেদ প্রথা হিন্দু সমাজ গঠনের বৈশিষ্ট্য, ইহা জীব-বিজ্ঞান সম্মত—সমাজের ও নারীদিগের পক্ষে বিশেষ মঙ্গল জনক প্রতিষ্ঠান, তাহা অল্প লোকেই উপলব্ধি করেন, এবং প্রায় সকলেই তাহার নিন্দা করেন। তজ্জন্যই ইহা এইস্থলে আলোচিত হইতেছে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, এই সাম্যবাদটাই যে গোড়ার ভুল, তাহা পাশ্চাত্যরা এখনও স্পষ্ট দেখিতেছেন না। এই সাম্যবাদ অস্বীকার—মানুষে মানুষে, পুরুষ ও স্ত্রীতে—স্পষ্টতঃ বৈষম্য স্বীকারই হিন্দুসমাজ গঠনের বৈশিষ্ট্য। এই বৈষম্য স্বীকারের উপরই জাতিভেদ-প্রথা প্রতিষ্ঠিত এবং পুরুষ ও নারীর ভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দেশ। সাম্যবাদটা যে গোড়ায় ভুল, তাহা এখন ক্রমে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন আমার যতদূর জানা আছে—১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত দার্শনিক W. Basteson M. A. অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার Biological facts and structure of society নামক Herbert Spencer Lectureএ প্রথমে এই সাম্যবাদ বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করিয়া তাহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। শুনিয়াছি, জার্ম্মাণ পণ্ডিত Spengler ও কোন কোন ইটালীয়ান পণ্ডিতও সাম্যবাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। Bateson সাহেব যাহা বলিয়াছেন, তাহার কতক অংশের অনুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম। "কোন কোন দার্শনিক বলেন যে, সকল লোকই সমান। তাহার প্রতিবাদে প্রাণিতত্ত্ববিদ্ (naturalists) বলেন যে, এ কথা সত্য নয়। রাজনীতি-পরিচালকরা (statesmen) বলেন, সকল লোকই সমান ধরিয়া লইয়াই কার্য্য করা বিধেয়। কিন্তু ঐ কথা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহার কুফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। জীব-বিজ্ঞান (Biology) সমান স্বত্ব থাকার কথা

স্বীকার করে না। কেহ কেহ বলেন সকলের সকল কর্ম্মে সমান সুযোগ পাইবার অধিকার আছে—কিন্তু সকলকে সমান সুযোগ দানে কি লাভ, যদি সকলে সেই সুযোগের সমভাবে সদ্ব্যবহার করিতে না পারে? ভয়, যাহারা সেই সুযোগের সুফল লাভ করিতে পারে না, তাহাদিগকে সেই সুযোগ দেওয়ায় আমরা বৃথা শক্তিক্ষয় করিতেছি, অথবা যাহারা সেই সুযোগ পাইলে উন্নতি করিতে পাইত, তাহাদিগকে নিম্নস্তরের লোকের জন্য—সেই সুযোগ হইতে বঞ্চিত করি।" তিনি আরও লিখিয়াছেন—"অনেকে বলেন, জীববিজ্ঞান জীবিকা অর্জ্জনের জন্য অবাধ প্রতিযোগিতা সমর্থন করে—যাহারা উপযুক্ত, তাহারাই বাঁচিবে—অনুপযুক্তরা মরিবে; কিন্তু সে কথাটি যে সকল জীব সম্পূর্ণ অন্য-নিরপেক্ষ জীবন যাপন করে—যেমন থ্রাশ (Thrush) পক্ষী—তাহাদিগেরই পক্ষে প্রযোজ্য। কিন্তু যখন সমাজগঠন হইল, তখন হইতেই বিভিন্ন সমাজের ভিতরই প্রতিযোগিতা হইল—ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা রহিল না। শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য যেমন ছোট ছোট অঙ্গগুলির আবশ্যক আছে, তেমনই (প্রত্যেক সমাজ এক একটি সজীব সত্তা বলিয়া *) সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরও আবশ্যক আছে—সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ছোট অঙ্গ উপবাসী থাকিলে যেমন শরীর ক্ষয় হয়, তেমনই যত দিন সমাজের নিম্নস্তরের লোকরা সমাজের কোন আবশ্যক কর্ম্ম করে, ততদিন তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সমাজের সুবন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "সমাজের নিম্নশ্রেণীরা যাহাতে খাদ্য ও অবসর পায়, তাহার জন্য সমাজের অবাধ প্রতিযোগিতা বন্ধ করা আবশ্যক—কতটা ও কিরূপে তাহা বদ্ধ করিতে হইবে, তাহা স্থির করা অর্থতত্ত্ববিদ্‌দিগের কার্য্য—কতক পরিমাণে অবাধ প্রতিযোগিতা বন্ধ করা হইয়াছে—তাহার সুফলও ফলিয়াছে। হার্বাট স্পেন্সার এরূপ অবাধ প্রতিযোগিতা কোনরূপে বন্ধ করার বিশেষ বিরোধী ছিলেন বটে,

* Mr. Bateson has said further—"A community is like an organism with differentiated parts." "Herbert Spencer often delighted to develop this analogy." "It is not merely an analogy but a description of fact."

কিন্তু জীব-বিজ্ঞানসঙ্গত কোন আপত্তি করিবার কারণ ত আমি দেখি না। যদি সমাজ একটি সজীব সত্তা হয়, শরীরের কোন একটি অঙ্গের অতিবৃদ্ধি নিবারণের জন্য যেমন প্রকৃতির বিধান আছে, সেইরূপ সমাজের কোন এক অংশের অতিবৃদ্ধি নিবারণের জন্য প্রতিবন্ধক রাখাও আবশ্যক।"

সুতরাং দেখা গেল যে, জীববিজ্ঞান সাম্যবাদ স্বীকার করে না ও তাহা ভুল। আবার দেখা গেল, সকল কর্ম্মে অবাধ প্রতিযোগিতা বন্ধ করা সমাজের পক্ষে আবশ্যক। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, সকল কর্ম্মে সকলের সমান সুযোগ ও অবাধ প্রতিযোগিতা থাকার নিমিত্তই ধনী, ধনিক, ধনোপার্জ্জন ও ধনরক্ষণে কুশল ব্যক্তিরা সকল ধনোপায় গ্রাস করিয়া বসে, এবং সেই ধনের বলে সকল ক্ষমতাই গ্রাস করিয়া বসে—অর্থাৎ তাহাদের অতিবৃদ্ধি হয়, সুতরাং যে সুযোগে তাহাদিগের অতিবৃদ্ধি হয়—তাহা বন্ধ করা সমাজের আবশ্যক। অতএব সকল কর্ম্মে সকলের সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকার না দিবারও ক্ষমতা সমাজের আছে ও থাকা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং হিন্দু সমাজ জাতিভেদ-প্রথা ও জাতিগত-বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া সকলকে সকল কর্ম্ম করিবার সমান সুযোগ ও অধিকার দেয় নাই। তজ্জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কতক পরিমাণে লোপ করিয়াছে বলিয়াই হিন্দু সমাজকে অত্যাচারী বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। সমাজতন্ত্রবাদী ও সঙ্ঘবাদী উভয়েই এই অবাধ প্রতিযোগিতা বন্ধ করিতেছেন। সুতরাং কি ভিত্তির উপর এই জাতিভেদ প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা দেখা আবশ্যক—তাহা যুক্তিসঙ্গত কি না, তাহাও দেখা আবশ্যক—সমাজতন্ত্রবাদী বা সঙ্ঘবাদীরা যে উপায় করিতেছেন, তাহার ফলের সহিত জাতিভেদ প্রথার ফলের তুলনা করা আবশ্যক।

জীববিজ্ঞান হইতে পাওয়া যায় যে, বহু জন্তু আছে—যাহারা বহু শ্রেণীতে বিভক্ত (polymorphus), তাহারা অনেক বিভিন্ন গুণ ও বিভিন্ন প্রকার কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন এবং সচরাচর তাহারা বিভিন্ন দেশবাসী —যথা, কুকুর, ঘোড়া, গরু ইত্যাদি। এই শ্রেণী-বিভাগ বিভিন্ন প্রণালীতে করা যাইতে পারে—যথা রঙের বিভিন্নতা, কর্ম্মক্ষমতার বিভিন্নতা বা আকারের বিভিন্নতা দেখিয়া। অনেক জন্তু যেমন প্রকৃতিজ

বিভিন্নতায় বহু শ্রেণীতে বিভক্ত, মানুষরাও তেমনই বা তদপেক্ষা বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। আমরা বহুকালের অভিজ্ঞতায় শিখিয়াছি যে, এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর জন্তুরা বিভিন্ন প্রকার কার্য্যে পটু—যথা মেষপালক কুকুর, শিকারী কুকুর—ইত্যাদি। এই শিকারী কুকুর আবার বিভিন্ন প্রকার শিকারে দক্ষ—কাহারও বা ইঁদুর ধরিতে সহজ পটুতা (rat terrier) আছে, কাহারও বা খ্যাঁকশিয়ালী (fox hound) বা কাহারও বরাহ (boar hound) শিকার করিবার সহজ পটুতা আছে। ঈষৎ পর্য্যবেক্ষণ করিলেই দেখা যায়, যে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরও বিভিন্ন প্রকার কার্য্যে সহজ পটুতা আছে এবং তাহাদিগের সেই কর্ম্মেই নিযুক্ত করা বিধেয়।

সকল সভ্য সমাজেই নানা প্রকার কর্ম্মের আবশ্যকতা আছে। সমাজের যত প্রকার আবশ্যক কর্ম্ম আছে, তাহা চারিটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম—গ্রাসাচ্ছাদন ও বসবাসের উপযোগী দ্রব্য উৎপন্ন করা ও সরবরাহ করা। দ্বিতীয়—সমাজকে অপর সমাজের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা—এক জন আর এক জনের উপর অত্যাচার করিতে না পারে, তাহা দেখা—শান্তি স্থাপন করা—রাজ্য শাসন করা। এই দুই কার্য্য সম্যক পরিচালন করিবার জন্য শিক্ষার আবশ্যক—বিদ্যা, বুদ্ধি, দৃঢ় সঙ্কল্পও আবশ্যক, দ্বিতীয় প্রকার কার্য্যে সাহসেরও বিশেষ আবশ্যক। আবার এই দুই প্রকার কর্ম্ম-বিভাগে অনেক প্রকার কার্য্য আছে—যাহাতে বিশেষ কোন বিদ্যাবুদ্ধির আবশ্যক নাই, কায়শ্রম ও হস্তপদাদির দক্ষতা মাত্র আবশ্যক। এই তিন প্রকার সমাজের অত্যাবশ্যক কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য হিন্দু সমাজ ঐ সকল কর্ম্মের উপযোগী গুণযুক্ত লোকদিগকে পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন—এবং তাহারা বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র নামে অভিহিত।

আমরা বহুকালের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছি যে, শুধু বিষয়ভোগসুখে মানব সুখী হয় না, সকলেরই গ্রাসাচ্ছাদন ও মুখ্য অভাব পূরণ অত্যাবশ্যক বটে, কিন্তু জীবনের শান্তি সন্তোষ স্বচ্ছন্দতা ও সুখ প্রধানতঃ নির্ভর করে মনের অবস্থার উপর। জীবনে শান্তিস্বচ্ছন্দতা তৃপ্তি সুখই

মানুষের কাম্য এবং তাহাই যাহাতে সকলে পাইতে পারে, তাহাই সমাজের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

পাশ্চাত্য সমাজে একালে ধন ধনদত্ত ভোগ ও প্রভুত্বই লোকদিগের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে। তাহাতে যে মনের সুখশান্তি পাওয়া যায় না, তাহা তাহারা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করে নাই। তাহারা ভোগেই সুখ ধরিয়া লয় বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু তাহা যে হয় না, সাংসারিক অভিজ্ঞতা তাহা প্রমাণ করে। প্রত্যেক বৎসরেই কতকগুলি ক্রোরপতিও আত্মহত্যা করে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লোক সকলেই ভোগসুখ তুচ্ছ করিয়াছেন—বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য, ওয়াসিংটন, ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডি প্রভৃতি সকলেই। পাশ্চাত্য সমাজের এত ধন ও রাজত্ব থাকা সত্বেও লোকরা সুখী হয় নাই। প্রায় সকলেরই জীবন শান্তি, সন্তোষ ও তৃপ্তিহীন। ভোগের সুখ ক্ষণস্থায়ী—ভোগ ভোগ-তৃষা বৃদ্ধি করে, তজ্জন্য ভোগে তৃপ্তি ও সন্তোষ নাই। জীবনে ইহকালে ও পরকালে (আমরা পরকালের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি—ইহকাল পরকালের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী—পরকালে বিশ্বাস করিবার বহু প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে) মনের সুখ-স্বচ্ছন্দতা ও শান্তি পাওয়াই সকল প্রকৃত বুদ্ধিমান লোকের কাম্য—তাহাতেই প্রকৃত মঙ্গল হয়। যাহাতে তাহা পাইতে পারা যায়—ঘটনাবিপর্য্যয়ে তাহা নষ্ট না হয়—সেইরূপ মনের অবস্থা আনয়ন করিতে যেরূপ শিক্ষার আবশ্যক—সেই জ্ঞানচর্চ্চা করা ও শিক্ষা দেওয়া সমাজের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। সেই কর্ম্ম সম্যক পরিচালন করিবার জন্য পারদর্শী লোক থাকাও বিশেষ আবশ্যক—সেই কার্য্য যাঁহারা করিতেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। মনের সুখ-শান্তিপ্রদ শিক্ষা, কার্য্য ও জীবনযাপন প্রণালীকে হিন্দুরা 'ধর্ম্ম' আখ্যা দিয়াছিলেন। 'ধর্ম্ম' কথাটি ইংরাজি 'religion' কথার প্রতি-শব্দ নয়, ইহা তদপেক্ষা বহু ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা কেবল কোন বিশেষ মত বা বিশ্বাস (creed) নয়; ভগবানের আদেশ উপাসনা বা তাঁহার নিকট প্রার্থনা নয়। 'ধর্ম্ম' কথাটি ধারণার্থক 'ধৃ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। বিশ্বের প্রতিষ্ঠা যাহাতে, তাহাই ধর্ম্ম। ('ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা…ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্'—নারায়ণ উপনিষদ)

Laws of nature কথায় 'law' কথাটির অর্থ ধর্ম্মের অন্তর্গত নীতি কর্ত্তব্য ও বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন অবস্থায় কর্ত্তব্য—যথা স্ত্রীধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম, স্বাস্থ্যের নিয়ম ও 'ধর্ম্ম' কথাটির অন্তর্গত। মনের উপর প্রভুত্ব থাকা আবশ্যক; মনের ইচ্ছা, চিন্তা ও ভাবের (emotion) উপর প্রভুত্ব না থাকিলে মনের সুখ শান্তি সন্তোষ পাওয়া দুর্ঘট, সেই প্রভুত্ব পাওয়ার অনুকূল কার্য্য সকলই (তাহা লোকবিশেষে বিভিন্ন প্রকারের) ধর্ম্মের অন্তর্গত। বার, ব্রত, উপাসনা, মন্ত্রজপ, প্রাণায়াম ইত্যাদি অনেক কার্য্য যাহা নব্যতন্ত্রীরা অনাবশ্যক বা হাস্যাস্পদ মনে করেন, তাহাও ইচ্ছাশক্তির উপর প্রভুত্ব পাওয়ার অনুকূল বলিয়া ধর্ম্মের অন্তর্গত। সুতরাং যাহাই ইহকালে ও পরকালেও মঙ্গলজনক, তাহাই ধর্ম্ম।* (যাহা ইহকালে প্রথমে সুখকর বা শুভদায়ী হইয়া পরে কষ্টকর বা অশুভদায়ী হয়, তাহা যেমন সকল বুদ্ধিমান লোকের পরিত্যজ্য—তাহা যেমন প্রকৃত মঙ্গলজনক নয়—ঠিক সেইরূপ যাহা ইহকালে সুখদায়ী, তাহা যদি পরকালে কষ্টদায়ী হয়, তাহা বুদ্ধিমান লোকের পরিত্যজ্য, তাহাও প্রকৃত মঙ্গলজনক নয়)।

প্রকৃত মঙ্গলের জন্য যাহা জানা ও বোঝা আবশ্যক, বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের বিভিন্ন অবস্থায় যাহা করা ও বর্জ্জন করা আবশ্যক বলিয়া এ দেশের মনীষিগণ স্থির করিয়াছেন, তাহাই শাস্ত্র। তজ্জন্যই ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর হিন্দুরা এত ঝোঁক দিয়াছিলেন। তাহা না বোঝার নিমিত্তই, অনেক সময়েই অধিকাংশ হিন্দু বর্ত্তমানকালে কতকগুলি অনুষ্ঠানের অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়ার জন্যই, নব্যতন্ত্রী তরুণরা ধর্ম্ম কথাটিরই উপর বিতৃষ্ণ হইয়াছেন। ব্রাহ্মণরা বোধ হয় শুধু ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন, তাহা নহে, সকল প্রকার শিল্প, কৃষি, যুদ্ধ, কলাবিদ্যার মূলতত্ত্বের (scientific principle of every art) ও শিক্ষা দিতেন। এইরূপে হিন্দু সমাজ সকল লোকগণকে এই চারি প্রকার সমাজের অত্যাবশ্যক কর্ম্ম করিবার জন্য চারি শ্রেণী বিভাগ করিয়াছিল।

---

* যতো অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্ম—কণাদ-সূত্র।

প্রায় সকল পাশ্চাত্য দেশকেই যুদ্ধের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হয় এবং তজ্জন্য যতদূর সাধ্য তাহার পূর্ব্ব হইতেই সুবন্দোবস্ত করিয়া রাখে। সুবন্দোবস্তের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাহাতেই পাওয়া যায়। সেই সুবন্দোবস্তের প্রধান অঙ্গই সৈন্যদিগকে পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ইত্যাদি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা। যুদ্ধকার্য্য সম্যক্ পরিচালনের জন্য সৈন্যদিগকে শ্রেণীবিভাগ করা যেমন সর্ব্ববাদিসম্মত অত্যাবশ্যক —সমাজের আবশ্যক সকল কার্য্য সম্যক পরিচালনের জন্য তেমনই সমাজস্থ সকল লোককে শ্রেণীবিভাগ করা অত্যাবশ্যক এবং তজ্জন্যই হিন্দু সমাজবিধানকর্ত্তারা সমাজের আবশ্যক পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার কর্ম্ম করিবার জন্য লোকদিগকে ব্রাহ্মণাদি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। সুশৃঙ্খলায় সামাজিক সকল কার্য্য নিষ্পন্নের জন্য এইরূপ শ্রেণী বিভাগ অতীব মঙ্গলজনক প্রতিষ্ঠান।

যুদ্ধের জন্য প্রথমে সৈন্যদিগকে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। সৈন্যদিগকে নিযুক্ত করিবার সময়ে, তাহারা কোন্ কর্ম্মের উপযোগী, তাহা দেখিয়া কোন এক বিশেষ শ্রেণীতে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা হয়। কোন্ কর্ম্মে কাহাকে নিযুক্ত করা হইবে, তাহা সৈনিকের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন নহে এবং একবার নিযুক্ত হইলে পরে এক শ্রেণীভুক্ত সৈনিককে তাহার ইচ্ছা বা খেয়াল অনুযায়ী অন্য শ্রেণীভুক্ত হইতে সচরাচর কোন সেনানায়ক কোথাও দেয় না—এরূপ পরিবর্ত্তন করিতে না দেওয়াও সুবন্দোবস্তের প্রধান অঙ্গ। সৈনিকদিগের ইচ্ছা অনুযায়ী কর্ম্মবিভাগ পরিবর্ত্তন করিতে দিলে নানা গোলযোগ অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং বাঞ্ছনীয় নয়। সেইরূপ সমাজের সকল লোকের মুখ্য অভাব পূরণের জন্য সমাজের আবশ্যক সকল কর্ম্ম সুসম্পাদনের জন্য যেমন তাহাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করা আবশ্যক, তেমনই তাহাদিগকে ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করিতে ও কর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিতে না দেওয়াও আবশ্যক। সামান্য একটা ভোজ সুসম্পন্ন করিতে হইলে সেই ভোজের কার্য্যে নিযুক্ত লোকদিগকেও শ্রেণীবিভাগ করিতে হয়—কত জন ও কে কি রাঁধিবে, কত জন পরিবেষণ করিবে—কতজন ঠাঁই করিবে, তক জন আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবে ইত্যাদি এবং এই সকল

বিভিন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত লোকদিগকে তাহাদিগের ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করিবার ও কর্ম্ম পরিবর্ত্তনের স্বাধীনতাও লোপ করিতে হয়। স্বাধীনতা থাকিলে ভীষণ গোলযোগ হয়, প্রচুর আহার্য্য থাকা সত্ত্বেও অনেকে খাইতেও পায় না। যদি তাহারা খাইবার জন্য ব্যস্ত হয়, তাহা হইলে খাইবার চেষ্টায় ভীষণ ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি হয়, এই কাড়াকাড়িতে যাহারা পটু নয়, তাহারা খাইতেও পায় না। সকলেরই ভীষণ কষ্ট হয়। সমাজস্থ সকল লোকের ভোজের ব্যাপার নিত্যই চলিতেছে, তাহার উপর আহার্য্যাদি আবশ্যক দ্রব্য উৎপন্ন করার কার্য্যও চলিতেছে, অন্য মুখ্য অভাব পূরণের আবশ্যক আছে। সুতরাং এই বহু বৃহৎ ব্যাপার সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত লোকদিগের শ্রেণীবিভাগ করাও আবশ্যক, তাহাদিগের কর্ম্ম-নির্দ্দেশ, অর্থাৎ তাহাদিগের ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করিবার ও পরিবর্ত্তন করিবার স্বাধীনতা লোপ করাও আবশ্যক। সেই জন্যই দূরদর্শী হিন্দু সমাজ-প্রতিষ্ঠাতারা সমাজের প্রয়োজন বুঝিয়া, লোকদিগের শক্তি ও গুণানুসারে তাহাদিগকে পৃথক্ শ্রেণীতে, জাতি ও জাতিবিভাগে, বিভক্ত করিয়াছিলেন, প্রত্যেক জাতি ও জাতিবিভাগের বিভিন্ন কর্ম্ম বা বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, নারী-দিগেরও বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, কাহাকেও তাহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিতে দিতেন না। এইরূপ শ্রেণী ও কর্ম্মবিভাগই সুবন্দোবস্তের প্রধান অঙ্গ। আর পাশ্চাত্য সমাজ সকলকে সকল কর্ম্ম করিতে দেওয়ায় ও সকল কর্ম্মে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকায়, সকল লোককে তাহার ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিতে দেওয়ায়, তাহাদিগের প্রভূত ধন থাকা সত্ত্বেও বহু লোকের গ্রাসাচ্ছাদন জোটাই ভার হইতেছে, তদপেক্ষা বহু লোকের—বিশেষতঃ নারীদিগের, মুখ্য অভাব ভালবাসা পাওয়া ও ভালবাসিতে পাওয়া, মাতৃত্বের প্রকৃতিজ অভাব পূরণ হইতে পাইতেছে না—নারীরাও পুরুষদিগের সহিত বি-সম প্রতিযোগিতায় ধনোপার্জ্জনের কাড়াকাড়িতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, অপত্যরাও পিতামাতার সান্নিধ্য, যত্ন, ভালবাসা হইতে উত্তরোত্তর অধিকভাবে বঞ্চিত হইতেছে, পিতা-মাতারাও অপত্যদিগের যত্ন, সেবা ও ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইতেছে, বৃদ্ধবয়স ও অসুস্থ অবস্থা সকলেরই ভীষণ কষ্টকর হইয়াছে,

ভালবাসা বিকাশের পথই রুদ্ধ হইতেছে। তজ্জন্য সকলেরই জীবন সন্তোষ ও শান্তিহীন হইতেছে, সর্ব্বত্রই কাড়াকাড়ি, সংঘর্ষ, বিরোধ, যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়াছে।

পুরুষ ও নারীর শরীর-গঠন ও শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়ার অনেক পার্থক্যের জন্য—সুখবোধের পার্থক্যের জন্য—তাহাদিগকে পৃথক শ্রেণীভুক্ত করাও বিধেয়—পৃথক কর্ম্মক্ষেত্র হওয়াও উচিত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে বর্ণিত নানা কারণে তাহাদিগকে পুরুষদিগের সহিত বি-সম প্রতিযোগিতায় † অর্থোপার্জ্জনের বাধ্যতা হইতে নিষ্কৃতি দেওয়াও বিধেয় ও তাহারা যাহাতে মাতৃত্বের সুখবোধ করিবার সুবিধা পায়, তাহা করাও বিধেয়। হিন্দু সমাজ তজ্জন্য তাহাদিগকে পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিল—তাহাদিগের পৃথক কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিয়াছিল—তাহা কিরূপ, তাহা পরে আলোচিত হইবে।

যুদ্ধের জন্য শুধু সৈন্যদিগকে শ্রেণীবিভক্ত করা হয় না—কোন্ শ্রেণীতে কত লোক নিযুক্ত হইবে, তাহাও পূর্ব্ব হইতে স্থির করিতে হয়। (বিভিন্ন শাখায় নিযুক্ত লোকদিগের আপেক্ষিক সংখ্যার পরিবর্ত্তন সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়)। প্রায় সকল পাশ্চাত্য দেশেই প্রায় এক ধাঁচের (homogenous) লোকের বাস—তাহারা সভ্যতায় একস্তরের। সেখানেও তাহারা যুদ্ধের জন্য যে সৈন্য-শ্রেণীবিভাগে নিযুক্ত হয় তাহা তাহাদিগের ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্ত্তন করিতে কুত্রাপি দেয় না—যদিও অন্য শ্রেণীবিভাগের কার্য্য করিবার সামর্থ্য তাহাদিগের আছে—অথবা শিক্ষা দ্বারা সে সামর্থ্য সহজেই অর্জ্জন করিতে পারে—তথাপি ঐরূপ বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগের কর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিতে দেওয়া হয় না। ভারতে কিন্তু বহু বিভিন্ন জাতির ও মিশ্র জাতির (race) বাস আছে—তাহারা সভ্যতার বিভিন্ন স্তরের—তাহাদিগের বুদ্ধির কর্ম্মক্ষমতার বহু অধিক পার্থক্য আছে—

† পুরুষদিগের সহিত সহযোগিতায় অর্থোপার্জ্জনের কার্য্যে কোন আপত্তি নাই এবং তাহারা হিন্দুসমাজে অনেক সময়েই তাহা করিত।

তাহারা অনেকেই সভ্য সমাজের অতি অল্প কর্ম্মই করিতে পারে। পাগ্ (pug) কুকুরকে কেহ কখন বরাহ শিকার করিতে লইয়া যায় না—তদুপযোগী করিবার চেষ্টাও কেহ করে না—ঐরূপ চেষ্টা করা সকলেই বাতুলতা মনে করে। ভারতে সভ্যতার নিম্নস্তরের যে সকল লোক বাস করে, তাহারাও সমাজের উচ্চ অঙ্গের আবশ্যক কর্ম্ম করিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত—তাহাদিগকে সেই সকল উচ্চ কর্ম্মের উপযোগী করিবার চেষ্টাও তেমনই বাতুলতা মাত্র—তাহাতে কেবল বৃথা শক্তি ও সময় ক্ষয় হয়। সুতরাং হিন্দুসমাজ এই সকল অল্পবুদ্ধি অল্পশক্তিশালী সভ্যতার নিম্নস্তরের জাতি ও লোকদিগকে শূদ্র শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিল ও তাহাদিগের সাধ্যানুযায়ী সমাজের আবশ্যক কোন একটী কর্ম্মে তাহাদিগের জীবিকা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিল; সেই কর্ম্ম অন্য জাতিকে বা অন্য শ্রেণীবিভাগভুক্ত লোককে করিতে দেওয়া হইত না। বেকার সমস্যা পূরণের জন্য একালে যেমন কর্ম্মসময় সংক্ষেপ করা হয়—একটি ভিন্ন অন্য কর্ম্ম করিতে না দেওয়ায় সেই উদ্দেশ্যও সাধিত হয়—সকল লোকই কর্ম্ম করিতে ও অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে। সমাজের আবশ্যক সকল কর্ম্ম সম্যক্ পরিচালনের জন্য—সকলের যাহাতে মুখ্য অভাব পূরণ হইতে পায়—অপর অধিক বুদ্ধিমান, কর্ম্মক্ষম জাতিদিগের ও ধনীদিগের দ্বারা তাহারা নিষ্পেষিত না হয়, তজ্জন্যই সমাজের মঙ্গলের জন্য এইরূপ বৃত্তি নির্দ্দেশ বিধেয়, ইহাই সুবন্দোবস্তের প্রধান অঙ্গ। হিন্দু-সমাজ গঠনের মূলতত্ত্ব না বোঝার নিমিত্ত—ভুল সাম্যবাদের মোহে এই শ্রেণীবিভাগ ও পৃথক কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দেশকে হিন্দু সমাজের অত্যাচার বলিয়া প্রচারিত হইতেছে। পাশ্চাত্য সমাজ সকল যুদ্ধের জন্য সদা প্রস্তুত থাকে—তাহার জন্য যথাসাধ্য পূর্ব্ব হইতেই সুবন্দোবস্ত (organise) করিয়া রাখে, হিন্দুরা শান্তিকালেও সকল লোকের মুখ্য অভাব পূরণের সুবন্দোবস্তের জন্যই—সকল লোকের জীবনের স্বচ্ছন্দতা শান্তি ও মঙ্গলের জন্যই—ঠিক সেই যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রণালীতেই সুবন্দোবস্ত করিয়াছিল। (We organised the people for peace time on the very same principle as the army is organised for war)। ভারতের বহু বিভিন্ন জাতির ও মিশ্র জাতির বাস থাকায়—তাহারা সভ্যতার বিভিন্ন স্তরের হওয়ায়,

তাহাদিগের বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তিতে বহু পার্থক্য থাকায়, ঐরূপ শ্রেণীবিভাগ, ও কর্ম্ম-পরিবর্ত্তন করিতে না দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই এবং তজ্জন্যই বহু দয়ামোহিত লোকদিগের জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধতা সত্বেও—নিম্নজাতিরা তাহা মানিয়া চলে—জাতিভেদ প্রথা টিকিয়া আছে এবং অদ্বৈতবাদী ঋষিরা তাহা প্রবর্ত্তন ও সমর্থন করিয়াছিলেন।

সমাজের আবশ্যক বহু কর্ম্মেই সম্যক উপযোগিতা অর্জ্জন করা বহুকালসাপেক্ষ ও তাহার জন্য বাল্যকাল হইতেই তদুপযোগী শিক্ষাও অভ্যাস করা—সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন্ লোক কোন্ কর্ম্ম করিবার বিশেষ উপযোগীতা লইয়া জন্মিয়াছে তাহা জানিবার—বিশেষতঃ বাল্যকাল হইতে জানিবার—কোন উপায় নাই। অথচ ঐরূপ প্রত্যেকের বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তি ও কুশলতা দেখিয়াই তাহাদিগকে সেই সেই কর্ম্ম শিখিতে ও করিতে দেওয়াই বিধেয়।* সেই জন্য সমাজের আবশ্যক প্রত্যেক কর্ম্মের উপযোগী বংশানুক্রমিতা ও অনুকুল আবেষ্টনী—যাহাদিগের আছে, তাহাদিগেরই সেই কর্ম্মের উপযোগিতা সচরাচরই থাকা সম্ভব—

---

* পূর্ব্বোক্ত Bateson সাহেব তাঁহার সেই প্রবন্ধের অন্য স্থলে লিখিয়াছেন :—"What would be said of a squire who should take fox hounds out to find partridges for him to shoot at ? Yet, would this be more absurd than to set a man to law making who is manifestly formed for the express purpose of scavenging the streets or for digging sewers ?"

তিনি অন্য এক স্থলে লিখিয়াছেন—"Either we must waste our strength .in creating opportunities for those who cannot profit by them or by aiming at the lower grades of mankind we deny to the rest the only opportunities which will enable them to develop.

* অনেকে মনে করেন, বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেব জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে—তাঁহারা নিজে কখনও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে বলেন নাই। তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত পরবর্ত্তী অনেক নেতা উহার বিরুদ্ধে ছিলেন বটে।

তজ্জন্য তাহাদিগকে সেই কর্ম্ম শিখিতে ও করিতে দেওয়ায় অধিক সুফল হয়,—তাহাদিগকেই সেই কর্ম্ম শিখিতে ও করিতে দেওয়া বিধেয়। হিন্দুসমাজ তজ্জন্যই জন্মগত জাতীয় বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছিল—তাহাই শ্রেষ্ঠ উপায় তদ্ভিন্ন অন্য কোন উপায় হইতে পারে না। ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করিতে ও কর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিতে দেওয়ায় বৃথা শক্তি ও সময় ক্ষয় হয় ও অন্য নানাপ্রকার অশুভ ফল হয়।

ফরাসী বিপ্লবের পর কিছুকাল য়ুরোপে অনেক লোকের বিশ্বাস হইয়াছিল যে, সকল লোকই সমান মানসিক শক্তিসম্পন্ন—শিক্ষা ও চেষ্টা দ্বারায় ও সুবিধা পাইলে সকলেই সকল কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত হইতে পারে। ইহাই সাম্যবাদের ভিত্তি। কিন্তু সে ভুল বিশ্বাস এখন প্রায় তিরোহিত হইয়াছে। গুণ ও শক্তির যে বংশানুক্রমিতা আছে, তাহা এখন স্বীকৃত; আবেষ্টনীর (environment) দ্বারা তাহার যে অনেক পরিবর্ত্তন সম্ভব, তাহাও অনেকে স্বীকার করেন। আমরা চিরকালই বংশানুক্রমিতার (heredity) প্রভাব স্বীকার করি এবং সেই ভিত্তির উপর আমাদিগের সমাজ গঠন করা হইয়াছিল। তবে বোধ হয়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে ভাবে বংশানুক্রমিতা বিশ্বাস করেন, আমরা ঠিক সেইভাবে বিশ্বাস করি না। আমরা জন্মান্তর ও কর্ম্মফলে বিশ্বাসী। জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মের অনুযায়ী ফলভোগ ও সেই জীবাত্মার বিকাশ যে আবেষ্টনীতে সম্ভব, সেই আবেষ্টনীতেই তাহার জন্ম হয়—তাহার সেইরূপ পিতা-মাতা হয়—ইহা আমাদিগের বিশ্বাস। পিতা-মাতা উপদংশ রোগগ্রস্ত হইলে সন্তানরা সেই রোগগ্রস্ত হইয়া জন্মায়—এজন্য অনেক সময়ে বিকলাঙ্গ হয় ও নানা ব্যাধিগ্রস্ত হয় বটে, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে, যে সন্তান ঐরূপ ব্যাধিগ্রস্ত পিতার ঔরসে বা মাতার গর্ভে জন্মায়, সে পূর্ব্ব জন্মে কৃত পাপের ফলভোগেই ঐরূপ গৃহে জন্মায়—শুধু পিতা বা মাতার দোষে সে সন্তান আজীবন কষ্টভোগ করে না। এই জন্মান্তর ও কর্ম্মফলে বিশ্বাস ভিন্ন জীবনের ভাগ্য-বৈষম্যের কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ বা শৃঙ্খলা দেখা যায় না। সকল বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিমধ্যে সর্ব্বত্রই নিয়ম বা শৃঙ্খলা দেখিতেছেন—

নিত্যই নূতন নিয়ম আবিষ্কার করিতেছেন—কেবল জীবনের ঘটনা সকল শৃঙ্খলা বা নিয়মবিহীন—তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না—সেই শৃঙ্খলাই কর্ম্ম ও জন্মান্তরবাদ। এই মতবাদের প্রমাণ একালের অধ্যাত্মতত্ত্ববিদরা অনেক সংগ্রহ করিয়াছেন—জ্যোতিষে ও যোগজ দৃষ্টিতে আরও অধিক পাওয়া যায়। জন্মান্তর ও কর্ম্মফলে বিশ্বাস থাকার নিমিত্ত জন্মগত নানা বৈষম্যে—রূপের, শক্তির, অধিকারের, স্বাস্থ্যের বৈষম্যে—কাহারও হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হয় নাই—ইংলণ্ডের রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই কেবল রাজা হইতে পাওয়ায়—ব্রাহ্মণপুত্ররাই কেবল ব্রাহ্মণ হইতে পাওয়ায়—কাহাকেও আম্বেদকারের মত যন্ত্রণায় অস্থির হইতে হয় নাই। জন্মগত ঐরূপ নানা বৈষম্য যেমন সকলকেই মানিয়া লইতে হয়—জীবিকার জন্য পৃথক জাতিভুক্তদিগের পৃথক্ বৃত্তি নির্দ্দেশ—যাহা সমাজস্থ সকলের মুখ্য অভাব পূরণের জন্য করা একান্ত আবশ্যক, তাহাই বা মানিয়া না লইব কেন? অর্থের বৈষম্য রুষিয়া এত অত্যাচার করিয়াও লোপ করিতে পারিলেন না—শুধু মিথ্যা সাম্যবাদ (যাহা এখন সমান সুযোগ-বাদে (equality of opportunity, মাত্রতে পরিণত হইয়াছে—কার্য্যস্থলে শতকরা ৯৮-৯৯ জন সে সুযোগ পায় না) প্রচার করায় কেবল লোক-দিগের দুরাশা বৃদ্ধি করা হয়, তাহাদিগের সহজলভ্য সন্তোষ ও শান্তি নষ্ট করা হয় মাত্র—অনেকের জীবনই বিষাক্ত করা হয়।

অনেকে বলেন যে, জন্মান্তর ও কর্ম্মফলবাদ প্রচারের দ্বারা নিম্নশ্রেণীর জাতিদিগের উন্নতির চেষ্টাই বন্ধ করা হয়। তাহাদিগকে আফিম খাওয়াইয়া রাখার মত হয়। তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, পাশ্চাত্যরা যেমন বৈজ্ঞানিক তথ্য বা নিয়ম আবিষ্কার করিয়া তাহার ফলাফল কি হইবে, তাহা না দেখিয়াই প্রকাশ করেন, আমরা তেমনই এই মতবাদটি প্রকৃতির প্রধান নিয়ম, মহৎ সত্য, বলিয়া জানিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছি—আমরা ইহা বিশ্বাস করিতাম, উচ্চশ্রেণীস্থ সকলেই তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন, নিম্নজাতিদিগকে প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যে ইহা প্রচারিত হয় নাই। যুক্তিবাদী নব্যতন্ত্রীরা এই মতবাদের প্রমাণ চান। প্রাকৃতিক নিয়মের প্রমাণ কোন কালেই সাধারণের বোধগম্য নয়, তাহা সম্যক্ জানিতে

ও বুঝিতে অনেক অধ্যয়ন গবেষণা ও পরীক্ষা করিতে হয়। সকলেই সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবী ঘুরিতেছে স্বীকার করেন, কি প্রমাণে ইহা বিশ্বাস করা হয়, তাহা অল্প লোকই জানে। জানিতে ও বুঝিতে হইলে অনেক অধ্যয়ন করিতে হয়, অনেক অনুসন্ধানও করিতে হয়। এই সকল যুক্তিবাদী কিন্তু এই মতবাদ সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করিলেন না, তাঁহাদিগের বৈঠকখানায় প্রমাণ উপস্থিত করিতে বলেন। Electron theory of matter, theory of Relativity প্রভৃতি বড় বড় বৈজ্ঞানিক তথ্য তত্তৎবিষয়ে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের গবেষণা যেমন মানিয়া লওয়া হয়, এ স্থলে আমরাও তেমনই এদেশের মনীষিগণের এই কথা মানিয়া লইয়াছিলাম। অন্য কোন Theoryতে ভাগ্য-বৈষম্যের যুক্তি-সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। একালে পাশ্চাত্য অধ্যাত্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতরা অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা পড়িলেও অনেকের এই মতবাদে বিশ্বাস হইতে পারে। অনেক প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক তাহা দেখিয়া ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, তদপেক্ষা বহু প্রমাণ যোগজ দৃষ্টিসম্পন্ন এদেশের মনীষিগণ পাইয়াছিলেন ও তজ্জন্য আমরা তাহা বিশ্বাস করিতাম। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, এই মতবাদটি প্রকৃত উন্নতির, মনের উন্নতির, মনের সুখের অন্তরায় নয়, বরং সহায়ক। হয় ত অতীব অল্পসংখ্যক লোকের ইহাতে আর্থিক উন্নতির অন্তরায় হইতে পারে, কিন্তু ইহা না মানিলে অধিকাংশ লোকের জীবনের শান্তি ও সন্তোষ নষ্ট হয়। ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে কোন লোকই জুয়াচুরি, অন্যায়, অত্যাচার করিতে পারে না। আইন বাঁচাইয়া পরের প্রতি কোনরূপ অন্যায় বা অত্যাচার করা, অগ্নিতে হস্ত দেওয়ারই মত অতিশয় অবুদ্ধি-মানের কার্য্য হইয়া পড়ে। কারণ, তাহার মন্দ ফলভোগ এ জন্মে না হইলেও পরজন্মে হইবেই। যাহার যে আর্থিক অবস্থায় ও আবেষ্টনীতে জন্ম হয়, তদতিরিক্ত বহু অধিক আর্থিক উন্নতি, মান্য, প্রতিপত্তি পাইতে হইলে, প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হয়, অত্যধিক শক্তি ও সময় ক্ষয় করিতে হয়, তাহাতে অনেকের স্বাস্থ্য হানিও হয়, অন্য সকল ইচ্ছা, হৃদয়ের অনেক কোমল বৃত্তি বলি দিতেও হয়, অনেককে পদদলিত করিয়া চলিয়া

যাইতেও হয়। এই জন্যই অনেকে তৎকালে বিবাহ করে না, কিন্তু কাম জয় করিতে না পারায় অন্য স্ত্রী সম্ভোগ করে—অনেক নারীকে প্রতারিতও করে—তাহাতে তাহার ঔরসজাত সন্তান হইল কিনা তাহার খোঁজও রাখে না, যদি হইল, সেই স্ত্রীলোকটির ঘাড়ে সেই সন্তানের প্রতিপালনের ভার চাপাইতে কোন কুণ্ঠাবোধ করে না। সেই স্ত্রী-লোকের ও সন্তানের যে দুর্দ্দশা হয়—কন্যা হইলে তাহাকে যে বেশ্যাবৃত্তি করিতে হয়, তাহার জন্য যে সে দায়ী, তাহা স্বীকারও করে না। ঐরূপ অবস্থার বহু উন্নতি করিতে গিয়া অধিকাংশ লোকই অনেক ন্যায় বিগর্হিত কর্ম্ম করিয়া বসে এবং পরে ধন-মান পাইয়া ও জীবনের ব্যর্থতা, মনের সুখশান্তি ও স্বচ্ছন্দতার অভাবের যে কষ্ট হয়, তাহা আমরা দেখি না—তাহাদিগের কৃত অন্যায় কর্ম্ম কেহ প্রকাশও করে না। শুধু ধনবাহুল্যের জন্য বা লোকের কাছে মান্য পাইবার জন্য এত একাগ্রতা, এত কষ্টস্বীকার, (গুপ্ত পাপ কর্ম্মও) আমরা বুদ্ধিমানের কার্য্য বা বাঞ্ছনীয় মনে করি না। কারণ, আমরা জানি, ভোগ কখনও স্থায়ী সুখ দিতে পারে না। জন্মান্তর ও কর্ম্মফলে বিশ্বাস থাকিলে—অর্থ ও মান্যই জীবনের একমাত্র কাম্য, এরূপ মনে না করিলে—এরূপ একাগ্রতা, কষ্টস্বীকার ও নানা ন্যায়বিগর্হিত কর্ম্ম করিতে হয় না, অপরের জীবন কষ্টকর করিয়া বড় হইবার প্রবৃত্তিই হয় না ; পরে অনুতাপও করিতে হয় না। যে অবস্থায় ও আবেষ্টনীতে যাহার জন্ম, তাহাতে যতটুকু আর্থিক সচ্ছলতা ও মান্য সহজলভ্য, তাহা পাওয়াতেই জীবনে সন্তোষ ও তৃপ্তি পাওয়া যায়, সুখ-স্বচ্ছন্দতাও পাওয়া যায়—পরকেও সুখী করিতে পারা যায়।

জাতিভেদ প্রথার আর দুইটী প্রধান অঙ্গ আছে—(১) একই জাতির ভিতর বিবাহ নিবদ্ধ রাখা—(২) জাতিগত বৃত্তি নির্দ্দেশ। এখন দেখা যাউক, তাহাও সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক কি না—নারীদিগের পক্ষে শুভদায়ী কি না।

জীববিজ্ঞান হইতে পাওয়া যায় যে, কোন বিশেষ কর্ম্মে দক্ষ হইতে হইলে সেই কর্ম্মে সহজ দক্ষ পুং ও স্ত্রীজন্তুদিগের ভিতর প্রজনন নিবদ্ধ রাখিতে হয়। ঘোড়দৌড়ের উপযুক্ত ঘোটক-শাবক পাইতে হইলে

ঘোড়দৌড়ের উপযুক্ত দ্রুতগামী পুং ও স্ত্রী ঘোটকে মৈথুন নিবদ্ধ রাখে—পাশ্চাত্যরা কখনই অন্য জাতীয়—যথা ভারবাহী—ঘোড়ার সহিত প্রজনন করিতে দেয় না। এইরূপ কোন এক কর্ম্মোপযোগী জন্তুদিগের ভিতর মৈথুন নিবদ্ধ রাখিয়াই পাশ্চাত্য পশুপালনকারীরা প্রত্যেক কর্ম্মোপযোগী উৎকৃষ্ট জন্তু উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে, ঘোড়দৌড়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঘোড়াও হইয়াছে, বিভিন্ন কর্ম্মোপযোগী উৎকৃষ্ট কুকুর গরু ইত্যাদি উৎপাদন করিতে পারিয়াছে, আর আমরা ঐ সকল জন্তুর মৈথুন ঐরূপ নিবদ্ধ রাখি না বলিয়াই এ দেশে বেতো ঘোড়া নেড়ী কুকুর ও স্বল্প দুগ্ধবতী গাভী হইয়াছে। সুতরাং সমাজের আবশ্যক প্রত্যেক কর্ম্মে তৎকর্ম্মের দক্ষ লোক পাইতে হইলে সেই সেই কর্ম্মকারী ও কর্ম্মদক্ষ লোকদিগের সন্তানদিগের ভিতর বিবাহ নিবদ্ধ রাখাই জীববিজ্ঞান শাস্ত্রসম্মত, হিন্দুরা তদুদ্দেশ্যেই ঐরূপ বিবাহ নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন—সমাজের মঙ্গলের জন্যই করিয়াছিলেন, তাহা করায় লোকদিগের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অযথা খর্ব্ব করা হয় নাই। বিবাহ একজাতি ভুক্ত লোকদিগের ভিতর নিবদ্ধ থাকায় সমজীবনাদর্শ, জ্ঞাতকুলশীল স্বামি-স্ত্রী হইত, অল্পবয়সে বিবাহ হওয়ায় ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বিকসিত হইবার পূর্ব্বে দুই জনে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যাইতে পারিত, বিভিন্ন জাতিভুক্তদিগের ভিতর বা অপ্রাপ্তব্য স্থানে প্রেম উদ্‌বুদ্ধ হইবার অবকাশই থাকিত না। তজ্জন্য জীবন তিক্ত হইতে পাইত না, আত্মহত্যাও করিতে হয় নাই, রবি বাবুর কথায় অল্পবয়সে প্রেম-রোগের টীকা হইয়া যাইত। দাম্পত্য-জীবনের সুখ-শান্তির অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় ও প্রকৃত মঙ্গলকারক অন্য স্বল্প জিনিষই পৃথিবীতে আছে—তাহাই, হিন্দু সমাজ-গঠনের বৈশিষ্ট্যের জন্য, দীন-দুঃখীরাও উপভোগ করিতে পাইত, তাহা অন্যবিধ সমাজ গঠনে ও বিবাহ প্রথায় কত দুষ্প্রাপ্য, তাহা সকলেই এখন দেখিতেছেন এবং তাহা হিন্দু-সমাজ-গঠনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতেছে।

সকল জন্তুর গুণের ও শক্তির যে বংশানুক্রমিতা আছে, তাহা সকল জীববিজ্ঞানশাস্ত্রবিদই স্বীকার করেন। আবেষ্টনীর দ্বারা সেই সকল গুণের ও শক্তির তারতম্য হয় দেখা যায়। সুতরাং অনুকূল আবেষ্টনী

হইলে, একই জাতিভুক্তদিগের ভিতর বিবাহ নিবদ্ধ থাকিলে, সেই জাতির আবশ্যক কার্য্যের গুণসম্পন্ন সন্তান সচরাচরই জন্মাইয়া থাকে এবং তদুদ্দেশ্যেই হিন্দুরা জাতিগত ব্যবসা বা বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছিল। তজ্জন্য সমাজের আবশ্যক প্রত্যেক কর্ম্ম করিবার বিশেষ উপযুক্ত লোকের অভাব কোনকালেই হয় নাই, সেই জন্য হিন্দুরা বিদ্যায় বুদ্ধিতে শিল্পে বাণিজ্যে সভ্যতায় শীর্ষস্থান বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া অধিকার করিতে পারিয়াছিল; হিন্দু সভ্যতার অতুলনীয় সঞ্জীবনী শক্তি আছে এবং এতকাল এত রাষ্ট্র-বিপ্লব অরাজকতা পরাধীনতা সত্ত্বেও সেই শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে; এবং সেই জনাই সমাজের আবশ্যক সকল কর্ম্ম করিবার বিশেষ উপযোগী গুণসম্পন্ন লোকের একালেও অভাব নাই এবং সুযোগ পাইলেই পাশ্চাত্যদিগের সমকক্ষ বা তদপেক্ষা উচ্চ হইতে পারে।

অনেকেই বলেন, যদি হিন্দু সমাজ-গঠন এত উৎকৃষ্ট, তবে কেন হিন্দুরা এতকাল পরাধীন হইয়া রহিয়াছে, আমাদিগের এত দুর্দ্দশা কেন হইয়াছে ও হইতেছে, পরে তাহা আলোচিত হইবে।

ত্রয়োদশ প্রবন্ধ

জাতিভেদ প্রথা (২)

জীব-জগৎ পর্য্যালোচনায় পাওয়া যায় যে, অনেক সময়ে পিতা-মাতার দোষ, গুণ বা শক্তি যদিও সময়ে সময়ে তাহাদিগের শাবকদিগের ভিতর পাওয়া যায় না, কিন্তু সেই গুণ, দোষ বা শক্তি সেই বংশে—দুই তিন পুরুষ পরেও পাওয়া যায়—তাহাকে atavism বলে। যেখানে জাতিভেদ প্রথা নাই, সেখানে পিতা বা মাতার যে গুণ নাই, তাহাদিগের অপত্য-দিগের ভিতর কেহ কেহ সেই গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু এ দেশে বংশানুক্রমিক বৃত্তি থাকায় ও একই জাতিভুক্তদিগের ভিতর বিবাহ নিবদ্ধ থাকায়, একজাতিভুক্ত লোকের সন্তানের ভিতর প্রায় কখনই অন্যজাতির বৃত্তিতে আবশ্যক গুণ অধিক পরিমাণে থাকে না। ইংলণ্ডাদি দেশে যেমন ভারবাহী ঘোড়ার শাবক প্রায় কখনই ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া হয় না—সে কেবল ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার শাবকরাই হয়—এ দেশেও তেমনই একজাতিভুক্ত লোকের সন্তানের অন্য জাতির বৃত্তির উপযোগী শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা অতীব অল্প—নাই বলিলেই হয়। সুতরাং এখানে জাতিগত বৃত্তি নির্দ্দেশে অতীব অল্পসংখ্যক লোককে হয় ত তাহার কোন কর্ম্মের উপযোগী শ্রেষ্ঠ গুণ থাকা সত্ত্বেও সেই কর্ম্ম করিতে দেওয়া হয় না। যদি কদাচ কখনও পৃথিবীর আশ্চর্য্য ঘটনার ন্যায় বা গুপ্ত প্রণয়ের ফলে ঐরূপ হয়, তাহার জন্য সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম কোন সমাজই করিতে পারে না। মনে রাখিতে হইবে যে, কোন এক বৃত্তির উপযোগী শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন লোককে যদি সেই বৃত্তি অবলম্বন করিতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে উহা সমাজের ও দেশের পক্ষে অমঙ্গলজনক—মোটামুটীভাবে অন্য এক বৃত্তির কার্য্য করিতে পারায় কিছু আসে যায় না। ধোপার ছেলে কেরাণীগিরি করিতে পারাতে বা করাতে দেশের কোন মঙ্গল হয় না—তাহা অনেকেই করিতে পারে।

এই জাতিগত বৃত্তি-নির্দ্দেশের একটি বিশেষ শুভ ফল হইয়াছিল এই যে, বংশানুক্রমিতার ফলে ও অনুকূল আবেষ্টনীতে বর্দ্ধিত হওয়ার জন্য যাহারা যে কর্ম্ম করিবার বিশেষ উপযোগী গুণসম্পন্ন, তাহারা সেই কর্ম্ম করিবার সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। এই মৌখিক সমান সুযোগ ও ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করিবার স্বাধীনতার দিনে, প্রায় কোন গরীব লোক তাহার কোন উচ্চ কর্ম্ম করিবার শ্রেষ্ঠ গুণ থাকা সত্ত্বেও সে কর্ম্ম করিতে পায় না। কারণ অধিকাংশ উচ্চ কর্ম্মের উপযোগিতা অর্জ্জন করিতেও বহুকাল অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহাতে বহু অর্থের আবশ্যক—অবস্থাপন্ন না হইলে তাহা কোন লোকই করিতে পায় না। যদি দেখিতাম, কোন দেশে কোন কালে সকল বালক-বালিকাকে সমানভাবে খাইতে পরিতে দেয়—তাহাদিগের স্বাস্থ্যের জন্য যাহার যাহা আবশ্যক তাহা পায়—তাহারা যে কার্য্য করিতে বা বিদ্যা শিখিতে চায়—যে কার্য্য করিবার বা যে বিদ্যা শিখিবার বিশেষ উপযোগিতা আছে—তাহাতে পারদর্শিতা লাভ করিবার সকল সুবিধা বিনা ব্যয়ে করিয়া দেয়—পুস্তক যন্ত্রাদি কিনিয়া দেয় বা ব্যবহার করিবার সুবিধা দেয়, তাহা হইলে বুঝিতাম যে, যথার্থ সকলকে সমান সুযোগ দেওয়া হইল—অন্যথা এই সমান সুযোগবাদ গরীব-ভুলানো ছলনা মাত্র। এই সমান সুযোগবাদ প্রচার করিয়া সকলকে প্রাথমিক শিক্ষা বিনা বেতনে করিতে দিয়া (তাহাতে ধনী বণিক বা পদস্থ প্রভুদিগের বেতনভোগী দাসরা তাঁহাদিগের আজ্ঞা প্রতিপালনে সম্যক্ সমর্থ হয়—সুতরাং তাঁহাদিগেরই বিশেষ সুবিধা হয়)—পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রপরিচালকরা এই মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়া নিজেদের ন্যায়পরতা জাহির করিতেছেন—মুখে বলিতেছেন, সকলের সকল কর্ম্ম করিবার সমান অধিকার—সকল কর্ম্মেই অবারিত দ্বার—গরীবরা বড় হইতে পায় না নিজের দোষে—ফলতঃ গরীবদিগের পক্ষে সকল দ্বারই প্রায় সম্পূর্ণ রুদ্ধ! মাত্র দশ বিশ জন বিশেষ অনুকূল ঘটনা সাহায্যে বা কোন ধনী বা পদস্থ লোকের সাহায্যে (যাহা পাওয়া যায়, তাহাদিগের কোন প্রকাশ্য বা গুপ্ত উদ্দেশ্যে সাধন করিয়া) ধনী বা পদস্থ হয়—তাহা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই। দশ বিশ জন গরীব ঐরূপে

ধনী বা বড় হওয়ায় সমাজের কোন লাভ নাই—বিশেষতঃ যখন দেখা যায়, তাহারা এমন কোন কার্য্য করে নাই, যাহা অন্য লোক করিতে পারিত না। অতি অল্পসংখ্যক লোকের আর্থিক অবস্থা অন্য লোকের পরিবর্ত্তে উন্নত হইল বটে—তাহাতে বহু সহস্রের জীবনের সন্তোষ ও শান্তি নষ্ট হয়। আরও দেখা যায় যে, তাহারা ধনীদিগের সহিত মিলিয়া যায়—আত্মীয় গরীবদিগের সহিত বিচ্ছিন্ন হয়—সমাজে ধনের প্রভাবের অতি বৃদ্ধি হয়—বিলাসিতারও বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য সাধারণ লোকের জীবনের সন্তোষ, শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা নষ্ট করা হয়। যে ঐরূপে বড় হয়, তাহারও জীবন বিশেষ সুখশান্তিদায়ী হয় না। অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত আবেষ্টনীরও পরিবর্ত্তন হয়—উহার সামঞ্জস্যসাধন কষ্টকর—আবার তিনি যেরূপ সামঞ্জস্য করিতে চাহেন, তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা সেরূপ করিতে পারে না বা চাহে না—তজ্জন্য পারিবারিক জীবনে বিশেষ অশান্তি হয়। তজ্জন্য যাহারা ঐরূপে অধিক ধন বা মান পায়, তাহাদিগের নিজের পক্ষে তাহা বিশেষ শুভজনক হইল, তাহাও বলা যায় না—দিল্লীকা লাড্ডু পাওয়ার মতই হয়।

পূর্ব্ব-প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, সকল কর্ম্মে সকলের সমান সুযোগ দেওয়ায় পাশ্চাত্যে ধনী ও বণিকরা প্রায় সকল ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প ও কৃষির লাভ উত্তরোত্তর অধিকভাবে গ্রাস করিতেছে—প্রায় গ্রাস করিয়াছে—ইহা সকল অর্থবিদ্‌ই স্বীকার করেন। রাষ্ট্রশক্তিও তাহারা গ্রাস করিতেছে। সুতরাং মধ্যবিত্ত ও গরীবরা কেবল ধনী-দিগের ও রাষ্ট্রশক্তির চাকরী করিতে পায়। এই সকল চাকরীর উচ্চ কর্ম্ম, ওকালতী, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারীং আদি কর্ম্মে উপযোগিতা অর্জ্জন করা বহু ব্যয় ও সময়-সাপেক্ষ, সুতরাং মধ্যবিত্তরাই তাহা করিতে পায়—দরিদ্ররা তাহা করিতে পায় না। দরিদ্ররা তজ্জন্য বংশগত ভাবেই দরিদ্র কায়শ্রমিক থাকিয়া যায়—নির্ব্বংশ হইয়া যায়—আর ধনী ও মধ্যবিত্ত-দিগের ভিতর যাহারা একবার দরিদ্র হইয়া যায়, তাহারাও বংশগতভাবে চিরকালের জন্য দরিদ্র কায়শ্রমিকভুক্ত হইয়া যায়—আর যখন চাকরী পাওয়া দুর্ঘট হয়, তখন রাজসরকারের সাহায্য ব্যতীত তাহারা বাঁচিতেই

পারে না। এই কোটি কোটি দরিদ্রের ভিতর—যাহারা বংশানুক্রমিক গুণ ও শক্তিতে মধ্যবিত্ত ও ধনীদিগের সমকক্ষ কত সহস্র সহস্র লোক কত উচ্চ শ্রেণীভুক্ত হইবার উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ গুণ লইয়া জন্মায়, অর্থ ও সুযোগ অভাবে সেই সকল গুণের বিকাশ হইতে পায় না—তাহাদিগকে দরিদ্র কায়শ্রমিকই থাকিয়া যাইতে হয়—তাহাতে তাহাদিগের কিরূপ অন্তর্দাহ হয়—কত মূর্খ নির্গুণ লোক কত উচ্চ কর্ম্ম করে—ধনের বলে রাজনৈতিক সভার সভ্যও হয়, ইহা সমাজের পক্ষে কত অনিষ্টকর, তাহা সকলকে দেখিতে বলি। সকলের সকল কর্ম্ম করিবার সমান সুযোগ থাকার ফলে কত অল্পসংখ্যক গরীব ধনী হইতে পায়—তাহার তুলনায় কত অধিকসংখ্যক লোকের জীবিকার লাভ ধনীরা গ্রাস করিয়া বসে ও তাহাদিগকে বংশগত ভাবে কায়শ্রমিক দাসত্বে পরিণত করে, তাহাদিগের জীবন ভীষণ কষ্টকর করে, কত অধিকসংখ্যক দরিদ্রের সন্তান তাহাদের অনেক উচ্চ কর্ম্ম করিবার গুণ ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও সে সকল কর্ম্ম করিতে পায় না, তাহা দেখিলে জাতিগত বৃত্তি নির্দ্দেশের মন্দ ফল নগণ্য মাত্র প্রতিপন্ন হয়। ইহার সুফল কত অধিক, পরে দেখান হইবে।

পাশ্চাত্য দেশসকল আমাদিগের তুলনায় বহু ধনী, তাহাদিগের অনেকের বিস্তৃত রাজত্ব, বৃহৎ বৃহৎ শিল্প-কারখানা ব্যবসাবাণিজ্য আছে। সেখানকার দরিদ্ররা বুদ্ধি ও শক্তিতে ধনী ও মধ্যবিত্তদিগের সমকক্ষ; সুতরাং সেখানকার কোটি কোটি দরিদ্রের ভিতর স্বল্পসংখ্যক লোক সময়ে সময়ে, দেশে ও বিদেশে অধিক ধনী বা মধ্যবিত্ত হইবার সুবিধা পায় বটে; কিন্তু আমরা পরাধীন, আমাদিগের বাণিজ্য পরহস্তগত, দেশও প্রায় লুপ্তশিল্প—যে সকল বৃহৎ শিল্প আছে, তাহাও আমাদিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে নয়। নিম্নজাতির অনেকেই সভ্যতার বিভিন্ন স্তরের—তাহাদিগের বংশানুক্রমিক শক্তি ও বুদ্ধি বিভিন্ন প্রকারের—সুতরাং এ দেশে সকল কর্ম্মে সকলের সমানাধিকার থাকিলে দরিদ্র ও নিম্নজাতিদিগের কোন উন্নতির আশা নাই—লাভের ভিতর তাহাদিগের একচেটিয়া বৃত্তির লাভ ও তাহাদিগের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ধনী ও মধ্যবিত্তরা গ্রাস করিয়া

তাহাদিগকে কায়শ্রমিক দাসমাত্রে পরিণত করিবে এবং যখন দাসত্ব জোটাও দুষ্কর হইবে, তখন তাহাদিগের দুর্গতির একশেষ হইবে—অন্নাভাবে মরিবে—দেশে সংক্রামক ব্যাধির বহু বিস্তার হইবে। পাশ্চাত্য দেশে যে সকল উপায়ে দরিদ্রদিগকে সাহায্যদান করা হয়—চিকিৎসা-বাসস্থানাদির যে ব্যবস্থা আছে, সে উপায় এ দেশে অসম্ভব পরে দেখান হইবে—সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলেও অসম্ভব।

দরিদ্র ও নিম্নজাতিদিগের উন্নতিকল্পে যে সকল উপায় অবলম্বিত হইতেছে, তাহার ভিতর রাজসরকারের চাকরীতে ও রাজনৈতিক সভার সভ্যের ভিতর একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে। প্রথমতঃ দেখা যায়, রাজসরকারের চাকরীতে মাত্র শতকরা ২১/৪টি প্রতিপালিত—তাহাও সৈনিক ও পুলিস ও আবগারী ও তাহাদিগের দ্বারা প্রতিপালিত স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া—সুতরাং তাহা ৪ কোটি ৬০ লক্ষ লোকের ভিতর বিতরিত হইলে অতি অল্পসংখ্যক নিম্নজাতীয়দিগের সুবিধা হইতে পারে। কতক ইংরেজি শিক্ষিত না হইলে রাজসরকারের চাকরীর সুবিধা হয় না—তাহাদিগের শতকরা ৯৮ অশিক্ষিত—নিরক্ষর। বক্রী ২টি চাকরীর উমেদার হইবার যোগ্য। এই রাজসরকারের চাকরী ও রাজনৈতিক সভার সভ্য লইয়াই ইতিমধ্যে হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষ ও বিরোধ—(শিখ ও মুসলমান বিরোধ—প্রাদেশিক বিদ্বেষ)—শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর উত্থিত হইয়াছে ও তাহাদিগেরই গুপ্ত প্ররোচনায় অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর উত্তরোত্তর প্রজ্বলিত হইতেছে। এই চাকরী পাওয়ার রেশারিশিতে ক্রমে হিন্দুদিগের শুধু উচ্চ ও নিম্নজাতিদিগের ভিতর নয়—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিম্ন জাতিদিগের ভিতরও রেশারিশি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে—তাহার সূত্রপাতও হইয়াছে।

এই চাকরী ও ওকালতী, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারী ইত্যাদি (যাহাতে মাত্র শতকরা ২টি লোক—তাহাদিগের প্রতিপাল্য লইয়া আছে) এখন অনেক অবস্থাপন্ন বৈশ্য, শূদ্র জাতীয়রা অবলম্বন করিতেছেন—মুসলমানরাও করিতেছেন, তজ্জন্য উচ্চশ্রেণীভুক্ত হিন্দুরা ইতিমধ্যেই নিম্নজাতিভুক্তদিগের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাহার লাভ ভোগ করিতেছেন—কামার,

পোটো, গয়লা, ধোপা, কুম্ভকার, মুচির কার্য্য করিতেছেন—শীঘ্রই বাধ্য হইয়া পূর্ণভাবে গ্রাস করিবেন—সুতরাং দশ বিশ জন আম্বেদকরের মতন লোক ব্যতীত সকল নিম্নজাতিদিগের ভীষণ দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। এই দুই দশ জনের অবস্থা উন্নত দেখিয়া আরও অধিক-সংখ্যক লোক জাতীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া—সাধ্যাতিরিক্ত বিলাসিতায় অভ্যস্ত হইয়া—ঐ সকল কর্ম্ম করিবার উপযোগিতা অর্জ্জন করিতে যাইবে ও উমেদার-সংখ্যা বাড়াইয়া জীবনের সন্তোষ বা শান্তি হারাইবে মাত্র। ঐ সকল জাতিভুক্ত যাঁহাদিগের পিতা, পিতামহ ভদ্রজাতিভোগ্য গোলামীগিরি ও ওকালতী, ডাক্তারী ইত্যাদি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই তাঁহাদিগের আত্মীয়-কুটুম্বদিগের সহিত বিভিন্ন মনোভাবগ্রস্ত হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন—জাতিগত ব্যবসা করিতে অপারগ হইয়াছেন—তাঁহাদিগের এখন ঐরূপ চাকরী আদি কর্ম্ম করিতে না পাওয়ায় জীবন বিশেষ কষ্টকর হইয়াছে! আর সেই সকল জাতীয় বৃত্তিতে বুদ্ধিমান বিদ্বান লোকাভাবে তাহার কোন উন্নতি হইতে পাইতেছে না—অন্য প্রদেশবাসীরাও গ্রাস করিয়া প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিতেছে।

ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করিতে দেওয়া হয় বলিয়া—এই মৌখিক সমান সুযোগবাদের জন্য—কত কোটি কোটি লোকের জীবন কিরূপ সন্তোষ, স্বচ্ছন্দতা ও শান্তিহীন করা হইতেছে, তাহা আমরা দেখি না। কৈশোর ও যৌবনে সকলেরই অনেক উচ্চ আশা থাকে—সকলেই নিজেকে যথেষ্ট বুদ্ধিমান মনে করে—তৎকালে ধন, মান, রূপ ইত্যাদি ভোগ্যবস্তুর মোহ প্রবল থাকে—সাংসারিক অভিজ্ঞতা অল্প থাকে—নিজের নিজের শক্তির সীমা ও আবেষ্টনের প্রভাব সম্বন্ধে জ্ঞান অল্পই থাকে—তজ্জন্য অধিকাংশ তরুণ যে সকল কার্য্যে তৎকালে অধিক ধন ও মান্য লোকেরা পায় দেখে, তাহাই করিতে যায়। সে কর্ম্ম করিতে যে মানসিক বা শারীরিক শক্তির আবশ্যক, তাহা পূর্ব্ব হইতে জানা প্রায় অসম্ভব। তজ্জন্য অধিকাংশ তরুণদিগের উচ্চ আশা অনুসরণ মরীচিকা অনুসরণের ন্যায়ই হয়—সেই আশা অনুসরণ করিতে গিয়া সহজলভ্য অর্থোপায়, সন্তোষ ও শান্তি উপেক্ষা করে—অধিকাংশকেই পরে বিফলতার দুঃখ, কষ্ট ভোগ করিতে

হয়—কতক পরিমাণ সাফল্য ও জীবনে সন্তোষ ও শান্তি থাকে না—অনেকেরই জীবন বিষাক্ত হয়। বহু কোটির ভিতর এক জন র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড হইয়াছে—কত লক্ষ লোক ঐরূপ হইবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করে, কত রাত্রি জাগিয়া বক্তৃতা মুখস্থ করে—হৃদয়ের কোমল বৃত্তি কিরূপ বলি দিতে হয়—তজ্জন্য কত লোকের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করা হয়, পরে বিফলতার দুঃখ হৃদয়ের অন্তঃস্তলে গোপন করিয়া জীবনকেই অশান্তিগ্রস্ত করে, তাহা কে দেখে? দুই দশ জন ঐরূপ সাফল্যলাভ করার ফলে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন অশান্তিগ্রস্ত ও সন্তোষ-হীন করা হয়, তাহা আমরা দেখি না, তাহা ত সমাজের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। তাহার উপর যখন দেখা যায় যে, র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডও এমন কোন কার্য্য করেন নাই—যাহা অন্য লোকে করিতে পারিত না, সুতরাং তাঁহার উচ্চপদ লাভে দেশের কোন উপকারই হইল না। আর দেখা যায় যে, ঐরূপ উচ্চপদ পাইবার নিমিত্ত বা তাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার জন্য তাঁহার আজীবনের মত পরিবর্ত্তন করিতে হইল—তাহাতে কি তিনি সুখী হইতে পারিয়াছেন? যে অবস্থায় যাহার জন্ম, তদপেক্ষা বহু ধনী বা উচ্চপদ পাইতে হইলে এইরূপ মত পরিবর্ত্তনও অধিকাংশ স্থলেই করিতে লোকে বাধ্য হয় ও অনেক অন্যায় কার্য্যও করিতে হয়।

আর দেখা যায়, যে সকল কার্য্যে অধিক ধন বা মান্য লোকে পায়, তাহাতেই অত্যধিক লোক নিযুক্ত হয়—অপর কার্য্যে লোকাভাব হয়। যে সকল কার্য্যে অত্যধিক লোক যায়—সেখানেই তৎকার্য্যে নিযুক্ত লোকদিগের জীবন কষ্টকর হয় এবং যাহারা সেই সেই কর্ম্মের উপযুক্ত, তাহারাও অর্থাভাবে বা অন্য সুবিধার অভাবে সে কর্ম্ম করিতে পায় না। সকলেই শুনিয়াছেন, বিখ্যাত লর্ড সিংহ কয়েক বৎসর ব্যারিষ্টারী করার পর মুন্সেফীর প্রার্থী হইয়াছিলেন। তাঁহার ভাগ্যবলে তাহা তৎকালে পান নাই। আরও কিছুদিন ব্যারিষ্টারী করিবার অর্থ তাঁহার ছিল ও এইরূপ কি ব্যারিষ্টারীতে, কি ওকালতীতে, কি ডাক্তারীতে, কি এঞ্জিনীয়ারীতে, কি কেরাণীগিরিতে অত্যধিকসংখ্যক লোক হইয়াছে, তাহারা ঐ সকল কর্ম্ম করিবার জন্য কত সময়, শক্তি ও অর্থক্ষয় করে—

কত বিশেষ উপযুক্ত লোক ঐ অবাধ প্রতিযোগিতার প্রসারে সেই সকল কর্ম্ম করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়, সফলকামের সংখ্যার তুলনায় বিফলকামের সংখ্যা কত অধিক, কত অনুপযুক্ত লোকও খোসামুদি বা অন্য অন্যায় উপায় অবলম্বনে বড় হয়; উপযুক্ত লোকরা তাহাতে কিরূপ মর্ম্মাহত হয়, অবশেষে বিফলতার দুঃখ ও কষ্ট অনুভব করে— লোকের কাছে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া গণ্য হয়, সামান্য সাফল্যেও জীবনের শান্তি ও সন্তোষ নষ্ট হয়, তাহা আমরা দেখি না। লোকের ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করিতে দিলে,—সকল কর্ম্মে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকার ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল,—আমরা তাহা বুঝি না, কেবল দুই দশ জনের আর্থিক সাফল্য দেখিয়াই মুগ্ধ হই।

বাঙ্গালা দেশ হইতে ইংরেজ রাজত্বের উদ্ভব হইয়াছে ও ক্রমে সর্ব্বত্র বিস্তার হইয়াছে। বাঙ্গালীরাই প্রথমে ইংরেজি শিখিয়া তাহাদিগের চাকরীতে ঢুকিয়াছে, তাহাদিগের সহিত অন্যান্য প্রদেশে গিয়া ইংরেজের চাকরী করিয়া তাঁহাদিগের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আমরা যদি ইংরেজি না শিখিতাম ও চাকরী না করিতাম, ইংরেজ রাজত্ব হওয়াই অসম্ভব হইত, কখনই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না। যাহারা ইংরেজি শিখিয়া চাকরি করিত, তাহাতে তাহারা বাঙ্গালায় ও অন্যান্য প্রদেশে ন্যায্য ও অন্যায্য উপায়ে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিত, মান্যও পাইত। কায়স্থদিগের স্বজাতীয়বৃত্তি ঐ রাজসরকারের চাকরী করা। যে সকল ক্ষত্রিয় পূর্ব্বে রাজ্য পরিচালন জন্য অ-সামরিক কার্য্য করিত, তাহারাই কালক্রমে কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে এবং তাহারাই কালক্রমে অধিকাংশ চাকরী করিত। অনেক ব্রহ্মোত্তর জমি বাজেয়াপ্ত হওয়ায় ব্রাহ্মণদিগের অতিশয় দুর্দ্দশা হয়, তজ্জন্য তাহারাও বাধ্য হইয়া ইংরেজদিগের চাকরীতে ঢুকিতে লাগিল ও তদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জন ও মান্য পাইতে লাগিল—যদিও এরূপে অর্থোপার্জ্জন হেয় বলিয়া গণ্য ছিল। তৎকালে রোগাধিক্য না থাকায় বৈদ্যদিগের অবস্থা অতিশয় মন্দ ছিল, তাহারাও ইংরেজী শিখিয়া চাকরীতে ঢুকিতে লাগিল। এ দিকে আমরা পরাধীন বলিয়া ও যন্ত্র-সাহায্যে নির্ম্মিত শিল্পের সহিত অবাধ প্রতিযোগিতায়

আমাদিগের স্বজাতীয় শিল্প ধ্বংস হইতে লাগিল। ঐ সকল শিল্পে নিযুক্ত লোকদিগের দুর্দ্দশা হইতে লাগিল। উচ্চ জাতিদিগের অবস্থা ইংরেজি শিক্ষার নিমিত্ত চাকরী আদি পাওয়ায় কতক উন্নত দেখিয়া বৈশ্য-শূদ্ররাও ইংরেজি শিখিতে লাগিল, চাকরী আদি বৃত্তি অবলম্বন করিতে লাগিল। তৎসঙ্গে ইংরেজি শিক্ষিত সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে পাশ্চাত্য প্রভাবগ্রস্ত হইতে লাগিল, তাহাদিগের মত ভোগবিলাসপ্রবণও হইতে লাগিল, ব্যক্তিতান্ত্রিকতার প্রভাবও বাড়িল—যৌথ-পরিবার প্রথাও ভাঙ্গিল—জাতিগত সমাজ-শাসন, সামাজিক বিধি-নিষেধের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়া স্ফীতবক্ষও হইল—দেশের দুর্দ্দশা-বৃদ্ধির সহায়তাও করিল। যাহাদিগের জাতীয় ব্যবসা ঐরূপে নষ্ট হইল, যাঁহারা ভদ্রোচিত গোলামীগিরি করিয়া মান্য গণ্য হইল, তাহারা তখন বলিতে আরম্ভ করিল, কতকটা পাশ্চাত্যদিগের কথার প্রতিধ্বনিতে, যে জাতিভেদ প্রথায় নিম্নজাতিদিগকে উচ্চ কর্ম্ম করিতে না দেওয়ার নিমিত্ত—তাহাদিগকে লেখা-পড়া না শিখিতে দেওয়ার নিমিত্তই—উহাদিগের দুর্দ্দশা হইয়াছে, উহা ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার। কেহ তৎকালে দেখিল না যে, আমাদিগের দেশের ও তাহাদিগের দুর্দ্দশার মূল কারণই অবাধ-প্রতিযোগিতায় আমাদিগের শিল্প ধ্বংস হওয়া ও তৎসঙ্গে যৌথপরিবার ভাঙ্গা ও পাশ্চাত্য অনুকরণে বিলাসিতাবৃদ্ধি। ঐ সকল বিলাস উপকরণ পাশ্চাত্য শিল্প-প্রসূত বলিয়া তাহা আমাদিগের ধন দোহন করিতেছে ও দুর্দ্দশা হইতেছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় সাম্যবাদের মোহে জাতিভেদ প্রথার বিরোধী হইয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য কি—ইহার সুফল কত অধিক, ইহা বিশেষতঃ এ দেশে কত একান্ত আবশ্যক, কেহ দেখিল না—বুঝিবার চেষ্টাও করিল না। অন্য কোন দেশে এ প্রথা নাই, সুতরাং ইহা অন্যায় ও নিম্নজাতিদিগের প্রতি অত্যাচার, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মত স্বীকৃত হইতেছে এবং শুধু তাহাই নহে, এ দেশেই জাতিভেদ-প্রথা আছে, এ দেশ প্রায় সহস্র বৎসর পরাধীন, সুতরাং ইহাই আমাদিগের পরাধীনতার কারণ, সুতরাং অনেকে ইহাই ভাঙ্গিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

অল্পলোকই দেখিতেছেন যে, জাতিভেদপ্রথা যদি আমাদিগের জাতীয় পরাধীনতার কারণ হইত, তাহা হইলে এই প্রথা থাকা সত্ত্বেও আমরা বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া কখনই সভ্যতার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারিতাম না। জাতিভেদ প্রথায় সর্ব্বোচ্চজাতি ব্রাহ্মণদিগের জীবিকার নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি পরের দান ও ভিক্ষামাত্র। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, এখনও রাজসরকারের চাকরীতে মাত্র শতকরা ২½ টিরও কম লোক (সৈনিক ও পুলিস ও তাহাদিগের প্রতিপাল্য লইয়া) প্রতিপালিত হয়—পুরাকালে ঐ বৃত্তিতে তাহার দশম বা চতুর্থ অংশ মাত্র প্রতিপালিত হইতে পারিত। আরও ধনোপার্জ্জনের সকল শ্রেষ্ঠ উপায়গুলি—ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি—নিম্নজাতিদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট—সুতরাং এই প্রথা নিম্নজাতিদিগের প্রতি ব্রাহ্মণদিগের বা উচ্চ জাতিদিগের নিম্নজাতিদিগের প্রতি অত্যাচার, এ কথা উঠিতেই পারে না,—পাশ্চাত্ত্যের সখের গোলামরাই কেবল এ কথা বলিতে পারেন। সভ্যতার বহু ভিন্নস্তরের বহু জাতি সমাবিষ্ট ভারতে জাতিভেদ প্রথা ও জাতিগত বৃত্তিনির্দ্দেশই নানা নিম্নজাতিদিগকে স্বচ্ছন্দে বাঁচাইয়া রাখিবার সর্ব্বত্র সমদর্শী সেকালের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের দ্বারায় উদ্ভাবিত শ্রেষ্ঠ উপায়, এবং শুধু তাহাই নহে, যাহাতে কোনকালে অধিক দরিদ্র ও বেকার না হয়, তাহারও পূর্ব্ব হইতে স্থায়ী বন্দোবস্ত (Economic planning) ইহার ও যৌথ পরিবারপ্রথার দ্বারা করা হইয়াছিল! এইরূপ সামাজিক গঠনের আশ্রয়ে বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া পরাধীনতা ও অরাজকতা সত্ত্বেও আমরা স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়াছিলাম। কোনকালে বেকার, দারিদ্র্য ও নারী-সমস্যা পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় ভীষণ হয় নাই—ভারতীয় সভ্যতার অতুলনীয় সঞ্জীবনী শক্তি এই সমাজগঠনেই নিহিত আছে—ইহা উপনিষদ্ ও গীতারই মত, ভারতের প্রাচীন মনীষিগণের অতুলকীর্ত্তি ও ঐ দর্শনশাস্ত্রে উক্ত মতবাদেরই অভিব্যক্তি। আমরা তাহাদিগের কৃতঘ্ন দুঃসন্তান বলিয়া পাশ্চাত্ত্যের মৌখিক সাম্যবাদে বিভ্রান্ত হইয়া তাহার নিন্দা করি ও তাহা ভাঙ্গিতেছি।

প্রায় সকল পাশ্চাত্যদেশেই এক ধাঁচের (homogeneous) লোকের

বাস। সেখানেও ধনোপার্জ্জন ও ধনরক্ষণে অকুশল ব্যক্তিদিগের কত দুর্দ্দশা হইয়াছে—বেকার-সমস্যা-পূরণ কত অধিক ব্যয় সাপেক্ষ হইয়াছে—অধিকাংশ লোকই ধনীদিগের দাসত্বে নীত হইয়াছে—নারী-সমস্যা-পূরণ প্রায় অসাধ্য হইয়াছে, ধনী ও শ্রমিক বিরোধ ও বিদ্বেষ কিরূপ বাড়িতেছে, তাহা সকলকে দেখিতে বলি। সুতরাং সভ্যতার বহু বিভিন্ন স্তরের বহু জাতি সমাবিষ্ট ভারতে, জাতিগত নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি না থাকিলে, সকল লোককে তাহাদিগের ইচ্ছামত সকল কর্ম্ম করিতে দিলে, এই সকল নিম্নজাতিদিগের, অল্পবুদ্ধি লোকদিগের—গরীবদিগের, অতি ভীষণ দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী, তাহা আমাদিগের সাম্যবাদমোহগ্রস্ত সংস্কারকরা দেখেন না। এই জন্যই পাশ্চাত্যে, যেখানে কেবল ধনের প্রভেদ সমাজের শ্রেণীনির্দ্দেশক, সেখানে ধণিক ও শ্রমিকবিদ্বেষ ক্রমাগতই বাড়িতেছে। সাম্যবাদভিত্তিতে এ দেশে সমাজগঠন হইলে শুধু যে দারিদ্র্য-সমস্যা ও নারী-সমস্যা পূরণ এ গরীব পরাধীন দেশে অসাধ্য হইবে, তাহা নহে, নানা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর ভীষণ অন্তর্দ্রোহ, ভারতের অভীপ্সিত একতা সুদূর-পরাহত করিবে, তেমনি নিম্নশ্রেণীর জাতিদিগের ও সকল দরিদ্রের (এ দেশে এখন শতকরা ৯৯ জন দরিদ্র) দুর্গতির একশেষ হইবে, অন্নাভাবে মরিবে—সংক্রামক ব্যাধির ভীষণ বৃদ্ধি হইবে।

রাজসরকারের চাকরী আদি এখন দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় ও তাহাতে অল্প লোক অধিক উপার্জ্জন করিতে পায় দেখিয়া এখন এই সকল উচ্চ জাতি তথাকথিত 'অত্যাচারিত' নিম্নজাতিদিগের একচেটিয়া বৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন, তাহাতে অধিক অর্থোপার্জ্জনও করিতেছেন। আমরা ইংরেজি শিখিয়া পাশ্চাত্য ভাবগ্রস্ত হওয়ার ফলে অধিক ভোগপ্রবণ, শারীরিক কষ্ট অসহিষ্ণু ও শ্রমবিমুখ হইয়াছি বলিয়া, ব্যবসায়ী ও শিল্পি-জাতিদিগের মধ্যে যাহারা বুদ্ধিমান, বিদ্বান্ ও ধনবান্, তাহারা চাকরী আদি কার্য্য করিতে যাওয়ায়, ঐ সকল কার্য্যে বুদ্ধিমান্ লোকাভাবে কোন উন্নতি হইতে পাইতেছে না, ও যাহা আছে, তাহাও অন্য প্রদেশবাসী-দিগের হস্তে চলিয়া যাইতেছে, সুতরাং বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যাভিমানী অধিকতর পাশ্চাত্যভাবগ্রস্ত বাঙ্গালীরা বেকারসংখ্যা বাড়াইতেছেন,

অনেকেই ইতিমধ্যেই সভ্যসমাজোচিত গর্ভনিরোধপ্রথা, ভ্রূণহত্যা, জারজ-সন্তান ত্যাগ, আত্মহত্যাও করিতেছেন। দেশের ব্যবসা শিল্প (কৃষিও) ঐরূপে কতক উচ্চজাতিদিগের, অধিকাংশই অন্য প্রদেশবাসী নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের, হস্তে চলিয়া যাইবে—তখন নিম্নজাতিভুক্ত প্রায় সকলেই পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় কায়শ্রমিক দাস মাত্র হইবে। যখন দাসত্ব জোটাও ভার হইবে, তখনই অধিকাংশের ভীষণ দুর্দ্দশা হইবে—বেকার-সমস্যা পূরণ করা আমাদিগের অসাধ্য হইবে—অন্নাভাবে মরিবে—দেশ নানা ব্যাধিতে প্লাবিত হইবে—ইতিমধ্যেই অনেক নূতন ব্যাধি এ দেশে বদ্ধমূল হইয়াছে। অল্পসংখ্যক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যা এখনই এত গুরুতর হইয়াছে যে, তাহাই পূরণ করা দুঃসাধ্য হইয়াছে—শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন করা বিধেয় অনেকেই বলিতেছেন—এখনও কোন সুনিশ্চিত পন্থা কেহই দেখাইতে পারেন নাই। তাহার উপর অল্পদিনেই নিম্নজাতিদিগের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তির লাভ ধনী ও বণিক ও উচ্চজাতিরা যখন গ্রাস করিবে—অবাধ প্রতিযোগিতায় তাহা করিবেই—তখন যে বেকার-সমস্যা পূরণ, দরিদ্রদিগকে বাঁচাইয়া রাখাও যে অসম্ভব, তাহা অল্পলোকেই দেখিতেছেন।

সকল কর্ম্মে সকলের সমান সুযোগ থাকার ফলে সাম্যবাদ মোহ-গ্রস্ততায় বহু ধনী পাশ্চাত্য দেশসমূহের বেকার-সমস্যা কিরূপ হইয়াছে, তাহা সকলকে দেখিতে বলি। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধনী দেশ আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে ১১ কোটি লোকের ভিতর এখন প্রায় ৯০ লক্ষ লোক বেকার। তাহাদিগের সাহায্য দানে কত অযুত কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে। ইংলণ্ড, যাহা ধনাধিক্যে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ও যাহার রাজত্ব পৃথিবীব্যাপ্ত—যাহাতে সূর্য্য কখনও অস্ত যায় না, সেখানেও কিছুদিন পূর্ব্বে তাহার ৪ কোটি ৫০ লক্ষ লোকের ভিতর ৩৫ লক্ষ লোক বেকার ছিল। অটোয়া পেক্ট ও অন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়া এখনও প্রায় ২২ লক্ষ লোক বেকার—তাহাদিগের সাহায্য দানে প্রায় ২৬ হইতে ৩০ কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে। সুতরাং বাঙ্গালাতে, যাহাতে ৪ কোটি ৬০ লক্ষ লোকের বাস—যেখানে

পাশ্চাত্যের তুলনায় শিল্প, বাণিজ্য নাই বলিলেই হয়, সেখানে অন্ততঃ ২০ লক্ষ লোককেও সাহায্য দান আবশ্যক। জেলের প্রত্যেক কয়েদীদিগের জন্য মাসিক ৭ টাকা ব্যয় হয়—এই বেকারদিগের শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য মাসিক ৩ টাকা ব্যয় করিলেও বাৎসরিক ৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে—তাহার উপর তাহাদিগের বসবাস, চিকিৎসা, শিক্ষার জন্য ব্যয় আবশ্যক, এই টাকা কোথা হইতে আসিবে? বাঙ্গালার মোট রাজস্ব ১১ কোটি টাকা মাত্র (পাটের টেক্সের কতক অংশ বাঙ্গালা পাওয়ায় ঠিক এখন কত হইয়াছে, জানি না)। বাঙ্গালার দশশালা বন্দোবস্ত তুলিয়া দিলে মাত্র এক কোটি টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি হইতে পারে —ইহা রাজস্বসচিব সার প্রভাসচন্দ্র মিত্রের সাইমন্ কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্যদানে প্রকাশ আছে—ইহাতে জমিদারদিগের উপর ঘোর অত্যাচারও আছে এবং এই টাকা রাজসরকারের হস্তে চলিয়া যাইবে—তজ্জন্য এখনকারই মত অর্থাভাবে দেশের কোন শিল্পোন্নতি হওয়াও অসম্ভব হইবে! ভারতের বর্ত্তমান রাজস্বসচিব গ্রিগ্ সাহেব কিছুদিন পূর্ব্বে রাজনৈতিক সভায় স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতের টেক্সভার অত্যধিক। বাঙ্গালায় ত শতকরা একটি বা সওয়া একটিমাত্র লোকের মাসিক আয় এক শত টাকা আছে; সুতরাং নূতন টেক্স স্থাপন করিয়া অধিক অর্থাগমের সম্ভাবনা নাই; সুতরাং এই সকল লোক অন্নাভাবে মরিবে—নানা ব্যাধির বৃদ্ধিও হইবে—চুরি-ডাকাতিও বাড়িবে, কতক টেক্স বৃদ্ধিও অনিবার্য্য হইবে। একে ত যে টেক্স আছে, তাহাতেই লোকের প্রাণান্ত ও তাহার উপর নূতন টেক্সের ঠেলায় অস্থির হইতে হইবে।

অগাধ ধনী পাশ্চাত্য দেশসমূহ তাহাদিগের এত শিল্প-বাণিজ্য থাকা সত্ত্বেও সেখানে এত টাকা ব্যয় করিয়াও ত এত লোকের বেকার থাকা বন্ধ করিতে পারিতেছেন না। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে এত প্রচুর আহার্য্য ও অনেক আবশ্যক দ্রব্যাদি হয় যে, অনেক সময়ে তাহা পোড়াইয়া দেওয়াও হয়, তাহা না হইলে ঐ সকল দ্রব্যের দর এত কম হয় যে, তাহাতে লোকসান হয়—অথচ এত বেকার হইয়াছে যে, সাহায্য দান ব্যতিরেকে তাহারা অন্নাভাবে মরে। তাহা হইতে প্রমাণ

হয় যে, প্রথম দ্রব্য উৎপাদনকার্য্যে অবাধপ্রতিযোগিতা থাকায় কতক কার্য্যে অধিক লোক গিয়াছে ও দ্রব্য প্রস্তুত করণের আবশ্যক ভূমি ও জিনিস সকল অল্পসংখ্যক লোক গ্রাস করিয়া বসিয়াছে—ঠিক যেমন কাঙ্গালী বিদায়কালীন প্রভূত আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া তাহা বাটওয়ারা না করিয়া কাঙ্গালীগণকে যদি তাহা লইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়,—যাহারা শক্তিশালী, তাহারা অধিকাংশ দ্রব্য লয়, কাড়াকাড়ির মুখে অনেকে চাপা পড়ে, অনেকে কিছুই পায় না; প্রভূত ধনী পাশ্চাত্যে তাহাই হইতেছে। প্রভেদের ভিতর এই যে, কাঙ্গালীদিগের ভিতর শারীরিক শক্তিশালী যাহারা, তাহারাই অধিক আহার্য্যাদি কাড়িয়া লয়, অপর ক্ষেত্রে যাহারা ধনোপার্জ্জন ও ধনরক্ষণ-কুশল, তাহা ন্যায্য উপায়ে হউক বা অন্যায্য উপায়েই হউক, তাহারাই দেশের ধন অধিকার করিয়া বসে। এই ধনোপার্জ্জন ও ও ধনরক্ষণ কুশলতা কোন উচ্চ অঙ্গের গুণের উপর নির্ভর করে না। অনেক অল্পবুদ্ধি ও নীচাশয় ব্যক্তিরও সেই গুণ থাকে। অনেক শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্, বুদ্ধিমান লোকও ধনোপার্জ্জন করিতে পারে না দেখা যায়; সুতরাং এইরূপ লোকের ধনাধিক্য সমাজের পক্ষে বিশেষ অমঙ্গলজনক। ভারতে জাতিভেদ প্রথা ও জাতিগত বৃত্তি নির্দ্দেশে এই সকল দোষ নিবারিত হইতেছিল, ইহাই আমাদিগের Economic planning. পাশ্চাত্যেরা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, যাহা করিবার আমাদিগের শক্তি নাই, কেবল দুঃস্থ বেকারদিগকে গ্রাসাচ্ছাদন দিতেছেন, কিন্তু ঐ ভুল সাম্য-বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সকল কর্ম্মে সকলের সমান সুযোগ ও অবাধ প্রতিযোগিতা থাকার নিমিত্ত, পাশ্চাত্যের প্রভূত ধন ও আহার্য্যাদি থাকা সত্ত্বেও অত্যধিক বেকার ও দুঃস্থ জন্মাইতেছে, পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত ব্যতিরেকে চিরকালই জন্মাইবে। রুসিয়া ব্যতীত কোথাও কোন সুচিন্তিত বন্দোবস্তই নাই। শিল্প-শিক্ষাদি দিয়া তাহা করিবার চেষ্টা করা হইতেছে, রুজ্ভেল্ট ও হিট্লার অনেক নূতন নূতন উপায় অবলম্বন করিতেছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইবার কোন চিহ্নও দেখা যাইতেছে না— যদিও তাঁহাদের জয়ডঙ্কা বাজাইবার লোকের অভাব নাই। রুসিয়ার লোকদিগকে রাষ্ট্রশক্তি-পরিচালকদিগের হুকুম অনুযায়ী কার্য্য করিতে

হয়, অর্থাৎ অবাধপ্রতিযোগিতা বন্ধ ও ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করিবার স্বাধীনতা লোপ করা হইয়াছে। এখন রাষ্ট্রপরিচালকদিগের তৎকালিক ইচ্ছা অনুযায়ী কার্য্য হইতেছে—তাঁহাদিগের ভুলের, পক্ষপাতিত্বের ও অন্যায়ের দুঃখকষ্ট সকলকে ভোগ করিতে হইতেছে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার লোপ হইয়াছে, রাষ্ট্রপরিচালক ও তাহাদিগের মত পরিবর্ত্তনের সহিত লোকের জীবিকা ও জীবনের কার্য্যেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। এরূপ অবস্থায় বেকার লোকদিগের উপযোগিতা ও ব্যক্তিগত সামর্থ্যের ও অন্তরস্থ ইচ্ছার অনুযায়ী কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া অসম্ভব, সুতরাং লোকদিগের স্বচ্ছন্দতাও অসম্ভব, এ পর্য্যন্ত কোন স্থায়ী বন্দোবস্তও হয় নাই। তাহার উপর আমাদিগের মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা স্বাধীন নই—ইংরেজরা পুরাকালের হিন্দু রাজাদিগের মত তাঁহাদিগের পালনপুত্র ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের হস্তে রাজ্য-শাসনভার দিয়া চলিয়া যাইবার কোন বন্দোবস্ত ত করেন নাই—সুতরাং অন্য পাশ্চাত্য দেশে যাহা হইতেছে, তাহা করিবার আশা বা চেষ্টা করাই বৃথা সময় ও শক্তিক্ষয় মাত্র।

আজকাল মহাত্মা গান্ধী সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর উন্নতিবিধানে বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছেন,—হিন্দু সমাজ তাহাদিগের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে, তাহা প্রচারিত হইয়াছে। তাহাদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাদিগকে একই বিদ্যালয়ে অন্য জাতিদিগের সহিত শিক্ষাদান দেওয়া বাঞ্ছনীয় অনেকে বলেন—সকল মন্দিরে প্রবেশাধিকার দিতে চাহেন। কিন্তু আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, তাহারা সচরাচর অতিশয় অপরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন থাকার শক্তি ও সুবিধাও তাহাদের নাই—ইচ্ছাও নাই এবং তাহাদিগের বুদ্ধি অতীব অল্প। সুতরাং অন্য জাতীয় বালক-বালিকারা তাহাদিগের অপরিচ্ছন্নতা ও অল্পবুদ্ধির জন্য তাহাদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে—অন্য জাতিভুক্ত-দিগের দেখাদেখি সাধ্যাতিরিক্ত মূল্যবান বস্ত্রাদি পরিবার ও অন্য ভোগ ইচ্ছা উদ্দীপিত করা হইবে, জাতীয় ব্যবসা করিতে লজ্জা বোধ করিবে—অথচ যে বিদ্যা তাহারা অর্জ্জন করিবে, তাহাতে অন্য উপায়ে অধিক অর্থোপার্জ্জনের কোন সুবিধাই হয় না—হইবেও না। ইহাতে তাহাদিগের

দুর্গতি বৃদ্ধি করা হইবে, জীবনের শান্তি ও সন্তোষ নষ্ট করা হইবে—অন্য জাতীয় বালকদিগের অবজ্ঞা পাওয়ায় উচ্চশ্রেণী-মাত্রেরই প্রতি বিদ্বেষ ও বিরোধ উদ্দীপিত করা হইবে মাত্র। এখনই জাতিভেদ-প্রথা নিম্ন জাতিদিগের প্রতি অত্যাচার এই কথা শিক্ষিত নব্যতন্ত্রী সম্প্রদায় প্রকাশ করায়, উচ্চ জাতিদিগের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বিদ্বেষ প্রধূমিত হইতেছে—নিম্ন জাতিদিগের স্বার্থ ও উচ্চ জাতিদিগের স্বার্থ বিভিন্ন, ইহা আমরা নিজেরাই শক্তি ও অর্থক্ষয় করিয়া প্রকাশ করিতেছি—এইরূপ করিয়াই হিন্দু সমাজের সর্ব্বত্র অন্তর্দ্রোহ সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছি। পাশ্চাত্যের অনেক দেশে তাহাদিগকেই প্রাথমিক শিক্ষা দিয়া অনেক উন্নতি করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ আছে—আমরা সকল বিষয়েই পাশ্চাত্যের অনুকরণপ্রয়াসী, সেই জন্য ঐরূপ প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রয়াসী। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা দিবার অর্থ নাই, পুনরায় উচ্চ হারে টেক্স দিতে হইবে। অথচ ম্যালেরিয়াদি অনেক দেশধ্বংসকারী ব্যাধিনিবারণের জন্য অর্থ ব্যয় করিবারও অর্থ নাই—মরা নদী কাটিয়া চতুর্দ্দিকের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি ও লোকের স্বাস্থ্যোন্নতি করিবার অর্থও নাই। সকল পাশ্চাত্যদেশে প্রায় একই ধাঁচের লোক আছে, তাহারা সভ্যতায় একই স্তরের। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা পাইয়া মাতৃভাষার সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের পুস্তকাদি পড়িতে পারে—পাঠ্যাগারের সুবিধা আছে। সুতরাং তাহাতে লোকদিগের উন্নতি করিবার কিছু সুবিধা পায়। শুধু প্রাথমিক শিক্ষাতে কোন আর্থিক বা মানসিক উন্নতির সুবিধা হয় না। আমাদিগের দেশে এই নিম্নজাতিভুক্তরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সভ্যতার নিম্নস্তরের, তাহাদিগের বুদ্ধি অতি অল্প—তাহাদিগের মাতৃভাষায় যে শিক্ষায় জাগতিক উন্নতি হইতে পারে, তাহার কোন পুস্তক নাই—বাঙ্গালা হিন্দি ভাষাতেও নাই বলিলেই হয়—সাধারণ পুস্তকাগারও নাই; সুতরাং এইরূপ বহুব্যয়সাপেক্ষ শিক্ষা প্রবর্ত্তন আপাততঃ স্থগিত রাখাই কর্ত্তব্য; তৎপরিবর্ত্তে তাহাদিগের জাতীয় ব্যবসার কিরূপ উন্নতি করা সহজে হইতে পারে, তাহা হাতে কলমে করিয়া দেখাইয়া দিলে, তাহাদিগের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ও আবশ্যক দ্রব্য ক্রয়

সমবায় প্রথা দ্বারা, সুবিধা করিয়া দিলে, তাহাদিগের যথেষ্ট উন্নতি অতি সহজে ও অনেক কম অর্থব্যয়ে হইতে পারে। এরূপ করা দেশের অবস্থা ও পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথা অনুযায়ী হয়, তাহাতে অন্তর্দ্রোহ সৃষ্টি না করিয়া পরস্পরের সহানুভূতি বৃদ্ধি করাও হয়। উদাহরণস্বরূপ বলিতেছি—ডোমদিগকে চীনা ও বর্ম্মীদিগের মত নানা প্রকারের উত্তম বাঁশের কার্য্য যদি শিখান হয়, নুরিয়াদিগকে মৎস্য সংরক্ষণ ও মৎসের তৈল নিষ্কাশন করিবার ও মৎস্যাদি দ্রব্য সকল বিক্রয়ের সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে; এই সকল সভ্যতার নিম্নস্তরে জাতিদিগের উন্নতিতে সাফল্যলাভ করা ছেলেখেলা নয়। তাহাদিগের সহিত মিশিতে হইবে, তাহাদিগের বুদ্ধি, শক্তি ও অভাব বুঝিতে হইবে, তবে কিঞ্চিৎ সাফল্যলাভ হইতে পারে। মিশনারীরা বহুকাল ধরিয়া বহু কোটি টাকা ব্যয় করিয়া তাহাদিগকে ফর্শা কাপড় পরাইতে শিখাইয়াছেন বটে, তাঁহাদিগের সাহায্যে চাকরীতে জনকতকের কিছু সুবিধা করিয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জনের কোন সুবিধাই করেন নাই। মিশনারী ও ইংরেজদিগের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহাদিগের ফিরিঙ্গিদিগের ন্যায় অত্যন্ত দুর্দ্দশা হয়, আর দেখা যায়, অধিকাংশের জীবন আপেক্ষিক অর্থস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও স্বচ্ছন্দতা ও আনন্দবিহীন হয়। মিশনারীরা যাহা করিতেছে, তাহার শতাংশের এক অংশও করিবার শক্তি আমাদিগের নাই। সুতরাং এইরূপ করিবার চেষ্টায় কেবল বৃথা শক্তি ও সময় ও অর্থক্ষয় করা হইবে, তাহাদিগের জীবনের স্বচ্ছন্দতা নষ্ট করা হইবে, তাহাদিগের দুর্গতি বৃদ্ধি করা হইবে—দেশে কেবল অন্তর্দ্রোহ সৃষ্টি করা হইবে। শুধু নিম্নতম শ্রেণীর জাতিদিগের জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রকার শিক্ষা-প্রবর্ত্তন বিধেয় নয়, প্রত্যেক জাতীয় ব্যবসা বা বৃত্তির অনুকূল শিক্ষাই প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা অল্প বয়স হইতে দিলেই দেশের উন্নতি সহজে হইতে পারে, দেশের শ্রী ফিরিতে পারে।

ব্যবসায়ী শিল্পী জাতিভুক্ত যাঁহারা উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহারা যদি প্রত্যেকের জাতিগত বৃত্তির উন্নতি করিতে চেষ্টা করেন—পাশ্চাত্যে ঐ সকল ব্যবসার বা শিল্পের উন্নতি-বিধায়ক যে সকল তথ্য অর্জ্জিত

হইয়াছে ও কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, তাহা স্বজাতির ভিতর প্রচার করেন তাহা হইলে সহজেই দেশের বহু উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের, বিষয়, তাহা হইতেছে না; তাঁহারা সকলেই কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের বৃত্তি অবলম্বন করেন; স্বজাতিভুক্তদিগের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন, আর বুদ্ধিমান লোকাভাবে সেই সকল বৃত্তি অধিকাংশ স্থলেই অ-বাঙ্গালীর হস্তে চলিয়া যাইতেছে ও তজ্জন্য আমাদিগের দুর্দ্দশা বাড়িতেছে।

এখন শিক্ষার আমুল পরিবর্ত্তন করা বিধেয় অনেকেই বলিতেছেন ও তাঁহারা শিল্প শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যদি শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা পুরাতন প্রথামত হয়, প্রত্যেক জাতির জন্য তাহার জাতিগত ব্যবসা বা শিল্পের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহা অল্পব্যয়সাপেক্ষও হয় এবং আশু ফলপ্রদ হয়। ইহা করিতে হইলে প্রত্যেক জাতির জাতিগত স্থানীয় সভাগুলি সংগঠন করিয়া এক বৃহৎ সভার অন্তর্গত করিতে হইবে, ও তাহাদিগের সকলকেই তদ্বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইতে হইবে। ঐ কার্য্য করা ও জাতিস্থ লোকদিগের দারিদ্র নিবারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা তাহাদিগের প্রধান কার্য্য হওয়াই বিধেয়।

সকল জাতিভুক্ত লোকদিগের জন্য একই প্রকার শিক্ষা প্রবর্ত্তনে অধিকাংশ স্থলেই বৃথা শক্তি, সময় ও অর্থক্ষয় হয়। ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ সন্তানকে মুচির কর্ম্ম শিখাইয়া প্রায় কোন লাভ হয় না, তাহার পক্ষে ঐ কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা প্রায় অসাধ্য। ঐ কর্ম্মে অধিক অর্থোপার্জ্জন করিতে হইলে যে মুলধন আবশ্যক, তাহা সংগ্রহ করা প্রায় দুঃসাধ্য হয়, তাহা জুটিলেও ঐ কর্ম্মোপযুক্ত শ্রমিক জোটানও ভার হয় ও তাহাদিগকে পূরামাত্রায় আবশ্যকমত খাটাইয়া লওয়াইতে অপারগ হয় ও ঐ কর্ম্ম চালাইবার উপযোগী অভিজ্ঞতা অভাবে প্রায়ই লোকসান হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার রেশমশিল্প শিক্ষালয়ে রেশম ব্যবসায়ীদিগের সন্তান ব্যতীত অন্য কাহাকেও শিক্ষা দেওয়ায় কোন ফললাভ হয় না বলিয়া গভর্ণমেণ্ট রিপোর্টেও প্রকাশ আছে শুনিয়াছি। সুতরাং বস্ত্রবয়ন কার্য্য ত বহু লক্ষ লোক শিখিয়াছিল—তাঁতি ভিন্ন কয়

জন লোকই বা ঐ কর্ম্ম করিতেছে—কত লক্ষ লক্ষ চরকা ও তাঁত জ্বালানী কাষ্ঠে পরিণত হইয়াছে, তাহাও সকলকে দেখিতে বলি। লেখক বহু বৎসর ধরিয়া জাতীয় শিল্পশিক্ষালয়—যাহা এখন যাদবপুরে প্রতিষ্ঠিত—তাহার কার্য্যকরী সমিতির সভ্য। সেখানে ৬৫০ হইতে ৭০০ ছাত্রের জন্য বাৎসরিক দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তাহার উপর বাটীনির্ম্মাণ যন্ত্রাদি কিনিবার জন্য বহু লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে ও তজ্জন্য আরও বহু লক্ষ টাকা আবশ্যক—সে টাকা জুটিতেছে না। আমাদিগের অনেক ছাত্র উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়াও ইতিমধ্যেই বেকারসংখ্যা বাড়াইতেছে। উপরে উক্ত নানা কারণে অতি অল্পসংখ্যক ছাত্র স্বাধীনভাবে যে কার্য্য শিখিয়াছে, তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছে। বেকারসমস্যা পূরণের জন্য অনেকেই technical education দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন—পাশ্চাত্য ধরণের সেইরূপ নানা শিক্ষাগার স্থাপন করা বিধেয় বলিতেছেন। একে ত জার্ম্মাণী, আমেরিকা, ইংলণ্ডাদি দেশের মত ঐরূপ নানা শিক্ষালয় করাই আমাদিগের অসাধ্য—তাহার শতাংশের একাংশ করাও অসাধ্য, তাহার উপর তাহা করিয়াও ঐ সকল দেশে বেকারসমস্যা, দারিদ্র্য ও নারীসমস্যা পূরণ হয় নাই—সুতরাং ঐরূপ পন্থার অনুবর্ত্তন করিয়া আমরা কখনও সাফল্যলাভ করিতে পারিব না—করিতে পারিলেও ধনিকরাই পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় বৃহৎ যন্ত্রচালিত বড় বড় কারখানা স্থাপন করিবে—বেকারসমস্যা অধিকতর ভীষণ হইবে। এই বুঝিয়াই বোধ হয় ত্রিকালদর্শী মনু তাহার ধর্ম্মশাস্ত্রে মহাযন্ত্র ব্যবহার মহাপাপের অন্তর্গত করিয়াছিলেন—উহার ব্যবহারফলেই কোটি কোটি লোকের জীবন দুঃসহ হইয়াছে। পাশ্চাত্য প্রথা অনুবর্ত্তনের চেষ্টায় আমাদিগের দুর্গতির লাঘব হওয়া অসম্ভব—বৃদ্ধি হইবারই অধিক সম্ভাবনা, তাহা দেখিয়া সকলেরই বোঝা উচিত যে, আমাদিগের প্রাচীন প্রথা অনুবর্ত্তন করা ভিন্ন আমাদিগের গত্যন্তর নাই ও তাহা সহজসাধ্য ও আশু ফলপ্রদ ও বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া পরীক্ষিত।

চতুর্দ্দশ প্রবন্ধ

জাতিভেদ প্রথা (৩)

জাতিভেদ প্রথার উদ্দেশ্য কি ও কেন আবশ্যক, তাহা বলা হইয়াছে। সকল কর্ম্মে সকলের সমান সুযোগ থাকিলে, সকলকে সকল কর্ম্মের অবাধ প্রতিযোগিতা করিতে দিলে ধনীরা এবং ধনোপার্জ্জন ও ধনরক্ষণকুশল ব্যক্তিরাই সকল ধনোপার্জ্জনের প্রধান উপায়গুলি উত্তরোত্তর অধিকভাবে গ্রাস করিয়া বসে ও তাহার ফলে এক দিকে কুবেরের ধন ও বিলাসিতা ও অন্য দিকে গ্রাসাচ্ছাদনহীন, আশ্রয়হীন, ভালবাসাহীন দরিদ্রদিগের অশেষ দুর্গতি হয়—তাহা একালের সকল অর্থতত্ত্ববিদ্‌রা স্বীকার করেন। ধনীদিগের বিলাসাতিশয্য দেখিয়া সকলেরই বিলাসভোগকামনা উদ্দীপিত হয় ও তজ্জন্য সকলের জীবন শান্তি ও সন্তোষহীন হয়—দুর্নীতিরও প্রশ্রয় হয়। এই দারিদ্র্যসমস্যা সমাধান ও প্রভূত ধনবৈষম্য নিবারণের জন্য পশ্চাত্য দেশে যে সকল উপায় অবলম্বিত হইতেছে, তাহার কুফল পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে। দারিদ্র্যসমস্যা ও নারীসমস্যা পূরণ করিবার জন্য ভারতে যে সকল উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে জাতিভেদ-প্রথা থাকা সত্ত্বেও যে ধনবৈষম্য হয়, তাহার কুফল নিবারণ করিয়া সমাজের মঙ্গলের জন্য—দারিদ্র্যসমস্যা পূরণের জন্য—ব্যবস্থা কিরূপে অলক্ষিতভাবে নিয়োজিত হয়, তাহা এখন দেখান হইতেছে।

প্রথমতঃ—কোন লোককে তাহার নির্দ্দিষ্ট জাতীয় বৃত্তি ভিন্ন অন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে দেওয়া হইত না বলিয়া কোন ধনী অন্য জাতিভুক্তদিগের বৃত্তির লাভ গ্রাস করিতে পারিত না—তজ্জন্য ধনবৈষম্য অত্যধিক হইতে পাইত না। এই সর্ব্বত্র অবাধ প্রতিযোগিতার দিনে ধনী ও ধনিকরা অনেক ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষির লাভ গ্রাস করিয়া শুধু যে অত্যধিক ধনী হয়, তাহা নয়—তাহারা তাহাদিগের প্রভূত ধনের

বলে, নানা কারণে ও উপায়ে, রাষ্ট্রশক্তির উপরও প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া বসে ও তাহা তাহাদিগের ধনবৃদ্ধির ও অন্যান্য সুবিধার্থ নিয়োজিত করে। আমেরিকার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক Upton Sinclairএর 'Oil' নামক পুস্তক পড়িলে বোঝা যায়, কিরূপে ধনীরা এই গণতন্ত্রের যুগে রাষ্ট্রশক্তি তাহাদিগের সুবিধার্থে অলক্ষিতভাবে পরিচালিত করে ও তাহার কুফল সাধারণ লোকদিগকে ভুগিতে হয়। রাষ্ট্রশক্তিপরিচালকদিগের রাজনৈতিক সভার সদস্য নির্ব্বাচন কালীন বহু ব্যয়ের আবশ্যক, তাহাদিগের গুণপণা জাহির করিবার জন্য, প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য, সংবাদপত্রদিগের সাহায্য আবশ্যক। সংবাদপত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য বহু অর্থের আবশ্যক। ধনীরা সংবাদপত্রদিগকে ও রাষ্ট্রপরিচালকদিগকে নানারূপ সাহায্য করিয়া—তাহাদিগের সহিত কুটুম্বিতা করিয়া তাহাদিগকে বশে আনয়ন করেন ও তদ্দ্বারা রাষ্ট্রশক্তি কবলিত করেন। এখানেও ইতিমধ্যে রাজনৈতিক সভায় বোম্বাইয়ের ধনকুবেরদিগের প্রভাব পরিদৃশ্যমান হইয়াছে, তাহা বোধ হয় অনেকে অবগত আছেন। কংগ্রেসেও ধনী ও ধনিকদিগের প্রভাব যথেষ্ট হইয়াছে—তজ্জন্য শ্রমিক-সঙ্ঘ কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। গণতন্ত্রে সর্ব্বত্র এইরূপ হয় বলিয়া রুসিয়া ধনীদিগকে সর্ব্বস্বান্ত, নির্ব্বাসিত ও নির্ব্বংশ করিয়াছে। মধ্যবিত্তরাও অনেকাংশে ধনীদিগের কবলে আসিয়াছে—ধনীদিগের ধনের বিনিময়ে তাহাদিগের বুদ্ধি, বিদ্যা ও কর্ম্মশক্তি ধনীদিগের সুবিধার্থে ও প্রভাববিস্তারে নিয়োজিত হয়—অনেক ধনীর বিদ্যাবুদ্ধি অনেক সময়ে জাহির হয়—তাহাও অনেক সময়ে মধ্যবিত্তদিগের নিকট ধনের বিনিময়েই ক্রীত। সেই জন্য মধ্যবিত্তরাও রুসিয়ায় নির্য্যাতিত হইয়াছিল। এদেশে রাষ্ট্রশক্তি ক্ষত্রিয় জাতির উপর সমর্পিত থাকায় রাষ্ট্রশক্তি ধনীদিগের কবলে আসে নাই, তাহা ধনীদিগের সুবিধার্থে নিয়োজিত হইতে পারে নাই, ধনের প্রভাবের অতিবৃদ্ধি সমাজে হইতে পায় নাই, তজ্জন্য দুর্নীতি প্রশ্রয় পায় নাই।

দ্বিতীয়তঃ—একই জাতির ভিতর বিবাহ নিবদ্ধ থাকায়—সচরাচর যৌথ পরিবার প্রথা প্রচলিত থাকায় সকল লোকেরই তাহার জাতিভুক্ত

অনেকের সহিত নিকট আত্মীয়তা বা কুটুম্বিতা থাকিত, অনেকের সহিত দূর সম্পর্ক ও জানা শুনা থাকিত। তাহাদিগের সকলের জীবিকা একই প্রকারের হওয়ায় সকলকে তাহার জাতিভুক্তদিগের সহিত সচরাচর মেলামেশা, আহারব্যবহার করিতে হইত। ধনের সাচ্ছল্যে ধনীরা যে আমোদ পূজা উৎসবাদি করিতেন, তাহাতে তাঁহাদের গরীব আত্মীয়-কুটুম্বদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে হইত।

(ক) এই কারণে সেই আমোদ উৎসবের আনন্দ ও প্রচুর আহার্য্য অনেকে দরিদ্র হইলেও মধ্যে মধ্যে উপভোগ করিতে পাইত।

(খ) একই প্রকার জীবিকা হওয়ায়, এক জাতিভুক্তদিগের জীবন-যাপনপ্রণালী ও জীবনাদর্শ একই প্রকারের হওয়ায়, সকলের ভিতর সহানুভূতি ও সহায়শীলতা থাকিত—একতাভাব (solidarity) থাকিত ; তজ্জন্য কাহারও বিপদ-আপদ দুর্দ্দশা হইলে আত্মীয়কুটুম্ব, বন্ধুদিগের নানারূপ সাহায্য সহানুভূতি পাওয়ায় দুর্গতি শেষ সীমায় সহজে পৌঁছিতে পারিত না—অন্ততঃ পৌঁছিতে কালবিলম্ব হইত এবং সেই অবসরকালে তাহারা কোনরূপে দাঁড়াইয়া যাইতে পারিত। সেলাই খুলিতে আরম্ভ হইলে দুই চারি ফোঁড় সেলাই করিয়া দিলেই যেমন সহজে ছেঁড়া জোড়া যায় —ছেঁড়া দ্রুতগতিতে বাড়িয়া কাপড়টাই অব্যবহার্য্য হইতে পায় না— দারিদ্র্যের প্রথম মুখেই আত্মীয়কুটুম্ব বন্ধুদিগের সামান্য সাহায্য পাওয়াতেও তেমনই দারিদ্র্য চরম সীমায় যাইতে পায় না—চিরকালের জন্য কর্ম্ম করিবার শক্তিহীন করিয়া ফেলিতে পারে না—মনুষ্যত্ব নিষ্পেষণ করিয়া তাহাকে পশুত্বে নীত করে না। অনেকের নিকট সহানুভূতি ও অল্পাধিক পরিমাণে সাহায্য পাওয়ায় হৃদয় কৃতজ্ঞতায় সরস থাকে— ভীষণভাবে কঠোর ও শুষ্ক হইয়া যায় না—দারিদ্র্য কাহাকেও মানব-দ্রোহী নরপিশাচে পরিণত করে না। 'In darkest England', 'Les Miserables' ও অন্যান্য বহু বিখ্যাত পাশ্চাত্য পুস্তক হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাশ্চাত্যে যৌথ পরিবার ও জাতিভেদ প্রথার সাহায্য না থাকায়, একবার অসুস্থতা বা অন্য কারণে দারিদ্র্যের আবর্ত্তে পড়িলে কিরূপে লোককে দুর্গতির চরম সীমায় লইয়া যায়—কিরূপে

তাহার কর্ম্মক্ষমতাই লোপ করে—কিরূপ নৈতিক অবনতি হয়—নারী-দিগকে বেশ্যাবৃত্তি করিতে বাধ্য করে—অনেককে চুরি ডাকাতি হত্যা করিতেও বাধ্য করে। কলিকাতা আম্স্ হাউসের ভূতপূর্ব্ব সুপারিন্-টেণ্ডেণ্ট ভবনাথ বসু চৌধুরী মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন যে, একজন ফিরিঙ্গী রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা যে দুই বৎসর পূর্ব্বে ৬৭০০০৲ টাকা গ্রেটুইটি লইয়া কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াছিল—ব্যবসা করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া এরূপ জীর্ণ বসনে আম্স্ হাউসে আসে যে, তাহাকে অন্য বস্ত্র পরাইয়া তবে তাহাকে আশ্রয় দিতে পারেন—তাহার শারীরিক ও মানসিক অবস্থাও ভীষণ ছিল। এ দেশের সামাজিক প্রথায় ঐরূপ হইতে পায় না! এ দেশের দরিদ্ররা পাশ্চাত্য দরিদ্রদিগের তুলনায় সকল বিষয়েই বহু উন্নত, তাহা সকলেই স্বীকার করেন, তাহার মূল কারণ যে নব্য-তন্ত্রীদিগের চক্ষুঃশূল, এই জাতিভেদপ্রথা তাহা দেখেন না—ইহা যে জাতিভেদ-প্রথার কত মহৎ দান, তাহা হৃদয়ঙ্গম করেন না।

(গ) জাতিভেদ-প্রথা থাকার নিমিত্ত, ধনীরা রাষ্ট্রশক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না বলিয়া, ধনের মান্য পাইবার জন্য—সমাজে প্রতিপত্তি পাইবার জন্য, তাহাদিগকে সাধারণের, বিশেষতঃ স্বজাতিদিগের মঙ্গলার্থে নানা সৎকার্য্য করিতে বাধ্য করিত—তদ্ব্যতিরেকে মান্য প্রতিপত্তি হইত না, বরং কার্পণ্যের জন্য বা ধনের অসদ্ব্যবহারের জন্য অবজ্ঞাভাজন হইতে হইত। এ কালের মত কেবল নানা বিলাস-ভোগ করিয়া—অন্য ধনী ও প্রতিপত্তিশালী লোকদিগের সহিত মিশিয়া, এমন কি, শ্রেষ্ঠ গায়িকা নর্ত্তকী বা অভিনেত্রীকে উপপত্নী রাখিয়া, রাষ্ট্র পরিচালকদিগের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিয়া—তাহাদিগকে ঘুষ দিয়া বা অন্য প্রকার সাহায্য করিয়া, অনেক জুয়াচুরী, জঘন্য কর্ম্ম করিয়া ও মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতির সহিত অতিশয় দুর্ব্ব্যবহার করিয়াও ধনের বলে ঐ সকল দুষ্কর্ম্মের মন্দ ফল হইতে অব্যাহতি পাইয়া, ডিউক, লর্ড, স্যার, রাজা, মহারাজা হইয়া, সমাজে প্রতিপত্তি পাওয়া সম্ভব হইত না। সমাজে প্রতিপত্তি পাইবার জন্য ধনীদিগকে দুঃস্থ আত্মীয়স্বজনকে সযত্নে প্রতিপালন করিতে হইত—পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, রাস্তাঘাট, অতিথি-

শালা, ধর্ম্মশালা, উত্তমকারুকার্য্যযুক্ত ঠাকুরবাড়ী নির্ম্মাণ ইত্যাদি করিতে হইত—সেখানে ধর্ম্ম, শিক্ষাপ্রদ কথকতা, পাঠ, যাত্রা, গান দিতে হইত। পূজায়, বিবাহে ও শ্রাদ্ধে কাঙ্গালীভোজন হইত—আত্মীয়স্বজন, গ্রামস্থ সকল লোকই নিমন্ত্রিত হইত—ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে বৃত্তি ও বিদায় দেওয়া হইত—টোলে দান করা হইত। এইরূপে বিনা টেক্সে ও রাজসরকারের সাহায্য ব্যতিরেকে দেশের জাতীয় শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল—অরাজক বিপ্লবকালেও দেশের জাতীয় শিক্ষার লোপ হয় নাই—শিক্ষা-কার্য্য রাষ্ট্রশক্তির অধীন হয় নাই—শিক্ষার জন্য আমরা রাষ্ট্রশক্তির মুখাপেক্ষী হই নাই। এ সকল টোলেই অনেক অসাধারণ প্রতিভাশালী পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন, অনেক দর্শন ও অন্য শাস্ত্রপুস্তক রচিত হইয়াছিল—এ দেশে কাণা রঘুমণি, গঙ্গেশ উপাধ্যায়, চৈতন্যদেব প্রভৃতি জন্মিয়া-ছিলেন। মুসলমান আমলেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও জগতে অতুলনীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যের রচনা হইয়াছিল!

এই সকল ঠাকুরবাড়ীতেই উচ্চ অঙ্গের চিত্র ভাস্কর ও শিল্পকার্য্য সকল সংরক্ষিত হইত। এইরূপে সকল প্রকার শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা প্রতিপালিত হইত। এই সকল ঠাকুরবাড়ীতে সকলেরই অবারিত দ্বার—জনসাধারণ সকল প্রকার কলাবিদ্যার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারিত—সুতরাং এই সকল ঠাকুরবাড়ী দ্বারায় এ কালের art gallery এবং প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ও কার্য্য সম্পন্ন হইত। এ কালে ধনীরা তাহাদিগের গৃহেই নানা প্রকার শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্যার ও শিল্পের ও বিলাসের দ্রব্য সঞ্চিত করেন, তাহা কেবল তাঁহাদিগের ধনী বন্ধুদিগের ও নিজের পরিবারবর্গের উপভোগ্য হয়—তাহাতে তাঁহাদিগের পুত্রকন্যারা বিলাসিতায় অভ্যস্ত হয়, তাহাদিগের ভোগেচ্ছা বৃদ্ধি করা হয়—তজ্জন্য ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তাহা-দিগকে অশেষ কষ্ট ও দুর্গতি ভোগ করিতে হয়। এই সকল ঠাকুর-বাড়ীতেই যে সকল পাঠ, কথকতা, যাত্রা গান হইত, তাহা ভারতের, জগতের, শ্রেষ্ঠ দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম্মগ্রন্থ, কাব্য বা ইতিহাস মূলক। তদ্দ্বারা সকল নরনারীর—দীনদরিদ্রদিগেরও উচ্চনীতি শিক্ষা ও চরিত্র গঠন হইত—জীবনের নানা অবস্থায় ও ঘটনাবিপর্য্যয়ে কি কর্ত্তব্য, তাহা

সাধারণের বোধগম্য ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া শিখান হইত। এইরূপে নিরক্ষর নর-নারীদিগেরও যেরূপ জীবনের উপযোগী প্রকৃত শিক্ষা হইত, তাহা একালে বি এ, এম্ এ পাশ করিয়াও হয় না! আমরা অনেক আবর্জ্জনা ও ভুল শিখিয়া বৃথা কালক্ষেপ ও স্বাস্থ্যহানি করি—পাণ্ডিত্যাভিমানীও হই। এইরূপে নারীরাও জীবনের উপযোগী প্রকৃত শিক্ষা পাইতেন বলিয়া এ দেশে চিরকালই পুরুষরা—অগাধ প্রতিভাশালী পণ্ডিতরাও—নিরক্ষর নারীদিগকেও এত অধিক সম্মান করিতেন—বৃহৎ যৌথ পরিবারপরিচালনভার তাঁহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন—সাংসারিক জীবন সঙ্কটকালে অনেক স্থলে তাঁহারাই কর্ণধার হইতেন, বৃহৎ জমিদারী, রাজত্বও সুশৃঙ্খলায় পরিচালন করিয়াছেন—রাণী ভবানী, রাণী রাসমণির মত অনেক নারী জন্মিয়াছিলেন, অহল্যা বাইএর মত রাণীও হইয়াছিলেন। এইরূপেই ত গ্রাম্য পাঠশালায় (প্রত্যেক গ্রামে পাঠশালা ছিল—সেখানে হাতের লেখা চিঠিপত্র লিখিবার প্রণালী ও শুভঙ্করী বা তদনুরূপ ধারাপাত শিক্ষা হইত) আমাদিগের জাতীয় সাধারণের শিক্ষা হইত—শিল্পশিক্ষার কথা পরে বলিব। ৺ লর্ড সিংহ, তাঁহার মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে Statesman কাগজে লিখিয়াছিলেন যে, শুভঙ্করী ধারাপাত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়িয়া তিনি যাহা শিখিয়াছিলেন—তদতিরিক্ত যাহা শিখিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই আবর্জ্জনামাত্র। আমরা অল্পবয়স হইতেই ইংরেজি পড়িয়া ও দেশের শ্রেষ্ঠ পুস্তকাদিতে সঞ্চিত জ্ঞানের বিষয় না শিখিয়া পাশ্চাত্যদিগের সখের গোলাম হইয়া স্ফীতবক্ষঃ হই, সকল বিষয়েই তাহাদিগের অনুকরণ করিতেছি, তজ্জন্য সকল দেশীয় প্রথাকেই দোষাবহ ধরিয়া লই—বিগ্রহ স্থাপনা, ঠাকুরবাড়ীপ্রতিষ্ঠাকে কুসংস্কার-প্রসূত বৃথা অর্থব্যয় মনে করি। আমরা দেখি না, পাশ্চত্যে ট্রাষ্ট করিয়া যেরূপ কার্য্য করা হয়, আমাদিগের দেশে চিরস্থায়ী সাধারণের হিতকর কার্য্য করিতে হইলে ঠাকুরবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া কোন এক বিগ্রহ স্থাপনা করিতাম—ইহা ট্রাষ্টের অনুরূপ ভারতীয় প্রতিষ্ঠান—বিগ্রহগুলি চিরস্থায়িত্বের অনন্তের প্রতীক। এই সকল ঠাকুরবাড়ীর আবেষ্টনী ও

প্রভাবে কত সহস্র মহাপুরুষ চিরকালই জন্মিয়াছেন—সপ্তদশ শতাব্দীতে রামদাস স্বামী, এ কালেও রামকৃষ্ণদেব জন্মিয়াছেন, তাহা সকলকে স্মরণ করিতে বলি। দাক্ষিণাত্যে অনেক বড় বড় মন্দিরে দেবদাসী আছে, তাহারা ও এদেশে শ্রাদ্ধে কীর্ত্তনীরা ধর্ম্মসঙ্গীত গাহে, তাহারা চরিত্রহীন বলিয়া অনেক চরিত্রহীন সংস্কারকরাও এই প্রথা উঠাইয়া দিতে উদ্যত—তজ্জন্য আইন পাশ করাইয়া মন্দিরগুলির উপর রাজসরকারের প্রভাব বিস্তার করাইয়া দিয়া দেশের স্বাধীনতাও বিস্তার করাইতে চাহেন! চরিত্রহীন অভিনেত্রী দ্বারা সাবিত্রীর পার্ট অভিনয় করাইতে সংস্কারকদিগের আপত্তি নাই—তাহা বেশ উপভোগ করেন। কিন্তু পতিতারা যে ঠাকুরবাড়ীতে উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্মসঙ্গীত গাহে—উচ্চ অঙ্গের নৃত্য করে—যাহা দীনদরিদ্ররাও উপভোগ করে—ঐ সকল কলা-বিদ্যা শিখিবার অবকাশ পায়, তাহাদিগের সুললিত কণ্ঠে গীত ধর্ম্ম সঙ্গীত দ্বারা সাধারণের ধর্ম্মভাবও উদ্দীপিত হইতে পায়, তাহা এই সকল সংস্কারকদিগের অসহ্য। এ দিকে দেখি সংস্কারকরা পতিতাদিগের জন্য যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করেন। কিন্তু পতিতাদিগের জন্য এ দেশে গায়িকা, নর্ত্তকী ও অভিনেত্রীর বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট রাখা যে প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগের সুমতি উদ্দীপিত করিবার—তাহাদিগের উদ্ধারের শ্রেষ্ঠ উপায়—কলাবিদ্যা চর্চ্চা করিয়া যাহাতে তাহারা জীবিকার্জ্জন করিতে পারে—তজ্জন্য বেশ্যাবৃত্তি করিতে না হয়—তাহা আমরা দেখি না। উহাদিগের ঐ সকল একচেটীয়া বৃত্তিতে একালে ভদ্র মহিলারা ও পুরুষরা নামায়, উহাদিগকে কত নির্য্যাতন করিতেছি—তাহাদিগের উদ্ধারের শ্রেষ্ঠ পথই অবরুদ্ধ হইতেছে, তাহা দেখি না। ভদ্র মহিলারা এই সকল কলাবিদ্যা চর্চ্চা করিতে যাওয়ায়—কলাবিদ্যা ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায়—ইন্দ্রিয়ভোগ্য সৌন্দর্য্যমাত্র কলাবিদ্যার লক্ষ্য হওয়ায়—মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য যে মনের, চরিত্রের সৌন্দর্য্য, সে কথা বিস্মৃত হওয়ায়—art for art's sake এর নামে তরুণ-তরুণীদিগের পদস্খলনের পথ উন্মুক্ত করা হইতেছে—গৃহদাহও হইতেছে! কলাবিদ্যা, ধর্ম্ম হইতে—মঙ্গল হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে অমঙ্গলপ্রসূ হইবেই।

জাতিভেদ-প্রথায় এইরূপে ধনীদিগের ধন নানা লোকহিতকর কার্য্যে

নিয়োজিত হইত বলিয়াই—বিশেষতঃ জাতীয় আদর্শে লোকশিক্ষাকার্য্যে নিয়োজিত হইত বলিয়াই দারিদ্রসমস্যা, পরাধীনতার কালেও ভীষণ হয় নাই—লোকেরা হিন্দুর জীবনাদর্শ ভ্রষ্ট হয় নাই—দীর্ঘকালস্থায়ী পরাধীনতারকালেও হিন্দু-প্রতিভার উজ্জ্বলতা বিশেষ ক্ষীণ হয় নাই—দেশে অনেক দর্শন ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত—অনেক অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞ শাসনকর্ত্তাও জন্মিয়াছেন—অনেক মহাপুরুষও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—সাহিত্যের ও শিল্পেরও অনেক উন্নতি হইতে পারিয়াছিল—হিন্দু সভ্যতা অক্ষুন্ন ছিল—হিন্দুর বৈশিষ্ট্য লোপ হয় নাই এবং পুনরায় ভারতে হিন্দুর প্রাধান্য স্থাপিত হইতে পারিয়াছিল। মুসলমান প্রভাবস্রোতের মুখে সকল সভ্যতাই ভাসিয়া গিয়াছে—এক হিন্দু সভ্যতা পরাধীনতা সত্ত্বেও অক্ষুণ্ণ ছিল—তাহা এই জাতিভেদ-প্রথার ও হিন্দু সমাজগঠনের গুণেই সম্ভব হইয়াছে, তাহা যেন আমরা মনে রাখি—ইহা পরাধীনতার স্রোত অবরোধকারী প্রকাণ্ড পাকা বাঁধ।

একে ত স্বাধীন দেশেও শিক্ষা রাষ্ট্রশক্তির অধীন হওয়ার অনেক দোষ আছে—তাহা প্রায় সর্ব্বত্রই রাষ্ট্রশক্তিপরিচালকদিগের মত ও পক্ষসমর্থনে নিয়োজিত হয় এবং উহাদিগের ভুল অদূরদর্শিতা ও অন্য দোষে অনেক সময়ে দেশের বিশেষ অমঙ্গল সাধিত হয়—স্বাধীন চিন্তার পথ সঙ্কীর্ণ হয়, লোকরা পরদেশদ্বেষী হয়। পরাধীন দেশে লোকশিক্ষা রাষ্ট্রশক্তির অধীন হইলে তাহা মারাত্মক হয়—জাতীয় জীবনধ্বংসী হইয়া পড়ে। এ দেশে লোকশিক্ষাকার্য্য যতই রাষ্ট্রশক্তির অধীন হইতেছে, ততই আমরা চিন্তাশক্তিহীন মেরুদণ্ডহীনা পরমুখাপেক্ষী—পাশ্চাত্যের অনুকরণপ্রিয় সখের গোলাম হইতেছি। শিক্ষা দেশের অবস্থা ও জাতীয় মনোভাবের সহিত অসমঞ্জস বলিয়াই কি কংগ্রেসে, কি সভাসমিতিতে কি পারিবারিক জীবনে—সর্ব্বত্রই বিরোধ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্ট হইতেছে—দুর্নীতির বহু বিস্তার হইতেছে; এই সকল কারণে আমাদিগের সকল উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইতেছে—সকলের জীবন ভীষণ অশান্তি ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত—বিলাসপ্রবণতায় অর্থাভাবে, মনের স্বচ্ছন্দতার অভাবে স্বাস্থ্যহানিও হইতেছে। লেখকের জীবনেই কত নূতন ব্যাধি দেশে

আসিয়াছে ও বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা তরুণদিগের অবগতির জন্য দিলাম —নিকটদর্শিতা (short-sight), অজীর্ণতা, মধুমেহ (diabetes), শিশুদিগের যকৃতের পীড়া (ইহা অনেক কমিয়াছে), যক্ষ্মাকাশ (পূর্ব্বে কদাচ কখনও হইত এখন ইহা ঘরে ঘরে) স্ত্রীলোকদিগের হিষ্টিরিয়া, নানা স্ত্রীরোগ, কালাজ্বর, blood pressure, পক্ষাঘাত, দন্তের পূঁজ ও দন্তহীনতা, বেরি বেরি, হৃদ্রোগ, ম্যালেরিয়া কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই রেলের অনুকম্পায় দেখা দিয়াছে। আমরা অনেকেই দেশের নানা দুর্গতির জন্য ইংরেজদিগের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া দিয়া, নিজেদের শক্তিসামর্থ্য কত অল্প, তাহা না দেখিয়া না জানিয়া, ছেলে-ভুলানো স্বাধীনতার ধ্বজা উত্তোলন করিয়া তরুণদিগকে উন্মার্গগামী করিয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করাইতেছি। আমাদিগের দেশের মহাপুষদিগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতাপ্রসূত ধর্ম্মবিশ্বাস (প্রকৃত মঙ্গল যাহাতে হয়, তাহাই ধর্ম্ম) ও জীবন যাপন-প্রণালী ত্যাগ করার ফলেই হইয়াছে—আমরা স্বখাত সলিলেই ডুবিতেছি, তাহা অল্প লোকই দেখিতেছেন—বরং যে শিক্ষার ফলেই আমাদিগের এত দুর্গতি হইয়াছে, সেই শিক্ষা তরুণদিগের ভিতর বহু বিস্তারের জন্য আমরা সকলেই এত ব্যগ্র হইয়াছি যে, তজ্জন্য এই ট্যাক্সভারপ্রপীড়িত গরীব দেশে—যেখানে ম্যালেরিয়া তাড়াইবার জন্য—পানীয় জলের জন্য —দেশের স্বাস্থ্য ও উর্ব্বরাশক্তিবৃদ্ধির জন্য—চিকিৎসার জন্য বৎসরে দশ বিশ লক্ষ টাকাও জোটে না, সেখানে পাশ্চাত্যের অনুকরণে সাধারণের শিক্ষার জন্য ট্যাক্স স্থাপন করিয়া সেই টাকা রাজ সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে দিতেও প্রস্তুত। সেইরূপ সাধারণ ও শিল্পশিক্ষার জন্য যে ক্রোর টাকা খরচ হয—তাহা করিয়াও পাশ্চাত্যে দারিদ্র-সমস্যা সমাধান হয় নাই—সেরূপ খরচ করিবার আমাদিগের শক্তিও নাই—তাহাও দেখি না—আবার এদেশে ঐরূপ শিক্ষাবিস্তার করিতে যাওয়ায় তাহার অধিকাংশই বাটীনির্ম্মাণ ও পরিদর্শকদিগের মাহিনার জন্যই ব্যয় হইবে—যে শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহাতে আমাদিগেরই মত 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের পরিবর্ত্তে 'নিন্দ মাতরম্'মন্ত্রে দীক্ষিত মেরুদণ্ডহীন পাশ্চাত্যের সখের গোলাম সৈন্যই বৃদ্ধি করা হইবে—তাহাদিগের জীবনের প্রধান কার্য্যই হইল ভারতের

সকল জাতীয় আদর্শের অনুষ্ঠানের, প্রতিষ্ঠানের, ভারতীয় সভ্যতারই লোপ-সাধন করা—তাহাতে যে আমাদিগের দুর্গতি আরও বাড়িবে—সর্ব্বত্র অন্তর্দ্রোহ সৃষ্ট হইতেছে, তাহা আরও অধিক হইবে, তাহাও দেখিতেছি না এবং তাহাতে ভারতের যে একতা ও উন্নতি অসম্ভব, তাহাও আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি না।

(ঘ) এই জাতিভেদ ও যৌথ-পরিবারপ্রথা থাকার নিমিত্তই দীন-দরিদ্র অনাথ বালক-বালিকারা কোন না কোন আত্মীয়-কুটুম্ব দ্বারা প্রতিপালিত হইতে পারিত—সেই পরিবারস্থ কোন না কোন লোকের—বিশেষতঃ অপুত্রক নারীদিগের নিকট পুত্র-কন্যার যত্ন ও ভালবাসা পাইত—অন্য কোন উপায়ে দরিদ্র অনাথরা সে ভালবাসা পাইতে পারে না; এবং তজ্জন্য কাহারও অনাথাশ্রমে প্রতিপালিতদিগের মত আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইত না—হৃদয়ও বিষাক্ত হইত না। জাতিভেদ প্রথা কিরূপে দারিদ্র-মোচন করে ও সম্যক্ পরিচালিত হইলে কিরূপ কল্যাণ করিতে পারে, তাহা নিম্নলিখিত প্রকৃত ঘটনা হইতে সকলে বুঝিতে পারিবেন। আমাদিগের কাহার জাতীয় একটি বিহারী চাকর ছিল। তাহার মাতা তাহার নিকট থাকিত। তাহার সহিত পৃথক্ এক ভ্রাতা ও প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত এক উপার্জ্জনক্ষম কলিকাতাবাসী পুত্রও ছিল। সে পুনরায় এক সপুত্রা বিধবাকে বিবাহ করে ও তাহার এক পুত্র হয় ও পরে মরিয়া যাওয়ায় তাহার বৃদ্ধা মাতার ও স্ত্রীর ও তাহার দুই নাবালক পুত্রের দুর্দ্দশা হয়। তখন কাহারদিগের পঞ্চায়ৎ বসিয়া বিচার করিয়া দেয় যে, মৃতের মাতাকে তাহার ভ্রাতাকে প্রতিপালন করিতে হইবে ও সাবালক পুত্রকে তাহার বিমাতা ও তাহার গর্ভজাত দুই নাবালক পুত্রকে যাবৎ তাহারা উপার্জ্জনক্ষম না হয়, তাবৎ প্রতিপালন করিতে হইবে ও উহারা একঘরে হওয়ার ভয়ে ঐ হুকুম মানিয়া লইল। জাতিভেদ প্রথা সম্যক্ পরিচালিত হইলে এইরূপে দুঃস্থ ও অনাথদিগের দুর্দ্দশা মোচন করা অতি সহজে হইতে পারে; আর আমরা শিক্ষিত হইয়া প্রাচীন প্রথা অবজ্ঞা করার ফলে ইতিমধ্যেই অনেক নরনারীকে, বালক বালিকাকে—যাহাদিগের অনেক নিকট আত্মীয়রা মোটর চড়িয়া বেড়ান—দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া

বেড়াইতে দেখি—নারীরা শরীর বিক্রয় করিতেও আরম্ভ করিয়াছে। যাঁহাদিগের আর্থিক অবস্থা উন্নত তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, তাঁহারা অতিশয় ভাগ্যবান—দেশে শতকরা ১ বা ১½টি মাত্র লোকের মাসিক ১০০৲ টাকা আয় আছে—তাঁহারা প্রায় সকলেই দেশের আর্থিক অবস্থার অতিরিক্ত বিলাস ভোগ করিয়া সন্তানদিগকে তাহাতে অভ্যস্ত করান। কিন্তু সকল সন্তানই সেইরূপ ভাগ্যবান বা উপার্জ্জনক্ষম না হইলে—সকলেরই ঐরূপ হওয়া অসম্ভব—তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই সেইরূপ দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী, তাহা অল্প লোকই উপলব্ধি করিতেছেন। উহার প্রতিকারে কোন সুচিন্তিত, আমাদিগের সাধ্য, উপায় অবলম্বিত হইতেছে না—যৌথ পরিবার ও জাতিভেদ-প্রথা পুনরায় সজীব করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই, তাহা বুঝিতেছেন না।

আমরা দারিদ্র-সমস্যা পূরণের জন্য দুই চারিটি অনাথাশ্রম ও দুঃস্থ নরনারীদিগের জন্য আশ্রম করিতে চেষ্টা করিতেছি বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য-দিগের ন্যায় ঐরূপ আশ্রম করিয়া দারিদ্র সমস্যা পূরণ করা আমাদিগের অসাধ্য। এখন দুই চারিটি মাত্র ঐরূপ আশ্রম আছে—তাহার পরিবর্ত্তে বিশ পঁচিশ হাজার ঐরূপ আশ্রম করা আবশ্যক—এই গরীব দেশে তাহার অর্থ কোথা হইতে আসিবে? এই সকল আশ্রম পরিচালন করিতেও বিশেষ যত্ন ও তত্ত্বাবধান আবশ্যক—অধিকাংশ স্থলেই আশ্রমবাসীদিগের উপর নানারূপ অত্যাচার হয়। বিখ্যাত Charles Dickens তাঁহার Oliver Twist ও অন্য অনেক পুস্তকে তাহা প্রকাশিত আছে। ইতিমধ্যেই যে দুই চারিটি আশ্রম আছে—তাহাদের অনেক কেলেঙ্কারী প্রকাশ হইয়াছে। অনাথ বালকবালিকাদিগকে স্বাবলম্বী করিয়া তোলা আরও অধিক দুঃসাধ্য—অনেকে তজ্জন্য চোর, গাঁটকাটা ডাকাত হইয়া যায়—অনেক তরুণী বেশ্যাবৃত্তি করিতে বাধ্য হয়। ঐরূপ আরও বহু সহস্র হাঁসপাতালও করিতে হইবে—ম্যালেরিয়াদি ভোগ্য রোগেও সেবা আবশ্যক—গরীবদিগের এক ঘটী জল দেওয়ারও লোকাভাব।

(ঙ) প্রত্যেক ধনীকে তাহার ব্যবসায় বা শিল্পে তাহার স্বজাতি-দিগকেই নিযুক্ত করিতে হইত এবং তাহাদিগের সহিত আত্মীয়তা বা

কুটুম্বিতা থাকিত বলিয়া প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ সহানুভূতিহীন হইত না— ভৃত্যরা আবশ্যকমত তাহাদিগের সহানুভূতি ও সাহায্য পাইত, তজ্জন্য সচরাচর কেহ বিনা বা অল্প দোষে চাকরী যাওয়ার বিপদসাগরে নিক্ষিপ্ত হইত না, তজ্জন্য প্রভু ও ভৃত্যের ভিতর প্রীতি সম্বন্ধ ছিল—একালের মত প্রভু ও ভৃত্যের—ধনিক ও শ্রমিকের ভিতর বিরোধ ও বিদ্বেষ হয় নাই— ভীষণ অন্তর্দ্রোহও উপস্থিত হয় নাই—তজ্জন্য আইন করিবারও আবশ্যক হয় নাই।

(চ) জাতিভেদ-প্রথা ও জাতিগত নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ছিল বলিয়াই প্রত্যেক জাতিভুক্ত লোকই সেই বৃত্তি শিখিবার সুবিধা পাইত। সকলেই একই কর্ম্মে নিযুক্ত বলিয়া সকলেই—অনাথ বালক-বালিকারা পর্য্যন্ত তাহা কিরূপে করিতে হয়, তাহা দেখিতে পাইত—সেই কর্ম্মের সহায়তা করিতে হইত এবং ঐরূপে সেই কর্ম্ম হাতেকলমে ঘরে বসিয়া শিখিত ও ঐ কর্ম্ম শিখিবার বংশানুক্রমিক গুণ থাকার নিমিত্ত, সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে তৎকর্ম্ম করিবার দক্ষতা লাভ করিতে পাইত, এইরূপে সমাজের আবশ্যক সকল প্রকার কার্য্যের—ব্যবসায়, শিল্পে ও কৃষিতে practical and technical শিক্ষা অল্প ব্যয়ে হইত— সেইরূপ শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রশক্তির কোন সহায়তা না পাইয়াও ভারতের শিল্প ও কৃষির বহু উন্নতি হইয়াছিল। যাহারা যে বৃত্তিতে বা শিল্পতে জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহাদিগের পুত্রদিগকে সেই বৃত্তির উপযোগী শিক্ষা দেওয়াই বিধেয়—টোলের ব্রাহ্মণসন্তানকে মুচির বা তন্তুবায়ের কর্ম্ম শিক্ষায় বৃথা অর্থব্যয় ও কালক্ষেপ হয়। সকলেরই বংশগত একটি নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি থাকায় ও তাহা সমাজের আবশ্যক বলিয়া, কোনও বৃত্তিতে অত্যধিক সংখ্যক লোক নিযুক্ত হইতে পাইত না বলিয়া, অনাথ বালকরা তাহা শিখিয়া অল্পদিনেই স্বাবলম্বী হইতে পারিত—জাতীয় বৃত্তিতে তাহার স্বজাতিরা সচরাচর যেরূপভাবে জীবন যাপন করে—সেও সেই ভাবে জীবন যাপন করিবার আবশ্যক অর্থোপার্জ্জন করিতে পাওয়ায়—দুরাশা মরীচিকায় বিভ্রান্ত না হওয়ায় অল্পদিনেই বিবাহ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত; তাহাতে যৌবনের প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিবার প্রবৃত্তি—প্রাণভরা ভালবাসা পাওয়ায়

আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হইত,—জীবনে সন্তোষ, শান্তি ও তৃপ্তি থাকিত। জাতি-ভেদ-প্রথায় (ও যৌথ পরিবার-প্রথায়) সকলের গ্রাসাচ্ছাদন পাইবার একরূপ নিশ্চয়তা থাকায়, প্রায় সকল লোকই বিবাহ করিত বলিয়াই (সকল Census Reportএ তাহা স্বীকৃত) নারীরা নারীত্ব-নিষ্পেষণকারী পুরুষ দিগের সহিত বি-সম প্রতিযোগিতায় অর্থোপার্জ্জনের ফৈজয়তী ও অশেষ দুর্গতি হইতে মুক্তি পাইয়াছিল—নিঃস্ব কুরূপা অনাথারাও যৌবনারম্ভ হইতেই গৃহিণী হইতে পাইত—মাতৃত্বের প্রকৃতি-প্রদত্ত বিশেষ সুখ উপভোগ করিতে পাইত—যাহা কোন 'উন্নত' সাম্যবাদী ব্যক্তি-তান্ত্রিক সমাজের নারীরা পায় না—দীন দরিদ্র অনাথরাও ঐরূপভাবে প্রতিপালিতও হইতে পারে না, তাহারা সময়ে বিবাহিত হইতেও পায় না ভালবাসার অভাবে জীবন অতৃপ্তিকর থাকে—অনেকের জীবন বিষাক্ত হয়। ব্যক্তি-তান্ত্রিকতার প্রভাবে ইতিমধ্যেই সকল রূপহীনার কিরূপ দুর্গতি হইতেছে—তাহাদিগের সকল গুণই উপেক্ষিত হইতেছে—তাহা সকল নব্যতন্ত্রী 'অবলাবান্ধবদিগকে' দেখিতে বলি। জাতিভেদ প্রথায় এইরূপ সহস্র সহস্র অনাথ দরিদ্র প্রত্যেক পুরুষেই (generation) এ দেশে স্বাবলম্বী হইয়া আসিয়াছে, তাহারা বা তাহাদিগের বংশধররা আবার সমাজে গণ্যমান্য হইয়াছে, প্রত্যেক বংশের ইতিবৃত্ত ঈষৎ অনু-সন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবেন। জাতিভেদ ও যৌথ পরিবার প্রথা না থাকিলে যাহারা একবার দরিদ্র হইয়া যায়, তাহারা প্রায় সকলেই বংশ-গতভাবে দরিদ্র কায়শ্রমিক হইয়া যাইবে, অন্য কোন উচ্চ কর্ম্ম করিবার উপযোগী হইতে হইলে যে অর্থ ও সময় আবশ্যক, তাহার অভাবে তাহারা উহা পাইতে পারিবে না।

(ছ) জাতিভেদ-প্রথায় জাতিগত নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি থাকায় এক জাতি-ভুক্ত সকলের জীবনাদর্শ ও জীবনযাপনপ্রণালী একই প্রকারের ছিল বলিয়া এবং একই জাতিভুক্তদিগের ভিতর বিবাহ নিবদ্ধ থাকায় স্বামি-স্ত্রী ও পরিবারস্থ সকলের মজ্জাগত ভাব একই প্রকারের হইত ; তজ্জন্য অনেক বিষয়ে স্বামি-স্ত্রীর ভিতর মতদ্বৈধ থাকা সত্ত্বেও বিবাহিত জীবনের শান্তি ও ভালবাসা লোপ হইত না। আমাদিগের দাম্পত্য জীবনের সুখ-

শান্তির জন্য জাতিভেদপ্রথার কাছে আমরা কত ঋণী—তাহা অল্পলোকেই উপলব্ধি করেন। ভিন্ন জাতির ভিতর বিবাহ হইলে যদি বা স্বামি-স্ত্রীর ভিতর প্রীতিবন্ধন থাকে, পরিবারস্থ অন্য সকলের সহিত তাহা হইতে পারে না—সুতরাং জাতিগত বিবাহ-প্রথার লোপে যৌথ পরিবারপ্রথাও অসম্ভব ও তৎসঙ্গে দারিদ্র্য-সমস্যা-পূরণও অসম্ভব—সময়ে নারীদিগের বিবাহ হওয়াও অসম্ভব—নারীদিগের অশেষ দুর্গতিও অনিবার্য্য।

একালে যদিও এখনও সচরাচর একই জাতিভুক্তদিগের ভিতর বিবাহ হয়, তথাপি বর ও কন্যার অভিভাবকদিগের বিভিন্ন বৃত্তি হওয়ায়—অনেক সময়ে জীবনাদর্শ ও জীবনযাপনপ্রণালী বিভিন্ন হওয়ায় তাহারা প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন জাতি-শাখাভুক্ত। একালে অর্থ ও বাহ্য রূপ গুণ দেখিয়াই সচরাচর বিবাহ হইতেছে; তজ্জন্য নিজেরা পছন্দ করিয়া বিবাহ করা সত্ত্বেও বিবাহ সেরূপ সুখশান্তিদায়ী হইতেছে না—তজ্জন্য বিবাহবিচ্ছেদের মকদ্দমাও হইতেছে, নব্যতন্ত্রী অনেকেই বিবাহবিচ্ছেদ আইনের আবশ্যকতাও অনুভব করিতেছেন। পূর্ব্বে বংশগত মজ্জাগত ভাবের সমতা দেখিয়াই প্রধানতঃ বিবাহ স্থিরীকৃত হইত—অল্প বয়সেই বিবাহ হইত। মজ্জাগত ভাবের বিভিন্নতা হইলে বাহ্য রূপ-গুণের ও অর্থের আকর্ষণের প্রলেপ অল্পদিনেই ঘষিয়া উঠিয়া যায়, তজ্জন্যই এই সকল বাহ্য গুণের প্রাধান্য ছিল না। পাশ্চাত্যের অনুকরণে ধনের ও বাহ্য রূপ-গুণের মোহে দেশের অভিজ্ঞতা তুচ্ছ করায় মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ—বিবাহিত জীবনের প্রীতি সম্বন্ধ ও শান্তি আমরা হারাইতে বসিয়াছি।

একই জাতিশাখাভুক্তদিগের ভিতর বিবাহ নিবদ্ধ থাকায় তাহারা সকলেই যেন একটি বৃহত্তর পরিবারভুক্ত হয় এবং সেই জাতিভুক্ত আত্মীয়-কুটুম্ব-বন্ধুদিগের নিকট আবশ্যকমত সহজেই সাহায্য পাওয়া যায়। প্রত্যেক বংশের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলেই সকলে দেখিতে পাইবেন যে, অনেক লোকই এইরূপ মামা, মাসী, পিসী, ভগিনীপতির পরিবারে প্রতিপালিত হইয়াছে—তাহাদিগের নিকট সাহায্য পাওয়ায় আবার স্বাবলম্বী হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। অনেক অনাথা বালিকা তাহাদিগের

সাহায্যে সুপাত্রে বিবাহিতা হইয়া স্বগৃহে গৃহিণী হইয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছে। এইরূপ সকলেই আত্মীয় বন্ধু কুটুম্বের সাহায্য পাইত বলিয়া এ দেশে নানা ভীষণ দুর্দ্দিনে বেকার, দারিদ্র্য ও নারী-সমস্যা কখনও ভীষণ হয় নাই, আত্মহত্যাও করিতে হয় নাই।

সংস্কারকরা ভুলিয়া যান যে, যৌথ পরিবারপ্রথা, জাতিভেদপ্রথা ও বাল্যবিবাহপ্রথা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বাল্যবিবাহ না থাকিলে যৌথ পরিবারপ্রথা—জাতিভেদ প্রথাও অচল হয়—জাতিভেদপ্রথা না, থাকিলেও যৌথ পরিবারপ্রথা থাকে না—যৌথ পরিবার প্রথা না থাকিলে দারিদ্র্য-সমস্যা ও নারী-সমস্যা পূরণ হওয়াও এ দেশে অসম্ভব। যৌথ পরিবারপ্রথা প্রায় ভাঙ্গিয়াছে বলিয়াই স্ত্রী-পুত্রাদি প্রতিপালন-সমর্থ বরের সংখ্যা নগণ্য হওয়ায়, কন্যাদিগের বিবাহ প্রায় অসম্ভব হইয়া আসিয়াছে —বরপণ ক্রমাগতই বাড়িতেছে—ইতিমধ্যেই ত্রিশ বৎসরের অনূঢ়া কন্যা অনেক রহিয়াছে, তাহাদিগের দুর্দ্দশা বালবিধবাদিগের অপেক্ষাও অধম হইতেছে—আত্মহত্যার সংখ্যাও ক্রমাগতই বাড়িতেছে। রুষিয়া ভিন্ন অন্য সর্ব্বত্র বহু বহু কোটি টাকা ব্যয় করিয়া কোনরূপে বেকার ও দারিদ্র্য-সমস্যা পূরণ করিতেছে বটে (তাহা করিবার আমাদিগের ক্ষমতা নাই), কিন্তু কেহই নারী-সমস্যা পূরণ করিতে পারিতেছে না। মনুষ্যজীবনের আরাম শান্তি স্বচ্ছন্দতার আশ্রয় গৃহ-ই লোপ পাইতে বসিয়াছে—নারী-দিগের জীবনের মুখ্য অভাব—মাতৃত্বের প্রকৃতিপ্রদত্ত প্রেরণা ও সুখ বহুকাল বা চিরকাল অপূর্ণ থাকিতেছে—সন্তানরাও পিতামাতার যত্ন ভালবাসা ও সাহায্য হইতে উত্তরোত্তর অধিক বঞ্চিত হইতেছে—সকলের জীবন শান্তি সন্তোষ ও তৃপ্তিহীন, বৃদ্ধ বয়স ও অসুস্থ অবস্থা—বিশেষতঃ গরীবদিগের ভীষণ কষ্টকর হইয়াছে। আমরা গরীব ও পরাধীন বলিয়া আমাদিগের—দুর্গতি, যৌথ পরিবার ও জাতিভেদপ্রথায় সচরাচর পরস্পর প্রাপ্য ও দেয় সাহায্যাভাবে, পাশ্চাত্য গরীবদিগের অপেক্ষা আরও বহুগুণ ভীষণ হইতে বাধ্য—ইতিমধ্যেই তাহা হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

যৌথ-পরিবার-প্রথা, বাল্যবিবাহ ও জাতিভেদ-প্রথা হিন্দু-সমাজ গঠনের মূলভিত্তি—উহার একটি ভাঙ্গিলেই অপর দুইটিও ভাঙ্গিয়া যাইবে।

সুতরাং সংস্কারের নামে কোন একটি ভাঙ্গায় পূর্ণমাত্রায় সমাজ-বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। সমাজ-বিপ্লব হইলে সমাজস্থ সকল লোকের অশেষ দুর্গতি হয়—কি ফরাসী বিপ্লবকালে—কি রুষিয়ায় তাহাই হইয়াছিল। তাহারা স্বাধীন বলিয়া কালক্রমে নূতন সমাজ গঠন করিয়া বাঁচিয়া গেল। কিন্তু আমাদিগের মতন পরাধীন অবস্থায় এরূপ ঘোর সমাজ-বিপ্লব হইলে তাহা সর্ব্বধ্বংসী হইবে—হিন্দু সভ্যতাই পৃথিবী হইবে বিলুপ্ত হইবে—বিশেষতঃ যখন এখানে আর একটি প্রবল সমাজ—মুসলমান সমাজ পাশাপাশিই আছে—আমরা কোনরূপে বাঁচিতেই পারিব না। পরাধীন অবস্থায় সমাজ-বিপ্লবের পর কোন সমাজই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। সর্দ্দা আইন বা নারীদিগকে উত্তরাধিকারী করিবার আইন যৌথ পরিবার-প্রথার বিরোধী বলিয়া ঐরূপ সংস্কার করিয়া সমাজ-বিপ্লবকে প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে।

রুষিয়া প্রথমে সকলেরই যাহাতে সমান আয় থাকে, একই প্রকার খাওয়া পরা ও বাসস্থান পায়, তাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল—মহাত্মা লেনিন সামান্য কুলি-মজুরদিগের মতন খাইতেন, পরিতেন—স্বামী, স্ত্রী যে কেহ যখন ইচ্ছা বিবাহবিচ্ছেদ করিতে পারিতেন—কিন্তু অল্প দিনেই তাহারা দেখিল যে, তাহা অচল। ক্রমে তাহারা লোকদিগের কর্ম্মক্ষমতা অনুসারে তাহাদিগের পারিশ্রমিকের তারতম্য করিতে বাধ্য হইল—সুতরাং ধনবৈষম্যের সূত্রপাত হইল—ধন-বৈষম্য থাকা অবশ্যম্ভাবী—তাহা স্বীকার করিতে হইল। আর প্রথমে বিবাহ রেজেষ্টারী করিতে সকলকে বাধ্য করিল—এখন আর বিবাহ-বিচ্ছেদ করা স্বামি-স্ত্রীর সুধু ইচ্ছানুযায়ী রহিল না—তজ্জন্য কতক নিয়ম-কানুন করিতে হইয়াছে। গৃহই লোপ পাইতে বসিয়াছে, সন্তানদিগের অশেষ দুর্গতি হইতেছে দেখিয়া নারীরা যাহাতে বিবাহিতা হইয়া ঘরকন্না করে, তাহা আবশ্যক বুঝিয়াছেন—লোকদিগকেও তাহা বুঝান হইতেছে। কিন্তু তাঁহারা এখনও সকল ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প রাষ্ট্রশক্তির কর্তৃত্বাধীনে আনিতে চাহিতেছেন—নিজের লাভের জন্য ঐ সকল কর্ম্ম করা অবিধেয় বলেন—ঐরূপ অনেক কর্ম্ম লোকদিগকে করিতে দেওয়া বন্ধ করিতেছেন। সুতরাং লোকদিগের ইচ্ছানুযায়ী

কর্ম্ম করার স্বাধীনতাও লোপ করিতেছেন। ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করার স্বাধীনতা কতক পরিমাণে লোপ হয় বলিয়াই স্বাধীনতা ও সাম্যবাদী নব্যতন্ত্রীরা জাতিভেদপ্রথাকে দোষাবহ বলেন—রুষিয়াতে দারিদ্র্য নিবারণের জন্য রাষ্ট্রশক্তির দ্বারায় তাহার অপেক্ষা যে অধিক স্বাধীনতা লোপ করিতে বাধ্য হইতেছেন—তাহা না হইলে যে দারিদ্র্য-সমস্যা পূরণ হয় না তাহা দেখেন না—হিন্দু সমাজকে গালি দেন। ইংলণ্ডের এক জন প্রধান সমাজতত্ত্ববিদ্ দার্শনিক ও কবি Edward Carpenter তাঁহার 'Towards Industrial Freedom' নামক পুস্তকে ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প ও কৃষি রাষ্ট্রশক্তির কর্তৃত্বাধীনে থাকা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন ঃ—

(It) "Brings with it the very great danger of the growth of officialism, bureucracy and red-tapism which if allowed free sway, few things could be more fatal to the real life of the nation." অর্থাৎ "ঐরূপ করায় আমলাতন্ত্রের অতি-বৃদ্ধি হয়—নানা বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিতে হয়—ইহার অপেক্ষা জাতীয় জীবনের পক্ষে মারাত্মক কিছুই হইতে পারে না।" স্বাধীন দেশেও ঐরূপ বিপদ অনিবার্য্য—আর এই পরাধীন দেশে পণ্ডিত জহরলাল প্রমুখ রাজনৈতিক নেতারা সেইরূপ করিতে চাহিতেছেন—অনেক নব্যতন্ত্রীরা সমাজতন্ত্রবাদের নামে অজ্ঞান! আমরা যে ইংরেজ-ইঙ্গিতে পরিচালিত আইন সভার আইনের প্রকাণ্ড বাষ্পচালিত রোলার (steam-roller) যন্ত্রে পিষিয়া মারা যাইব, তাহা দেখিতেছেন না।

পাশ্চাত্যরা এ পর্য্যন্ত দারিদ্র্য-সমস্যা ও নারী-সমস্যা সম্যক্ পূরণ করিতে সমর্থ হন নাই; তাঁহারা তজ্জন্য যত অর্থব্যয় করিতেছেন, তাহা করিবার আমাদিগের সাধ্যও নাই। এখন তাঁহারা সমাজতন্ত্রবাদীদিগের মতানুযায়ী প্রথায় তাহার অশেষ দোষ থাকা সত্ত্বেও তাহা করিতে বাধ্য হইতেছেন, পরাধীন অবস্থায় ঐরূপ করা অসাধ্য ও অত্যন্ত অবিধেয়। যৌথ পরিবার ও জাতিভেদ-প্রথার দ্বারায় এ দেশে কি সুন্দর উপায়ে এতাবৎকাল ঐ দুই সমস্যা পূরণ হইয়া আসিতেছে ও কিরূপে হইতে

পারে, তাহা কতক দেখান হইল। এই প্রসঙ্গে জগৎ বিখ্যাত Jurist Sir James Fitz-James Stephen ১৮৭২ সালের ৩ আইন প্রবর্ত্তনকালে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও তুলিয়া দিতেছি:—
"I think it will be impossible for any candid person to deny that Hindu Institutions have favoured the growth of many virtues, have practically solved many problems, the problem for instance of pauperism, which we English are far enough from solving * * *

সমাজতন্ত্রবাদের দোষও ইহাতে সম্পূর্ণ নিবারিত হইয়াছে অথচ আমাদিগের সংস্কারকরা এই প্রথা ভাঙ্গিবার জন্য বদ্ধপরিকর।

———

পঞ্চদশ প্রবন্ধ

সমাজতন্ত্রবাদ ও জাতিভেদ

এখন সমাজতন্ত্রবাদীরা ও সঙ্ঘবাদীরা দারিদ্র্য-সমস্যা ও নারী-সমস্যা পূরণের জন্য কিরূপ উপায় অবলম্বন করিতেছেন ও তাহার ফলাফল জাতিভেদ প্রথার ফলাফলের সহিত তুলনা করা যাউক।

সমাজতন্ত্রবাদী ও সঙ্ঘবাদী উভয়ে দেখিয়াছেন যে সকল কর্ম্ম করিবার সকলের সমান সুবিধা থাকিলে ধনীরা সকল প্রধান ধনোপায়-গুলি—ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প ও কৃষির লাভ গ্রাস করিয়া বসে—অন্য লোকদিগকে তাহাদের দাসত্বে নীত করে, তাহারাই ক্রমে অধিক ধনী হয় ও বিলাসিতার স্রোত ক্রমশঃই বৃদ্ধি হয়—তাহারা রাষ্ট্রশক্তিও তাহা-দিগের কবলে আনয়ন করে—অপর সকলের ভীষণ দুর্দ্দশা হয়, তাহা নিবারণ করিবার জন্য তাহারা ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প ও কৃষি রাষ্ট্রশক্তির কর্ত্তৃত্বাধীনে আনা আবশ্যক স্থির করিয়াছে; ক্রমে তাহা অল্পাধিক পরিমাণে আনাও হইতেছে—না আনিলে ধনীদিগের সর্ব্ব-গ্রাসিতা নিবারণ হয় না; সর্ব্বত্র প্রধান উদ্দেশ্যই এই যে যাহাতে ধনীরা ঐ সকল কার্য্যের লাভ গ্রাস করিতে না পারে—শ্রমিকরাই উহার লাভ ভোগ করিতে পায়—সকল ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি সম্যক পরিচালিত হয়—শ্রমিকরা অবসর পায়—উত্তম গ্রাসাচ্ছাদন পাইবার জন্য অত্যধিক পরিশ্রম করিতে না হয়, অস্বাস্থ্যকর বাস-স্থানে না থাকিতে হয়, রোগে সেবা—ঔষধ ও পথ্য পায়, লেখাপড়া শিখিতে পায়। এই সকল ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষির কতক লভ্য তদর্থে নিয়োজিত করিতে চাহেন। ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প ও কৃষি উন্নত উপায়ে করিবার জন্য যে ধনের আবশ্যক রাজ-সরকার হইতেই তাহার সরবহার করা বিধেয় বলেন। এইরূপ করায় যে সকল দোষ হয় তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে।

প্রায় সকল তন্ত্রবাদীরা ঐ সকল কার্য্য রাষ্ট্রশক্তির কর্ত্তৃত্বাধীনে আনায় রাষ্ট্রশক্তির যে অতি বৃদ্ধি হয়, লোকদিগের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যে

বিশেষ ভাবে খর্ব্ব হয় বা হইবার সম্ভাবনা হয় তাহা স্বীকার করেন ; তবে তাঁহারা বলেন যে, সকল সাবালক সাবালিকাদিগের ভোটের দ্বারায় নির্ব্বাচিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তি কখনও জনসাধারণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অযথা খর্ব্ব করিবে না, এবং ক্রমে রাষ্ট্রশক্তি বিকেন্দ্রীকৃত করিয়া এই সকল দোষ নিবারিত হইবে—কিন্তু ঠিক কি নিয়মে রাষ্ট্রশক্তি বিকেন্দ্রীকৃত হইলে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতার অতিবৃদ্ধি নিবারিত হইবে—অধিক বাঁধা বাঁধি নিয়ম করিতে হইবে না—লোকদিগের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তাহা অবস্থা বুঝিয়া স্থির করা হইবে—এবং ক্রমশঃই রাষ্ট্রশক্তি বিকেন্দ্রীকৃত হইতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন দেশেই যেরূপ-ভাবে রাষ্ট্রশক্তি বিকেন্দ্রীকৃত হইলে আমলা-তন্ত্রের অসীম ক্ষমতা খর্ব্ব হয় —লোকদিগের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই—সর্ব্বত্রই রাষ্ট্র-পরিচালকদিগের ক্ষমতার অতিবৃদ্ধিই হইতেছে —ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্রমশঃই খর্ব্ব হইতেছে—স্বাধীন মতবাদ প্রকাশের ক্ষমতা প্রায় লোপ হইয়াছে—সকল দেশেই রাষ্ট্র-পরিচালকদিগের গুণগান প্রঘোষিত হইতেছে—দোষ দেখান জোর করিয়া বন্ধ করা হইতেছে।

রুষিয়ার সঙ্ঘবাদীরা দেশের অনেক উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে, সুতরাং অনেক নব্যতন্ত্রীরাই সঙ্ঘবাদী হইতেছেন এবং তাহারা যাহা করিয়াছে তাঁহারা তাহা করিতে চাহেন ; আমরা স্বাধীন নহি সুতরাং তাহারা যেরূপ করিতেছে তাহা করিবার আমাদিগের সাধ্য নাই। সংস্কার করিতে গেলে প্রথমেই দেখিতে হয় তাহা আমাদিগের সাধ্য কিনা ? সমাজতন্ত্রবাদী বা সঙ্ঘবাদীদিগের মত অনুযায়ী সমাজ গঠন ও রাজনৈতিক কার্য্য করিতে যাওয়া আমাদিগের পক্ষে কুঁড়েঘরে বাস করিয়া তাজমহল দেখিয়া তাজমহলের মতন বাড়ী ফাঁদিয়া তাহার বনিয়াদ খুঁড়িতে আরম্ভ করা ও ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলারই ন্যায় অপরিণাম দর্শিতার কার্য্য—বড়লোকদিগের সকল কর্ম্ম অনুকরণীয় নয়—তাহাদিগেরও যথেষ্ট ভুল ও দোষ থাকে।

ইংরাজী শিক্ষার প্রথম মুখে ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়রা ইংরাজদিগের মদ্যপান দোষেরও অনুকরণ করিয়া কুসংস্কার বর্জ্জনের গর্ব্ব অনুভব করিয়া-

ছিলেন, আমরাও এখন সেইরূপ। প্রথমে যখন সঙ্ঘবাদীরা রুষিয়ার নারী ও পুরুষকে সকল বিষয়ে সমান অধিকার আছে স্বীকার করিয়া নারীদিগকে যথেচ্ছা কাম উপভোগের স্বাধীনতা দিলেন—সকল অর্থোপার্জ্জনের উপায়গুলি তাহাদের জন্য উন্মুক্ত করিলেন—আমাদিগের নব্যতন্ত্রী অনেকেই সেইরূপ হওয়াই বিধেয় বলিলেন, তাহাই উন্নতির চিহ্ন বলিয়া বুঝিলেন।

কিন্তু অল্পদিনেই রুষিয়ার কর্ত্তৃপক্ষেরা দেখিলেন তাহার ফলে গৃহই লোপ পাইতে লাগিল—একা মস্কৌ সহরে ভ্রূণ-হত্যা করাইবার জন্য ১৫টী হাঁসপাতাল করিতে হইল—সন্তানরা পিতামাতার ঐকান্তিক যত্ন সাহায্য ও ভালবাসা হইতে অধিক বঞ্চিত হইতে লাগিল। এখন তাঁহারা তাঁহাদিগের ভুল কতক বুঝিয়াছেন—বিবাহ বিচ্ছেদের আইনের কতক কড়াকড়ি করা হইয়াছে—নারীদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিতেও আরম্ভ করিয়াছেন—ভ্রূণ-হত্যা দণ্ডনীয় করিয়াছেন শোনা যাইতেছে। কিন্তু স্বামী স্ত্রী উভয়েই উপার্জ্জন করিতে গেলে—গৃহ আর গৃহ থাকে না —বাসায় পরিণত হয়, সন্তানরা মাতা পিতার যত্ন ভালবাসা ও সাহায্য হইতে উত্তরোত্তর অধিক ভাবে বঞ্চিত হয়—তজ্জন্য বৃদ্ধ বয়স সকলেরই ভীষণ কষ্টকর হয়।

পুরুষ ও নারীর শরীর গঠন ও প্রকৃতিগত বৈষম্যের নিমিত্ত তাহাদিগের কর্ম্মক্ষেত্র পৃথক না করিলে গৃহই থাকে না—নারীরা প্রকৃতিপ্রদত্ত মাতৃত্বের মহৎসুখ হইতে বঞ্চিত হইবেই—তাহা যে ভীষণ নারীনির্য্যাতন তাহা দেখা সকলেরই বিধেয়। রুষিয়ায় নারীদিগকে কাম উপভোগের ও উপার্জ্জন করিবার স্বাধীনতা দানের যে কুফল হইল, তাহার প্রতিকারের জন্য যে ভ্রূণ-হত্যা করাইবার সুবিধা করিয়া দিল—যেরূপ অনেক প্রসূতি ও শিশুপরিচর্য্যালয় ও হাঁসপাতাল করাইয়া দিল, নারীদিগের অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা করিয়া দিল—তাহা করাইবার আমাদিগের যে সাধ্য নাই তাহা সংস্কারকরা দেখেন না। রুষিয়া বা অন্য পাশ্চাত্য দেশে সমাজতন্ত্রবাদ অনুযায়ী ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প ও কৃষি রাষ্ট্রশক্তির কর্ত্তৃত্বাধীনে যত আনা হইবে ততই তাহার ক্ষমতার বৃদ্ধি হইবে। যতদিন

না আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন হই—কবে—কোন সুদূর ভবিষ্যতে আমরা পুনরায় স্বাধীন হইব তাহার কোন স্থিরতা নাই—ততদিন সমাজতন্ত্রবাদ বা সঙ্ঘবাদ অনুযায়ী এ দেশে আইন করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প ও কৃষি রাষ্ট্রশক্তির কর্ত্তৃত্বাধীনে আনার অনিবার্য্য ফলে এ দেশের রাষ্ট্রশক্তির ক্ষমতা অতিবৃদ্ধি হইবে ; তাহা কিরূপে বাঞ্ছনীয় তাহাতো বোঝা যায় না। এ দেশের গভর্ণমেণ্টকে তো মহাত্মা গাঁধি (Satanic Government) সয়তানের রাজত্ব বলিয়াছেন—অনেক কংগ্রেস নেতাদিগের প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য মত ঐ উক্তি সমর্থন করে—সেই ক্ষমতার হ্রাস করা বাঞ্ছনীয় বলা হয় ; অথচ দেখা যাইতেছে যে দেশের অনেক পণ্ডিত জহরলাল প্রমুখ রাজনৈতিক নেতারা সেই সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার করিতেছেন। এখন ঐরূপ সমর্থন করার ফলে কেবল ধনীর প্রতি নিঃস্বের বিদ্বেষ, জমিদারের প্রতি প্রজার বিদ্বেষ ও বিরোধ—ধনিক ও শ্রমিকের বিদ্বেষ ও বিরোধ সৃষ্ট হইতেছে। আর হইতেছে রুষিয়ার দৃষ্টান্তে তরুণ-তরুণীদিগের যৌন সম্বন্ধে অসংযম—তরুণীদিগের ভাবী বর্ণনাতীত দুর্গতি—প্রবীণের প্রতি নবীনের অবজ্ঞা,—পিতা মাতা ও সন্তানের প্রীতি-সম্বন্ধের প্রায় লোপ সাধন। আমাদের জাতীয় জীবনের এই সঙ্কট কালে এইরূপ অন্তর্দ্রোহ তো স্বাধীনতা প্রাপ্তির বিশেষ হন্তারক। রুষিয়ার লোকদের দেশের মঙ্গলের জন্য যে সর্ব্বত্যাগ—যে পরিশ্রম (সেখানে কাল রুটি খাইয়া ও অতি মোটা (coarse) পরিধান বস্ত্র পরিয়া দিনে ১৬ ঘণ্টা পরিশ্রম করে), তাহা এখানে কোথায় ? এখানে আছে তো অহোরাত্র ব্যাপী আলস্য—পল্লীগ্রামে পরের কুৎসা, দলাদলি, মকদ্দমা, স্বদেশ ভক্তি তো অনেকাংশেই স্বার্থপরতার ভাণ মাত্র !

রুষিয়াবাসীদিগের প্রকৃত স্বদেশভক্তি, কর্ম্মক্ষমতা, ত্যাগস্বীকার প্রভৃতি মহৎ গুণের দৃষ্টান্ত দেখাইবার পরিবর্ত্তে আমরা কেবল তাহাদিগের দোষগুলিরই অনুকরণ করিতেছি—অসংযম দুর্নীতি ও অন্তর্দ্রোহ বৃদ্ধি করিতেছি ! সমাজতন্ত্রবাদীরা দারিদ্রসমস্যা পূরণের জন্য প্রধানতঃ করিতে চাহে—যে শ্রমিকরা তাহাদিগের শ্রমে উৎপন্ন ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষির লাভ ভোগ করুক, ধনী ও ধনিকরা তাহা গ্রাস করিতে

না পারে সেই উদ্দেশ্যেই সমাজতন্ত্রবাদীগণ ঐ সকল ব্যবসাদি কার্য্য রাষ্ট্রশক্তি দ্বারা পরিচালিত করিতে চাহেন। জাতিভেদ প্রথা সেই উদ্দেশ্যেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং আমরা মনে করি ইহা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়—কারণ—জাতিভেদ প্রথায় লোকদিগের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার লোপ হয় না; বৈশ্য শূদ্রদিগের জাতিগত বৃত্তির উপযোগী শিক্ষার অভাবে একালে ঐ সকল ব্যবসাদি সম্যক পরিচালিত হইতেছে না বটে, কিন্তু আমরা সহজেই সে শিক্ষা দিতে পারি। তাহা করিলেই সহজে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। বৈশ্য ও শূদ্রদিগের উপর—সমাজের নিম্ন শ্রেণীর উপরই—জাতিভেদ প্রথায় সকল ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি চালাইবার ভার সমর্পিত ছিল এবং ঐ জাতিদ্বয়ের প্রত্যেক জাতিশাখার জীবিকার জন্য সমাজের আবশ্যকীয় একটী মাত্র নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ছিল—অন্য কাহাকেও সে কর্ম্ম করিতে দেওয়া হইত না। সেই জাতিভুক্তরাই কেবল সেই কর্ম্মে ধনিক ও শ্রমিক, সুতরাং তাহারাই কেবল সেই কার্য্যের সমস্ত লাভ—সমষ্টিভাবে সেই জাতিভুক্তলোকেরাই—ভোগ করিত। এখন রুশিয়াতেও অধিক কর্ম্মক্ষম ও বুদ্ধিমান লোকেরা অধিক বেতন পাইতেছে, জাতিভেদ প্রথাতেও একজাতি বা জাতিশাখাভুক্তদিগের ভিতর যাহারা কর্ম্মে অধিক পারদর্শী ও বুদ্ধিমান তাহারা সেই কার্য্য চালাইয়া অধিক লাভবান হইত, অন্যরা তাহার কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিত। ইতিপূর্ব্বে এক প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে প্রত্যেক জাতিভুক্ত ধনীদিগের ধন—তাহার জীবদ্দশাতেই কিরূপ অলক্ষিত ভাবে সেই জাতিভুক্ত লোকদিগের সুবিধার্থে নিয়োজিত হইত এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার ধন তাহার বহু ওয়ারিসস্‌দিগের ভিতর বিভাজিত হওয়ায় এবং তাহাদিগের আত্মীয় সকলেই সেই জাতিভুক্ত হওয়ায়, কালক্রমে সেই জাতিভুক্ত সকলেরই ভোগে আসিত। সুতরাং দেখা গেল সমাজতন্ত্রবাদীদিগের প্রধান উদ্দেশ্য জাতিভেদ প্রথার দ্বারায় সম্পূর্ণভাবে সাধিত হইয়াছে। এই প্রথায় লোকদিগের কর্ম্মক্ষমতা, উদ্ভাবনী শক্তি ও বুদ্ধি সেই ব্যবসায় বা শিল্পে নিয়োজিত হইবার পূর্ণ অবকাশ থাকিত; ব্যক্তিগত লাভ থাকায় তাহা উদ্দীপিত হইতে পায়। সমাজতন্ত্রবাদে সেইরূপ নিজের লাভ পূর্ণ মাত্রায় না থাকায় সেরূপ চেষ্টা

করিবার প্ররোচনা থাকে না। আর যখন এখনই রুশিয়ার শ্রমিকদিগের পারিশ্রমিকের তারতম্য করিতে হইয়াছে, তখন ধনগত সাম্য রাখিবার চেষ্টা যে সম্পূর্ণ বিফল তাহা স্বীকৃত হইতেছে—ক্রমে এই ধনগত বৈষম্য আরও বাড়িবেই এবং জাতি বিভাগ না থাকায় এই ধনগত বৈষম্যের উপর আবার সমাজের শ্রেণী বিভাগ হইয়া পড়িবে—ধনীদিগের ভিতর বিবাহ ও কুটুম্বিতা নিবদ্ধ থাকিবে—ধনীরা গরীব সহকর্ম্মীদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে—কোন এক ব্যবসায় বা শিল্পে যে অধিক ধনী হইবে (ব্যক্তিগত ব্যবসা করিতে না দিলেও আয়গত বৈষম্য থাকায়) সেই কর্ম্মে নিযুক্ত অন্য শ্রমিকরা তাহার কোন লাভ বা সাহায্য পরে পাইবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। জাতিবিভাগে জাতিগত বিবাহ থাকায় সেইজাতিভুক্ত দরিদ্ররা ধনীদিগের ধনের সাহায্য পায়—সুতরাং সমাজতন্ত্রবাদীদিগের উদ্দেশ্য—শ্রমিকরা যাহাতে ব্যবসায়ে লাভ পূর্ণভাবে পায়, তাহা জাতিভেদ প্রথাতেই যত পূর্ণভাবে ও যত সহজে সিদ্ধ হয় সমাজতন্ত্রবাদীদিগের দ্বারা উদ্ভাবিত অন্য উপায়ে তাহা হয় না, এবং ব্যক্তিগত লাভ থাকায় লোকদিগের শিল্পাদির উন্নতি করিবার চেষ্টা বুদ্ধি ও উদ্ভাবনী শক্তি পূর্ণভাবে উদ্দীপিত হইতে পারে যাহা রাষ্ট্রশক্তি পরিচালিত ব্যবসায়ে হইতে পারে না।

সমাজতন্ত্রবাদীরা রাষ্ট্রশক্তির বিকেন্দ্রীকরণ করিয়া আমলাতন্ত্রের প্রভাবের অতিবৃদ্ধি নিবারণ করিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন আশা করেন—কিন্তু এতাবৎকাল রাষ্ট্রশক্তির ও আমলাতন্ত্রের প্রভাব ক্রমাগতই বাড়িয়া যাইতেছে। এই জাতিভেদ প্রথার দ্বারাই হিন্দু ভারতে রাষ্ট্রশক্তি বিকেন্দ্রীকৃত হইয়াছিল। প্রথমে যেন সমাজের আবশ্যকীয় সকল ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি রাষ্ট্রশক্তির কর্ত্তৃত্বাধীনে আনা হইয়াছিল, তাহার পর বৈশ্য ও শূদ্র জাতিদিগকে তাহাদিগের কর্ম্মশক্তি ও বুদ্ধি দেখিয়া ও সমাজের আবশ্যকতা বুঝিয়া, তাহাদিগকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর বা জাতি-শাখার উপর কেবল একটী কর্ম্ম করিবার ভার সমর্পিত হইয়াছিল—এইরূপে ব্যবসা ও শিল্পাদি চালাইবার ও তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রশক্তির ক্ষমতা

বিকেন্দ্রীকৃত হইয়াছিল—(Decentralisation of control of all necessary trade, industry and agriculture). সেই সকল কার্য্য সম্যক পরিচালনের জন্য, সেই কর্ম্মে নিযুক্ত লোকদিগের সুবিধার জন্য কিরূপ নিয়মাদি আবশ্যক, তাহাদিগের পারিশ্রমিকের হার কত হওয়া বিধেয়, তাহাই পঞ্চায়ৎ দ্বারায় স্থির করা হইত ও তাহাদিগের বৃত্তির অবস্থার আবেষ্টনীর উপযোগী সামাজিক নিয়মাদি, আচার ব্যবহার স্থির করিবার ক্ষমতা এবং সেই বৃত্তির উপযোগী শিক্ষা দিবার ভারও সমর্পিত হইয়াছিল। একই জাতিশাখাভুক্ত লোকেরা সেই জাতীয় বৃত্তিতে ধনিক ও শ্রমিক হওয়ায়, তাহাদিগের ভিতর বিবাহ নিবদ্ধ থাকায়, তাহারা সকলেই যেন এক বৃহত্তর পরিবারভুক্ত হয় এবং তাহাদিগের ভিতর সহানুভূতি ও সহায়শীলতা থাকায়, ধনী ও ধনিক এবং শ্রমিকদিগের ভিতর বিদ্বেষ ও বিরোধ হইতে পায় নাই (যাহা এখন হইতেছে)—তাহা মিটাইবার জন্য আইন আদালতের আবশ্যক হয় নাই—তাহা জাতীয় পঞ্চায়ৎদিগের দ্বারা নিষ্পন্ন হইত। একালে যেমন রেলওয়ে বোর্ডের উপর রেলওয়ে পরিচালন ভার ও তাহার নিয়মাদি করিবার ভার সমর্পিত আছে, সেইরূপ প্রত্যেক জাতির বা জাতিসঙ্ঘের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য চালাইবার ভার সেই জাতি-ভুক্তদিগের উপর – রজকের কার্য্য চালাইবার ভার রজক জাতির উপরই—সমর্পিত ছিল—তাহাদিগের পঞ্চায়ৎরা যেন রাষ্ট্রশক্তির প্রতিনিধি। প্রত্যেক বিভিন্ন জাতি শাখার এইরূপ নানা সামাজিক ও অন্য নিয়মাদি করিবার ও আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা থাকায় হিন্দু সমাজে প্রচলিত প্রথার (custom) প্রাধান্য স্বীকৃত আছে। এই জন্য হিন্দু সমাজে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন জাতি-শাখার এমন কি বিভিন্ন বংশেরও বিভিন্ন সামাজিক প্রথা আহার ব্যবহারাদি স্বীকৃত আছে। এইজন্য বিবাহের নিয়মাদিতে সচরাচর বিবাহের বয়সে—এমন কি উত্তরাধিকারী নিরূপণের নিয়মও বিভিন্ন। এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন কোন জাতি বা জাতিশাখার ভিতর বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, অন্যত্র নাই—কোথাও বা বিভিন্ন সম্পর্কের লোকের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ—কোথাও বা ভাগিনেয় (যথা

নীয়ার জাতির ভিতর) বিষয়ের উত্তরাধিকারী হয়—আহার্য্য দ্রব্যেরও বহু বিভিন্নতা আছে ; ভারতে বহু বিভিন্ন জাতি (race) মিশ্রজাতির বাস থাকায় তাহাদিগের জীবনযাপনপ্রণালীতে বহু বিভিন্নতা আছে। তাহাদিগের বিভিন্ন প্রদেশে বাস হওয়ায় আবেষ্টনীতেও বহু বিভিন্নতা আছে। তাহাদিগের প্রত্যেকের বিভিন্ন আবেষ্টনী ইত্যাদিতে কিরূপে মঙ্গলামঙ্গল সাধিত হইতে পারে তাহা অন্য জাতিভক্তদিগের পক্ষে, এমন কি অন্য প্রদেশের সেই জাতিশাখারও জানা প্রায় অসম্ভব। এইজন্য এদেশে ঐরূপ জাতিশাখাগত অনেক বিষয়ে স্বায়ত্বশাসনও একান্ত বিধেয় ; তদ্ব্যতিরেকে তাহাদিগের মঙ্গল সাধন করিতে গিয়া অনেক সময়ে তাহাদিগের অনেকের উপর ভীষণ অত্যাচার হয়। পাশ্চাত্য দেশ সমূহ—যেখানে সভ্যতার এক স্তরের এক ধাঁচের (homogeneous) লোকের বাস—যাহাদিগের জীবনাদর্শে ও জীবনযাপনপ্রণালীতে বহু বিভিন্নতা নাই, সেখানে রাষ্ট্রশক্তির স্থানীয় বিকেন্দ্রীকরণ (local decentralisation) করিলেই অনেকটা সুবিধা হয়, কিন্তু এই বিভিন্ন জাতি-সমাবিষ্ট ভারতে জাতিগত স্বায়ত্বশাসন না দিলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অযথা খর্ব্ব হইয়া পড়ে—অনেকের উপর অত্যাচারও হয় ; দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্য-আবদ্ধ-চক্ষুকর্ণ সংস্কারকরা তাহা বোঝেন না। জাতিশাখার উপর এইরূপ নানা বিষয়ে নিয়মাদি করিবার ভার সমর্পণ করিয়া এদেশের রাষ্ট্রশক্তির আইন করিবার ক্ষমতা কতক পরিমাণে বিকেন্দ্রীকরণ করণ করা হইয়াছিল (decentralisation of legislative function). আবার গ্রাম্য স্বায়ত্বশাসন প্রথা দ্বারায় স্থানীয় বিকেন্দ্রীকরণও করা হইয়াছিল—এবং এই দুই প্রথা মুসলমান আমলেও অক্ষুণ্ণ থাকায় পরাধীন ভারতেও যত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংরক্ষিত হইয়াছিল একালের কোন স্বাধীন পাশ্চাত্য দেশে এখনও তাহা নাই—রাষ্ট্র-পরিচালকরা লোকদিগকে ভোট দিয়া ভোলাইয়া সকল স্বাধীনতাই অপহরণ করিতেছেন। গ্রাম্য স্বায়ত্বশাসনে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনও জাতিশাখার উপরে সমর্পিত ছিল। একই জাতিভুক্ত লোকেরা তাহাদিগের ভিতর চরিত্রবান, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণদিগকে যেরূপ সহজে বুঝিতে পারে

তাহা, এ কালের মতন 'সকলকে ভোটদিলে' ও তাহাদিগের দ্বারায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইলে, হইতে পারে না—তাহাতে বাক্যবীর কোদলদালাল অসচ্চরিত্র অনেক সময়েই প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া পড়ে—এখন আমরা এরূপ নির্ব্বাচনের কুফল ভোগ করিতেছি। এদেশের ঐরূপ বৃত্তিগত প্রতিনিধি নির্ব্বাচনই শ্রেষ্ঠ। তাহাতে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধও নিবারিত হইতে পারে।

এই সকল জাতিশাখার উপর আর একটী প্রধান কার্য্যের ভারও প্রধানতঃ সমর্পিত ছিল। প্রত্যেক জ্ঞাতিশাখাভুক্ত সকল দীন দারিদ্র অনাথ দুঃস্থদিগের প্রতিপালন ভার এবং তাহাদিগের সেবার ভারও সমর্পিত ছিল। ঐ জাতিশাখার সকলেরই এক বৃত্তি একচেটিয়া থাকায় তাহার লভ্যাংশ হইতে তদন্তর্গত সকল দুঃস্থ বেকারদিগকে প্রতিপালন করিবার এবং অনাথ বালক বালিকাদিগের শিক্ষা দিবার ভারও এই সকল জাতিশাখার উপর দেওয়া হইয়াছিল—এবং তাহারাই এতাবৎকাল সেই জাতিভুক্ত দুঃস্থদিগকে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছে—এইরূপে ঐরূপ দুঃস্থ প্রতিপালন ভারও বিকেন্দ্রীকৃত হইয়াছিল (Decentralisation of poor relief and allocation of fund for the purpose). সমাজতন্ত্রবাদীরা ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্পাদির লভ্য হইতে ধনী দিগের উপর নানারূপ টেক্স স্থাপন করিয়া তল্লব্ধ ধন হইতে দরিদ্রদিগকে নানারূপ সাহায্য করিতে পারেন—তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন 'বসবাস' চিকিৎসা ও শিক্ষার জন্য বহু অর্থব্যয় করিতেছেন। এইরূপে দারিদ্র মোচন করিতে হইলে প্রথমতঃ নানা টেক্স আদায় করিবার জন্য, কে কত টাকা টেক্স দিবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য—তাহাতে চুরি ও ঘুষ নিবারণের জন্য অনেক লোক নিযুক্ত করিতে হয়—তাহার আফিসবাটিও সাজ সরঞ্জামের জন্য বহু অর্থব্যয় করিতে হয়। সেই বাটী নির্ম্মাণ ও মেরামত ও সরঞ্জামের হিসাবের জন্য আবার বহুলোক নিযুক্ত করিতে হয়। তাহার পর যে মোট টাকা দারিদ্র মোচনের জন্য ব্যয় করা স্থির হইবে তাহার কত অংশ শিক্ষার জন্য কত অংশ চিকিৎসার জন্য, কত অংশ বস-বাসের জন্য, আর কত অংশ গ্রাসাচ্ছাদন দিবার জন্য—তাহা স্থির

করিতে হয়—তাহার পর কোন্ প্রদেশে কত টাকা দেওয়া আবশ্যক ও তাহার কত অংশ কোন্ কার্য্যে ব্যয় হইবে তাহাও স্থির করিতে হয়—তাহার জন্য অনেক অনুসন্ধান করিতে হয়। তাহার পর এই সকল দুঃস্থ অনাথ ও রোগীদিগের বসবাস ও হাঁসপাতালাদি নির্ম্মাণ করিতে হয় ও সরঞ্জাম আসবাবাদি ক্রয় করিতে হয়—তাহার মেরামত করিতে হয়—এই সকলের হিসাব রাখিতে হয়—এবং চুরি নিবারণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য বহু অর্থব্যয় হইয়া যায়। তাহার পর কে সাহায্যদানের যোগ্য, তাঁহাও নিরূপণের জন্য নানা বাঁধা বাঁধি নিয়মাদি করিতে হয়। ঐরূপ নানাকার্য্যে আমলাতন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধিও হয়। বাঁধা বাঁধি নিয়মের জন্য যে ক্রোরপতিও দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে এবং যে চিরকালই অতিশয় দরিদ্র ছিল—চরিত্রহীন অলস লোকও একই হারে একই রূপ সাহায্য পাওয়ায় সকলেই অতিশয় মনঃকষ্টে থাকে। সুস্থ বেকারদিগকে কর্ম্ম করানও আবশ্যক—তদভাবে আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। সেই কার্য্য যাহাতে বিশেষ কষ্টকর না হয় তাহাও দেখিতে হয়—আবার সেই কার্য্যে নিযুক্ত অন্য লোকের সহিত অন্যায় প্রতিযোগিতা না হয় তাহাও দেখিতে হয়। রাষ্ট্রশক্তির দ্বারায় দুঃস্থ ও বেকারদিগকে সাহায্য দান করিতে বহুব্যয় হওয়ায়, ধনীদিগকে অতি উচ্চাহারে নানা টেক্স দিতে হয়, ধনীরা তাহাতে উদ্বাস্ত হয়—তজ্জন্য ব্যবসায়ে অধিক অর্থ নিয়োজিত হইতে পায় না। এইরূপ টেক্স স্থাপনের পরিবর্ত্তে হিন্দুসমাজে লোকদিগকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তাহাদিগকে প্রত্যেকের উপর সমাজের আবশ্যকীয় এক একটী একচেটিয়া কার্য্য করিতে দেওয়া হইয়াছিল এবং সেই এক-কার্য্যের লাভ হইতে যেন তৎশ্রেণীভুক্ত অনাথ বালক বালিকা দুঃস্থ ও বেকার লোকদিগকে প্রতিপালন চিকিৎসা ও সেবার ভার, বালক বালিকা-দিগকে শিক্ষার ভার বহন করিতে বলা হইয়াছিল এবং প্রত্যেক শ্রেণীভুক্ত সচ্ছল ব্যক্তিরা দুঃস্থ অনাথ আত্মীয় কুটুম্বদিগকে তাহাদিগকে পরিবারভুক্ত করিয়া তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন, বসবাস, সেবা ও শিক্ষার অভাব মোচন করিতে এবং ঐরূপে সাহায্য প্রাপ্তরাও সাধ্যমত যৌথ পরিবারের আবশ্যকীয় অনেক কর্ম্মে সাহায্য করিয়া, তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনাদির

ঋণ নিদেন কতক পরিমাণে পরিশোধ করিত—প্রায় কোন কালেই নিষ্কর্ম্মা থাকিত না।

আত্মীয় কুটুম্বের দ্বারা তাহাদিগের পরিবারভুক্ত হইয়া সাহায্য প্রাপ্তিতে লোকে পূর্ব্বে যেরূপ প্রথায় জীবন যাপন করিত ; প্রায় সেইরূপ ভাবেই জীবন যাপন করিতে পাওয়ায় তাহাদিগের জীবন কষ্টকর হইত না, তাহাদিগের বিশেষ মানহানিও হইত না, স্বামী স্ত্রী পুত্রাদি একত্রে থাকিতে পাইত, হৃদয় কৃতজ্ঞতায় সরস থাকিত—শুষ্ক কঠোর হইত না। এরূপ সাহায্য দানে কর্ত্তারও ব্যয় অতি অল্প হইত—তাহাদিগের জন্য বাড়ী ঘরও নির্ম্মাণ করিতে হইত না—আসবাব পত্রও বিশেষ কিছু করিতে হইত না—হিসাব পত্রও রাখিতে হইত না। ঐরূপে স্বল্প ব্যয়ে ও শ্রেষ্ঠ উপায়ে—দারিদ্র্য-সমস্যা পূরণ হয় বলিয়াই এই গরীব পরাধীন দেশে এই সমস্যা এতকাল পূরণ হইতে পারিয়াছিল ; তাহা ভিন্ন আমাদিগের গত্যন্তর এখনও নাই তাহাই পূর্ব্বে দেখাইয়াছি।

একালে সর্ব্বত্র শ্রমিকদিগের প্রভাব বৃদ্ধি হওয়ার ফলে সমাজস্থ সকল লোকের গ্রাসাচ্ছাদনাদি পাইবার স্বত্ব আছে বলিয়াই যেন সকল দুঃস্থ ও বেকারদিগকে নানারূপ সাহায্য দান করা হইতেছে। প্রকৃতিতে কোন জীবের ঐরূপ কোন স্বত্ব আছে তাহা দেখা যায় না—অনেক জীবই আহারাভাবে মরে—প্রবল দুর্ব্বলের আহার ও বাসস্থান কাড়িয়া লয়—তবে সকল জীবেরই কতক মুখ্য অভাব আছে ও তাহা পূরণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অভাব থাকিলেই তাহার সম্পৃক্ত (corresponding) স্বত্ব আছে, তাহা ধরিয়া লওয়া যায় না—তাহাতে অনেক দোষ হয়। লোক-দিগের গ্রাসাচ্ছাদনাদির মুখ্য অভাব নিজের ভুল ও দোষের জন্য অনেক স্থলেই হয় এবং তাহাই সেই ভুল ও দোষ সংশোধন করিবার প্রবৃত্তির ও শক্তির উদ্বোধক। বেকার দুঃস্থ ও দরিদ্রদিগকে একালে রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা সাহায্য দানকরা তাহাদিগের কল্পিত স্বত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহাদিগের সাহায্য দানের দাবী ক্রমাগতই বাড়িয়া যাইতেছে—তাহাতে কৃতজ্ঞতার কোন স্থান নাই এবং যাবৎ তাহারা ধনীদিগের সমান সুখ না পায় তাবৎ ধনীদিগের প্রতি হিংসা রহিয়া যাইতেছে ; কাহারও

জীবনে সন্তোষ ও তৃপ্তি নাই। এই সাহায্য দান সচ্ছল লোকদিগের উপর টেক্স স্থাপনা করিয়াই করা হয়; এই সাহায্য দান বৃদ্ধিতে টেক্সও ক্রমাগত বাড়িতেছে, এবং তাহারা উদ্বাস্ত হইতেছে, শ্রমিকদিগের পারিশ্রমিক বাড়িতেছে; তজ্জন্য অপর দেশবাসীদিগের (যথা জাপান) সহিত ব্যবসাও শিল্পের প্রতিযোগিতায় দাঁড়ান অসম্ভব হইতেছে—তজ্জন্য আন্তর্জ্জাতিক বিদ্বেষ ও বাড়িতেছে এবং সমরসজ্জাতেও বহু অর্থব্যয় হইতেছে—তজ্জন্য আবার টেক্স বৃদ্ধিও হইতেছে! এদিকে অলস ও চরিত্রহীন লোকেরাও সাহায্য পাওয়ায় আলস্যের ও চরিত্র হীনতার কতক প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে। আমরা দুঃস্থদিগকে সাহায্য দান তাহাদিগের কোন কল্পিত স্বত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করি নাই—তাহা সকল শ্রেণীর লোকের কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—সকল শ্রেণীর লোকের কর্ত্তব্য শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে।

জাতিভেদ প্রথা দ্বারায় হিন্দু সমাজের আর একটী মহৎ উপকার অতি সহজে ও বিনা ব্যয়ে সাধিত হইত। প্রত্যেক জাতিশাখাভুক্ত লোকদিগের ভিতর বিবাদ নিষ্পত্তি ও অন্যায় বা অত্যাচার নিবারণ জাতিশাখার পঞ্চায়ৎ দ্বারা অতি সহজেই হইত। এই পঞ্চায়ৎরা সকলকেই জানিত, তাহাদিগের কাহার কিরূপ চরিত্র—কে কিরূপ লোক জানা থাকিত। সুতরাং সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য অতি জটিল সাক্ষ্য-আহনের (Evidence Act) আবশ্যক ছিল না, তজ্জন্য বড় বড় উকিল, মোক্তার, ব্যারিষ্টারের আবশ্যক হইত না—তাহাদিগের কৌশলে সত্য কে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত করিবার অবসর থাকিত না—মকদ্দমার খরচায় সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত না—মকদ্দমার খরচা ও উকীলের ফী এর অভাবে দুর্ব্বলকে প্রবলের অত্যাচার সহ্য করিতে হয় নাই—তজ্জন্য দুর্নীতিরও প্রশ্রয় পাইত না। প্রথমতঃ যৌথ পরিবারস্থ লোকদিগের কলহের সূত্রপাতের মুখেই জাতিভুক্ত মান্য গণ্য লোকেরা একটা নিষ্পত্তি করিয়া দিতে পারিত—কলহ প্রবল হইয়া উঠিবার অবকাশ থাকিত না—যেখানে ঐরূপ নিষ্পত্তি করা অসম্ভব হইত তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দেওয়া হইত—বিষয়াদি বিনা খরচায় বিভাগ করা হইত—যৌথ পরিবারের প্রতিপাল্য লোকদিগের

প্রতিপালন ভার ও অন্য অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যও বিভিন্ন শাখার উপর সমর্পিত হইত। তজ্জন্য একালের মতন আইন আদালত করিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত না—মকদ্দমা করিতে গেলে লোকদিগের প্রতিশোধ লইবার—পরস্পরকে ফাঁকি দিবার—অন্যায় ব্যবহার করিবার যে প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হয়—তজ্জন্য দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়, অন্য লোকদিগকে সেই কলহের আবর্ত্তে টানিয়া আনে—সামান্য প্রাথমিক কলহ যেরূপ ক্রমে ভীষণ ভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে—তাহা হইতে পাইত না—কলহের সূত্রপাত মুখেই সহজ নিষ্পত্তি হইত। দ্বিতীয়তঃ প্রতিবাসীর ভিতর কলহও ঐরূপ জাতি-গত বা গ্রাম্য পঞ্চায়ৎ দ্বারা সহজে নিষ্পত্তি হইত। সুতরাং জাতিভেদ প্রথার দ্বারায় রাষ্ট্রশক্তির বিচারকার্য্যও একরূপ বিকেন্দ্রীকরণ হইয়াছিল (decentralisation of Judicial function of the State.)

আবার জাতিভুক্ত লোকদিগের অন্যায়, কুকর্ম্ম, অত্যাচার, দুষ্প্রবৃত্তি জাতীয় পঞ্চায়ৎ দ্বারায় প্রথম মুখেই শাসিত হইতে পারিত ও হইত। পঞ্চায়েৎদিগের হুকুম লোকদিগকে জাতিচ্যুত ও সমাজে অপমানিত হওয়ার ভয়ে প্রতিপালন করিতে বাধ্য করিত। ভিন্ন জাতিভুক্তদিগের কলহে নিষ্পত্তিও অন্যায় অত্যাচার নিবারণ গ্রাম্য পঞ্চায়ৎ দ্বারায় নিষ্পন্ন হইত। এইরূপে লোকদিগের দুষ্কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি, অন্যায়, অত্যাচার প্রথম মুখেই নিবারণ হওয়ায়—সচরাচর এই সকল পঞ্চায়ৎ দ্বারায় শীঘ্র ন্যায় বিচার হওয়ায় লোকেরা সচরাচর ন্যায়নিষ্ঠ ছিল—অসংখ্য দাওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের আবশ্যক হয় নাই—অসংখ্য পুলিশ কর্ম্মচারীরও আবশ্যক হয় নাই—তজ্জন্য বহু ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য ক্রমাগত টেক্স স্থাপন করিতে হয় নাই—পুলিসের অত্যাচারও অধিক সহ্য করিতে হয় নাই—ঘুষ দিবারও আবশ্যক হয় নাই—বিচারকদিগের ও পুলিশের অনভিজ্ঞতা হঠকারিতা ও পক্ষপাতিত্বের নানা মন্দফলও ভোগ করিতে হয় নাই—ন্যায় বিচারের জন্য সচরাচর রাষ্ট্রশক্তির মুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই—তাহাদের অশেষ দুর্গতি ভোগ করিতেও হয় নাই। দুষ্প্রবৃত্তির এইরূপ প্রথম মুখেই দমন হইত বলিয়া ইহা দ্বারা রাজ্য শাসন কার্য্যও অতি সরল ভাবেই সম্পন্ন হইত (Simplification of administrative

functions), তাহাতে আমলাতন্ত্রের প্রভাব বাড়িতে পারে না ; লোকেরাও সাধারণতঃ ন্যায়নিষ্ঠ থাকে। ভারতের লোকেরা যে পূর্ব্বে অতিশয় সত্যবাদীও ন্যায়নিষ্ঠ ছিল তাহা সকল বিদেশী পর্য্যটকেরা এক-বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন—ইংরাজ শাসনের প্রথম মুখে Sir Thomas-Munro, Colonel Sleeman প্রমুখ অনেক শাসনকর্ত্তারাও স্বীকার করিয়াছেন ; তজ্জন্য আমরা এই জাতিশাখাগত পঞ্চায়ৎ প্রথার কাছে যে কত ঋণী তাহা অল্প লোকেই উপলব্ধি করেন—এই প্রথা ভাঙ্গার নিমিত্তই যে আমাদিগের দ্রুত গতিতে নৈতিক অবনতি হইতেছে তাহাও বড় কেহ বোঝে না। ইহা দ্বারা যে নৈতিক শাসন (Moral Govern ment) অতি সহজে ও সুন্দর ভাবে হয় তাহা জাতীয় জীবনের পক্ষে অমূল্য, তাহাও অল্প লোকেই বোঝেন। গরীবলোকের চরিত্রহীনতা মারাত্মক—চুরি, জুয়াচুরি, ডাকাতি ভিন্ন তাহার আর্থিক উন্নতির বিশেষ কোন আশা থাকে না। আমরা জাতি হিসাবে গরীব ও পরাধীন—সুতরাং আমাদিগের ক্রমশঃ বর্দ্ধমান চরিত্রহীনতা যে আমাদিগের উন্নতির পথ চিরকালের জন্য অবরুদ্ধ করিতেছে তাহা সকলেরই বোঝা উচিত। চরিত্র বলেই মুসলমান আমলে রাজ-সরকারে আমাদেরই প্রাধান্য রহিয়াছিল ।

জাতিভেদ প্রথায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সকলের মুখ্য অভাব পূরণ হওয়ার নিশ্চয়তা থাকায়, এক প্রকার কর্ম্মে অত্যধিক লোক আসিতে না পাওয়ায়—সমাজে ধনের প্রভাবের অতি বৃদ্ধি না হইতে পাওয়ায়, দুষ্প্রবৃত্তি প্রথম মুখেই দমন হওয়ায় লোকদিগের অন্যায় করিবার প্রবৃত্তিই উদ্দীপিত হইতে পাইত না। লোকদিগের জাতিগত বৃত্তি সমাজের মঙ্গলের জন্য ন্যায়তঃ পরিচালিত করিবার ভার তাহাদিগের উপর সমর্পিত—তাহাই তাহাদিগের কর্ত্তব্য—এই জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হইত। আবার একালে সকল কর্ম্মে অত্যধিক অবাধ প্রতিযোগিতা থাকায়, তাৎকালিক লাভজনক কর্ম্মে অত্যধিক লোক আসিয়া পড়ায় ও ধনই সমাজের শ্রেণীনির্দ্দেশক ও মান্য পাইবার প্রধান উপায় হওয়ায়, একালে যেমন লোকে নিজের নিজের স্বার্থ ও লাভের দিকে প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া ভেজাল ও অস্বাস্থ্য কর দ্রব্য চালাইয়া ব্যবসাদি পরিচালিত করে ও করিতে একরূপ বাধ্য

হয়—তাহা করিতে হইত না। তজ্জন্য Ruskin সাহেব তাঁহার 'Unto the Last' নামক বিখ্যাত পুস্তকে যে আদর্শ সমাজের কল্পনা করিয়াছেন —যে ব্যবসাদার লোকদিগের আবশ্যকীয় জিনিষ যাহাতে খাঁটীও মজবুত এবং সস্তা হয়, আহার্য্য স্বাস্থ্যকর হয় সেই দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া পরিচালিত করিবে—নিজের লাভের দিকে তত নয়—চিকিৎসকেরা যাহাতে রোগীর রোগ আরোগ্য হয়—লোকদিগের রোগ না হইতে পায়, সেই দিকেই প্রধান লক্ষ্য থাকিবে—নিজের ফি-এর দিকে নয়—তজ্জন্য গরীবদিগকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা ও ঔষধ দিবে—ফি'র জন্য পীড়াপিড়ি থাকিবে না—শিক্ষকরা উপযুক্ত ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে—এমন কি গ্রাসাচ্ছাদন দিয়াও শিক্ষা দিবে—মাহিনার লোভে নয়—এইরূপ অবস্থা পুরাকালে ভারতেই বাস্তবে পরিণত হইতে পারিয়াছিল—জাতিভেদ প্রথার জাতিশাখাগত নির্দ্দিষ্টবৃত্তি বলিয়াই তাহা সম্ভব হইয়াছিল; ইহা সকলকে দেখিতে বলি। ব্যক্তিতান্ত্রিক পরিবার গঠনেও মিথ্যা সাম্য বাদ ও অবাধ প্রতিযোগিতার দিনে তাহা অসম্ভব—ইহাও দেখিতে বলি। এইরূপেই দরিদ্ররা এদেশে এতকাল চিকিৎসিত ও শিক্ষিত হইতে পাইত —একালে দরিদ্ররা যে কোনও উচ্চশিক্ষা পাইতে পারে না, তাহাও সকলকে দেখিতে বলি। এদেশে হাঁসপাতালাদির সংখ্যা নগণ্য হওয়ায় দরিদ্রদিগের রোগ চিকিৎসা কিরূপ অসাধ্য হইয়াছে তাহাও সকলের দেখা উচিত।

আবার হিন্দু সমাজ গঠনের যৌথ পরিবার প্রথার ও জাতিভেদ প্রথার জন্য এক এক জাতিভুক্ত লোকেরা গ্রামের বা সহরের পৃথক স্থানে প্রায় সকলে একত্রিত হইয়া বাস করিত—তজ্জন্য গ্রামে ডোমপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া ইত্যাদি ছিল। তজ্জন্য সকলেরই গৃহের সন্নিকটে অনেক সাহায্যকারী আত্মীয়, বন্ধু, কুটুম্ব থাকিত—তজ্জন্য তাহাদিগের গৃহে চুরি ডাকাতি করা সহজ সাধ্য ছিল না। যাহারা একা একা থাকে সেখানে কর্ম্মক্ষম পুরুষের অনুপস্থিতি কালে কিরূপ সশঙ্কিত থাকিতে হয়—সেখানে চুরি ডাকাতি করা কত সহজ ও কোন আকস্মিক বিপদ আপদ হইলে কি দুর্গতি হয়, তাহা সকলকে দেখিতে বলি। অরাজকতার কালে,

দাঙ্গা হাঙ্গামার সময়ে, দুঃসময়ে ব্যক্তিতান্ত্রিক পরিবারের কি অশেষ দুর্গতি হয়—তাহা এই সাম্প্রদায়িক বিরোধ কালে লোকদিগকে স্পষ্ট দেখাইয়া দিয়াছে—বিশেষতঃ পরাধীন জাতির পক্ষে আমাদিগের প্রাচীন প্রথা কত শ্রেষ্ঠ তাহা বুঝাইয়া দিয়াছে। ইহাতে চোর ডাকাতের হস্ত হইতে যে অনেক পরিত্রাণ পাওয়া যায় তাহাও দেখিতে বলি। জাতি ভেদ প্রথায় রাষ্ট্রশক্তির বহু কার্য্য সাধারণ লোকদিগের অধিকারে থাকার নিমিত্তই অনেক বহুকালব্যাপী অরাজকতার ও অনেক স্বদেশী ও বিদেশী অত্যাচারী হঠকারী রাজার আমলেও জন সাধারণের দৈনন্দিন জীবনে তাহার কুফল অতি অল্প মাত্র ভোগ করিতে হইয়াছিল। লোকদিগের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল (ব্যক্তিগত ভাবে কতক লোকদিগকে মাত্র হয় ত অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হইত) ; কিন্তু জন সাধারণের জীবনের মুখ্য অভাব সকল পূরণ হইতে পারিত—তাহাদিগের জীবনে শান্তি, সন্তোষ ও তৃপ্তি ছিল—যাহা একালে কোন সমৃদ্ধ স্বাধীন পাশ্চাত্য দেশেও প্রায় নাই—এতকালব্যাপী পরাধীনতা ও অরাজকতা সত্ত্বেও হিন্দুসভ্যতা সজীব আছে—যখনই কোন জাতির স্বাধীনতা লোপ হইয়াছে তখনই সেই জাতির সভ্যতা ও বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হইয়াছে একমাত্র হিন্দু সভ্যতাই ঐরূপ অবস্থায় সজীব আছে ইহা পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়। ভারতের এই কালজয়ী সভ্যতার সঞ্জীবনী শক্তি তাহার সমাজগঠনে,এই জাতিভেদ, যৌথপরিবার ও বাল্য বিবাহ প্রথাতেই নিহিত তাহা আমরা পাশ্চাত্যের স্বল্পদিন স্থায়ী সমৃদ্ধি ও ধনীদিগের ভোগ বিলাসাতিশয্য দেখিয়াই মুগ্ধ বলিয়া তাহা দেখি না ও পাশ্চাত্য প্রথা অনুকরণ করিলেই আমরাও সেইরূপ সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারিব এই বৃথা আশায় প্রলুব্ধ হইয়া পাশ্চাত্য প্রথা অনুযায়ী নানা সংস্কার কার্য্যে অনেকেই ব্রতী। তাঁহারা যেরূপ সংস্কার করিতে চাহেন তাহা আমাদিগের সাধ্য কি না, হিন্দু সমাজের মূলভিত্তির আদর্শের লক্ষ্যের সহিত সমভাব কি না তাহাও দেখেন না তাহা দেখিবার আবশ্যক ও বিবেচনা করেন না। এরূপ সংস্কারে যে আমাদিগের দুর্গতি বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী তাহাও বোঝেন না।

পঞ্চদশ প্রবন্ধ

সমাজ গঠন ও সমাজ সংস্কারের মতন দুরূহ কার্য্য অতি অল্পই আছে উহার উদ্দেশ্য সমাজস্থ সকলের মঙ্গল সাধন করা অমঙ্গল নিবারণ করা। সমাজে বহু বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থার, বিভিন্ন আবেষ্টনীতে স্থিত বিভিন্ন বয়সের লোকের বাস। ঐরূপ বহু বিভিন্নতার জন্য একই প্রকার উপায়ে সকলের মঙ্গল সাধন করা প্রায় অসম্ভব, অতি অল্প সংখ্যক লোকই তাহার নিজেরই—নিজের স্ত্রী পুত্রাদির—মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমরা যাহাদিগকে, কি স্বদেশে, কি বিদেশে, দূর হইতে অতিশয় বুদ্ধিমান, কর্ম্মক্ষম, সফলকাম, ভাগ্যবান মনে করি ও তাহাদিগের অনুকরণ করিতে যাই, তাহাদিগের হৃদয়ের অভ্যন্তরে আমাদিগের মতন নানা অশান্তি, দুঃখ, কষ্ট, দুশ্চিন্তা (হয়ত অন্য প্রকারের অনেক অধিক) জীবনের ব্যর্থতা অসাফল্য বোধ, পূর্ব্বকৃত ভুল ও দোষের জন্য অনুশোচনা আছে। কয়জন লোকের জ্ঞান আছে যে লোকদিগের প্রকৃত মঙ্গল বিধান করিতে হইলে আমাদিগের প্রকৃতি কি, মুখ্য অভাব কি, আমাদিগের সুখ দুঃখ কাহার উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে, আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি, আমাদিগের গন্তব্যস্থান কোথায়, এই সকল চিরন্তন দুরূহ প্রশ্নের সন্তোষজনক সমাধান আবশ্যক, সেইরূপ সমাধান অনুযায়ী কার্য্য করা আবশ্যক—তজ্জন্য মনকে প্রস্তুত করাও আবশ্যক। ঐ সকল প্রশ্নগুলি দর্শন শাস্ত্রের মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের, শরীর বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় —ধর্ম্মশাস্ত্রেও তাহার সমাধান থাকে। এই সকল বিষয়ে কিছুই না জানিয়া একালে সকলেই সমাজ সংস্কার কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছেন—তরুণতরুণীরা স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা পর্য্যন্ত। যাহাদিগের সংসারের অভিজ্ঞতা অতি অল্পই আছে—যাহারা অনেকে বিবাহই করে নাই সন্তান সন্ততি হয় নাই—বিবাহ হইলে সন্তানাদি হইলে শোক, দুঃখ, কষ্ট পাইলে বয়সাধিক্যে কিরূপ মনোভাব পরিবর্ত্তন করে, বিভিন্ন অবস্থায় কিরূপ অভাব কামনা বিভিন্ন হয় তাহার সম্যক জ্ঞান হয় নাই—প্রত্যেক কর্ম্মের ফল কত বিস্তৃত, যে উদ্দেশ্যে কোন কর্ম্ম করা হইল তাহা সাধিত হইলেও অনেক সময়ে কত অপ্রত্যাশিত কুফল অনেক পরেও হয় তাহাও যাহারা বোঝে না—তাহারা সকলেই সমাজ সংস্কারের মতন অতীব দুরূহ কার্য্যে

ব্রতী হইলে তাহাতে মতদ্বৈধ, বিরোধ, বিশৃঙ্খলা, দলাদলি অনিবার্য্য হয় তজ্জন্য নিজের মত সমর্থনে বৃথা শক্তি ও সময় ক্ষয় হয় ফল ও বিষময় হওয়াই সম্ভব এবং তাহাই হইতেছে।

এ দেশের প্রচলিত দর্শন শাস্ত্রে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে কোন বিরোধ নাই। সর্ব্বদর্শন শাস্ত্রের ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের সার গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ মানুষের প্রকৃতি-ভেদে জাতিভেদ প্রথা সনাতন বলিয়া গিয়াছেন। জগতে অতুলনীয় দর্শনশাস্ত্র—অদ্বৈতবাদ (যাহা সাম্যবাদের চূড়ান্ত) তাহার এক জন প্রথম ও প্রধান বক্তা ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য, তাঁহারই প্রণীত সংহিতার টীকা মিতাক্ষরা অনুযায়ী আমাদিগের সমাজ গঠন হইয়াছে। সুতরাং এখানে দর্শনশাস্ত্রে ও সমাজনিয়ন্ত্রণে কোন বিরোধ থাকা সম্ভব নয়। তাঁহারা সমাজের লোকদিগকে প্রথমতঃ প্রধান চারিশ্রেণীতে বিভাগ করিয়া তাহাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। নাইলের যুদ্ধ কালীন নেল্‌সন্ সাহেব তাঁহার জাহাজের ধ্বজায় লিখিয়াছিলেন "ইংলণ্ড, প্রত্যেক লোক তাহার কর্ত্তব্য পালন করিবে, এই প্রত্যাশা করেন।" ভারতমাতাও তেমনই তাঁহার সন্তানগণ তাহাদিগের কর্ত্তব্য পালন করিবে সেই আশায় বসিয়া আছেন এবং ঐ নাইল যুদ্ধ কালীন যেমন নেল্‌সন্ সাহেব তাঁহার অধীনস্থ নৌসৈনিকদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর তাহাদিগের প্রত্যেকের বিভিন্ন কর্ত্তব্য ও নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন—তাহাদিগের বুদ্ধি ও ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করিতে দেন নাই, সেইরূপ করিতে দিলে নানা বিশৃঙ্খলা হইত, সকলেই নিধন প্রাপ্ত হইত, হিন্দু মনীষিগণ ও তেমনই জাতিবিভাগ করিয়া প্রত্যেক জাতির বৃত্তিতে কর্ত্তব্য ও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন এবং সেই কর্ম্ম করায় বংশানুক্রমিতা ও আবেষ্টনীর সাহায্য পাওয়া যায় বলিয়া তাহারা তত্তৎ কর্ম্মে তাহাদিগের সহজ দক্ষতা থাকে ও সহজসাধ্যও হয়। এইরূপ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম থাকায় বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে যাওয়ার বৃথা কষ্ট ভোগ করিতে হয় না, প্রত্যেকের সামান্য শক্তিও স্থির লক্ষ্যের দিকে প্রথম হইতেই পুঞ্জীভূত হইয়া কার্য্যকরী হইতে পায়, বৃথা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় বৃথা শক্তি ক্ষয় হয় না—বিভিন্ন লোক-দিগের শক্তি বিভিন্ন মুখে প্রধাবিত হওয়ার ফলে উত্তাপ ও অন্তর্দ্রোহ

সৃজন করে না—সকলের জীবনে শান্তি ও তৃপ্তি থাকে। নেল্‌সনের নৌ-সৈনিকগণ তাহাদিগের নিজ নিজ বুদ্ধির অনুযায়ী কার্য্য করিলে যে ফল হইত আমরা দেশের মনীষিগণের কথা না শুনিয়া স্ব স্ব অগাধ বুদ্ধির অনুযায়ী কার্য্য করার ফলও তাহাই হইতেছে দেখিয়াও আমাদিগের চেতনা হইতেছে না। প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে শ্রেণী বা জাতি বিভাগ করা আবশ্যক বটে কিন্তু এখন অনেকে বলেন লোকদিগের গুণ ও কর্ম্মশক্তি অনুযায়ী তাহাদিগকে বিভিন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত করা বাঞ্ছনীয় শ্রীকৃষ্ণাদি তাহাই বলিযাছিলেন, একালের মত বংশানুক্রমিক শ্রেণী বা জাতি বিভাগ বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু কোন্ লোক কোন কার্য্যের উপযুক্ত গুণ সম্পন্ন হইয়া জন্মিয়াছে তাহা প্রথম হইতে স্থির জানিবার কোনও উপায় এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই—যাহা সমাজে অবলম্বন করা যাইতে পারে। থিওসফিষ্টরা বলেন যে একপ্রকার আধ্যাত্মিকশক্তি সম্পন্ন লোক আছে যাহাদিগের চক্ষে লোকদিগের গুণানুযায়ী, প্রকৃতি শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী বর্ণ বা রঙ্ প্রতিভাসিত হয়। প্রথমতঃ কোন্ লোকের সেইরূপ শক্তি আছে তাহা অল্প লোকই জানে বা বিশ্বাস করে এবং সেইরূপ লোক নিয়োজিত করিয়া প্রত্যেক শিশুকে সেই আধ্যাত্মিক বর্ণ অনুযায়ী কর্ম্মে প্রথম হইতে নিযুক্ত করা কোন সমাজের পক্ষেই সম্ভবপর হয় না। অনেক জ্যোতিষে বিশ্বাসী লোক হয় ত বলিতে পারেন শিশুর জন্মকালীন চন্দ্রাধিষ্টিত নক্ষত্রের দ্বারায় শিশুর প্রকৃতিগত শক্তি ও প্রবৃত্তি জানা যাইতে পারে। একে ত জ্যোতিষে মতভেদ আছে তাহার উপর অতি অল্প লোকের ঠিকুজি কোষ্ঠি আছে, অল্পলোকই জ্যোতিষে বিশ্বাস করে সুতরাং সে উপায় ও অবলম্বন করা যাইতে পারে না। experimental psychology এখনও কোন স্থির উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে নাই। সুতরাং হয়, জাতি-বিহীন দেশে যেরূপ লোকদিগকে ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করিতে দেওয়াই হয় তাহাই করিতে হয়, না হয়, এ দেশে যেরূপ বংশানুক্রমিক জাতি ও বৃত্তি, জাতিগত বিবাহ আছে তাহা করিতে হয়। প্রথমোক্ত প্রথায় কে কোন্ কর্ম্মের উপযুক্ত তাহা জানা যায় না—সুতরাং অধিকাংশই যে কার্য্যের উপযুক্ত নয় তাহা করিতে যায়, বৃথা শক্তি ও সময় ক্ষয় করে ও

বিফলতার কষ্টভোগ করে—জানিতে পারিলেও অতি অল্প লোকই তাহার গুণ ও শক্তি অনুযায়ী কর্ম্মের উপযোগী শিক্ষা সময়ে পাইতে পারে ও তাহাতে নিযুক্ত হইতে পায়। এইরূপ ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে যাওয়ার নিমিত্তই ধনী ও ধনিকরা সকল ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প ও কৃষি গ্রাস করিয়া বসিয়াছে অন্য সকলের অশেষ দুর্গতি হইয়াছে এবং তাহা নিবারণ করিবার অন্য কোন উপায় পাশ্চাত্যেরা করিতে না পারায় এখন সমাজতন্ত্র বাদীরা লোকদিগের সকল স্বাধীনতা লোপ করিতেছেন—রাষ্ট্র পরিচালকদিগের নির্দ্দেশমত সকলকে শিক্ষাদান ও হইতেছে ও তাঁহাদিগের হুকুমানুযায়ী সকলকে কর্ম্ম করিতে ও হইতেছে—গুণ ও শক্তি অনুযায়ী কর্ম্ম হইতে পাইতেছে না—৺রামকৃষ্ণ দেবও যদি এখন পাশ্চাত্যে জন্মাইতেন তাঁহাকে সৈনিকের কার্য্যও করিতে হইত—কোটের বোতাম চক্‌চকে হয় নাই বলিয়া বেত্রাঘাতও সহ্য করিতে হইত। লোকদিগের গুণ ও শক্তি প্রথম হইতে জানা সচরাচর প্রায় অসম্ভব বলিয়াই প্রাচীন অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন হিন্দু মনীষিগণ জীব জগতে সর্ব্বত্র গুণ ও শক্তির বংশানুক্রমিতা আছে দেখিয়া, জাতিগত বিবাহ ও বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাহাতে সন্তানরা পিতামাতার গুণ ও শক্তি সম্পন্ন সচরাচরই হইয়া থাকে —আবেষ্টনীর সাহায্যে সেইরূপ কর্ম্ম করিবার সুবিধা ও সচরাচরই পাইয়া থাকে—যাহা অন্য কোনও উপায়ে হয় না হইতেও পারে না। সমাজের আবশ্যকীয় সকল কর্ম্মের উপযোগী শ্রেষ্ঠ গুণ সম্পন্ন লোক তজ্জন্যই চিরকালই ভারতে জন্মিয়াছিল এমন কি একালেও জন্মায়—তাহাদিগের গুণ ও শক্তি অনুযায়ী কর্ম্ম করিতেও পাইয়াছিল এবং তজ্জন্যই বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারত সভ্যতার সকল বিষয়েই, কি বিজ্ঞানে, কি দর্শনে, কি সাহিত্যে, কি কলাবিদ্যায়, কি শিল্পে, কি শৌর্য্যে বীর্য্যে, কি চরিত্রবলে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিল—যাহা অন্য কোন দেশ এ পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই—সকল লোকের জীবনে সচরাচর যত অধিক শান্তি সন্তোষ তৃপ্তি ও আনন্দ ছিল তাহা কুত্রাপি নাই। এরূপ দূরদর্শিতার সহিত নিয়ম করা কেবল মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণাদি জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণেরই দ্বারা সম্ভব; পরবর্ত্তী কালের স্বার্থপর ক্ষুদ্রচেতা ব্রাহ্মণ-

গণের সে দূরদর্শিতা ও বুদ্ধির বিকাশ দেখা যায় নাই ; তাহাদিগের কাহারও কোনও কালে সমাজেও এমন অধিক প্রভাব হয় নাই যে বহুধা বিভিন্ন বহু রাজ্যে বিভক্ত ভারতে সর্ব্বত্র তাহাদিগের বিধান মানিয়া চলে—বিশেষতঃ যখন এইরূপ জাতিগত বিবাহ ও বৃত্তি অনেক লোকের ব্যক্তিগত ইচ্ছার ও সুবিধার বিরোধী। মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে চরিত্রহীন ব্রাহ্মণ ও সাধু শূদ্রের কথা আলোচিত আছে ; তাহা হইতেই প্রমাণ হয় বংশানুক্রমিক জাতি ও বৃত্তি বিভাগ তৎকালে ও প্রবর্ত্তিত ছিল—পরবর্ত্তী কালের ক্ষুদ্রচেতা স্বার্থপর ব্রাহ্মণদিগের দ্বারায় প্রবর্ত্তিত নয়। যদি বংশানুক্রমিক জাতিবিভাগ সত্য সত্য নিম্নজাতিদিগের প্রতি উচ্চ জাতিদিগের অত্যাচার হইত তাহা হইলে জাতি বিহীন বৌদ্ধরা আবার হিন্দুধর্ম্মের ও সমাজের এই অত্যাচার মানিয়া লইত না, জাতি না থাকার দোষ স্পষ্ট ভুগিয়াছিল বলিয়াই আবার জাতিগত বৃত্তি ও বিবাহ পুনঃ স্থাপিত হইতে পারিয়াছিল। সুতরাং জাতিগত বৃত্তি ও বিবাহ পরবর্ত্তী কালের স্বার্থপর ব্রাহ্মণ দিগের দ্বারায় প্রবর্ত্তিত বলা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এইরূপ ভুল মত প্রচারের ফলেই ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ সৃজিত হইয়াছে—দেশের প্রচলিত রীতি-নীতির প্রতি অবজ্ঞা উদ্দীপিত করা হইতেছে—তজ্জন্য উচ্ছৃঙ্খতার বৃদ্ধি হইতেছে—গৃহে অশান্তি ও সর্ব্বত্রই অন্তর্দ্রোহ সৃজন হইতেছে।

বিভিন্ন জাতির ভিতর বিবাহে যৌথ পরিবার প্রথা অসম্ভব হয়—যৌথ প্রথা পরিবার ব্যতিরেকে আমরা বাঁচিতেই পারি না, অনেকে অনাহারে মারিয়া যাইবে—নারীদিগের বিবাহ হওয়া ইতি মধ্যেই অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে—তাহাদিগের অশেষ দুর্গতি হইয়াছে আমাদিগের প্রগতিশীলতায় তাহা ক্রমাগতই বাড়িতেছে—বর্ণশঙ্কর হইতেছে—বর্ণশাঙ্কর্য্যের দোষেই আমাদিগের দেশে বেতো ঘোড়া ও নেড়ী কুকুর ইত্যাদি হইয়াছে —আর শক্তি ও গুণ দেখিয়া জন্ম নিবদ্ধ রাখার ফলেই পাশ্চাত্যে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া ও নানা জাতির উত্তম শিকারী কুকুর হইয়াছে। বর্ণশাঙ্কর্য্য দোষেই যে তুর্কীদিগের (মোগল) শৌর্য্য বীর্য্যে পাশ্চাত্য দেশ বহুকাল কম্পমান ছিল, তাহাদিগের সে শৌর্য্য বীর্য্য ভারতীয় মুসলমান

দিগের ভিতর অদৃশ্য হইয়াছে আফগান্ (পাঠান্) দিগেই বীর্য্য এখন কোথায় ? মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণাদি মনীষিগণের জ্ঞান বুদ্ধির ও দূরদর্শিতার জ্যোতির তুলনায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ও আমাদিগের দেশের সংস্কারকদিগের জ্ঞান বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার জ্যোতিঃ, সূর্য্যের জ্যোতির তুলনায় প্রদীপের জ্যোতি সদৃশ। আমাদিগের বুদ্ধিভ্রংশতায় ঐ সকল মনীষিগণের প্রবর্ত্তিত নিয়মে না চলিয়া পাশ্চাত্যদিগের অনুকরণ করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছি, হিন্দু সভ্যতারই লোপ হইবার সম্ভাবনা হইতেছে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যদি আমাদিগের সমাজ গঠন এত শ্রেষ্ঠ তবে আমরা এতকাল পরাধীন কেন ? আমাদিগের এত দুর্গতি কেন ? আমাদিগের দুর্গতির সূত্রপাত হয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ক্ষত্রিয়জাতির ধ্বংসে। ক্ষত্রিয় জাতির ধ্বংসে ব্রাহ্মণদিগের প্রভাবের অতিবৃদ্ধি হয়, একাধিপত্য হইলে কতক অধঃপতন অনিবার্য্য। এই ব্রাহ্মণ প্রভাবের অতিবৃদ্ধির প্রতিক্রিয়ায় বৌদ্ধ মত প্রচলিত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্ম্মেরই অন্তর্গত—তজ্জন্য বুদ্ধদেব অবতার বলিয়া স্বীকৃত। তিনি নিজে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে কিছুই বলেই নাই, চরিত্রবল ও জ্ঞানের প্রাধান্য ও মান্য দিয়াছিলেন মাত্র। পরবর্ত্তী বৌদ্ধরা জাতিভেদ প্রথা মানিতেন না (অনেকে নিরীশ্বরবাদীও হইয়া পড়েন)। (ঠিক যেমন ৺রাজা রামমোহন রায় জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে কিছু বলেন নাই—পরবর্ত্তী ব্রাহ্মরা জাতি-ভেদ প্রথার বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন) হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। ৺রামকৃষ্ণ দেবের ভক্তগণের ভিতর অনেকের ঐরূপ হইবার সম্ভাবনা কিছু দেখা যাইতেছে। পরবর্ত্তী বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণীর অধঃপতনে ও জাতিভেদ বিহীনতায় যে বিশৃঙ্খলা হয়, তাহার প্রতিক্রিয়ায় আবার যখন হিন্দু প্রাধান্য স্থাপিত হয়, তখন দেখা যায় যে বৌদ্ধকালে অনেকেই বর্ণশাঙ্কর্য্য-দুষ্ট ; বোধ হয় কয়েক শ্রেণীর ব্রাহ্মণরা আভিজাত্যের অভিমানে স্বজাতির ভিতর বিবাহ নিবদ্ধ রাখিয়া ছিল (একালে যেমন অনেক উচ্চ জাতীয় খৃষ্টানরা ঐরূপ রাখিবার চেষ্টা পান)। তজ্জন্য তৎকালের হিন্দুনেতারা হিন্দু সমাজ পুণর্গঠন কালে দুইটি মাত্র জাতি

স্বীকার করিলেন—রক্তমিশ্রণ দুষ্ট বৈশ্য ও অবশিষ্ট ক্ষত্রিয়দিগকে শূদ্রজাতিভুক্ত করিলেন। ইহাই তৎকালের পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষিত অদূরদর্শী ব্রাহ্মণ ও হিন্দুনেতাগণের প্রধান ভুল ও দোষ। তাঁহাদিগের সমাজগঠন করিবার উপযুক্ত প্রতিভা ও দূরদর্শিতা ছিল না বলিয়াই, যাহাদিগের ক্ষত্রিয়োচিত বুদ্ধি, বীর্য্য, সাহস, আর্ত্তত্রাণ ও দুষ্টের দমন ও অন্যায় নিবারণ করিবার প্রবৃত্তি কতক পরিমাণেও ছিল, বর্ণশাঙ্কর্য্য দুষ্ট হইলে ও তাহাদিগের প্রকৃত ক্ষত্রিয়ভাব উদ্দীপিত করিবার জন্যই তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় জাতিভুক্ত করা বিধেয় ছিল (এখনও তাহাই করা বিধেয়) ; তাহা হইলে চতুর্বর্ণ বিভাগের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হইত—রণদক্ষতা, শৌর্য্য, বীর্য্য সম্যক্ উদ্দীপিত হইতে পারিত—রাজ্যশাসন কার্য্য সম্যক্ পরিচালিত হইত—আমরা পরবর্ত্তী কালের মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিতাম। একে ত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের প্রভাবে অহিংসাই লোকের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া তৎকালে গণ্য ছিল—শত্রুর আক্রমণ ও যুদ্ধাদির জন্য একান্ত আবশ্যক ক্ষত্রিয় ভাবের সমাজে মান্য ছিল না—(চীনদেশেও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাবল্যে সৈনিকের কার্য্য নীচ বলিয়া গণ্য ছিল বলিয়াই চীনদিগের এ দুর্দ্দশা হইয়াছে) তাহার উপর ক্ষত্রিয় জাতি না থাকায় ক্ষত্রিয় শক্তির ভাব উদ্দীপিত হইতেও পাইল না—তাহাই আমাদিগের পরাধীনতার ও অধঃপতনের কারণ—জাতিভেদ প্রথা নহে—জাতিভেদ প্রথার প্রধান অঙ্গ—ক্ষত্রিয় জাতি—হানিই তাহার কারণ। পাঠান আক্রমণ কালে কেবল রাজপুতরাই, যাহারা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাব গ্রস্ত হয় নাই তাহারাই, কেবল পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল এবং বৌদ্ধ ও হিন্দুর অন্তর্দ্রোহের সুযোগেই মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হয়। শিবাজির প্রতিভাবলে যখন তিনি মহারাষ্ট্রে কতক পরিমাণে ক্ষাত্রশক্তি উদ্দীপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—পঞ্চনদে ক্ষত্রিয়জাতি ৺গুরুগোবিন্দ সিংহের প্রতিভাবলে গঠিত হয়, তখনই আমরা কতকটা স্বাধীন হইয়াছিলাম—ভারতে হিন্দু প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমানের অন্তর্দ্রোহ কালীনই আবার ইংরাজ রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছে। 'ঠেং খোঁড়া হাতি হাবড়ে পড়িলে বেঙেতেও লাথি মারে'—সেইজন্যই এইকালে এত স্বদেশী ও বিদেশী

সংস্কারকদিগের দ্বারায় ক্রমাগতই হিন্দু সমাজের দোষ ও নিন্দা প্রচারিত হইয়াছে, ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই, বিশেষতঃ তরুণরা তাহাতে বিভ্রান্ত হইতেছে। সংস্কার করিতে গিয়া হিন্দুদ্রোহিতাই করিতেছেন—দেশের দুর্গতিও বাড়িতেছে। কোন সামাজিক প্রথাই সম্পূর্ণ দোষহীন হইতে পারে না—তাহা থাকা না থাকার দোষ ও গুণের তুলনা করিয়া দেখিতে হয়—তাহা তাহারা কেহ করেন নাই। জাতিভেদ ছিল বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি ও আমাদিগের অবস্থা মুসলমানদিগের অপেক্ষা এখনও অনেক বিষয়েই অনেক উন্নত এবং ইহা আছে বলিয়াই ইহার সাহায্যে আমরা এখনও পরহস্তগত রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে ও দেশের শ্রী অল্পদিনে ফিরাইতে পারিব আশা আছে, যাহা অন্যথা অসম্ভব।

জাতিভেদ প্রথার কালোচিত সংস্কার আবশ্যক হইয়াছে স্বীকার্য্য। কিরূপ সংস্কার আবশ্যক তাহা প্রত্যেক জাতি শাখাভুক্তরা নিজেরাই স্থির করিতে পারেন—সকলেরই জাতীয় ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি করাই প্রধান লক্ষ্য থাকা উচিত—তদুপযোগী শিক্ষা ও প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক—সকল জাতির পণ্ডিতগণ তাহাতে সাহায্য করা উচিত—আবেষ্টনী পরিবর্ত্তনের জন্য কোন কোন জাতির বৃত্তির পরিবর্ত্তনও বাঞ্ছনীয় হইয়াছে। তাহা জাতিগত পঞ্চায়েৎ দ্বারাই সহজে সাধিত হইতে পারে। সমাজের প্রায় সর্ব্বাপেক্ষা নীচজাতি মুচি চামারদিগের ব্যবসায়ে বাটা (Bata) সাহেব এখন জগতের একজন শ্রেষ্ঠ ধনী হইয়াছেন, নীচজাতিরা তাহাদিগের জাতিগত বৃত্তিতে কত উন্নত হইতে পারে তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ তিনি দেখাইতেছেন।

———

ষোড়শ প্রবন্ধ

নারী জীবনের মুখ্য অভাব ও শ্রেষ্ঠ উপভোগ

ভালমন্দ বিচার করিতে হইলেই কাহার ভালমন্দ বিচার করিতে বসিয়াছি—তাহার প্রকৃতি কিরূপ, মুখ্য অভাব কি, তাহার সুখ দুঃখ বোধ কাহার উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে দেখিতে হয়। সুতরাং পাশ্চাত্য সমাজে ও হিন্দু সমাজে নারীর স্থান কোথায়, তাহাদিগের কার্য্য (Function) সম্বন্ধে কিরূপ বিধান আছে, তাহা তাহাদিগের পক্ষে মঙ্গলজনক কি না,তুলনামূলক সমালোচনা করিতে গেলে এইগুলি প্রথমতঃ দেখা আবশ্যক। নারীর প্রকৃতি বুঝিবার জন্য জীব জগৎ পর্য্যালোচনা করিলে স্ত্রীজীব মাত্রেরই প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ হইতে পারে।

সকল জীবই জীবন রক্ষার্থে আহার চায় ও আহার করে, এবং উভয় লিঙ্গ জীব ব্যতীত, সকলেই কাম উপভোগ চায় ও করে এবং শাবক উৎপাদন করে, এই শাবক উৎপাদন করার উপরই সৃষ্টি নির্ভর করে। সৃষ্টি রক্ষার্থে প্রকৃতি কাম প্রবৃত্তিকে বিশেষ প্রবল করিয়াছে—এত প্রবল করিয়াছে যে অনেক জীব আছে যাহারা কাম উপভোগ করিয়াই, শাবক উৎপাদন করিয়াই, মরিয়া যায়, তথাপি তাহারা কাম উপভোগ হইতে বিরত হয় না। অতএব আহার পাওয়া, কাম উপভোগ করিতে পাওয়া ও প্রজনন করা জীব মাত্রেরই মুখ্য অভাব, সুতরাং যদি মানুষের কোন প্রকৃতিগত মুখ্য স্বত্ব (Fundamental Right) আছে স্বীকার করা হয় তাহা হইলে কাম উপভোগ করিতে পাওয়া অপত্য উৎপাদন করিতে পাওয়া ও আহার পাওয়াকেই প্রকৃতিগত মুখ্য স্বত্ব বলিয়া স্বীকার করা উচিত ; এবং সকল সমাজের সকল লোকেরা যাহাতে গ্রাসাচ্ছাদন পায় কাম উপভোগ ও প্রজনন করিতে পায় তাহার সুবিধা থাকা বিধেয়।

জীব জগতের ক্রম বিকাশে ডিম্ব প্রসবকারী (oviparous) ও স্তন্যপায়ী জীবে আসিয়া আমরা প্রথমে দেখিতে পাই যে স্ত্রীজন্তু মাতা হইল, অর্থাৎ শাবকদিগকে যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল, পরার্থ-পরতার অর্থাৎ পরকে যত্ন করার, পরের জন্য কষ্ট স্বীকার করার এবং

তাহাতে সুখবোধ করার সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ পাইল স্ত্রীজন্তুর এই মাতৃভাবে। তাহার পূর্ব্বে কেহই কোন জীবই অপরের জন্য প্রায় কিছুই করিত না। ডিম্ব প্রসবকারীও স্তন্যপায়ী জন্তুদিগের ভিতর অতি অল্পশ্রেণীর জন্তুদিগের পুংজন্তুরা শাবক পালনে যত্নশীল দেখা যায়। পুংজন্তুরা কাম উপভোগ করিয়া সরিয়া পড়ে—স্ত্রীজন্তুই শাবক পালনের ভার একা বহন করে; এবং স্ত্রী ও পুং জন্তুর ভিতর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্যও দেখা যায় না। কেবল যে সকল ডিম্ব প্রসবকারী ও স্তন্যপায়ী জন্তুদিগের শাবকেরা অতিশয় অসহায় অবস্থায় জন্মায় ও বহুদিন পর্য্যন্ত ঐরূপ অসহায় অবস্থায় থাকে, তাহাদিগের শাবক প্রতিপালনে ও রক্ষণাবেক্ষণে মাতৃজন্তুর অন্যের সাহায্য বিশেষ আবশ্যক বলিয়া, ঐরূপ সাহায্য না পাইলে মাতৃ-জন্তুরও বিশেষ কষ্ট হয় বলিয়া, শাবকদিগের ও আহারাভাবে মরিয়া যাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা দেখিয়াই, যেন প্রকৃতি তাহাদিগকে জোড়া জোড়া থাকার প্রবৃত্তি দিয়াছেন—তাহাদিগের স্ত্রী ও পুং জন্তুর মধ্যে সাহচর্য্য ভাবও দিয়াছেন এবং পুং জন্তুরা শাবক রক্ষণাবেক্ষণে স্ত্রী জন্তুর সহায়তা করে—কিন্তু সন্তান পালনের ভার প্রধানতঃ স্ত্রী জন্তুই বহন করে। স্তন্যপায়ী জন্তুতে আসিয়া আমরা দেখিতে পাই যে স্ত্রী জন্তু স্তন্য পান করাইয়া সুখবোধও করে। সুতরাং জীব জগতের ক্রমবিকাশে স্ত্রী জন্তুরা প্রথমে শাবকের মাতা হইয়াছে—তাহার পরে পুংজন্তুর সহচরী বা সখী হইয়াছে, এবং সেই সাহচর্য্য শাবক পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে পর্য্যবসিত। পুং জন্তুর সাহায্য পাইবার জন্যই যেন স্ত্রীজন্তুরা উহাদিগের সহচরী হইয়াছে। আরও দেখা যায় সেই সকল স্ত্রী জন্তুরা কেবল জোড়ার পুংজন্তুর সহিতই কাম উপভোগ করে। অন্য পুংজন্তুর সহিত কাম উপভোগ করে না—অসহায় শাবক পালনে পুং জন্তুর সাহায্য পাইবার জন্য স্ত্রী জন্তুর একনিষ্ঠ কাম উপভোগ আবশ্যক এবং তাহাই প্রকৃতির নির্দ্দেশ। যাহারা জোড়া থাকে তাহাদেরও পরস্পরের জন্য বিশেষ কোন কষ্ট স্বীকার করিতে দেখা যায় না।

উন্নত স্ত্রী জীব মাত্রেই যখন মাতা হয়—মাতৃত্বে সুখবোধ করে—তখন নারীদিগেরও মাতা হইবার প্রকৃতিগত প্রেরণা আছে—মাতৃত্বের

ক্ষুধা আছে এবং মনুষ্য সমাজের তাহাদিগকে মাতা হইবার সুবিধা করিয়া দেওয়াও বিশেষভাবে বিধেয়—মাতা হইলে যাহাতে তাহাদিগের বিশেষ কষ্ট না হয় সেইরূপ বিধান করাও বিধেয় এবং তাহাই নারীদিগের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক। নারীদিগের মাতৃত্বের উপযোগী অনেকগুলি অঙ্গ আছে —মাতৃত্বের উপরই সৃষ্টি নির্ভর করে ; সুতরাং সেগুলি তাহাদিগের প্রধান অঙ্গের ভিতর গণ্য। মাতৃত্বের অঙ্গগুলি কার্য্যক্ষম হইলে সেই অঙ্গগুলি ব্যবহার করিতে না দিলে মাতৃত্বের ক্ষুধাকালীন সেই ক্ষুধার আহার না দিলে —হস্তপদাদি প্রধান অঙ্গগুলি ব্যবহৃত না হইলে—সেই অঙ্গগুলি যেরূপ ক্রমে শুষ্ক হইয়া যায়, সেই অঙ্গ সংশ্লিষ্ট স্নায়ু ও রসগ্রন্থিগুলি যেরূপ বিকৃত হইয়া যায়—মাতৃত্বের অঙ্গগুলিও তৎসংশ্লিষ্ট স্নায়ু ও রসগ্রন্থিগুলিও সেইরূপ ক্রমে শুষ্ক ও বিকৃত হইয়া যায় ও তজ্জন্য বহু ব্যাধি হয় ; Havelock Ellis এই মাতৃত্বের সুখবোধকে massive and sustained Physiological joy (শারীরিক বিশেষ সুখ) বলিয়াছেন ; এই সুখ বোধ হয় শুধু Physiological (শারীরিক) নয় Psychological (মানসিক) ও বটে ; বোধ হয় সকল মাতা তাহা স্বীকার করেন। সুতরাং নারীরা মাতা হইবার উপযুক্ত হইলে মাতা হইতে না পাওয়া তাহাদিগের মুখ্য অভাব—সে অভাব পূরণ করিতে না দিলে তাহাদিগকে বিশেষভাবে নির্য্যাতন করা হয়। সুতরাং মাতৃত্বের অঙ্গগুলি তৎকার্য্যক্ষম হইলেই নারীরা যাহাতে মাতা হইতে পায় তাহার সুবিধা থাকাও নারীদিগের পক্ষে আবশ্যক ও মঙ্গলজনক।

স্তন্যপায়ী জন্তুর প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় আরও পাওয়া যায় যে স্ত্রীজন্তুর রজো নিঃসরণ আরম্ভ হইলেই পুং জন্তুরা তাহাদিগকে অনুসরণ করে ও স্ত্রী জন্তুরা গর্ভবতী হয়। সুতরাং রজো নিঃসরণ স্ত্রী অঙ্গের পূর্ণতা প্রাপ্তির ও স্ত্রী জন্তুরা যে মাতা হইবার উপযুক্ত হইয়াছে তাহার নিদর্শন। নবম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে যৌনতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিকরাও এখন রজো নিঃসরণ যে নারীরা মাতা হইবার উপযোগী হইয়াছে তাহার নির্দ্দেশক তাহা বলিয়াছেন,—তৎকালে তাহারা মাতা হইলে নারীদিগের বা অপত্যদিগের পক্ষে কোনরূপে যে তাহা স্বাস্থ্যহানিকারক তাহার

সম্পূর্ণ প্রমাণাভাব। সুতরাং রজো নিঃসরণ আরম্ভ হইলেই নারীরা যাহাতে মাতা হইতে পায় সেরূপ বিধান থাকাও নারীদিগের পক্ষে মঙ্গলজনক, বরং তাহা না থাকাই নারী নির্য্যাতন।

আমরা উক্ত প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে বিবাহ ব্যতিরেকে কাম উপভোগ করিতে গেলে দীর্ঘকাল অসহায় শিশু প্রতিপালনে নারীদিগকে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হয়—সন্তানদিগেরও দুর্গতি হয়; সুতরাং যখন নারীদিগের শরীর মাতৃত্বের উপযুক্ত হইল তখনই তাহারা যাহাতে বিবাহিত হইতে পায় সেইরূপ সামাজিক বিধান থাকা নারীদিগের মঙ্গলের জন্য বিশেষ আবশ্যক; না থাকিলে হয়, তাহারা কাম উপভোগ ও মাতৃত্বের বিশেষ সুখবোধ হইতে বঞ্চিত হয়—না হয়, কাম উপভোগ করিতে গিয়া একা দীর্ঘকাল অসহায় শিশু প্রতিপালনের দুর্গতি ভোগ করে, শিশুরা পিতার যত্ন সাহায্য ও ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হয়—অথবা গর্ভস্থ বা প্রসবের পর শিশুহত্যা করিতে হয় বা ত্যাগ করিতে হয়। সমাজের পক্ষে তাহা বাঞ্ছনীয় নয়,—নারীদিগের পক্ষেও বিশেষ কষ্টকর। আমরা আরও দেখিয়াছি যে রজো নিঃসরণকালীন নারীদিগের নানাবিধ স্নায়ু বিপর্য্যয় হয় এবং তৎকালীন কি শারীরিক, কি মানসিক শ্রম তাহাদিগের অতিশয় কষ্টকর হয় এবং তাহাতে অনেক রোগ হয়। গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের পরও বহুদিন তাহাদিগের অপত্য প্রতিপালন ব্যতীত অন্য কর্ম্মকরা বিশেষ কষ্টকর। রজো আরম্ভের পর নারীরা বিবাহিত হইতে না পাইলে অনেককে পুরুষদিগের সহিত বি-সম প্রতিযোগিতায় অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়—তজ্জন্য রজো কালীন যে বিশ্রাম আবশ্যক তাহা না পাওয়ায় নারীদিগের বিশেষ কষ্টভোগ করিতেও হয়। সুতরাং অর্থোপার্জ্জনের বাধ্যতা হইতে মুক্তির জন্যও কাম ও মাতৃত্বের সুখ উপভোগের সুবিধার জন্য রজঃ আরম্ভ হওয়ার মুখেই নারীদিগের বিবাহ হওয়া বিধেয়—বিবাহ নারীদিগের পক্ষেই বিশেষ আবশ্যক ও মঙ্গলজনক প্রতিষ্ঠান। বিবাহিতার সন্তানরা পিতার কত যত্ন ও সাহায্য পায়—অবিবাহিতার সন্তানরা সেরূপ সাহায্য পায় না এবং পিতাদিগের সাহায্য করিবার বাধ্যতা থাকে না—সুতরাং সন্তানদিগের মঙ্গলের জন্যও বিবাহ অত্যাবশ্যক প্রতিষ্ঠান।

জীব জগতে কোথাও কোন জন্তুর বহু দীর্ঘকাল স্থায়ী বৃদ্ধাবস্থাও অসুস্থ অবস্থা দেখা যায় না—তাহা কেবল মানুষেরই দেখা যায়। সে সময়ে আহার্য্যাদি জোটান ও প্রস্তুত করা অতিশয় কষ্ট কর—অনেক সময়ে অসম্ভব—তাহার উপর তাহাদিগের তৎকালে যত্ন ও সেবাও বিশেষ আবশ্যক হয়। সুতরাং ঐ সময়ে যত্ন সেবা ও সাহায্য পাওয়া মানুষের মুখ্য অভাবের ভিতর গণ্য ও তজ্জন্য সুবন্দোবস্ত করিয়া রাখাও একান্ত আবশ্যক। আমরা ঐ প্রবন্ধে আরও দেখিয়াছি যে জীব জগতের ক্রম বিকাশে পরার্থপরতারও ক্রম বিকাশ হইয়াছে এবং মনুষ্য জাতিতে যত পরার্থপরতার বিকাশ হইয়াছে, তত কোন জন্তুতে হয় নাই এবং পরার্থপরতার জন্যই মনুষ্য জীবজগতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। Darwin সাহেব স্বার্থপর জীবন সংগ্রামের দিক দিয়া জীবজগতের ক্রম বিকাশ দেখিয়াছেন—তাহা উন্নতির মূল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—এ কালের অনেক নব্যতন্ত্রীরা তাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া ধরিয়া লয়েন। কিন্তু মানুষের পক্ষে—মনুষ্য সমাজের পক্ষে তাহা পূর্ণ সত্য নয় তাহা বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ Benjamin Kidd সাহেব তাঁহার Science of Power নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন। যদিও স্বার্থপর ভোগ সুখের প্রয়াসে বহু উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু ভোগ সুখ পাইবার জন্য লোক অনেককে পদদলিত করিয়া যাইয়া থাকে—অনেকেরই সাধ্যাতিরিক্ত ভোগসুখ পাইবার ইচ্ছাও উদ্দীপিত হয়—দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়—অনেকের জীবন তজ্জন্য ভীষণ কষ্টকর হয়। ভোগে তৃপ্তিও নাই—ক্রমাগতই ভোগ তৃষ্ণা বাড়িয়া যায়, তজ্জন্য সমাজের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য ভোগসুখ ও ভোগসুখেচ্ছা বৃদ্ধি কাম্য নয়—ভোগ সুখের আতিশয্য লোকদিগের প্রকৃত উন্নতির, মঙ্গলের, সুখশান্তির জন্য আবশ্যকও নয়। স্বার্থপরতা ও পরার্থ-পরতা কেন্দ্রগ ও কেন্দ্রাতিগ শক্তির ন্যায় একই সময়ে কার্য্য করিতেছে। আমরা বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া পরার্থপরতায় এত অভ্যস্ত হইয়াছি যে উহা লক্ষ্যই করি না। সাধারণ ভদ্রতা, পরস্পর সামান্য সাহায্য, দয়া, স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমও যে পরার্থপরতার অন্তর্গত তাহা দেখি না। পরার্থপরতা না থাকিলে আমরা পূর্ণ স্বার্থপর হইলে, অল্পদিনেই যে আমরা

আদিম বর্ব্বরতার যুগে পুনঃ নীত হই—হয়তো বাঁচিতেই পারিতাম না—মনুষ্য-শিশু মাতার যত্ন ও সাহায্য না পাইলে বাঁচেই না—তাহা হৃদয়ঙ্গম করি না। মনে রাখিতে হইবে যে পুরাকালের যে সকল মনীষিগণ ধাতু সকল বাহির করিয়াছেন—তাহা মনুষ্যের ব্যবহারের যোগ্য করিয়াছেন; আহার্য্য শস্য খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন—রন্ধনকার্য্য শিখাইয়াছেন—জন্তুদিগকে মানুষের দাসত্বে আনিয়াছেন—ভাষাকে লেখারূপ দিয়াছেন—তাহাদিগের নানা অর্জ্জিত জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন— তাহার সাহায্য এখনও আমরা পাইতেছি; এবং তজ্জন্যই এত উন্নতি হইতে পারিয়াছে, সুতরাং সকল সভ্য সমাজেরই পরার্থপরতা বিকাশের জন্য সুবন্দোবস্ত করা বিশেষভাবে বিধেয়।

আমরা আরও দেখিয়াছি যে পরার্থপরতার প্রথম প্রকাশ হইয়াছে স্ত্রী জন্তুতে—তাহার মাতৃত্বে। পরার্থপরতার ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ঘনীভূত প্রকাশই ভালবাসা নামে অভিহিত—তাহাই মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ, তাহাই জীবনকে মধুময় করে—তাহাতেই জীবনে তৃপ্তি পাওয়া যায়—পরের জন্য কষ্ট স্বীকার করিবার প্রবৃত্তি দেয়; ভালবাসার অভাবে অশেষ ভোগ সুখের অধিকারী ক্রোরপতিরাও আত্মহত্যা করে, সুতরাং যাহাতে সকল লোকই ভালবাসা পায় সেরূপ বিধান থাকা বিধেয়। স্ত্রীজাতিতেই প্রথম ভালবাসার প্রকাশ হইয়াছে সুতরাং নারীরাই অধিক ভালবাসা প্রবণ, তাহারা এত অধিক ভালবাসার প্রয়াসিনী যে কবি 'বায়রণ' ভালবাসাই নারীর জীবন বলিয়াছেন। সুতরাং যে সমাজে নারীরা যাহাতে ভালবাসা পায় ও ভালবাসিতে পায় তাহার বিশেষ সুবন্দোবস্ত আছে সেই সমাজই প্রকৃত নারী শুভানুধ্যায়ী ও হিতকারী, পরার্থপরলোক মাত্রেই ভোগ সুখকে তুচ্ছ করে—ভালবাসা পাওয়ার সুখের তুলনায় ভোগ সুখ নারীদিগের কাছে—বিশেষতঃ মাতা হওয়ার পর অকিঞ্চিৎকর।

ভালবাসা পাওয়া ও ভালবাসিতে পাওয়াই জীবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ; তাহার শ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখা যায় মাতার ভালবাসায়, স্ত্রী ও স্বামীর ভালবাসায়; পিতার ও সন্তানের ভালবাসায়। জীব জগতে ভালবাসার

প্রথম প্রকাশ হইয়াছে মাতাতে, আর দেখিয়াছি যে সকল জন্তু জোড়া জোড়া থাকে তাহাদিগের ভিতর স্ত্রী ও পুং জন্তুর কিছু ভালবাসা দেখা যায়—পুংজন্তুর শাবকের প্রতি ভালবাসা দেখা যায়। যে সকল জীব কাম উপভোগে যথেচ্ছাচারী তাহাদিগের স্ত্রী ও পুং জন্তুর প্রায় কোন ভালবাসা দেখা যায় না—পুংজন্তুরও শাবকদিগের প্রতি কোন ভালবাসা দেখা যায় না, শাবকদিগের পিতৃ-মাতৃ জন্তুর প্রতি প্রায় কোন ভালবাসা দেখা যায় না—কিন্তু মনুষ্যের সন্তানদিগের মাতা ও পিতার প্রতি যথেষ্ট ভালবাসা দেখা যায়। সন্তানদিগের ভালবাসায় মাতা পিতার জীবনে কি সুধা বর্ষণ করে তাহা যাহাদিগের সন্তান হয় নাই তাহারা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। সুতরাং তাহা পাওয়ারও সমাজের বিধান থাকা আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়। বিবাহ ব্যতীতও পুরুষ ও নারীর ভিতর কাম জড়িত প্রবল বেগবতী ভালবাসা দেখা যায় বটে, কিন্তু হয় তাহা অল্পদিন স্থায়ী, না হয় তাহারা পরে বিবাহিত হয় অথবা বিবাহিতের মতন চিরজীবন একত্রেই যাপন করে। মনে রাখিতে হইবে অপরের জন্য স্থায়ী ত্যাগশীলতাই শ্রেষ্ঠ ভালবাসার লক্ষণ—সেইজন্য স্বামী স্ত্রীর ভালবাসাকে শ্রেষ্ঠ ভালবাসা বলা হইয়াছে—তদ্ভিন্ন ঐরূপ ভালবাসা পূর্ব্বরাগ বা কামজমোহ নামে অভিহিত, সুতরাং যাহাতে সকল লোকই ঐ তিন প্রকার শ্রেষ্ঠ ভালবাসা পায় তাহার সুবিধা করিয়া দেওয়াও সকল সমাজেরই বিশেষ কর্ত্তব্য, নারীদিগের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য অত্যাবশ্যক ত বটেই।

আর একটী কথা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। যদিও প্রায় সকল লোকই সভ্য সমাজে অধিক ভোগসুখ পাইবার প্রয়াসী তথাপি তাহা মানুষের মুখ্য অভাব নয়। গ্রাসাচ্ছাদন, কাম উপভোগ ও ভালবাসা পাওয়া, ভালবাসিতে পাওয়াই মানুষের মুখ্য অভাব—তাহা পূরণ হইলেই মানুষ বেশ সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে—অসভ্য জাতিদিগের জীবনের আনন্দ তাহা প্রমাণ করে। জগতের প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ পূজ্য মনীষিগণ ভোগ সুখকে তুচ্ছ করিয়াছেন—সুতরাং ভোগ-বাহুল্য মানুষের প্রকৃত উন্নতির ও মঙ্গলের জন্য আবশ্যকও নয়। সংযম থাকিলে আসক্তি ত্যাগ

করিতে পারিয়াই সকল অবস্থাতেই মানুষ প্রকৃত সুখী হইতে পারে—তাহাতে তাহার প্রকৃত মঙ্গল হয় (true welfare) তাহাই গীতার প্রধান শিক্ষা—সেই দিকেই সকল সমাজের বিশেষ লক্ষ্য থাকা বিধেয়। একালে সকলেরই কেবল আর্থিক উন্নতির (Economic welfare) দিকে প্রধান লক্ষ্য রাখায় বিভ্রান্ত হইতেছেন।

এখন দেখা যাউক এ কালের পাশ্চাত্য সমাজ নারীদিগের মুখ্য অভাব পূরণের জন্যই বা কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন—জীবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ বা ব্যক্তিগত ভালবাসা উপভোগের জন্যই বা কি ব্যবস্থা করিয়াছেন—তাহাদিগের দ্বারা সমাজের কিরূপ কার্য্য করাইতে চাহেন এবং সে কার্য্য করিবার তাহাদিগের শক্তি প্রভৃতির উপযোগিতা কিরূপ আছে—আর হিন্দু সমাজই বা নারীদিগের কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন ও কিরূপ কার্য্যের ভার নারীদিগকে দিয়াছেন এবং সেই কার্য্যে তাহাদিগের কিরূপ উপযোগিতা আছে—এইরূপ তুলনায় কোন্ সমাজ নারীদিগের অধিক প্রকৃত মঙ্গলজনক ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা বুঝা যাইবে।

ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃভাবের ধ্বজা উত্তোলনের পর হইতেই সকল পাশ্চাত্য সমাজ অত্যধিক ব্যক্তিতান্ত্রিক হইয়াছে—সকল কার্য্যেই সকলকে সমান সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা হইতেছে—সকল কর্ম্মেই অবাধ প্রতিযোগিতা করিতে দেওয়া হইতে লাগিল—নারীদিগের জন্যও সকল কর্ম্ম করিবার অধিকার দেওয়া হইতেছে—বিবাহ ব্যতিত কাম উপভোগেও কতক স্বাধীনতা দেওয়া হইতেছে। তাহাই তাহাদিগের সত্বাধিকার প্রসার বলা হইতেছে আমরা দেখিয়াছি যে সকল কর্ম্মে সকলকে সমান সুবিধা ও অবাধ প্রতিযোগিতা করিতে দেওয়ার ফলে ধনী ও ধনিকরা সকল ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি উত্তরোত্তর অধিক গ্রাস করিতেছে—অন্য সকলকে তাহাদিগের দাসত্বে নীত করিয়াছে—তাহাতে উহাদিগের জীবন অতিশয় কষ্টকর হইয়াছে। সুতরাং অনেক পুরুষরা বহুকাল বা চিরকাল বিবাহ করিতে পারিতেছে না—অতএব অনেক নারীরাও বহুকাল বা চিরজীবনই বিবাহিতা হইতে পাইতেছে না—অতএব তাহারা রজঃ আরম্ভের পর হইতে যাবৎ তাহারা

বিবাহিতা হইতে না পায় তাবৎ হয়, কাম ও মাতৃত্বের মুখ্য অভাব ও শ্রেষ্ঠ উপভোগ—ভালবাসা—হইতে বঞ্চিত হয়, আর না হয়, তাহাদিগকে একা সন্তান পালনের অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয়—নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অর্থোপার্জ্জনও করিতে হয়, অথবা ভ্রূণ হত্যা বা সন্তান ত্যাগের অশেষ কষ্টভোগ করিতে হয়—সন্তানদিগেরও অশেষ দুর্গতি ভোগ করিতে হয়—অনেকে দেহ বিক্রয় করিতেও বাধ্য হয়—যৌন রোগেরও প্রসার হয়। কত অধিক সংখ্যক নারীদিগকে কতকাল এই দুর্গতি ভোগ করিতে হয় তাহাও দ্বিতীয় প্রবন্ধে দেখাইয়াছি।* সুতরাং পাশ্চাত্য সমাজে অধিকাংশ নারী রজঃ আরম্ভের পর বহুকাল অবিবাহিতা থাকেন—অনেকাংশ চিরকালই অবিবাহিতা থাকেন—সুতরাং তাঁহাদিগের জীবনের দুইটী মুখ্য অভাব—কাম ও মাতৃত্ব অপূর্ণ থাকে—সন্তান ও স্বামীর ভালবাসা যাহা জীবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ তাহা হইতে বঞ্চিত হন—তাহার কোন সুবিধাই পান না। প্রথম যৌবনেই কাম প্রবৃত্তি প্রবল থাকে—তৎকালেই প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিবার প্রবল প্রেরণাও থাকে—প্রতারিতা হইবার ভয়ে সেইরূপ ভালবাসিতেও পারেন না—যাহাকে স্বামী হিসাবে পাইতে চান সেও সরিয়া পড়ে (সরিয়া পড়ে বলিয়াই অবিবাহিতা থাকিয়া যান) ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে কত কষ্টকর—কত মর্ম্মন্তুদ তাহা কেহ দেখে না, ইহাতে পুরুষ জাতির প্রতি একটা বিদ্বেষ ভাব—তাহারা যে নারী নির্য্যাতক এইরূপ মনোভাব হইবে—যাহা পাশ্চাত্যেই হইয়াছে—ইহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? ইহার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে দেওয়া

* ২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শতকরা ৯৮·৮ ; ২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শতকরা ৭৫·৭ ; ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শতকরা ৪৩·৭ ; ৩৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শতকরা ২৭। সমগ্র ভারতে ১০০০টী স্ত্রী লোকের ভিতর ৩৫৮টী অবিবাহিতা ; ইংলণ্ডে ৫৭১ অবিবাহিতা ; ইটালিতে ৫৪৫টী ; আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে ৫২৭ অবিবাহিতা। (See census Report 1911 vol. I Part I)। ভারতে ১০০০ খৃষ্টান স্ত্রীলোকের ভিতর ৪৯৭ অবিবাহিতা ; ১০০০টি মুসলমান স্ত্রীলোকের ভিতর ৩৬২ ; ১০০০ হিন্দু স্ত্রীলোকের ভিতর ২৯৭ ; সুতরাং ইংলণ্ডের তুলনায় হিন্দু অবিবাহিতার সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেক (ইং ৫৭৯, হিন্দু ২৯৭)।

হইতেছে কি ?—পুরুষের সহিত বি-সম প্রতিযোগিতায় কষ্টকর ও স্বাস্থ্যহানিকারক গোলামী করিবার—অর্থোপার্জ্জন ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার বাধ্যতা—যাহাকে স্বাধীনতা ও তাঁহাদিগের স্বত্বাধিকার বৃদ্ধি বলিয়া প্রচার করিয়া তাঁহাদিগকে প্রতারিত করা হইতেছে, আর তাহা করিতে গিয়া তাঁহাদিগকে অধঃপতনের উন্মুক্তদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত করা হইতেছে (ষষ্ঠ প্রবন্ধ দেখুন) এবং বিবাহ ব্যতিরেকে বারবনিতাদিগের ন্যায় কাম উপভোগের স্বাধীনতা—যাহার ফলে নারী জাতির ভীষণ দুর্গতি অনিবার্য্য।

এই দীর্ঘকাল অবিবাহিত অবস্থায় তরুণ তরুণীরা যখন ভালবাসার পরার্থপর সুখ হইতে বঞ্চিত হইল তখন তাহাদিগের জীবনের উপভোগ্য ও কাম্য কি রহিল ? * অধিকাংশের পক্ষে স্বার্থপর বিষয়ভোগ সুখ মাত্র। সুতরাং পুরুষ ও নারীর উভয়েরই বিলাসিতা ও ভোগ সুখের লালসা অতিশয় বর্দ্ধিত হইল—তাহাই অধিকাংশ লোকের একমাত্র কাম্য ও উপভোগ্য রহিল, এইরূপে ভোগ লালসা ও আত্ম প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টার অতি বৃদ্ধির কতকগুলি গুরুতর মন্দ ফল হয়। যথা ঃ—

প্রথমতঃ—অর্থ না থাকিলে কোন ভোগ সুখ পাওয়া যায় না, সুতরাং সকলেই অধিকতর অর্থ পাইবার জন্য ব্যগ্র হয়—সমাজে অর্থের প্রভাব অতিবৃদ্ধি হয় তাহা পাইবার জন্য দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়—এজন্য হৃদয়ের সৎ ও কোমল বৃত্তিগুলি বলি দিতে হয়—ভালবাসাতেই হৃদয় সরস থাকে তাহা না পাওয়ায় সকলেরই হৃদয় ক্রমে শুষ্ক ও কঠোর হয়। —সহানুভূতি, দয়ার উৎস ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়ে—আমোদ, উত্তেজনা, বিলাসিতাই একমাত্র কাম্য হয়— তাহাতে স্বাস্থ্যহানিও হয়।

দ্বিতীয়তঃ—দরিদ্রদিগের জীবন ভীষণ কষ্টকর হয়। সকলেরই ভোগ লালসা বৃদ্ধি হইয়াছে—সাম্যবাদ প্রচারিত হইয়াছে—লোকের শারীরিক ও মানসিক শক্তি ও প্রবৃত্তির বিভিন্নতায় ভোগ্যবস্তুর সাম্য

* মনুষ্যজীবনে তিন প্রকার সুখ আছে (১) স্বার্থপর বিষয়ভোগ সুখ, কাম উপভোগ, (স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান লাভের চেষ্টা বিষয়ভোগ সুখেরই অন্তর্গত) (২) পরার্থপর ভালবাসার ও ত্যাগের সুখ—ভগবদ্ভক্তি ও তাহার অন্তর্গত (৩) জ্ঞানার্জ্জনের সুখ।

হইতে পারে না —তাহা অল্পলোকই দেখে ও বোঝে—কিন্তু যখন অপরের অধিক ভোগসুখ দেখে তাহারা তাহা পাইতে চায়—তজ্জন্য প্রায় কোন অবস্থাতেই তাহাদের সন্তোষ ও তৃপ্তি থাকে না—লোকেরা বিশেষতঃ দরিদ্ররা ঈর্ষাপরায়ণ হয়—সহজেই ধনী বিদ্বেষ উদ্দীপিত হয়। এই জন্যই পাশ্চাত্যে ধনী ও শ্রমিক বিদ্বেষ ও বিরোধ এত উত্থিত হইয়াছে—ধনী মাত্রেই অন্যায্য উপায়ে ধন সঞ্চয় করিয়াছে—তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহারা দুর্বৃত্ত, এই বিশ্বাস হয়! একে ভোগলালসার অতি বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা পায় না—অন্য সুখও নাই তাহাদিগের জীবন ভালবাসার অভাবে শুষ্ক ও কঠোর হইয়াছে—সুতরাং তাহারা নেশাখোর, জুয়াড়ি নৃশংস, দুর্বৃত্ত পাষণ্ড সহজেই হইয়া পড়ে। এই জন্য পাশ্চাত্যের নিম্ন-শ্রেণীর লোকদিগের জীবন এত বীভৎস, তাহা কিরূপ তাহা পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য নিউইয়র্ক সহরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদালতের জজ Justice Wesley Howard এর লিখিত "Is Civilazation worth Having নামক পুস্তকের বর্ণনা তুলিয়া দিলাম—"The development of man has produced an underworld where boys are taught to be thieves and girls trained to walk the streets, the land of dope-fields, degenerates, hags, harlots, pickpockets, paupers and those who prowl in the dark and flit like spectres in the grey of morning. In this region of the wretched, babies are strangled, the old are abandoned the sick neglected, the weak maltreated, the insane tortured. the young polluted, the woman lies in confinement in the same room where thugs swear and gamble, the dying gasp and struggle while thieves smoke and wrangle, children play and prattle while harlots drink and gabble" ("মনুষ্যের উন্নতির ফলে এক নিম্ন-জগৎ হইয়াছে যেখানে বালকদিগকে চুরি করিতে ও বালিকাদিগকে রাস্তায় গণিকা বৃত্তি করিতে শিখান হয়। এখানে অকর্ম্মণ্য নেশাখোর অধঃপতিত পাপাশয়দিগের কুৎসিত বৃদ্ধাদিগের

বেশ্যাদিগের, গাঁটকাটাদিগের, ভিক্ষুকদিগের ও যাহারা অন্ধকারে কুমতলবে ঘুরিয়া বেড়ায় ও ভোর হইবামাত্র ভুতের মতন সরিয়া পড়ে, তাহাদিগের বাস, এই হতভাগ্য পাষণ্ডদিগের বাসস্থানে কচি ছেলেদিগকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলা হয়, বৃদ্ধরা পরিত্যক্ত হব, রোগগ্রস্তদিগকে কেহ দেখে না। দুর্ব্বলরা অত্যাচারিত হয়, পাগলদিগকে নিদারুণভাবে যন্ত্রণা দেওয়া হয়, তরুণ তরুণীদের কলুষিত করা হয়। তথায় একই ঘরে প্রসূতিরা শুইয়া থাকে, ডাকাতেরা দিব্য-গালে ও জুয়া খেলে, আসন্নমৃত্যু 'খাবিখায়', চোরেরা ধুমপান ও কলহ করে, ছেলেরা খেলে ও আধ-আধ কথা কয়, বেশ্যারা মদ খায় ও বকাবকি করে,") আবার অগাধ ধনী AlCapone এর মতন গুণ্ডার সর্দ্দার আছে যাহারা রাজনৈতিক সভার সভ্য, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট্, বড় বড় পুলিসের কর্ম্মচারীদিগকে উৎকোচ দিয়া তাহাদিগের বশে আনে। এইরূপ বীভৎস নিম্ন জগৎ পাশ্চাত্যে প্রায় সকল সহরেই আছে বলিয়া প্রকাশ আছে। এই সকল লোকদিগের আয় ও বেকারদিগকে যে হারে রাজ সরকার সাহায্য করে, অনেকস্থলেই তাহা এ দেশের গরীব গৃহস্থের অপেক্ষাও অধিক। সেখানে তাহারা সকলেই প্রাথমিক শিক্ষা পাইয়াছে। সুতরাং এই গরীব দেশে এখানে লোক শতকরা ৯৫ জন নিরক্ষর—লোকদিগের গড়পড়তা মাসিক আয় ৫।৭ টাকা মাত্র—পাশ্চাত্যদেশের ন্যায় সমাজ গঠন হইলে—যাহা ক্রমশঃই হইয়া আসিতেছে—সকল গরীবদিগের (বিশেষতঃ গরীব নারীদিগের, কি ভীষণ দুর্গতি ও অধঃপতন হইবে তাহা সকলেরই বিশেষ চিন্তা করা উচিত—ইতি মধ্যেই ঐরূপ অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছে। এখানের নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর লোকরা যে পাশ্চাত্যদিগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত) বহু উন্নত তাহা যে আমাদের সমাজ গঠনের ফলেই হইয়াছে—তাহা সকলের দেখা উচিত।

তৃতীয়তঃ—ভোগ লালসার বৃদ্ধির জন্য যেমন সমাজের অভ্যন্তরে দুর্নীতির প্রশ্রয় পায়, জাল জুয়াচুরি, চুরি ডাকাতি, খুনাখুনি বাড়ে—অপেক্ষাকৃত ধনীরাও দুর্নীতি পরায়ণ হয়, ছলে বলে পরের ধন অপহরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়—রাষ্ট্রশক্তিও সেইরূপ দেশের ধন বাড়াইবার জন্য

দুর্নীতি অবলম্বন করিয়া থাকে, অপর ধনী জাতিদিগের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণও হয়—অপর দেশ জয় করিবার প্রবৃত্তিও উদ্দীপিত হয়—তজ্জন্য তাহারা বহুদেশ জয় করিয়াছে—তাহাদিগকেও আত্মরক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। এই সকল কারণে সর্ব্বত্রই সমর-সজ্জা বাড়িতেছে—সকলেই সৈনিকের কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছে—সর্ব্বধ্বংসী সমরানল অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে—তজ্জন্য সকলের জীবন ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছে, সৈনিকদিগের বেপরোয়া জীবন পারিবারিক জীবনের সহিত অসামঞ্জস—ইহার ফলেও নারীদিগের বিবাহ হওয়া দুঃসাধ্য হয়—গৃহও সুখ শান্তিদায়ী হয় না—তাহাও নারীদিগের দুর্গতি বৃদ্ধির কারণ হয়।

চতুর্থতঃ—এই দীর্ঘকাল অবিবাহিত অবস্থায় থাকার নিমিত্ত নারীদিগকে কতপ্রকার ও কত অধিক দুর্গতি ভোগ করিতে হয়—এবং বিবাহ ও সুখশান্তিদায়ী হইতে পায় না—গৃহই (home) লোপ পাইতে বসিয়াছে—সমাজের কত অন্য প্রকার অমঙ্গল হয় তাহা দ্বিতীয় ও অন্যান্য প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ—এই দীর্ঘকাল অবিবাহিত অবস্থায় অধিকাংশ নারী-দিগকেই পেটের দায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়—তাহার যে সকল কুফল হয় তাহা প্রথম প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে।

স্ত্রীলোকদিগের অর্থোপার্জ্জনের যে সকল কুফল হওয়ার কথা লেখা হইয়াছে তাহা পাশ্চাত্য-বিদ্বেষী কূপমণ্ডুক প্রাচীন পন্থীদিগের কল্পনা প্রসূত নয়—এ সকল কথা নারী স্বত্ব প্রসারের একজন প্রধান-নেতা Ellen Key ঐরূপ স্বত্ব প্রসারের কুফল প্রত্যক্ষ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন—তাহা এই স্থলে তুলিয়া দিলাম। * তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন

---

* To every thoughtful person it is becoming increasingly evident that the human race is approaching the parting of the ways for its future destiny. Either, speaking generally the old division of labour, founded in nature must continue, that by which

যে পুরুষ ও নারীর কর্ম্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ পৃথক না হইলে গৃহই লোপ পায়। গৃহই এতকাল স্বার্থ সংঘর্ষতাপ দগ্ধ জীবন-মরুভূমিতে মরূদ্যান (oasis) ছিল—নারীদিগের ভালবাসার উৎসেই তাহা সৃজিত হইত—তাহাই মনুষ্য জীবনের আরামের, সুখ-স্বচ্ছন্দতার,তৃপ্তির স্থল ছিল তাহাই পাশ্চাত্য

---

the majority of women not only bear but bring up the new generation within the home ; that the men directly in marriage or indirectly by state provision, for motherhood should work for women's support during the years they are performing this service to society ; and that women, during their mental and bodily development should aim in the habits of life at preserving their fitness for their possible mission as mothers.

Or, on the other hand, women must be brought up for relentless competition with men in all departments of production, thus necessarily losing more the power and the desire to provide the race with new human material and the state must undertake the breeding as well as the rearing of children in order to liberate her from the cares which at present must hinder her freedom of movement.

Any compromise can only relate to the extent and not to the kind of division of labour ; for no hygienic however intelligent, no altered conditions of society with shorter hours of labour and better pay, no new system of study with moderate brain work, can abolish the law of nature ; that woman's function as a mother directly and indirectly, creates a need of caution which at times interferes with her daily work, if she obeys the need ; while if on the other hand she disregards it, it revenges itself on her and on the new generation. Nor could any improvement in the care of children and domestic arrangements prevent what always remains above these things—if the home is to be more than a place for eating and sleeping, from taking up time and thought,

সমাজ গঠনের দোষে ও কতকগুলি ভুল মতবাদ ও বিশ্বাসের জন্য লোপ পাইতে বসিয়াছে। দুঃখের বিষয় এ দেশের সংস্কারকরা তাহা দেখেন না—তাঁহারা পাশ্চাত্যদিগের পন্থাই অনুকরণ করিতেছেন—অর্থোপার্জ্জনের পথ নারীদিগের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিতে চাহিতেছেন। বহু ধনী স্বাধীন পাশ্চাত্য দেশেই নারীদিগের জন্য অর্থোপার্জ্জনের পথ উন্মুক্ত করার ফলেই নারীদিগের দুর্গতি ক্রমাগতই বাড়িতেছে—এখন এত বাড়িয়াছে যে ঐরূপ অধিক নারী স্বত্ব প্রসারক পাশ্চাত্য দেশেই কেবল জীব জগতে অদৃষ্ট, ইতিহাসে অশ্রুত, পুরুষ ও নারীর ভিতর বিদ্বেষ-ভাব, নারী বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে—বিবাহই বিফল এ কথা উঠিয়াছে—গৃহই লোপ পাইতে বসিয়াছে তাহা আমরা পাশ্চাত্যের মোহান্ধতায় দেখি না।

এ দেশে যতই আমাদিগের সমাজ গঠন, শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ অবজ্ঞাত হইতেছে ততই এদেশের নারীদিগের দুর্গতি বাড়িতেছে—বিবাহের বয়স ক্রমাগতই দ্রুতবেগে বাড়িতেছে—অল্পদিনেই অধিকাংশেরই পক্ষে অসম্ভব হইবে ; অনেক তরুণী বিবাহের আশা ইতিমধ্যে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন—ইহাতেও আমাদিগের মোহান্ধচক্ষু উন্মীলিত হইতেছে না। এ দেশের অর্থোপার্জ্জনের পথ অতিশয় সঙ্কীর্ণ—শিক্ষিত বেকার সমস্যা ভীষণ হইয়াছে—বিবাহ না হইলে অধিকাংশ নারীদিগকে যে পরে পেটের দায়ে দাসীগিরি ও বেশ্যাবৃত্তি করিতে হইবে—অন্য কোন উপায় নাই বলিলেই চলে—নিকট ভবিষ্যতে হইবার বিশেষ কোন সম্ভাবনা নাই—তাহা সকলের দেখা ও ভাবা উচিত।

---

powers and feelings. If therefore, we are to retain the old division of labour, under which the race has hitherto progressed, then women must be brought back to the home,"

See "Love and Marrriage" Chapter VI. Page 211.

সপ্তদশ প্রবন্ধ

নারীরা অর্থোপার্জ্জনাদি কর্ম্ম করিতে নামার কুফল দেখিয়া হিট্‌লার ও মুসোলিনী জার্ম্মানি ও ইটালীতে তাঁহাদিগের গৃহে ফিরিয়া যাওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করেন দেখিয়াছি। এ দেশে এখনও বোধ হয় অতি নগণ্য সংখ্যক লোক আছে যাহারা নারীদিগের বিবাহ হওয়ার আবশ্যক নাই বলিয়া মনে করে। সুতরাং সে কথা আলোচনা করিবারও আবশ্যক নাই। যদি তাহাদিগের বিবাহ হওয়া বাঞ্ছনীয় হয় তাহা হইলে আমাদিগের কি কর্ত্তব্য তাহাও দেখিতে হয়। বহু নারীদগের বহুকাল বিবাহ না হইলে তাহারা অর্থোপার্জ্জনাদি কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। সেরূপ করা—যাহা পূর্ব্বে নারীস্বত্ব প্রসার বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল—তাহার কুফলে যে নারীদিগের দুর্গতি ভীষণ হয়—দেশেরও নানারূপ অমঙ্গল হয়—গৃহই লোপ পায় তাহা এখন পাশ্চাত্যরা দেখিতে পাইতেছেন—জার্ম্মানি ও ইটালীতে তাহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলা হইতেছে—কিন্তু তাহারা গৃহে ফিরিয়া যায় কি করিয়া? অনেক পুরুষরা যদি বহুকাল বিবাহ না করে—অনেকে চিরকালই না করে—তাহা হইলে তাহারা অবিবাহিত অবস্থায় গৃহে বসিয়া থাকে কি করিয়া?—তাহারা এখন কি করিবে? শুধু রাজ সরকারের চাকুরীতে, অবিবাহিতদিগকে পছন্দ না করায় বা বিবাহকালীন কিঞ্চিৎ সাহায্য দানে অতি অল্প সংখ্যক বিবাহ বৃদ্ধি হইতে পারে মাত্র, পেটের দায়ে অধিকাংশকে—সময় কাটাইবার জন্যও অনেককে অর্থোপার্জ্জনাদি কর্ম্ম করিতেই হইবে—অনেকে তাহা করিতে যাওয়ার কুফলেই গৃহই লোপ পায়—তাহা দেখিলাম। সুতরাং তাহার একমাত্র উপায় আছে—যাহা হিন্দু মনীষিগণ করিয়াছিলেন—সকল পুরুষকে প্রথম যৌবনেই বিবাহ করিতে বাধ্য করা, অন্য কোন অবলম্বনীয় উপায় নাই। রুষিয়া সকল নারীদিগকে সকল কর্ম্ম করিতে দিয়া—তাহাদিগের হয়তো গ্রাসাচ্ছাদনের

বন্দোবস্ত করিতে পারিয়াছেন—কিন্তু সেরূপ করিলে হয়তো পুরুষ ও নারীর একত্র সহবাস হইতে পারে—কিন্তু তাহাতে গৃহের সুখ শান্তি স্বচ্ছন্দতা,আরাম ও তৃপ্তি পাওয়া যায় না—তাহা এলেন কী (Ellen Key) দেখাইয়াছেন। নারীদিগের যে সকল গুণে গৃহ পাতান সম্ভব হয়—অর্থোপার্জ্জনাদি আত্ম প্রতিষ্ঠালাভের কার্য্য করিতে হইলে সেই সকল গুণ ক্ষীণ হয়। গৃহের সুখশান্তি নির্ভর করে—নারীর মাতৃত্বের অঙ্গীভূত ত্যাগ শীলতায়, পরার্থপরতায়—সন্তানের ও স্বামীর প্রতি ভালবাসার জন্য,তাহাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দ স্থাপনের জন্য, কষ্ট নিবারণের জন্য, নিজের কষ্ট স্বীকার করায়, তাহাতে সুখ বোধ করায়—অর্থোপার্জ্জনাদি আত্ম প্রতিষ্ঠা লাভের কার্য্য তাহার বিরোধী হওয়ায় সেরূপ কার্য্য করায় গৃহ সুখ শান্তিদায়ী করিবার শক্তি নারীদিগের ক্ষীণ হইয়া যায়। সেই জন্যই Ellen Key বলিয়াছেন নারীদিগের কর্ম্মক্ষেত্র ও কার্য্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কিরূপ বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্র তাহাদিগের জন্য করিতে হইবে তাহা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই—গৃহ কর্ম্ম যে করিতে হইবে সেইটুকু মাত্র বলিয়াছেন।

পাশ্চাত্যের গৃহ যত সঙ্কীর্ণ—কেবল স্বামী ও অবিবাহিত সন্তান লইয়া হয়—শুধু সেইরূপ সঙ্কীর্ণ গৃহকার্য্যে নারীদিগের সকল কর্ম্মশক্তি নিয়োজিত হইতে পারে না—তজ্জন্যই শিক্ষিতা নারীরা তাহা অতি তুচ্ছ ও হেয় মনে করেন। হিন্দু মনীষিগণ যৌথ পরিবার প্রথা স্থাপনের দ্বারায় একদিকে যেমন পুরুষদিগের প্রথম যৌবনে বিবাহ করা সহজ করিয়াছিলেন—স্ত্রীপুত্রাদি নিজের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সক্ষমতা অর্জ্জনের জন্য বহুকাল অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য হয় নাই—তজ্জন্যই সকল নারীরা বিবাহিতা হইতে পারিতেন—অপরদিকে তেমনই গৃহও সেই প্রথায় বহু বিস্তৃত করা হইয়াছিল—সেই যৌথ পরিবারস্থ সকলের সুখশান্তি বিধান করিতে অধিকাংশ নারীদিগের কর্ম্মশক্তি পূর্ণভাবে নিয়োজিত হইতে পারিত। পরে দেখিবেন যে হিন্দু মনীষিগণ নারীদিগের কর্ম্মক্ষেত্র ও কার্য্য কি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—সে কার্য্য এত মহৎ ও বিস্তৃত যে তাহাতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। যাহাদিগের কর্ম্মশক্তি ও

সুবিধা অধিক, তাহাদিগের সেই শক্তিও অপচয় হইতে পায় না। নিম্নলিখিত কতকগুতি পাশ্চাত্যে প্রচলিত মতবাদ, যাহা এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠ ও মঙ্গলজনক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা গৃহ সুখ শান্তিদায়ী হওয়ার পক্ষে অন্তরায় বলিয়া সেইগুলিও পরিত্যাজ্য ঃ—

পুরুষ নিজে স্ত্রীপুত্রাদি সম্যক্ প্রতিপালন সক্ষম না হইলে বিবাহ করা উচিত নয়—এই মতবাদটী প্রচলিত থাকিলে অতি অল্প পুরুষই প্রথম যৌবনে বিবাহ করিতে পারে—নারীরা বিবাহিতা হইতে পায় না—তাহারা অশেষ দুর্গতি ভোগও করে। বহুধনী স্বাধীন পাশ্চাত্যে তাহার যত কুফল হইয়াছে আমাদিগের মত গরীব পরাধীন দেশে—বোধ হয় শতকরা ৯০টীও বহুকাল অবিবাহিত থাকিতে হইবে—যে সকল কুফল পাশ্চাত্যে হইয়াছে—নারীদিগের যত দুর্গতি হইয়াছে এখানে তাহার শতগুণ বর্দ্ধিত হইবে।

পাশ্চাত্যেরা ভোগ সুখের অত্যধিক প্রাধান্য দিয়াছেন আমরাও তাহাদিগের দেখিয়া সেইরূপ অধিক ও আমাদিগের সাধ্যাতিরিক্ত ভোগ সুখপ্রবণ হইতেছি। ভোগসুখের সুখ শান্তি দায়িত্বের ক্ষমতা অতি অল্প, সকলেরই জীবনের অভিজ্ঞতা তাহা প্রমাণ করে, ক্রোরপতিরাও আত্মহত্যা প্রতি বৎসরই করে, সকল শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ তাহা তুচ্ছ করিয়াছেন। দৈন্য ভীতির কাপুরুষতা অতিশয় হেয়—ভোগ সুখেচ্ছা সংযত করিবার শিক্ষা ও আসক্তি ত্যাগের শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। ভাল বাসিতে পাওয়া ও ভালবাসা পাওয়াই (শুধু সকাম ভালবাসা নয়) জীবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ—বিশেষতঃ নারীদিগের—তাহা সকল কবি ও দার্শনিকের দ্বারায় একবাক্যে স্বীকৃত। হিন্দু মনীষিগণ তাহাই যাহাতে সকলেই পায় তাহারই সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। তাহাই তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষ্যছিল।

নারীদিগের সতীত্ব সম্বন্ধে যে শিথিলতা আসিয়াছে তাহাও ত্যাগ করিতে হইবে, আজ্ঞা পালন যেমন সৈনিকদিগের প্রধান ধর্ম্ম, সতীত্বও নারীদিগের মঙ্গলের জন্য তেমনই প্রধান ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে—তদ্ভিন্ন গৃহ সুখ শান্তিদায়ী হইতে পারে না—সন্তান দিগেরও দুর্গতি হয়। শুধু

বিবাহিতা দিগের সতীত্ব আবশ্যক নয়—কুমারী ও বিধবাদিগের ও, নারী-সমষ্টির মঙ্গলের জন্য অত্যাবশ্যক—তাহা না থাকিলে পুরুষরা সহজে কাম চরিতার্থ করিতে পায়—বিবাহের জোয়াল ঘাড়ে লইতে চায় না—তজ্জন্য বিবাহ সংখ্যাও কমিয়া যায়—বিবাহও পরস্পরের প্রতি সন্দিগ্ধতায় সুখ শান্তি দায়ী হয় না। পাশ্চাত্যে প্রচলিত স্বাধীনতাবাদই কতক পরিমাণে সতীত্ব সম্বন্ধে শিথিলতার প্রশ্রয় দিতেছে। সেই মতবাদটিও আমরা ভুল বিবেচনা করি তাহাও পরে আলোচিত হইবে।

পাশ্চাত্যদিগের চক্ষে নারীরা পুরুষের চিত্ত বিনোদিনী রঙ্গিণী, মোহিনী, রমণী, সখী, সহচরী, সহযোগিণী, তাঁহাদিগের জীবনের কার্য্যই পুরুষের সকল প্রকার কর্ম্মে, চিন্তা ধারায়, আমোদে, আহ্লাদে, খেলায় যোগদান করা—পুরুষরা বিবাহ করিয়া স্ত্রীর নিকট সেইরূপ সাহচর্য্য প্রত্যাশা করে এবং নারীদিগকে তদনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। বিখ্যাত ফরাসীদেশের বৈজ্ঞানিক M. এবং Madam Currieর মতন (তিনিও স্বামীর মৃত্যুর পরে আবার বিবাহ করিয়াছিলেন)সাহচর্য্য তাহারা চাহে। এই মতবাদ ও মনোভাব আমরা ভুল বিবেচনা করি তাহাতে যে নারীদিগের প্রকৃতিজ বৈশিষ্ট্য উপেক্ষিত হইতেছে—তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করা হইতেছে তাহা তাঁহারা দেখেন না।

হিন্দুদিগের চক্ষে নারীরা পরার্থপরতার, ত্যাগশীলতার জীবন্ত মূর্ত্তি—মাতা—তাঁহারা জগজ্জনীর, জগদ্ধাত্রীর গৃহে গৃহে মূর্ত্ত প্রকাশ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পুরুষ ও নারীর পার্থক্যই মাতৃত্বে সুতরাং মাতৃত্বই স্ত্রীত্ব, নারীত্ব। নারীদিগের মাতৃত্বের উপর সৃষ্টি নির্ভর করে সুতরাং মাতৃত্বই তাঁহাদিগের জীবনের প্রধান কার্য্য তজ্জন্য হিন্দু মনীষিগণ তাঁহাদিগকে মাতা বলিয়াছিলেন। মাতার কার্য্যই পরার্থপর—সন্তানের কষ্ট নিবারণের জন্য, সুখ সচ্ছন্দতার জন্য, নিজের কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করা এবং এইরূপ কার্য্য করিবার জন্য তাহাদিগের প্রকৃতিগত প্রেরণা আছে—দক্ষতাও আছে এবং সেরূপ কার্য্য করাইবার জন্যই প্রকৃতি তাহাদিগের তাহাতে বিশেষ সুখ বোধ দিয়াছেন। হিন্দুরা তজ্জন্য তাঁহাদিগকে প্রধানতঃ পরার্থপরকার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সকলের

সহিত (স্বামীর সহিতও) * মায়ের মত ব্যবহার করিবেন এই প্রত্যাশা করেন—ইহা তাঁহাদিগের প্রকৃতিগত মাতৃভাবেরই বিকাশ মাত্র এবং তাহা বিকশিত করিবার জন্য যাহাতে তাঁহারা সকলের নিকট মায়ের মতন পূর্ণভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা যত্ন পান তাহার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহাদিগের জীবনের প্রধান—বোধ হয় শ্রেষ্ঠ উপভোগ ও তজ্জন্যই 'ভর্তৃ, ভ্রাতৃ, পিতৃ, জ্ঞাতি, শুরু, শ্বশুর দেবরৈঃ। বন্ধুভিশ্চ স্ত্রীয়ঃ পূজ্যাঃ ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ" এই অনুজ্ঞা যাজ্ঞবল্ক্য দিয়াছিলেন ও ঐ শ্লোকে, 'পূজ্যা' এই কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলেন—তজ্জন্যই যে নারী আমাদের গলগ্রহ হইয়া পড়েন তিনিও আমাদিগের পূজ্যা বলিয়া বুঝিতে হইবে, ইহা আমাদিগের শাস্ত্রের বিধান। পরার্থপর মহৎ লোকদিগকে সকলেই সম্মান করিয়া থাকে নারীদিগের কার্য্যই পরার্থপর বলিয়াই যে নারীরা আমাদিগের গলগ্রহ হইয়া আইসে তাহাদিগকেও সবিশেষ সম্মানের সহিত পালন করিবার বিধি আমাদিগের শাস্ত্রে আছে, তজ্জন্যই উক্ত শ্লোকে 'পূজ্যা' কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। অপরিচিতা নারী-দিগকেও আমরা সচরাচর মাতৃ সম্বোধন করিয়া থাকি—আমাদের দেশের ডাকাতরা পর্য্যন্তও সচরাচর কোন নারীর প্রতি শারীরিক অত্যাচার এখনও করে না। বিবাহ হইবামাত্র হিন্দু বধূরা স্বামীগৃহে আসিয়া সকলের সহিত মায়ের মতন ব্যবহার করিবেন সে প্রত্যাশা অবশ্য কেহ করিত না—তখন তাঁহারা শ্বশ্রূর অথবা অন্য গৃহকর্ত্রীর কর্তৃত্বাধীনে তাঁহাদিগের জীবনের পরার্থপর কার্য্যের শিক্ষানবিশী করিতেন। আমাদিগের নারীর কর্ম্মক্ষেত্র সচরাচর গৃহের ভিতরে—কেবল প্রবীণারা অন্য কার্য্যও করিতেন। নারী সম্বন্ধে হিন্দুর আদর্শের ও মনোভাবের এই মৌলিক পার্থক্য না বোঝার নিমিত্ত যত গোলযোগ হইতেছে—নব্যতন্ত্রীরা পাশ্চাত্য মনোভাব গ্রস্ততায় তাঁহাদিগকে সহচরীর চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন—তদুপযোগী শিক্ষা ও সমাজ বিধান করিতে চাহিতেছেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে দাম্পত্য প্রেমের দুইটী প্রধান অঙ্গ আছে—

* কুশণ্ডিকার মন্ত্রে আছে—"দশাস্যান্ পুত্রান্ আধেহি-পতিম্ একাদশম্ কৃধি।"

একটী সখা-সখী ভাব অপরটী পিতৃমাতৃ ভাব। এই দুইটী ভাবের একত্র সমাবেশেই শ্রেষ্ঠ দাম্পত্য প্রেম হয়—সেরূপ শ্রেষ্ঠ প্রেম অতি অল্পই দেখা যায়—অতি অল্প লোকই তাহা পাইতে পারে। যখন এই দুইটী ভাবের একত্র সমাবেশ সচরাচর প্রায় অসম্ভব, তখন উহার ভিতর একটীর দিকে প্রধান লক্ষ্য রাখিতে হয়। এখন দেখা যাউক কোনটি অধিক বাঞ্ছনীয়—কোন্‌টি সচরাচর পাওয়া যাইতে পারে, কোন আদর্শ টা নারীদিগের ও সমাজের পক্ষে অধিক মঙ্গলজনক।

আমরা দেখিয়াছি যে জীবজগতের ক্রমবিকাশের বহু সোপান অতিক্রম করিয়া স্ত্রীজাতিরা প্রথমে মাতা হইয়াছে—শাবকদিগকে যত্ন করে—তখনও পুংজন্তুর সহিত অন্য কোন সাহচর্য্য নাই—ক্রম বিকাশের ধারায় তাহার পরে তাহারা পুং জন্তুর সহচরী হইয়াছে—কিন্তু সে সাহচর্য্য ও কেবল শাবক পালন কার্য্যেই পর্য্যবসিত। সুতরাং মাতার কার্য্যের জন্য নারীরা ক্রম বিকাশ ধারায় যত পূর্ব্ব হইতে গঠিত, তৎকার্য্যোপযোগী যে প্রকৃতিগত প্রেরণা ও দক্ষতা তাহাদের আছে—সহচরীর কার্য্যে সেরূপ প্রকৃতিগত প্রেরণাও নারীদিগের নাই—দক্ষতাও নাই—সন্তান পালন কার্য্যের জন্য যতটুকু সাহচর্য্য আবশ্যক কেবল ততটুকু মাত্র উপযোগিতা ক্রম বিকাশের ধারায় প্রকৃতি হইতে নারীরা পাইয়াছেন তদূর্দ্ধে কোন উপ-যোগিতা নাই। সুতরাং প্রকৃতির নিয়মে নারীরা প্রথমতঃ ও প্রাধনতঃ মাতা, সহচরী নয়। তাহাদিগকে সকল বিষয়ে পুরুষের সাহচর্য্য করিতে হইলে সেই উপযোগিতা মনুষ্য জীবনেই অর্জ্জন করিতে হয়। অতএব দেখা যায় হিন্দুর আদর্শ ও বিশ্বাসই জীব বিজ্ঞান সমর্থন করে।

পাশ্চাত্যেরা নারীদিগকে সখী সহচরী বলিয়া দেখে বলিয়াই সকল বিষয়েই তাহাদিগকে সাম্য বা সমান অধিকার দিতে চাহে ও ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা ও সাম্যবাদ প্রচারের পর হইতেই উত্তরোত্তর সকল বিষয়ে সমান অধিকার দিয়া তাহারা যে অধিক নারী সম্মানকারী ও নারী-স্বত্ব প্রসারক বলিয়া জাহির করে। আমরা সেরূপ সকল বিষয়ে সমান অধিকার দিই নাই বলিয়া আমরা নারী নিগ্রহী ইহা প্রঘোষিত হইয়াছে—পাশ্চাত্যের সখের গোলাম নব্যতন্ত্রীরা তাহা অবনত মস্তকে

মানিয়া লয়েন—নারীদিগকে সেইরূপ সকল বিষয়ে সমান অধিকার দিতে চাহিতেছেন পাশ্চাত্যভাবগ্রস্তা শিক্ষিতা মহিলারাও সেইরূপ অধিকার পাইবার প্রয়াসিনী হইয়াছেন—ভারত নারীর নীচ বা হেয় অবস্থার জন্য কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই দেখেন না যে তাহাতে বড় জোর সাম্য হয়—যাহা এখনও কোথাও হয় নাই—শরীর গঠনের ও প্রকৃতিগত কার্য্যের পার্থক্যের জন্য হইতেই পারে না। কিন্তু নারীদিগকে মাতা বলায় মাতার স্থান সন্তানের অপেক্ষা সর্ব্বত্রই উচ্চ ও অধিক মান্যের হওয়ায়—হিন্দুরা নারীদিগকে পুরুষের অপেক্ষা উচ্চ ও অধিক সম্মানের স্থান দিয়াছিলেন তাহা দেখেন না—তাঁহাদিগকে পুরুষের সমান বলায়, সমান করিয়া লইতে চাওয়ায় তাঁহাদিগকে উচ্চ ও গৌরবের স্থান হইতে নিম্নেই টানিয়া আনিতেছেন, তাহা পাশ্চাত্যের মোহান্ধতায় দেখেন না। নারীদিগকে অধিকতর উচ্চ ও মান্যের স্থান হিন্দুরা দিয়াছিল বলিয়াই ভগবানকে নারী আকারে কল্পনা করা সম্ভব হইয়াছিল—পূরাণে অসুর পরাজিত দেবতারা বার বার শ্রীদুর্গার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন ও তাঁহারই কৃপায় রক্ষা পাইয়াছিলেন লেখা আছে।

এখন দেখা যাউক নারীদিগকে সহচরী ভাবায় ও সেই অনুযায়ী কার্য্য করিতে দেওয়া ও সেইরূপে কার্য্য তাহারা করিবে এই প্রত্যাশা করা এবং তাহাদিগকে মাতৃজাতীয়া ভাবা ও সেই অনুযায়ী কার্য্য করিতে দেওয়া ও সেইরূপ কার্য্য তাহারা করিবে প্রত্যাশা করা, কোন্‌টী নারীদিগের ও সমাজের পক্ষে অধিক মঙ্গলজনক।

প্রথমেই দেখা যাউক এই সহচরী হওয়ার অর্থ কি? এই সাহর্যচ্য করিতে হইলে কিরূপ উপযোগিতা নারীদিগকে অর্জ্জন করিতে হয়? এবং সেরূপই করা সচরাচর সম্ভব কিনা ও তাহা তাঁহাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতাদায়ী কি না? সাহচর্য্য করিবার অর্থ এই যে পুরুষরা যে সকল কার্য্য করে ও তাহাদিগের চিন্তার ধারা যেরূপ—অভাব আকাঙ্ক্ষা যেরূপ তাহাতে নারী-দিগের সহানুভূতি থাকিবে এবং তাহাতে কতকভাবে যোগদান ও সহায়তা করিবে। সকল সভ্য সমাজেই পুরুষদিগের কার্য্য বহু বিভিন্ন মুখী—কোন লোকই সমাজের আবশ্যকীয় সকল কার্য্যের উপযোগিতা অর্জ্জন

করিতে পারে না, সকল লোকই তজ্জন্য সমাজের আবশ্যকীয় কর্ম্মের কোন একটী বা দুই চারিটী কার্য্যের উপযোগিতা অর্জ্জন করে বা করিবার চেষ্টা পায়, আর বক্রী কর্ম্মের বিষয়ে মোটামুটি ভাবে কিছু জানিতে চেষ্টা করিতে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অতি অল্প লোকই তাহা জানিতে পারে বা জানিতে চেষ্টা করে। সুতরাং নারীকে পুরুষের সহচরী ভাবায় নারী-দিগকেও পুরুষের মতন সমাজের আবশ্যকীয় কোন একটী বা দুই চারিটী কর্ম্ম করিবার উপযোগিতা অর্জ্জন করিতে হয়—বক্রী সকল বিষয়ে মোটা-মুটি ভাবে কিছু জানিতে চেষ্টা করিতে হয়—অল্প স্ত্রীলোকই তাহা করিতে পারেন। সে যাহাই হউক, উহা নারীদিগের সাধারণ শিক্ষার অন্তর্গত। কিন্তু যখন পুরুষরা বিবাহিত জীবনে স্ত্রীকে সহচরী ভাবে পাইতে চায় তখন ব্যক্তিগত ভাবে তাহার সকল কর্ম্মে, চিন্তার ধারায়, মনোভাবে, আকাঙ্ক্ষায়, খেলায় আমোদেও যোগদান সাহায্য বা সহানুভূতি প্রত্যাশা করে নারীরাও সেইরূপ সহচর স্বামী চায়। মানুষের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, বুদ্ধি, বিদ্যা মনোভাব চিন্তারধারা, অভাব আশা আকাঙ্ক্ষার অসংখ্য পার্থক্য আছে—ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক লোকই বিভিন্ন। সুতরাং কোন একটী পুরুষ বা নারীর প্রকৃত সহচরী বা সহচর অতি অল্প লোকই হইতে পারে—তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়—খুঁজিতে খুঁজিতে বহুকালই কাটিয়া যায়—ইটালির গ্যারিবল্ডি আনিটাকে (Anita) খুঁজিয়া পাইলেন ব্রেজিলে গিয়া। সুতরাং এইরূপ সহচরী-সহচর চাওয়ার প্রথম ফল হইল এই যে পুরুষ ও নারীর উভয়কে বহুকাল অবিবাহিত থাকিতে হইল। একেতো পাশ্চাত্যে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকার ফলে বহু পুরুষকেই বহুকাল—অনেককে চিরকালই অবিবাহিত থাকিতে হয়—তাহার উপর এইরূপ সহচরী সহচর চাওয়ার ফলে যখন পুরুষরা বিবাহ করিতে চাহিল তখনও তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে আরও বহুকাল কাটিয়া যায়—অনেকে হয়তো খুঁজিয়া না পাওয়ায় বিবাহই করে না। সুতরাং অবি-বাহিত থাকার যে সকল কুফল পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে তাহা অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়।

দ্বিতীয় কুফল হইল এই যে নারীদিগকেই পুরুষের সাহচর্য্য করিবার

উপযোগিতা অর্জ্জন করিতে বাধ্য হইতে হয়—পুরুষদিগকে নারীর সাহচর্য্য করিবার উপযোগিতা অর্জ্জন করিতে হয় না—করেও না। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে বিবাহ নারীদিগের জন্যই প্রধানতঃ আবশ্যক সেইজন্য উপযুক্ত স্বামী পাইবার প্রত্যাশায় তাহাকে আকর্ষণ করিবার জন্য নারীদিগকেই পুরুষের সকল কর্ম্মে, চিন্তাধারায় ইত্যাদিতে, খেলায়, আমোদে যোগদান করিতে হয়—তাহাদিগের প্রশংসা পাইবার চেষ্টা করিতে হয়, তজ্জন্য তাঁহাদিগের পরস্পরের শরীর ও মস্তিষ্কের গঠনের ও ক্রিয়ার পার্থক্যের নিমিত্ত তাঁহাদিগের প্রকৃতিগত প্রবৃত্তির অভাবের, আকাঙ্ক্ষার যে পার্থক্য আছে তাহা চাপা দিয়া পুরুষরা যেরূপ চাহেন তাঁহাদিগকে সেইরূপ হইতে চেষ্টা করিতে হয় ও পুরুষের কাছে বাহবা পাওয়া যেন জীবনের লক্ষ্য হইয়া পড়ে—পুরুষরা কিন্তু নারীদিগের প্রকৃতিগত পার্থক্য অনুযায়ী যে বিভিন্ন প্রকার অভাব আকাঙ্ক্ষা চিন্তা ধারা আছে—তাহাতে সেইরূপ যোগদান করে না। সুতরাং ইহা সাম্য হইল না এবং নিজেদের প্রবৃত্তি ইত্যাদি চাপা দিতে বাধ্য হওয়ায় নারীদিগের উপর কত অত্যাচার করা হইতেছে তাহা অল্প লোকই দেখেন। এইরূপ বহুকাল নিজস্বঃ প্রকৃতি প্রবৃত্তি ইত্যাদি চাপা দেওয়ার ফলে ও দীর্ঘকাল অবিবাহিত অবস্থায় পুরুষদিগের সহিত বি-সম প্রতিযোগিতায় অনেক প্রকারের কর্ম্ম করিতে হওয়ার নিমিত্ত পুরুষের কাছে বাহবা পাওয়াই জীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়ায় তাঁহারা একরূপ নকল পুরুষ হইয়া পড়েন—পুরুষোচিত নানাকার্য্য—এমন কি লোক হত্যাকারী সৈনিকের কার্য্যও করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন—মাতৃত্বের ও গৃহস্থালী কার্য্যেরও ক্রমে অনুপযুক্তা হইয়া পড়েন; সুতরাং তাঁহাদিগের বিবাহিতা জীবন ও সুখশান্তিদায়ী হয় না। কাজেই ইহা গৃহ প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হয়।

তৃতীয় কুফল হইল এই যে অবিবাহিত অবস্থার নানা ফৈজয়তী হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য যে পুরুষের সহিত বিবাহিত হইলে তাঁহার দুর্গতি কতক পরিমাণেও মোচন হইতে পারে বিবেচিত হয় সেই পুরুষ যেরূপ সহচরী চায় তিনিও সেইরূপ গুণ-সম্পন্না তাহা দেখাইতে হয়—প্রতারণা করিতেও হয়—আবার তাহারা দুই জনেই কামের মোহে আত্ম প্রতারিতও

হইয়া থাকেন। ইহার জন্য তাহারা প্রকৃত সহচর সহচরীর সহিত বিবাহিত হন না, অথচ দুই জনেই সেইরূপ প্রত্যাশা করেন বলিয়া তাহা না পাইলে ধৈর্য্যচ্যুতি হয়—বিরক্তি, কলহও অনিবার্য্য হইয়া পড়ে—প্রতারিত হইয়াছেন বলিয়া সন্দেহ হয়—ক্রমে তাহা বিশ্বাসেও পরিণত হয়—বিবাহ তজ্জন্য সুখ স্বচ্ছন্দতা ও তৃপ্তি দায়ী হয় না। বিবাহ সুখ-শান্তি তৃপ্তিদায়ী না হইবার আর একটী প্রধান কারণ আছে—মানুষের মন প্রবৃত্তি আকাঙ্ক্ষা পরিবর্ত্তনশীল; লোকদিগের পারিপার্শ্বিকেও পরিবর্ত্তন হয়, তজ্জন্য মানসিক পরিবর্ত্তনও হয়। যাহারা এক সময়ে অনেকটা প্রকৃত সহচর সহচরী ভাবাপন্ন ছিল—তাহাদিগের মন বিভিন্নভাবে পরিবর্ত্তিত হওয়ার ফলে—দুই জনের একই প্রকার পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হয় না—তাহারা আর প্রকৃত সহচর সহচরী থাকে না—তখন দুই জনেরই মনে হয় অপরে তাহাকে ভালবাসে না—তখন হইতে কলহের সূত্রপাত হয়—গৃহের সুখশান্তি তৃপ্তি নষ্ট করে।

চতুর্থ প্রকার কুফল হয় এই যে পুরুষদিগকে আকর্ষণ করিবার জন্য যে সকল গুণে বারবণিতারা প্রতিষ্ঠা লাভ করে সেই সকল গুণ অর্জ্জন করিতে নারীরা বাধ্য হয়েন—কারণ তাঁহারা দেখেন যে সেই সকল গুণেই অধিকাংশ পুরুষরা সচরাচর আকৃষ্ট হয় তজ্জন্যই গৃহস্থ নারীরও বারবিলাসিনীর চাল চলনের প্রভেদ ক্রমশই লুপ্ত হইতেছে, এ'কতো তাঁহারা হৃদয়ের শূন্যতার জন্য তাঁহাদিগের ন্যায় বিলাসভোগ লোলুপ ও আমোদ ও উত্তেজনা প্রবণ হইয়াছেন এবং তাহার উপর পুরুষদিগের কাছে প্রশংসা লাভের প্রয়াসিনী হইয়া পড়ায় ক্রমে উহাদিগেরই মনোভাব-গ্রস্তা হইয়া পড়েন—তজ্জন্য নারীসুলভ লজ্জাশীলতার লোপ হইতেছে—দেহের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে কুণ্ঠাবোধ লুপ্ত হইতেছে—বহু ব্যয় সাপেক্ষ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া ও নানা কৃত্রিম উপায়ে রূপসী সাজিতেছেন—প্রবীণারা নবীনা সাজিতেছেন—তাহাদিগের চালচলন অনুকরণ করিতে-ছেন—তজ্জন্য বিবাহ করা বহু ব্যয় সাপেক্ষ হইতেছে—অনেক পুরুষই এজন্য বিবাহ করিতে চাহে না—বিবাহিত হইয়াও বিপদগ্রস্ত হয়—তন্নিমিত্ত গৃহ সুখশান্তিদায়ী হইতে পায় না—আর বিগত যৌবনার

জীবন ভীষণ কষ্টকর হয় তজ্জন্যই প্রবীণাদিগের নবীনা সাজিবার প্রয়াস।

নারীদিগের এইরূপ নিজের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি চাপা দেওয়ার ফলে পাশ্চাত্যরা ক্রমে নারীর প্রকৃতিগত সর্ব্বত্যাগী আত্মহারা প্রেমের বিকাশই প্রায় দেখিতে পাইতেছে না—তাহার শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য্য বোধ হয় আর হৃদয়ঙ্গম করিতেছে না। পূর্ব্বোক্ত Ellen Key লিখিয়াছেন যে "The (Western) people of the present day are precluded from love, not merely from the possibility of realising it in marriage, but also from the possibility of fully experiencing it" (See. ch. V. Page 171) পাশ্চাত্যের লোকেরা শুধু যে বিবাহিত হইয়া প্রকৃত ভালবাসা পাওয়ার সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত হইতেছেন তাহা নহে, কোথাও তাহা উপভোগ করিবার সম্ভাবনা থাকিতেছে না। তাহার একটা প্রধান কারণই নারীদিগের প্রকৃতি প্রবৃত্তি চাপা দেওয়া। এই জন্য পাশ্চাত্য প্রেমের আদর্শ হইয়া পড়িয়াছে রূপ বা বাহ্যিক গুণাকৃষ্ট পুরুষ ও নারীর মোহমদিরাদীপ্ত মধুর মিলন—সকল বন্ধনমুক্ত উদ্দাম উপভোগ ও অন্য কর্ত্তব্যজ্ঞানও যেন বিস্মৃত। পার্ব্বত্য প্রদেশের নদীর হড়কার ন্যায় প্রবল বেগবতী প্রেম নাটকে, উপন্যাসে, চলচ্চিত্রে, যেরূপ দেখা যায়—সেইরূপ প্রেমই এদেশের তরুণদিগের যেন কাম্য হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু ইহা যে প্রকৃতপক্ষে মোহাবিষ্ট পুরুষ ও মোহিনী বারবনিতার প্রেমেরই অনুরূপ তাহা যেন সকলে দেখেন। ইহাতেই সেই ভোগাতিশয্য, সেই কাম উদ্ভাসিত তীব্র মধুর হৃদয়াবেশ, সেই চির যৌবনের প্রয়াস, সেই মাতৃত্ব বিতৃষ্ণা এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ার ফলে সেই অবসাদ, সেই পরস্পর ত্রুটিতে (অনেক সময়ে কাল্পনিক) মান, বিরক্তি, মানভঞ্জন, ক্রমে কলহ। ইহা প্রকৃতপক্ষে স্বার্থপর ভোগেরই রূপান্তর মাত্র—সংস্কৃত সাহিত্যে কামজ মোহ বলিয়া বর্ণিত। ইহা প্রকৃত প্রেমই নয়—তজ্জন্যই পরস্পরের ত্রুটীতে ইহা ক্ষীণ হয়—লোপ পায়; বারবনিতার প্রেমের হড়কার জলের ন্যায় সচরাচর অস্থায়ীত্ব এইরূপ প্রেমের পরিণতি নির্দ্দেশ করে। এই কারণেই পাশ্চাত্য

প্রথায় নির্ব্বাচিত "প্রেম পরিণয়ে" এত কলহ এত ব্যাভিচার, এত বিচ্ছেদ, এই জন্য পাশ্চাত্যে বিবাহ প্রথাই বিফল এইকথা উঠিয়াছে।

এইরূপ প্রেম আমাদিগের চক্ষে অতি নিকৃষ্ট। পরার্থ-পরতাই—পরের মঙ্গলের জন্য সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধানের জন্য, কষ্ট নিবারণের জন্য, নিজের স্বার্থ না দেখা—এইরূপ স্থায়ী আত্মত্যাগই সকল প্রকৃত প্রেমের ভালবাসার মাপকাঠি—কি ব্যক্তিগত প্রেমের, কি স্বদেশ প্রেমের, কি বিশ্ব প্রেমের। যেমন নিজের প্রতিষ্ঠালাভের জন্য—প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য, কিম্বা ঝোঁকের মাথায় কতক ত্যাগ স্বীকার প্রকৃত স্বদেশ প্রেমই নয়, তেমনই পাশ্চাত্যের এইরূপ ভোগমূলক প্রেম প্রকৃত প্রেমই নয়। সকল ত্যাগধর্ম্মী স্থায়ী আত্মহারা ভালবাসাকেই আমরা শ্রদ্ধা করি—তাহাতে মহত্তর আনন্দ আছে তাহা বোধ হয় ভোগ লোলুপ লোক্‌রা বোঝেন না—এইরূপ প্রেম থাকিলে তাহাদিগের নিজের দুঃখ কষ্ট তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। মহারাণা প্রতাপ Mazzini, Garibaldi Kossuth সেইরূপ স্বদেশ প্রেমের জন্য জগৎপূজ্য, সেইরূপ বিশ্বপ্রেম থাকিলে তাহা মানুষকে দেবত্বে নীত করে—যথা বুদ্ধদেব, চৈতন্য প্রভৃতি।

আমাদিগের দাম্পত্য প্রেমের আদর্শই ভিন্নরূপ—ইহা শান্ত, স্নিগ্ধ, ধীর, গভীর, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্পূর্ণ সহানুভূতিযুক্ত। ইহাতে কর্ত্তব্য জ্ঞান কখনও শিথিল হয় না, বরং দৃঢ়ীভূত হয়—সুখের সময় সংযম—ইহা অন্তঃসলিলা প্রবাহের মত অন্তরে প্রবাহিত হইয়া হৃদয় ও মনকে সরস ও সতেজ করে—কোন দুঃখকষ্ট দৈন্য জীবনকে শুষ্ক কঠিন করিতে পারে না —দুঃখের সময়েই ইহার পূর্ণ প্রকাশ। আমরা বাল্যকালে বিবাহিত হইয়া দুজনে একত্রে বর্দ্ধিত হই—আমাদিগের ভালবাসা ডাবের জলের মত লোক চক্ষুর অন্তরালে উদ্ভূত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, এজন্যই কবিগুরু বাল্মিকী রাম ও সীতার প্রেম উপভোগের কোন বর্ণনা করেন নাই। কিন্তু যখন রামচন্দ্র রাজ্যাভিষেকের পরিবর্ত্তে বনবাসের আজ্ঞা পাইলেন এবং সেই পিতৃ আজ্ঞা ও রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত হইলেন—তখন সীতা তাহাতে কোন দুঃখ প্রকাশ করেন নাই, প্রতিবাদও করেন নাই,—প্রায় ভীমরতিগ্রস্ত স্ত্রৈণ দশরথের বিরুদ্ধে একটী কথাও বলেন নাই—

রাজ পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে বলেন নাই। রামচন্দ্রের পক্ষে তখন সবলে রাজসিংহাসন অধিকার করা অতি সহজ ছিল—তাহার জন্য রামচন্দ্রকে প্ররোচিত করেন নাই। বহু দাসদাসী পরিবৃত নানাপ্রকার বিলাসিতায় ও ভোগ সুখে অভ্যস্তা সীতা, রামচন্দ্রের সেই দুঃসময়ে সকলের—রামচন্দ্রেরও—বনবাসের অশেষ দুঃখ কষ্টের বিভীষিকা প্রদর্শন করা সত্ত্বেও, বনবাসের অশেষ কষ্ট অকুণ্ঠিতচিত্তে বরণ করিয়া রামচন্দ্রের অনুগামিনী হইলেন। এইরূপ স্বার্থশূন্য আত্মহারা ভালবাসাই আমাদিগের আদর্শ। আমরা দুই জনেই একত্রে রোপিত চারা বৃক্ষের ন্যায় ক্রমে একীভূত অস্থি মজ্জায় জড়িত জীবনের সকল আশা, সকল সুখ, সকল শোক দুঃখ কষ্ট একত্রে ভোগ করায়, একত্রে ও কর্ত্তব্য পালনে সেই ভালবাসা দৃঢ়ীভূত হয়। জড় জগতে যেমন একই শক্তির বিভিন্নরূপে প্রকাশ আছে—তড়িতে আলো ও উত্তাপ—আমাদিগের নারীদিগের দাম্পত্যপ্রেমও তাঁহাদিগের মাতৃভাবেরই বিভিন্ন ক্ষেত্রে,বিভিন্নরূপে প্রকাশ বলিয়া হিন্দু মনিষীগণ বুঝিয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই ইহা দোষগুণ নিরপেক্ষ, কালজয়ী হইতে পায়। সেইজন্যই বেশ্যাসক্ত স্বামীকেও পরজন্মে স্বামী হিসাবে পাইবার প্রার্থনা মৃত্যুকালে করিতে অনেক এ দেশের নারীকে দেখা যায় (লেখক তাহা দেখিয়াছেন)—কেবল তাহার সুমতি হউক এই প্রার্থনা করেন। এ দেশের স্ত্রীর ভালবাসা কত উচ্চ অঙ্গের তাহা নিম্ন লিখিত প্রকৃত ঘটনা হইতে পাশ্চাত্যভাবগ্রস্ত তরুণরা বুঝিতে পারিবেন। বহুকাল পূর্ব্বে লেখক তাহার কোন বর্ষীয়সী দিদি শ্বাশুড়ীকে তাঁহার স্বামীর যৌবনকালের বাগানবাড়ীতে নর্ত্তকী লইয়া আমোদ প্রমোদে বহু অপব্যয় করার কথা উত্থাপন করিয়া ঠাট্টা করায়, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা যেন এখনও কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে—"স্বামী যদি ঐরূপ করিয়া সুখ পায়, স্ত্রীর তাহার জন্য মনে কষ্ট পাইবার কি আছে? স্বামী যাহাতে সুখী হয়—স্ত্রীর তাহাতেই সুখ।" পাশ্চাত্য মনোভাবগ্রস্ত অনেক ভোগলোলুপ তরুণরা এখন এ দেশের স্ত্রীদিগের এইরূপ উচ্চতম প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝেন না—ইহা অশিক্ষিতা নারীদিগের দাস্য মনোভাব-গ্রস্ততার ফলই ভাবেন—তাঁহারা তজ্জন্য এখন

অনেকে পাশ্চাত্যের ভোগমূলক প্রেম ও প্রেমপরিণয়ের নামে অজ্ঞান—তাহাই চাহিতেছেন এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী কুফলও ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে—ব্যাভিচার বাড়িতেছে—বিবাহ বিচ্ছেদও বাড়িতেছে—নিজেদের পরবর্ত্তী জীবনও ভীষণ কষ্টকর করিতেছে—মাতা পিতা দিগকেও মর্ম্মাহত করিতেছে। আত্মত্যাগই সকল প্রকার প্রকৃত প্রেমের মাপকাঠি তাহা ভুলিয়া যাওয়ার নিমিত্তই অহমিকাক্ষীত নিজের প্রধান্য প্রয়াসী স্বদেশভক্তদিগের এত ছড়াছড়ি হইয়াছে—তাঁহাদিগের এত অনুগামী ভক্তও জুটিতেছে এবং তজ্জন্যই এত দলাদলি ও কলহ হইতেছে—দেশের দুর্গতি ও বাড়িতেছে।

পঞ্চম প্রকার কুফল হয় এই যে বিশেষ অর্থ স্বচ্ছলতা না থাকিলে বিবাহিতা নারীদিগকে মাতার কার্য্যও করিতে হয় আবার স্বামীর সহ-চরীত্বও করিতে হয়। এই দুই প্রকার কার্য্য করা তাঁহাদিগের পক্ষে, বিশেষতঃ অনেকগুলি সন্তান হইলে বিশেষ কষ্টকর হয়—তজ্জন্যই অনেকে স্বাস্থ্যহানিকারক মাতৃত্বনিরোধ প্রথা অবলম্বন করিতে বাধ্য হন—এবং তাঁহাদিগের মর্ম্মন্তুদ বিশেষ স্বাস্থ্য হানিকারক ভ্রূণহত্যাও করিতে হয়। ইহা তাহাদিগের উপর কত বড় অত্যাচার তাহা অল্প লোকই দেখেন। এই জন্যই বোধ হয় পাশ্চাত্যের নিম্নশ্রেণীর নারীরা অর্থের লোভে সহজে প্রলোভিত হয়।

গরীব বিবাহিতা নারীদিগের জীবন অতিশয় কষ্টকর বলিয়াই অর্থ-স্বচ্ছলতা সংগ্রহ না করিয়া বিবাহ করা বিধেয় নয় এই প্রথা পাশ্চাত্যে উঠিয়াছে—তাহা প্রাপ্তির আশায় বহুকাল অবিবাহিত থাকিতে হয় ও ভালবাসিবার প্রবৃত্তি চাপা দিতে হয়—তাহার নানা কুফল ভোগেন। ইচ্ছানুরূপ অর্থস্বচ্ছলতা সংগ্রহ করিয়া তিনি কোন সুন্দরী বা লোক আকর্ষণকারী গুণ সমন্বিতা বা যাহার অর্থ বা সমাজে প্রতিপত্তি আছে এরূপ রমণীকে বিবাহ করেন এবং স্ত্রীর জন্য দাসদাসী, পুত্রকন্যাকে স্তন পান করাইবার জন্য মাইদিউনী, মোটরকার, গাড়ী ইত্যাদি রাখিয়া তাঁহাকে গৃহস্থালী ও মাতৃত্বের কার্য্য হইতে অব্যাহতি দিয়া যাহাতে

তিনি নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ উপভোগ করিয়া বেড়াইতে পারেন ও সামাজিক মজলিসে গল্পগুজব করিয়া দিন কাটাইতে পারেন সেইরূপ ব্যবস্থা করেন—স্ত্রীরাও তাহা চাহেন এবং তাহাতেই সুখী হইবেন ভাবেন। স্ত্রী সচরাচর স্বামীর অর্থোপার্জ্জন কার্য্যে বিশেষ কোন সহায়তা করে না। কিন্তু এই প্রকার আমোদ প্রমোদে দিন কাটানতে সচরাচর কোন নারীই সুখী হইতে পারেন না—কর্ম্মশূন্যতায় জীবনের ব্যর্থতায় অল্পদিনেই একটা অশান্তি ও অতৃপ্তির ভাব আসিয়া পড়ে—তজ্জন্য তাঁহারা নিত্য নূতন আমোদ উত্তেজনার প্রয়াসিনী হইয়া পড়েন—তাহাতে অনেক সময়েই স্বামীরা উদ্ব্যস্ত হইয়া পড়েন—কর্ম্ম শূন্যতায় ও নিত্য নূতন আমোদ ও সুখ উপভোগ প্রয়াসে ইংরাজী প্রবাদের কথায় সয়তান তাহাদিগকে কর্ম্ম যোগাইয়া দেয়—অনেক সময়ে তজ্জন্য ব্যাভিচারিণীও হইয়া পড়েন; ব্যাভিচারিণী না হইলেও জীবনই বিশেষ অশান্তি ও অতৃপ্তিদায়ী হইয়া পড়ে। ফরাশী পণ্ডিতমণ্ডলীর সভ্য E. Brieux লিখিত Three daughters of M. Dupontতে তিনি এইরূপে যে সকল স্ত্রী নানাপ্রকার ভোগসুখ—অর্থ স্বচ্ছলতা, সমাজে মান্য, স্বামীর সদ্ব্যবহার উপভোগ করিয়া থাকেন—যাহাকে সকলেই সুখী মনে করে—তাঁহার জীবনের অতৃপ্তি অশান্তি ও কষ্ট বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপ বহু আমোদ প্রমোদ উপভোগী অর্থ স্বচ্ছল পাশ্চাত্য নারীদিগের ভিতরই নারী বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে—বিবাহ প্রথাই বিফল (যদিও তাহা তাঁহাদিগেরই স্বনির্ব্বাচিত)—তাঁহারাই অধিক বলিয়া থাকেন—এবং তাহাই এরূপ প্রথায় ও মনোভাবে যে বিবাহ সুখশান্তিদায়ী হইতে পারে না তাহা প্রমাণ করেন। তরুণরা তাহা বুঝিতেছেন না—পাশ্চাত্যদিগেরই অনুকরণ করিতেছেন। পূর্ব্বে যাহা লিখিলাম তাহা পাশ্চাত্য বিদ্বেষ প্রসূত নয়—অনেক বিচক্ষণ দূরদর্শী পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগেরই কথা তাহা দেখাইবার জন্য Dr. Meyrick Booth Ph. D. ইংলণ্ডের মনোবিজ্ঞান, সমাজসম্বন্ধের প্রধান মাসিক পত্র Hibbert Journal এর ১৯২৬ সালের October সংখ্যায় Woman in rebellion নামক

সারগর্ভ প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে কতক অংশ এখানে তুলিয়া দিলাম।*

* "Mariage is not looked upon as a union of complimentary opposites, each discharging essential functions. The conception is that of a doll's house. The man first of all makes his position and obtains a good income and he then looks round and chooses his wife mainly for her good looks and social attainments, and connections. Servants are engaged to do all the work, nurses to look after the children. The wife's part is merely to sit in the drawing room and look pretty. She is in no way a real help-mate as she does nothing to help. She cannot enter into her husband's life, because she makes no corresponding contribution. The man's part is to be a money making machine and the woman's part is to lead a life of incessant self-indulgence. The man calls this giving his wife a 'good time'. But can the woman be really happy in leading a life of this kind ? Is it not really a very bad time for a girl when all the wonderful faculties with which nature has endowed her are denied every opportunity of expression ? This attitude towards marriage involves a regradation of woman and a starvation of her emotional life ; such a woman lives in an unreal world ; she fulfils no essential functions, for her whole existence is dependent upon others. No wonder it is just the women of this class who are particularly discontented.

The wife plays golf etc, but these are amusements and women were not made to be amused. They were made as every other living thing was made, every blade of grass, every tree etc. in order to discharge the specific functions for which nature adapted them.

It was not realised by the pioneers of the woman's movement,. What women really want is an opportunity for self expression,. What most women want is the opportunity to live out the wonderful capacity for personal devotion with which they have been

এই জীবনের ব্যর্থতা ও কর্ম্মশূন্যতা এ দেশের নব্যতন্ত্রী সচ্ছল পরিবারের মহিলাদিগের জীবনও বিশেষ অতৃপ্তিদায়ী করিতেছে, তাহার কুফলও অনেক সময়েই হইতেছে এবং তাহা দেখিয়াও আমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায় সেইরূপ জীবন যাপন করিতে চাহিতেছেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'বিপ্রদাস' নামক উপন্যাসে, বন্দনা বিপ্রদাস পরিবারের জীবন দেখিয়া, তাঁহার মতন নব্যতন্ত্রী শিক্ষিতা মহিলাদিগের জীবনের ব্যর্থতা কতকভাবে বুঝিয়া, তাহাতে বিতৃষ্ণ হইলেন—দেখাইয়াছেন। এই সকল অর্থ-সচ্ছল নারীরা এই কারণেই অধিক বিদ্রোহী হইতেছে।

সুতরাং দেখা গেল পাশ্চাত্যরা এইরূপ নারীদিগকে পুরুষের সহচরী, সখী, সহযোগী ভাবার ফলেই পাশ্চাত্য নারীদিগের যৌবনকালের অধিকাংশই অবিবাহিতা থাকিতে হয়—তৎকালে পুরুষদিগের প্রতিযোগিতায় অর্থোপার্জ্জনও করিতে হয়—ভালবাসা বর্জ্জিত সকলের হৃদয়ের শূন্যতা বোধে জীবন অতৃপ্তিপ্রদ হয় এবং তজ্জন্য অত্যধিক ভোগলোলুপা হইয়া পড়েন ; নগণ্য সংখ্যক হয়তো সেরূপ সহচ সহচরী পান—অধিকাংশই বিবাহিতা হইয়াও নানা কারণে সুখী হইতে পারেন না। যাহারা গরীব তাহাদিগের সকলেরই জীবন ভীষণ কষ্টকর—বিবাহিতারাও অত্যধিক কর্ম্মভারে পীড়িত—সচ্ছল বিবাহিতদিগের জীবন কর্ম্মশূন্যতায় ও জীবনের ব্যর্থতায় তদপেক্ষা অধিক কষ্টকর। বৃদ্ধবয়স সকলেরই নির্জ্জন কারাবাস তুল্য হয়।

তজ্জন্য এই ভুল মতবাদ ও মনোভাব পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহা না করিতে পারিলে গৃহ সুখশান্তিদায়ী হইতে পারে না। নারীদিগের দুর্দ্দশাও ঘোচে না—তাহাদিগের গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলায় বিশেষ কিছু শুভফল হইতে পারে না।

---

specially endowed. They want a field in which to manifest their peculiar instinctive and emotional qualities. Above all they want to love and be loved. The majority of women desire to have children of their own.

Nothing has been done to secure for her what she really wants—They desire homes of their own, men of their own, children of their own."

অষ্টাদশ প্রবন্ধ

হিন্দু সমাজবিধান কর্ত্তারা নারীদিগকে মাতা বলিয়া স্ত্রীলোকদিগের মাতৃভাব কিরূপে বিশেষভাবে উদ্দীপিত করিয়াছিলেন ও তাহা সমাজের ও নারীদিগের পক্ষে কত মঙ্গলজনক করিতে পারিয়াছিলেন ও তাহাতে গৃহ কত সুখশান্তিদায়ী হইতে পারিয়াছিল তাহা এখন দেখাইতেছি।

মাতৃভাবই পরার্থপর—পরের জন্য, প্রথমে সন্তানের জন্য নিজের কষ্ট স্বীকার করা, ত্যাগ স্বীকার করা—দাম্পত্য প্রেমেরও প্রধান অঙ্গই পরার্থপরতা—পরস্পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা—সন্তানের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে অভ্যস্ত হইলে অপরের জন্য কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করা সহজ হয়; সুতরাং মাতৃভাব উদ্দীপিত হইলে দাম্পত্য প্রেমও অধিক হইতে পারে। জড়জগতে কোন প্রকার শক্তি অধিক পরিমাণে থাকিলে তাহা যেমন অধিক ভিন্ন প্রকার শক্তিতে পরিণত হইতে পারে—স্ত্রীলোকদিগের মাতৃভাব—যাহার জন্য নারীদিগের প্রকৃতিগত প্রেরণা আছে—তাহা অধিক থাকিলে তাহাই অধিক দাম্পত্য প্রেমে পরিণত হইতে পারে। তজ্জন্য যাহাতে নারীদিগের মাতৃভাব বাল্যকাল হইতেই বিকশিত হইতে পারে তাহা করা আবশ্যক। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মানসিক শক্তি ব্যবহারেই দৃঢ়ীভূত ও বিকশিত হয়। সুতরাং তাহারা অল্প বয়স হইতেই যাহাতে সন্তান পালন করিতে পায় তাহা করা আবশ্যক—তাহাতে তাহাদিগের পরার্থপরতা বিকশিত হইতে পায়। বালিকাদিগের শরীর মাতা হইবার উপযুক্ত হইলেই—রজোঃ নিঃসরণই তাহার প্রাকৃতিক চিহ্ন—তাহাদিগের বিবাহ হওয়াও তজ্জন্য বিধেয় তাহাই তাহাদিগের মাতৃভাব বিকশিত হইবার প্রকৃষ্ট উপায়—তদভাবে মাতৃত্বের অঙ্গগুলি ক্রমে ব্যবহার অভাবে ক্ষীণ হয় তৎসংশ্লিষ্ট স্নায়ুসকলও ক্ষীণ হয়—তাহার সহিত মাতৃভাবও ক্ষীণ হয়। অল্পবয়সে সন্তান হইলে

তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে কিছু কষ্ট হয় বটে কিন্তু সে কষ্ট স্বীকার করিতেই হয়—লেখাপড়া শিক্ষাও কষ্টকর—তবে দেখিতে হয় যে কষ্ট অধিক না হয়। সন্তান পালনের অভিজ্ঞতা অভাবেও তাহারা সম্যক সন্তান পালন করিতে পারে না—তজ্জন্য তৎকালে তাহারা যাহাতে সন্তান পালনে সকল প্রকার সাহায্যও (আর্থিক সাহায্যও) পায় তাহার ব্যবস্থা থাকা বিধেয়। এইরূপ সকল সাহায্যই হিন্দু সমাজ যৌথ পরিবার প্রথা স্থাপন করিয়া কিশোরী মাতাদিগকে দিয়াছিলেন। যৌথ পরিবার থাকার জন্য কিশোরীরা মাতা হইতে পায়—সন্তানদিগের জন্য নিজেকে আত্মনিয়োগ করিতে অভ্যস্ত হয়—তাহাদিগের মাতৃভাবও বিকশিত হইতে পায়—নিজের ভোগেচ্ছা দমন করিতে অভ্যস্ত হয়—ভোগলালসাই ক্রমে প্রশমিত হয়। তজ্জন্য ভোগ সুখের স্বল্পতা বিশেষ কষ্টকর হইত না—সন্তান পালনে পরিবারস্থ অনেকের সাহায্য পাওয়ায় তাহাতে তাহাদিগের বিশেষ কষ্ট সহ্য করিতে হইত না—বর্ষীয়সীদিগের অভিজ্ঞতায় সন্তান পালনের অনভিজ্ঞতাও পূরণ হয়—এইরূপ অনেকের নিকট সাহায্য পাওয়ায় তাঁহাদিগের প্রতি ভালবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধাও উদ্দীপিত হয়। মাতৃত্বের প্রকৃতি প্রদত্ত বিশেষ সুখও উপভোগ করিতে পায়—এবং তাহার ফলে অপরের জন্যও কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিবার ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হয়—ঐরূপ করায় উচ্চতর সুখেরও আস্বাদন করিতে পায়—পরার্থপরতা বিকশিত হয়--স্বার্থপর প্রবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া যায়। স্বামীর সহিত সম্বন্ধে কামজড়িত থাকায়, স্বামীই প্রধানতঃ তাহার নিজের ও সন্তানের প্রতিপালক ও সাহায্যকারী হওয়ায়, স্ত্রীদিগের স্বামীর সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য তাহার দুঃখকষ্ট নিবারণ করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিবার ও নিজের সুখস্বচ্ছন্দতা বলি দিবার প্রবৃত্তি পূর্ণভাবে উদ্দীপিত হইয়া দাম্পত্যজীবন বিশেষ সুখস্বচ্ছন্দতা, শান্তি ও তৃপ্তিদায়ী করে। অল্পবয়সে বিবাহ হওয়ায় প্রথম প্রণয়ের প্রবল হৃদয়াবেগই স্বামীর প্রতিই উত্থিত হয়—তজ্জন্য তাহা চিরস্থায়ী থাকিতে পারে। এই জন্যই এ দেশের অপরের দ্বারায় নির্ব্বাচিত বিবাহ পাশ্চাত্যদিগের স্বনির্ব্বাচিত বিবাহ অপেক্ষা এত অধিক সুখ শান্তিদায়ী হয়। স্বজাতির ভিতর বিবাহ নিবদ্ধ থাকায় দুইজনেই

সম-আবেষ্টণীতে বর্দ্ধিত বলিয়া তাহাদিগের মজ্জাগত মনোভাবও প্রায় একই প্রকারের হওয়াও তাহার আর একটী প্রধান কারণ। স্বামীরা অতিশয় দুর্বৃত্ত বা পাষণ্ড না হইলে স্ত্রীর এইরূপ আত্মত্যাগের মহত্ত্বের কাছে অল্পদিনেই অবনত মস্তক হইয়া পড়িতে হয়, স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া পড়ে—তজ্জন্যই এদেশে যৌবনে উচ্ছৃঙ্খল স্বামীরাও পরে অনেক সময়ে স্ত্রৈণ হইয়া পড়ে দেখা যায় এবং সেজন্য অনেক সময়ে উচ্ছৃঙ্খল পুত্রের পিতা তাহার বিবাহ দিয়া চরিত্র সংশোধনে প্রয়াসী হন—অধিকাংশ স্থলেই সফলকামও হন, বিবাহিত জীবনের সুখ শান্তিই জীবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ—তাহা হিন্দুসমাজ গঠনে কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যত অধিক পাইতে পারে তাহা পাশ্চাত্য প্রথায় অসম্ভব।

অপত্যদিগের নিকট ভক্তি, শ্রদ্ধা, যত্ন সাহায্য পাওয়া নারীদিগের জীবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ—শেষ জীবনেও অসুস্থ অবস্থায় তাহা বিশেষ আবশ্যক। যাহাতে তাঁহারা তাহা পাইতে পারেন তজ্জন্য হিন্দুসমাজ যত অধিক চেষ্টা পাইয়া ছিলেন—যত সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন তত কোন সমাজই (হয়তো ভারত সভ্যতা প্রভাবে চীনদেশ ব্যতীত) করেন নাই। তজ্জন্যই হিন্দুসমাজ গঠনে মাতার ও তৎপরে পিতার স্থান সর্ব্বোচ্চ ছিল এবং সেজন্য তাহাদিগের আজ্ঞা সকলের অবশ্য পালনীয় ছিল।

বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—"গুরুর অপেক্ষা পিতা শতগুণ মান্য, পিতার অপেক্ষা মাতা সহস্রগুণ মান্য" (বশিষ্ঠ ১৩ অঃ, ৪৮ শ্লোক)—তিনি আরও বলিয়াছেন—"যে পিতা কোন পাপ কার্য্য করায় জাতিচ্যুত হইয়াছেন, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, কিন্তু কোন কারণেই মাতাকে ত্যাগ করা যায় না" (ঐ, ৪৭ শ্লোক)। মনুসংহিতায় ২য় অঃ ১৪৩ শ্লোকে লিখিত আছে—"আচার্য্য উপাধ্যায় অপেক্ষায় গৌরবে দশগুণ শ্রেষ্ঠ, পিতা, আচার্য্য অপেক্ষা গৌরবে শতগুণ শ্রেষ্ঠ, মাতা পিতার অপেক্ষা গৌরবে সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আদেশ দেওয়া আছে—"মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্য্য দেবো ভব, অতিথি দেবো ভব"। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—ইহা এ দেশের চলিত কথাতেই আছে। এই সকল অনুজ্ঞার নিমিত্ত হিন্দুরা চিরকালই মাতৃ ও

পিতৃভক্তির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল—এখনও অন্যদেশ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অধিক মাতৃপিতৃভক্ত আছে। তজ্জন্য বধূকে শ্বশ্রূর অধীনতা স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু এখন স্বাধীনতাবাদ মদিরামত্ত নব্যতন্ত্রী বধূরা শ্বশ্রূর অধীনতা স্বীকার করিতে নারাজ—এখন ঘরে ঘরেই বধূবিদ্রোহ। পাশ্চাত্য প্রথার অনুকরণে বাইবেলে 'cleave unto your wife' লেখা আছে বলিয়া বোধ হয় এই বধূ বিদ্রোহে নব্যতন্ত্রী স্বামীরা স্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহা দেখিয়া শ্বশ্রূরা এখন বধূর ইচ্ছার ও কার্য্যের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইতেছেন না— নব্যতন্ত্রীরা শুধু যে বউ কাঁট্‌কী শ্বাশুড়ীর অত্যাচার নিবারণ করিয়াছেন তাহা নহে, শ্বশুরের অধিক অর্থ না থাকিলে—যাহা অতি অল্পলোকেরই আছে—বিশেষতঃ পুত্ররা উপার্জ্জনশীল হইলে—শ্বাশুড়ীদিগের অবস্থা অনেকস্থলেই অতিশয় কষ্টকর ও অপমানসূচক হইয়াছে—অনেক শ্বাশুড়ী এখন বধূদিগের বিনামাহিনার পাচিকা ও ছেলেদের দাসীর পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন—অনেকেই ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত পল্লীগ্রামে পৈতৃক ভিটায় নির্ব্বাসিত হইয়াছেন; তাহার ফল হইয়াছে এই যে, দুই দশজন বউ-কাঁট্‌কী শ্বাশুড়ীর পরিবর্ত্তে—তদপেক্ষা বহু অধিক শ্বাশুড়ী-কাঁটকী বউ হইয়াছে—এখন পরিবারে স্ত্রীর স্থান মাতার অপেক্ষা উচ্চ হইতেছে—তাহাও নারীস্বত্ব প্রসার—নারীর অবস্থার উন্নতি বলিয়া নব্যতন্ত্রীরা বুঝিয়াছেন। এই বধূবিদ্রোহের ফলে এদেশে পিতৃমাতৃ ভক্তি পাশ্চাত্যদিগের ন্যায় অতিশয় ক্ষীণ হইতেছে—এখন যেন তাহা কর্ত্তব্যের ভিতরই গণ্য নয় এইরূপ হইতেছে। আর হইয়াছে যে সংসারাভিজ্ঞতা প্রসূত যে সংযম ও মিতব্যয়িতার শিক্ষা শ্বশ্রূরা তাহাদিগকে দিতেন তাহা অবজ্ঞাত হওয়ায়—ভবিষ্যতের দুর্দ্দিনের জন্য কোন সংস্থানই কাহারও থাকিতেছে না—তজ্জন্য অবস্থা বিপর্য্যয়ে অনেকেই ঋণ দায়ে জড়িত, ক্রমে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন ও দুর্গতির একশেষ হইতেছে, বিশেষতঃ নারীদিগেরই জীবন দুর্ব্বিসহ করিতেছে।

এখন দেখা যাউক সংসারে মাতার স্থান স্ত্রীর অপেক্ষা উচ্চ হওয়া বা নীচ, হওয়া কোন্‌টি নারীজাতির পক্ষে অধিক মঙ্গল জনক। প্রথমতঃ দেখা

যায় সচরাচর সর্ব্বত্রই স্বামী স্ত্রীর অপেক্ষা বয়সে বড় এবং নারীরা পুরুষ অপেক্ষা অধিকদিন জীবিত থাকে। সুতরাং অধিকাংশ নারীদিগকেই বিধবা হইতে হয়—তাহা অল্প বয়সেই হউক বা অধিক বয়সেই হউক। বৃদ্ধ বয়সেই লোকদিগের অপরের সেবা যত্ন ও সাহায্যের বিশেষ আবশ্যক হয়—সুতরাং তৎকালে ভক্তিপরায়ণ সন্তান অভাবে সকলেরই, বিশেষতঃ নারীদিগের বিশেষ কষ্ট হয়—গরীবদিগের দুর্গতির একশেষ হয়—জীবন নির্জ্জন কারাবাস তুল্য হয়। তৎকালে স্বামী বাঁচিয়া থাকিলেও তাহার স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা প্রগাঢ় থাকিলেও সে প্রায় অথর্ব্ব হইয়াছে সুতরাং তাহার পক্ষে স্ত্রীর সেবা যত্ন ও সাহায্য করা প্রায় অসম্ভব হয়। তাহার উপর মনে রাখিতে হইবে যে কোন দেশেই সকল স্বামীরাই স্ত্রীর প্রতি বিশেষ যত্নশীল হয় না। কিন্তু অধিকাংশ বিবাহিতদিগের একাধিক সন্তান থাকে—অল্প বয়সে বিধবাদিগেরও সন্তান থাকে। এইরূপ মাতৃভক্তি বিশেষভাবে আদিষ্ট থাকার ফলেই অধিকাংশ—প্রায় সকল হিন্দুনারীদিগের জন্য—একান্ত গরীবদিগেরও বৃদ্ধ ও অসুস্থ অবস্থায় সন্তানদিগের সেবা, যত্ন, ভালবাসা, সাহায্য পাওয়ার বিশেষ সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছিল—কোন-না-কোন সন্তানের (বা সন্তান স্থানীয়ের) নিকট তাহারা তাহা পাইত।

সুতরাং মাতার স্থান স্ত্রীর অপেক্ষা অধিক উচ্চ করিয়া হিন্দু সমাজে নারী সমষ্টির পক্ষে অধিক মঙ্গলজনক ব্যবস্থাই করা হইয়াছিল তাহা না বুঝিয়া সেই নিয়ম অবহেলা করা হইতেছে। যে লোক ঋণ লইয়া তাহা পরিশোধ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা না করে—বিশেষতঃ তাহার সাধ্য থাকিলেও যদি সে ঋণ পরিশোধ না করে—তাহাকে সকল লোকই জুয়াচোর বলে সকলে তাহাকে ঘৃণা করে। যে লোক তাহার মাতা পিতার (ও অন্য আত্মীয় বন্ধুর) ঐকান্তিক ভালবাসা, যত্ন ও সাহায্যের ঋণ পরিশোধ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে না—এই ঋণ কতকপরিমাণে শোধ করিবার প্রায় সকলেরই শক্তি আছে—সে কি ঐরূপ জুয়াচোর অপেক্ষা অধিক ঘৃণার্হ নয়? সকল সমাজই আইন করিয়া অর্থের ঋণ পরিশোধ করিতে দেনদার দিগকে বাধ্য করে, কিন্তু ভালবাসার ঋণ ঐরূপ

ভাবে পরিশোধ করান প্রায় অসম্ভব বলিয়া তাহা করে না; কিন্তু সামাজিক শাসনের দ্বারায় তাহা করা হইত এখনও কতকস্থানে হয় এবং হওয়া বিশেষভাবে বিধেয়। পাশ্চাত্য সমাজে নানারূপ সমাজ সেবার (Social Service) শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সেইরূপ কার্য্য করায় মান্য দেওয়া হয়—না করা দোষাবহ বলা হয় কিন্তু পিতৃমাতৃভক্তি শুধু ঋণ পরিশোধ নয়—বিশেষ ও অধিক ব্যাপকভাবে, মঙ্গলজনক সমাজ সেবাও বটে তাহা তাঁহারা বোঝেন না—ঐরূপ পিতৃমাতৃ ভক্তি থাকিলে যে অনেক প্রকার সমাজ সেবা, যথা অনেক আতুরাশ্রম ও হাঁসপাতালের আবশ্যক হয় না তাহা দেখেন না। প্রায় সকল লোকই ভালবাসার প্রতিদান প্রত্যাশা করে (যদিও শ্রেষ্ঠ ভালবাসা প্রতিদান নিরপেক্ষ) এইরূপ ভালবাসার প্রতিদান পাওয়াই জীবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ—তাহাতেই ইহ জীবনে স্বর্গ-সুখ পাওয়া যায়—সকল দুঃখ অভাব কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি দেয়। মাতা পিতা ও সন্তানদিগের নিকট তাঁহাদিগের ভালবাসার প্রতিদান—তাহারা তাঁহাদিগকে ভক্তি, শ্রদ্ধা, যত্ন করিবে ও আবশ্যক হইলে অর্থ সাহায্য করিবে তাহা প্রত্যাশা করেন—না পাওয়া তাঁহাদিগের কিরূপ মর্ম্মন্তুদ, অনেক সময়ে তাহাদিগের যত্ন সাহায্য না পাওয়া—বিশেষতঃ গরীবের পক্ষে—কিরূপ দুর্ব্বিসহ কষ্টকর তাহা তরুণরা হৃদয়ঙ্গম করে না। তাহারা কেবল তরুণ তরুণীর অগভীর বেগবতী নদীর খর স্রোতের মতন প্রেম বা ভালবাসাই বোঝে—সেইরূপ প্রেমের বর্ণনাই নাটক উপন্যাসে পড়ে—সেই ভালবাসার অপ্রতিদানের ও উপেক্ষিতার দুঃখ কষ্ট বোঝে—যে প্রেমিকাকে উপেক্ষা করে, পরিত্যাগ করে—তাহাকে পামর জন্তু আখ্যাও দেয় কিন্তু মাতাপিতার গভীর শান্ত ভালবাসার অপ্রতিদান—অশ্রদ্ধা উপেক্ষা কত মর্ম্মন্তুদ্ তাহা বোঝে না। পাশ্চাত্য মাতা পিতার ঐকান্তিক ভালবাসার যত্নের সাহায্যের প্রতিদান করিবার বাধ্যতামূলক কোনরূপ সামাজিক ব্যবস্থা প্রায় নাই বলা যাইতে পারে—সন্তানরা বড় হইলেই —বিবাহ হইলে প্রায় সকলে মাতা পিতা হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। 'উন্নত' অধিক নারী মর্য্যাদাকারী পাশ্চাত্য সমাজ অনেক দোষযুক্ত স্ত্রীকে প্রতি-পালন করিতে সকলকে বাধ্য করে, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে নির্দ্দোষী

মাতাপিতা workhouseএ (আতুরাশ্রমে) থাকে—সন্তানরা অন্যত্র সুখে বাস করে মাকেও প্রতিপালন করিবার কোনরূপ বাধ্যতা নাই বলা যাইতে পারে। তাহার ফল হয় এই যে তাহাদিগের আদর্শে তাহাদিগের পুত্র কন্যারা মাতৃভক্ত হয় না এবং তাহাদিগের নিকট বৃদ্ধ বয়সে, অপুত্রক অবস্থায় বা অন্য প্রকার দুর্দ্দিনে কোনরূপ যত্ন সেবা সাহায্য পাইবার প্রত্যাশাও থাকে না এবং সন্তানদিগের পিতৃমাতৃভক্তির অভাবে, অকৃতজ্ঞতার জন্য সকলেরই বৃদ্ধ বয়সে নির্জ্জন কারাবাস হইতেছে—পরার্থপরতার উৎস ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতেছে, সকলেরই জীবন ভবিষ্যতের জন্য সর্ব্বদা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতেছে—হৃদয় শুষ্ক ও কঠোর হইতেছে। যাহাদিগের অর্থস্বচ্ছলতা আছে তাহারাই কেবল নানারূপ ভাড়াটিয়া সেবা যত্ন পাইতে পারেন—তাহাতেও শান্তি, তৃপ্তি থাকে না—কিন্তু গরীবদিগের জীবন ভীষণ দুর্ব্বিসহ কষ্টকর হইয়া পড়ে। সকলপ্রকার জীবনের দুঃখকষ্ট লাঘব করিবার ক্ষমতা কেবল অর্থ দেবতারই কিছু থাকায় সমাজে অর্থের প্রভাবের অতি বৃদ্ধি হইয়াছে। তাঁহার অনুগ্রহ পাইবার প্রত্যাশায় হৃদয়ের সকল কোমল সদ্‌বৃত্তি বলি দেওয়া হইতেছে—নারীরা বিবাহের কালীন বা অন্য সময়ে অর্থের বিনিময়ে প্রকৃতপক্ষে বিক্রীত হইতেছেন—দুর্নীতিরও প্রশ্রয় পাইতেছে—অর্থস্বচ্ছল দুর্ব্বৃত্ত পামররাও সমাজে মান্য পাইতেছে—তাহাদিগের দানে পুষ্ট সংবাদ পত্ররা ও অন্য স্তাবক তাহাদিগের গুণ কীর্ত্তন করিতেছে।

এ কালে সকলেই নারী স্বত্ব প্রসারকামী হইয়াছেন, কিন্তু তদুদ্দেশে যাহা করা হইতেছে তাহাতে কোন শুভফল হইতেছে না—যাহাতে সমাজে লোকেরা মাতৃভক্ত হয়—মাতাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা, সেবা ও সাহায্য করিতে বাধ্য হয় যে সেরূপ না করে সে সমাজে ঘৃণার্হ হয়—তাহা হইলেই প্রকৃত নারীস্বত্ব প্রসার হয়। সন্তানদিগের ভক্তি, শ্রদ্ধা, সাহায্য পাইলেই তাঁহাদিগের প্রকৃত হৃদয়ের পিপাসা মিটে, জীবনে শান্তি ও তৃপ্তি আইসে—অন্য অনেক দুঃখ কষ্ট নিবারিত হয়, অনিবার্য্য দুঃখকষ্ট সহ্য করিবার শক্তি দেওয়া হয়; তাহা না পাশ্চাত্যেরা, না এদেশের অবলা বান্ধবরা বোঝেন। দূরদর্শী হিন্দুসমাজ বিধান কর্ত্তারা সেইরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন।

লোকরা মাতৃ (ও পিতৃ) ভক্ত হইলেই যৌথ পরিবার প্রথা সম্ভব হয় —না থাকিলে প্রায় অসম্ভব হয়। সকল পিতামাতাই চাহেন তাঁহাদিগের সকল সন্তানরাই সুখে থাকে—তাহাদিগের মুখ্য অভাব পূরণ হয়। ইংরাজীতে একটী প্রচলিত প্রবাদ আছে—"love me love my dog" (যদি আমাকে ভালবাস তো আমার কুকুরকেও ভালবাস)। যদি সত্য সত্যই আমরা আমাদিগের মা-বাপকে ভালবাসি—তাঁহাদিগের ঐকান্তিক ভালবাসার ও যত্নের ঋণ পরিশোধ করিতে চাই, তাহা হইলে তাঁহাদিগের প্রিয় সন্তান ও অন্য প্রিয়পাত্রদিগকে যথাসাধ্য সুখী করিবার চেষ্টা করিতে হয়—ভ্রাতা-ভগিনী ও তাহাদিগের পুত্র কন্যাদিগকে নিজেদের পুত্র কন্যা-দিগের ন্যায় প্রতিপালন করিবার বাধ্যতা জ্ঞান হয়—নিজেদের পুত্রকন্যা-দিগের দোষ ত্রুটী যেমন সকলকে ক্ষমা করিতে হয়—তাহাদিগের দোষ ত্রুটীও ক্ষমা করিতে পারা যায়—যৌথ পরিবার প্রথা সম্ভব হয়। এইরূপ ভালবাসার ঋণ পরিশোধ করিবার বাধ্যতা জ্ঞান থাকিলেই, ফাঁকি দিবার প্রবৃত্তি না থাকিলে—যৌথ পরিবার প্রথা কত সুখের হয়, শোক দুঃখ কষ্ট দুর্দ্দিনের সময়ে কত সাহায্য সহানুভূতি পাওয়া যায়—তাহাতে জীবনে কত শান্তি ও তৃপ্তি পাওয়া যায় তাহা হয়তো একালের নব্যতন্ত্রীরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। আমাদিগের সাধ্যাতিরিক্ত ভোগেচ্ছা উদ্দীপিত হওয়ার নিমিত্ত যেমন অর্থের দেনা ফাঁকি দিতে আরম্ভ করিয়াছি —জাল জুয়াচুরি বাড়িতেছে—ভালবাসার ঋণ ফাঁকি দিতেও আরম্ভ করিয়াছি বলিয়াই যৌথ পরিবার প্রথা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। আমরা হিন্দুর সামাজিক বিধান মানিতাম বলিয়াই যৌথ পরিবার প্রথা সম্ভব হইয়াছিল—"মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব" এই অনুজ্ঞা মানিতাম বলিয়াই নারীরা রজো আরম্ভের সময় হইতেই বিবাহিতা হইতে পাইত —তাহাদিগের জীবনের সকল মুখ্য অভাব পূরণ হইতে পাইত—স্বামী অক্ষম বা মৃত হইলেও যৌথ পরিবারস্থ অন্য সকলের সাহায্যে গ্রাসা-চ্ছাদনের জন্য বিশেষ কোন কষ্ট হইত না—সকল সময়েই অনেকের ভাল-বাসা যত্ন সাহায্য পাইত—তজ্জন্য দারিদ্র সত্ত্বেও জীবন উপভোগ্য থাকিত—অনাথ গরীবদিগের সন্তানদিগেরও বিশেষ কষ্টভোগ করিতে

হইত না—তাহারাও ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইত না, স্বর্ণলতা উপন্যাসের সরলার মতন খুড়ীমা (ইত্যাদি) গৃহে গৃহেই দেখা যাইত—নিঃসন্তান নারীরাও মাতৃত্বের সুখ উপভোগ করিতে পাইত—বৃদ্ধ বয়সেও নাতী নাতিনীদিগের সহিত কথা বার্ত্তায় গল্পে জীবন সুখে কাটিত তাহারা তাঁহাদিগের তত্ত্বাবধানে থাকিত—তজ্জন্য উচ্ছৃঙ্খল হইতে পাইত না—অন্য সকলেই তাঁহাদিগের দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার সাহায্য পাইত। এবং দীর্ঘকাল অবিবাহিত থাকায় যে সকল কুফল হয় তাহা হইতে নারীরা মুক্তিলাভ করিয়াছিল, এবং poor laws, work house আতুরাশ্রম ও হাঁসপাতালের আবশ্যক হয় নাই—এবং সকল নারীরাই—অতিশয় দীন দরিদ্ররাও—ভালবাসাপ্রবণ নারী হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ উপভোগ—ব্যক্তিগত প্রগাঢ় ভালবাসা—কি স্বামীর কি সন্তানের কি অন্য আত্মীয়ের—পাইবার যত বিশেষ সুবিধা হিন্দু সমাজে ছিল তাহা এ পর্য্যন্ত কোন সমাজ করিতে পারে নাই—অন্য কোন উপায়ে হইতে পারার সম্ভাবনাও নাই। এই যৌথ পরিবার ও জাতিভেদ প্রথা ছিল বলিয়াই নারীদিগকে পুরুষদিগের সহিত বি-সম প্রতিযোগিতায় অর্থোপার্জ্জনের নানা দুর্গতি হইতে মুক্তি দিতে পারিয়াছিল। তাহারা সকলেই আজন্ম পুরুষদিগের দ্বারায় সযত্নে প্রতিপালিত হইয়াছিল (All women were as it were endowed for all time from birth to the funeral pyre)। এই যৌথ পরিবার প্রথা ও জাতিভেদ প্রথারই দ্বারায় দারিদ্র সমস্যা ও নারী সমস্যা সম্যক পূরণ হইতে পারিয়াছিল—দারিদ্রের জন্য কাহারও জীবন বীভৎস হয় নাই।

যৌথ পরিবারে থাকিতে হইলেই স্বতঃই সংযম শিক্ষা হয় —তজ্জন্য দুষ্প্রবৃত্তিও উদ্দীপিত হয় নাই—লোকদিগের জীবন এত অশান্তি ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় নাই—জীবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ—ব্যক্তিগত ভালবাসা—পাওয়ায় দারিদ্র সত্ত্বেও জীবনে শান্তি, সন্তোষ ও তৃপ্তি ছিল—জীবন দুর্ব্বিসহ হয় নাই। হিন্দুরা জানেন যে জীবনের প্রধান শিক্ষাই সংযম ও আসক্তিত্যাগ—তাহাই গীতার প্রধান শিক্ষা—তাহাতে অভ্যস্ত হইলে মানুষ প্রায় সকল অবস্থাতেই সুখ শান্তি পাইতে পারে, যৌথ পরিবারে থাকায়, পিতামাতার আজ্ঞাধীন থাকায়, সকলের নীতি, সংযম ও আসক্তি

ত্যাগের শিক্ষা হইত—এখন তদভাবেই প্রধানতঃ আমাদিগের কোনরূপ সংযম শিক্ষা হইতেছে না এবং তজ্জন্য নৈতিক অবনতি হইতেছে।

তরুণ তরুণীরা যদি ভাবেন তবে বুঝিবেন যে যদি তাঁহারা মাতৃ পিতৃভক্ত না হন তাহা হইলে তাঁহাদিগের সন্তানরাও পিতৃমাতৃ ভক্ত হইবে না—তজ্জন্য তাঁহাদিগেরও শেষ জীবনে অত্যন্ত মনোকষ্ট পাইতে হইবে—অনেকেরই জীবন তাহাদিগের যত্ন সাহায্য অভাবে ভীষণ কষ্টকর হইবে—তাহাদিগের সন্তানদিগের ভিতর এবং যাহারা উপার্জ্জন সক্ষম না হইবে—তাহাদিগের বিষয়াদি নষ্ট হইবে তাহাদিগের জীবন দুর্ব্বিসহ হইবে—এবং হয়তো তাহারা ক্রমে সবংশে নিম্নতম শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িবে; নৈতিক অবনতি হইলে আমাদিগের উন্নতির পথও চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইবে তাহা সকলের বোঝা উচিত, কন্যাদিগকে দাসী ও বেশ্যাবৃত্তি করিতে হইবে। ঈষৎ দূরদর্শিতার সহিত নিজের স্বার্থ বুঝিলে তাহাদিগের মাতৃপিতৃ ভক্তির বিশেষ আবশ্যকতা বুঝিতে পারা যায়—না থাকার এই সকল বিষময় ফল দেখিয়া তাহারা এখন হইতে সতর্ক না হইলে যৌথপরিবার প্রথা প্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে—এবং তাহার মূল ভিত্তি যে পিতা মাতা ভক্তি তাহা না থাকিলে, নিজেদের ও তাহাদিগের সন্তানের ভিতর অনেকের ও দেশের ভীষণ দুর্গতি অনিবার্য্য—কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা শিল্পোন্নতির দ্বারায় তাহা নিবারণ হইতে পারে না। পাশ্চাত্যদিগের সংযম শিক্ষা হয় তাহাদিগের সকল কর্ম্মেই—খেলাও নিয়মবদ্ধ—এবং সকল বিষয় নিয়মানুবর্ত্তিতায় (Discipline) ও সকল কর্ম্মই নির্দ্দিষ্ট সময়ে করায় (Punctuality) আমরা তাহাও শিখি নাই। সুতরাং আমাদিগের সংযম শিক্ষার একান্ত অভাব হইতেছে।

পাশ্চাত্যের স্বাধীনতাবাদই এই পুত্র কন্যাদিগের বিদ্রোহের মূলে আছে। এই স্বাধীনতাবাদটিই আমরা গোড়ার ভুল মনে করি। প্রায় কোন লোকই কোনকালে স্বাধীন নহে—সচরাচর হইতেও পারে না—সকলেই সমাজের, আবেষ্টনীর, বংশানুক্রমিতার, ঘটনাচক্রের, রিপুর, অর্থের দাস। সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি অষ্টম এডওয়ার্ডও তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী বিবাহ করিতে যাওয়ায় রাজ্যচ্যুত হইলেন। সকলকে সাম্য

ও স্বাধীনতা দিবার বৃথা স্তোক বাক্য দিয়া—ফরাসী ও রুষিয়ার বিপ্লব-কারীরা জনসাধারণকে প্রতারিত করিয়া নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে সাম্য কোথাও স্থাপিত হয় নাই—গোড়ার ভুল বলিয়া হইতেও পারে না —যেখানে যেখানে সাম্য ও স্বাধীনতাবাদের দ্বারায় পরিচালিত হইয়াছে, সেখানেই ভীষণ অসাম্য হইয়াছে, যথা—আমেরিকা, ইংলণ্ড ইত্যাদি। আবার স্বাধীনতাবাদের ধ্বজা উত্তোলনের পর হইতেই এই পাশ্চাত্যের স্বাধীনতাবাদীরাই যত বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা হরণ করিয়া সেই সকল দেশবাসীদিগের অশেষ দুর্গতি করিয়াছে—তত স্বাধীনতার লোপ কোন কালেই পৃথিবীতে হয় নাই এবং নিজেদের দেশেও লোকদিগের ব্যক্তিগত স্বাধানতা যত লোপ করিয়াছে—তাহাও কোন অত্যাচারী রাজার আমলেও হয় নাই—এখন লোকরা কি পড়িবে--কি লিখিতে বা বলিতে পারে—কিরূপ বাটী নির্ম্মাণ করিবে তাহাও রাষ্ট্রশক্তির অধীন—আবার সকলকেই পুরাকালের ক্রীতদাস অপেক্ষাও কষ্টকর ও সকল বিষয়েই পরাধীন সৈনিকের জীবন যাপন করিতে বাধ্য করিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবীরা প্রথমে বলিল সকল লোকই স্বাধীন—তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে—কেবল অন্য লোকের সেইরূপ স্বাধীনতা মান্য করিতে বাধ্য। কোন সমাজই লোকদিগের যথেচ্ছাচারিতা প্রশ্রয় দিতে পারে না—পরস্পরের ইচ্ছা বিরোধী হয়, তাহা মিটাইবার জন্য লোকদিগের কতকগুলি মৌলিক কল্পিত স্বত্ব আছে তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল, যথা, ব্যক্তিগত শারীরিকস্বত্ব, সম্পত্তিস্বত্ব (Personal rights & rights of Property) ইত্যাদি। তাহাতে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। বক্রী সকল বিষয়ে তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে। প্রকৃতিতে কোন জীবের কোন স্বত্ব আছে দেখা যায় না—প্রবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করে—মারিয়াও ফেলে আহার ও বাসস্থান কাড়িয়া লয়। প্রকৃতিতে কোন জীবের কোন মৌলিক স্বত্ব আছে তাহা দেখা যায় না। তজ্জন্যই এই সকল স্বত্বকে কল্পিত স্বত্ব বলা হইল এবং কল্পিত বলিয়াই এই সকল স্বত্ব সম্বন্ধে অনেক মতদ্বৈধ আছে—সম্পত্তি স্বত্ব এখন সমাজতন্ত্রবাদীরা সেরূপভাবে স্বীকার করে না। এইরূপ স্বাধীনতাবাদের ফলেই পূর্ব্বপ্রচলিত

ধর্ম্মের ও সামাজিক বিধি নিষেধগুলি অবজ্ঞাত হইতে লাগিল এবং তদ্দ্বারায় যেরূপ লোকদিগের যথেচ্ছাচার রুদ্ধ হইত তাহা অবজ্ঞাত হইতে লাগিল—ও তাহার ফলে আইন ব্যতীত অন্য কিছুই লোকরা মানিয়া চলিতে বাধ্য নয়, এইরূপ মনোভাব লোকদিগের হইল। আইনের দ্বারায় লোকদিগের সকলের সহিত ব্যবহার স্থিরীকৃত ও সংযত করা অসাধ্য—নিত্যই নূতন ঘটনা সমাবেশ হইতেছে—তাহার উপর আইনের প্রকৃত অর্থ ও মর্ম্ম লইয়াও বিশেষ গোলযোগ হইতে বাধ্য—স্বাধীনতা বলিতে সচরাচর লোকরা নিজের নিজের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করাই বোঝে—তাহা প্রকৃতপক্ষে স্বেচ্ছাচারীতা মাত্র। • সুতরাং সকল পাশ্চাত্য সমাজেই ক্রমাগত আইন পাশ করিয়া লোকদিগেয় স্বেচ্ছাচারিতা সংযত করিবার ও তাহাতে যে সকল দোষ হয় তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতে হয়। প্রথমে কিছুকাল Herbert Spencer এর কাল পর্য্যন্ত ঐরূপ কতকগুলি কল্পিত স্বত্বের সূত্র ধরিয়া আইন করা হইত ; অল্পদিনেই দেখা গেল ততটুকু গণ্ডীর ভিতর আইন নিবদ্ধ রাখা চলে না—সমাজের মঙ্গলের জন্য আইন পাশ করাও বিশেষ আবশ্যক। এখন সকল সভ্য সমাজই স্থির করিয়াছেন যে সমাজের মঙ্গলের জন্য বিবিধ আইন করা আবশ্যক—এবং তজ্জন্যই বালক বালিকারা লেখাপড়া শিখিতে বাধ্য ; বসন্তের টীকা দিতে বাধ্য এইরূপ নানা আইন সকল সমাজের মঙ্গলের জন্যই করা হইতেছে। কিরূপে সাধারণের মঙ্গল হয় তাহা স্থির করিবার ভার রাষ্ট্র পরিচালকদিগের উপরই সমর্পিত। প্রচলিত সামাজিক বিধি নিষেধ— ধর্ম্মের শাসনও—সেই লোকদিগের মঙ্গলের জন্যই পূর্ব্বে করা হইয়াছিল এবং লোকরা তাহা মানিয়া চলায় ও তাহাদের দ্বারায় লোকদিগের স্বেচ্ছাচারিতা সংযত হওয়ায়, পূর্ব্বে এত আইন আদালতের আবশ্যকতা ছিল না—ঐগুলি অবজ্ঞাত হওয়ায় ক্রমাগত মকদ্দমা মামলাও বাড়িতেছে—নদীর স্রোতের ন্যায় আইনপাশও চলিয়াছে—আইন মাত্রেই লোকদিগের স্বাধীনতা খর্ব্ব করে ও তদ্দ্বারায় লোকদিগের স্বাধীনতা ও যাহা তাহাদিগকে দিবার আশা দেওয়া হইয়াছিল তাহা ক্রমাগতই খর্ব্বকরা হইতেছে। প্রচলিত আইনের সংখ্যা যে কত লক্ষ হইয়াছে তাহা বিচক্ষণ

আইনের ব্যবসায়ীরাও বোধ হয় জানেন না এবং তাহার ব্যাখ্যা ও মর্ম্মই বা কি তাহাও কেহ জানেন না—মামলা করিতে গিয়া লোকরা সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। রাষ্ট্র পরিচালকদের ক্ষমতা এখন সকল পাশ্চাত্য দেশেই অসীম হইয়াছে—এবং সেই ক্ষমতা তাঁহারা সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগের প্রভাব ও প্রতিপত্তি দৃঢ় করিবার জন্য নিয়োগ করিতেছেন—এবং তাঁহারা যাহা কিছু করিতেছেন সকলই সমাজের মঙ্গলের জন্য প্রচার করিয়া জন সাধারণকে প্রতারিত করিয়া, তাহাদিগের সকল প্রকার স্বাধীনতাই হরণ করিয়াছেন। রাষ্ট্র পরিচালকরা কেহই সর্ব্বজ্ঞ নহেন—এমন কি তাঁহারা সেই দেশের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরদর্শী পণ্ডিত বিচক্ষণও নহেন—সকলেই চরিত্রবানও নহেন—সুতরাং তাঁহাদিগের দ্বারায় প্রবর্ত্তিত আইন বা বিধি নিষেধের দ্বারায় সমাজস্থ অধিকাংশ লোকদিগের মঙ্গলসাধন হওয়া অসাধ্য—তাঁহাদিগের অজ্ঞানতা ভুল, হঠকারিতা, স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা কখনই প্রকৃত মঙ্গল জনক হইতে পারে না—তাঁহারা প্রায় কেহই মানুষের প্রকৃত মঙ্গল কাহার উপর নির্ভর করে তাহাই জানেন না—তাহাদিগের লক্ষ্যই কেবল আর্থিক উন্নতি, ভোগসুখবৃদ্ধি, এবং তাহারই ফলে পাশ্চাত্যের জীবন এত অশান্তিগ্রস্ত, এত বিরোধ, এত অন্তর্দ্রোহ, গৃহে সন্তান বিদ্রোহ, সমাজে নারী বিদ্রোহ—বিভিন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত লোকদিগের ভিতর বিভিন্ন শ্রেণীর ধনিক ও শ্রমিক, ধনী ও নিঃস্বের বিরোধ—আন্তর্জ্জাতিক বিদ্বেষ ও বিরোধ এবং তজ্জন্যই সর্ব্বধ্বংসী সমরানল প্রজ্জ্বলিত হওয়া অনিবার্য্য হইয়াছে—লোকদিগের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এইরূপ স্বাধীনতাবাদীদিগের দ্বারায় প্রায় লোপ সাধন হইয়াছে।

পাশ্চাত্য সমাজ পূর্ব্বে প্রবল জমিদার ধনী ও প্রবল সঙ্ঘবদ্ধ ধনী ধর্ম্ম-যাজকদিগের দ্বারায় পরিচালিত হইত—তাহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জনসাধারণের উপর ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছিল, সাধারণ লোকদিগের দুর্গতিও অসীম ছিল, অনেক ধর্ম্মবিশ্বাস কুসংস্কারগ্রস্ত ছিল। সাম্য ও স্বাধীনতাবাদীরা তাহাদিগের সে অত্যাচার নিবারণ করিয়া ও সকল ধর্ম্ম উপেক্ষা করায় তাহাতে সঞ্চিত কুসংস্কারগুলিও পরিত্যাগ করায়, প্রথমে দেশের অনেক উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু

সকল ধর্ম্ম ও সমাজের প্রচলিত বিধি নিষেধগুলি অবজ্ঞাত হওয়ার কুফল এখন সকলকে ভুগিতে হইতেছে। এ দেশের পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ও উহাদিগের শিক্ষায় ও অনুকরণে এ দেশেরও সকল ধর্ম্ম ও সামাজিক বিধি নিষেধগুলি অবজ্ঞা করিয়া কুসংস্কার বর্জ্জনের গর্ব্বে স্ফীতবক্ষঃই হন। হিন্দু সমাজ প্রায় কোনকালেই অরাজকতার ফলে ব্যতীত, কি রাজা, কি জমিদার, কি ধর্ম্মযাজকদিগের দ্বারায় পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় অত্যাচারিত হয় নাই—এখানে ধর্ম্মযাজকগণ প্রায় কখনও সঙ্ঘবদ্ধ প্রবল পরাক্রান্ত সম্পত্তিশালী সম্প্রদায় হইয়া উঠে নাই—সকলেই সাধারণতঃ জগৎপূজ্য দার্শনিক স্বার্থশূন্য উন্মীলিত প্রজ্ঞাচক্ষু ঋষিদিগের অনুশাসনের দ্বারায় ধর্ম্ম ও সমাজ পরিচালিত হইয়াছিল—ঐ সকল মনীষিগণের অনুজ্ঞা সাধারণের মঙ্গলের জন্যই প্রচারিত ছিল; এখন আমরা পাশ্চাত্যদিগের ভুল স্বাধীনতাবাদে প্রতারিত হইয়া তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা অবহেলা করিয়া নিজেদের অগাধ বুদ্ধির ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে গিয়া নিজেদের ও দেশের দুর্গতি বৃদ্ধি করিতেছি। পাশ্চাত্যরা এইরূপ স্বাধীনতা চাওয়ার ফলেই তাহারা রাষ্ট্র পরিচালকদিগের ক্রীড়া পুত্তলিকা হইয়াছেন—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রায় সম্পূর্ণ অপহৃত হইয়াছে—কেবল ইংলণ্ডবাসীরা, যাঁহারা মুখে স্বাধীনতাবাদ মানেন বটে কিন্তু কার্য্যে পুরাতন প্রথায় দৃঢ় নিষ্ঠ, সেখানেই কেবল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এখনও অনেক আছে। এই ভুল স্বাধীনতাবাদে পৃথিবীতে যত অধিক অনিষ্ট, যত অত্যাচার সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে এবং হইবার আশু সম্ভাবনা হইয়াছে তাহা বোধ হয় কোনকালে কোন মতবাদে হয় নাই; অথচ প্রঘোষণার (propaganda) ফলে তাহাতে এখনও অধিকাংশ লোকই অজ্ঞান।

সকল লোকই স্বাধীনতা চায়—আমরা যত প্রকৃত স্বাধীনতা প্রয়াসী তত কোন দেশই নয়। আমরা বহুকাল হইতে বলিয়া আসিয়াছি—"সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্"—এবং ঐরূপ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই আমাদিগের দর্শন শাস্ত্রের ধর্ম্মশাস্ত্রের লক্ষ্য এবং যাহাতে সেইরূপ দুঃখ নিবৃত্তি হইতে পায় তাহাই আমাদিগের সমাজ বিধানের উদ্দেশ্য। তবে সে স্বাধীনতা ঠিক একালের অভীপ্সিত স্বাধীনতা নয়—ইহা স্বেচ্ছাচারিতা মাত্র।

অষ্টাদশ প্রবন্ধ

মানুষ নিত্যই পরিবর্ত্তনশীল, এ কালের বিজ্ঞান শাস্ত্র বলে শুনিয়াছি যে শরীরস্থ প্রত্যেক পরমাণু সাত বৎসরের ভিতর পরিবর্ত্তিত হয়। এই নিত্য পরিবর্ত্তনশীল দেহের ভিতর অপরিবর্ত্তনশীল যাহা আছে,—এবং যাহা আছে বলিয়াই এক হস্ত পরিমিত শিশু যে পরে বৃহদাকার পলিতকেশ বৃদ্ধে পরিণত হয়—তাহার একত্ব অনুভূতি থাকে—তাহার "আমিত্ব" জ্ঞান থাকে—তাহাই আমাদিগের প্রকৃত "স্ব", এবং সেই "স্ব" এর অধীন হওয়াই প্রকৃত স্বাধীনতা—সেইরূপ স্বাধীনতাই আমাদিগের কাম্য—পণ্ডিতগণের জীবনের লক্ষ্য সেইরূপ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারিলেই মানুষ সকল অবস্থাতেই সুখী হইতে পারে—প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মীলিত হয়—অনেক অসাধারণ শক্তির উন্মেষ হয়। এইরূপ জ্ঞান ও শক্তিলাভের কথা কিছুদিন পূর্ব্বে পাশ্চাত্যদিগের প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল—এবং অজ্ঞাত ছিল বলিয়াই তাহা গাঁজাখুরী বলিয়া অনেকে বিবেচনা করিতেন। কিন্তু এখন পাশ্চাত্যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আলোচনার ফলে মানুষের অনেক অসাধারণ শক্তির সন্ধান অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পাইয়াছেন—মানুষের যে আর একটা ইন্দ্রিয়—যাহা এখন ষষ্ঠেন্দ্রিয় (Sixth Sense) নামে অভিহিত তাহা স্বীকৃত হইয়াছে, আমরা বহুকাল পূর্ব্বে মানুষের তদপেক্ষা বহু অধিক শক্তির ও জ্ঞান অর্জ্জনের উপায়ের কথা জানিতাম এবং কিরূপে তাহা লাভ করিতে পারা যায় তাহার পথও আবিষ্কার করিয়াছি—সেই পথই যোগের পথ, ত্যাগের পথ—বিশেষতঃ আসক্তিত্যাগের পথ—কামক্রোধাদি ষড়রিপু জয়ের পথ। তজ্জন্যই এ দেশের অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন মনীষিগণ সর্ব্বত্যাগী যোগী ঋষি হইতেন—সেই জন্যই সকল ভোগ সুখের অধিপতি রাজপুত্র বুদ্ধদেব রাজ্যত্যাগ করিয়া বনবাসের কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন—তন্নিমিত্ত অদ্বিতীয় মেধাবী শঙ্করাচার্য্যাদি মহাপুরুষগণ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন—সেইজন্যই এদেশে এত সন্ন্যাসী হয়। এইরূপ ত্যাগীদিগকেই আমরা চিরকাল মান্য ও ভক্তি করিয়াছি—রাজা মাহারাজাও তাঁহাদিগের পদানত ও অনুগ্রহ ভিখারী ছিলেন—তজ্জন্যই এদেশে এখন এত ভণ্ড সন্ন্যাসীর প্রাদুর্ভাব। মহাত্মা গান্ধীরও এদেশের জনসাধারণের উপর এত প্রভাব প্রধানতঃ তাঁহার

ত্যাগের জন্যই। যাঁহারা এইরূপ ত্যাগী ও স্বাধীন হইয়াছিলেন তাঁহারাই আমাদিগের শাস্ত্রকার ঋষি—তাঁহাদিগকে আমরা অভ্রান্ত মনে করি। তাঁহারা যে উপায়ে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন—যে উপায়ে তাহা পাওয়া যাইতে পারে—তদভিমুখে যাহা আমাদিগকে লইয়া যায় তাহাই আমাদিগের শাস্ত্রে নিবদ্ধ আছে—তদুদ্দেশ্যেই শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অনেক সময়ে তাহা আমরা অকিঞ্চিৎকর ও বৃথাকষ্টকর মনে করি কিন্তু তাহা বিভিন্ন স্থলে, বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের প্রতি প্রযোজ্য তাহা বুঝি না। আমরা তজ্জন্যই তাহা মানিয়া আসিয়াছিলাম —এখন আমরা সেইরূপ দেবোপম মনীষিগণের কথা অবহেলা করি ও যাহারা মানুষের প্রকৃত মঙ্গল কাহার উপর নির্ভর করে তাহা জানে না, যাহারা বহু বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের একই বাঁধাবাঁধি নিয়মে মঙ্গল করিতে চায়—যাহারা ভোগ সুখকে জীবনের প্রধান কাম্য বলিয়া বোঝে—যাহারা নিজের স্বার্থ ও অন্য মোহে অন্ধ, তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিতে বাধ্য হইতেছি—তাহাতে আমাদিগের সকলেরই দুর্গতি বৃদ্ধি হইতেছে—গৃহে গৃহে সন্তান বিদ্রোহ—সমাজে নারী বিদ্রোহ—বিভিন্ন শ্রেণীর বিরোধ ও বিদ্বেষ হইতেছে।

এইরূপ উন্মীলিত প্রজ্ঞাচক্ষু লোকদিগের দ্বারাই আমাদের সমাজগঠন হইয়াছিল—আমাদিগের সামাজিক বিধি নিষেধগুলি তাঁহাদিগেরই মতানুযায়ী। তাঁহারাই পিতৃমাতৃভক্তি বিশেষরূপে অনুজ্ঞা দিয়া সমাজে ও নারীদিগের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন।

তাহারই ফলে ভারতবাসীরা সত্যসন্ধতা ও চরিত্রবলে বলীয়ান ছিল—জীবনে শান্তি ও সন্তোষ ছিল। পিতৃমাতৃ আজ্ঞা পালনের শুভফল এত অধিক সুদূরগামী বলিয়াই লোক শিক্ষার জন্য, প্রায় ভীমরতিগ্রস্ত স্ত্রৈণ রাজা দশরথের অতিশয় অন্যায় ও বিশেষ কষ্টকর বনবাস আজ্ঞা অতুল পরাক্রমশালী রামচন্দ্র পালন করিয়াছিলেন। এখন আমরা পিতার অন্ন ধ্বংসিয়াও "স্বাধীনতার" নামে তাঁহাদিগের সামান্য আজ্ঞাও প্রতি পালন করি না! কর্ত্তব্যজ্ঞান দৃঢ়ীভূত হইলেই স্বাধীনতা সম্ভব হয়। স্বাধীনতা সমরের অগ্রণী বীর জগৎপূজ্য Mazzini বলিয়া গিয়াছেন

(তাঁহার Duty নামক পুস্তকে) 'you cannot obtain your rights except by obeying the commands of duty'—তুমি যদি তোমার কর্ত্তব্য পালন না কর তাহা হইলে তোমার স্বত্ব তুমি পাইতে পার না। আমাদিগের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন বয়সের কর্ত্তব্য আমাদিগের দেশের মনীষিগণই নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন—তাহা অবহেলা করার ফলেই আমাদিগের এত দুর্গতি হইতেছে।

আমরা যদিও নারীদিগকে সহচরী সহযোগিনী বলিয়া ভাবি নাই তথাপি আমরা ব্যক্তিগত জীবনে যত নারীদিগের কাছে সাহচর্য্য ও সহযোগ পাইয়া আসিয়াছি তাহা পাশ্চাত্যরাও পান না। জাতিভেদ প্রথায় জাতিগতবৃত্তি একইরূপ হওয়ায়—স্বামী ও স্ত্রী একইরূপ আবেষ্টনীতে বর্দ্ধিত হয় বলিয়া—তাহাদিগের আচার ব্যবহার মজ্জাগত মনোভাব একই প্রকারের হয়—জাতিগত বৃত্তির আবশ্যকীয় অনেক বিষয় জানা থাকে—অনেক কর্ম্ম করিতে শিখে—কতক অভ্যস্তও হয়। তাহার উপর অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ায়, স্বামীর বংশের ধারায় আবশ্যকীয় কার্য্যে স্ত্রী বাল্যকাল হইতেই অভ্যস্তা হইত—এবং তাহাদিগের পরার্থপরতা উদ্দীপিত হওয়ায় তাহারা ভালবাসা প্রণোদিত হইয়া(অর্থোপার্জ্জনের লোভে নহে) পুরুষদিগের সাহায্য তাঁহাদিগের যতদূর সাধ্য তাহা করিতেন। এদেশে মোটামুটি শতকরা ৭৫ জনেরও অধিক লোক কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত—কৃষকনারীরা শস্য রোপন করে—কৃষকদিগের আহার প্রস্তুত করিয়া মাঠে লইয়া যায়—শস্য ঝাড়িয়া গৃহে তুলিয়া রাখে—ধান্য চাউলে পরিণত করে ইত্যাদি। শিল্পে ও দোকানের ক্রয় বিক্রয় কার্য্যে শতকরা ১৫ জন নিযুক্ত, তাঁতী বধু ও কন্যারাও সূতা কাটে, মাড়দেয়, শাঁপিতে সূতা পরাইয়া দেয়, বাণ্ডিল বাঁধে ইত্যাদি—এইরূপ সকলেই স্বীয় জাতীয় বৃত্তির সহায়তা করে—দোকানে বিক্রয় কার্য্যের সহায়তা করে। সুতরাং নারীরা পুরুষের সহযোগিতায়, তাহাদিগের প্রতি ভালবাসায়, তাহাদিগের কষ্ট লাঘব করিবার জন্য—পাশ্চাত্যের মতন বি-সম প্রতিযোগিতায় নয়—অর্থোপার্জ্জনের সহায়তা করিত। আমরা তজ্জন্য নারীদিগের পরার্থপর মাতৃভাবের সাহায্য যেমন পাইতাম—সহচরীভাবের সাহায্যও প্রায়

সেইরূপই পাইতাম। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের পরিবারস্থ নারীরা ছাত্রদিগের আহার ও বসবাসের সেবার ভার লইয়া পণ্ডিতদিগকে অধ্যাপনা কার্য্যে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিবার অবকাশ দিয়াছিলেন। তথাপি এদেশের নারীরা ঠিক পুরুষের সহচরী ছিলেন না—হইতেও চাহেন নাই। স্ত্রীরা সহধর্ম্মিণী—অর্থাৎ কি সংসার ধর্ম্মে, কি পারলৌকিক ধর্ম্মে সহযোগিনী ছিলেন—তাঁহারা পুরুষদিগের অবসর কালে আমোদ প্রমোদ, গল্প গুজবে সচরাচর মিশিতেন না, তাহাতে সাহচর্য্য করিতেন না। এইরূপ অবসর কালের সাহচর্য্যই প্রধানতঃ একালে চাওয়া হইতেছে। তাঁহারা নিজেরা পৃথক স্থানে একত্রিত হইয়া নিজেদের প্রবৃত্তি ও ইচ্ছানুযায়ী আমোদ প্রমোদ গল্পগুজব করিতেন—যৌথ পরিবারে থাকায় কখনও সঙ্গীনীর অভাব হইত না। ইহাই আমাদিগের সমাজের বৈশিষ্ট্য। পুরুষদিগের সহিত সেই অবসর কালে খোসগল্পে যোগদান করিতে হইলে তাহাদিগের মনোরঞ্জন করিবার উপযোগিতা অর্জ্জন করিতে হয়—নিজেদের প্রবৃত্তি চাপা দিতে হয়—তাহা করিতে আমরা তাহাদিগকে বাধ্য করি নাই—এইরূপ বাধ্যকরা একরূপ দাসীবৃত্তি মনে করি।

আর একটী প্রধান কারণ আছে। অবসর কালীনই লোকেরা প্রলোভনে পড়ে। কাম অতিশয় প্রবল রিপু, মনও সচরাচর অতিশয় দুর্ব্বল। সুবিধা, প্রলোভন ও মনের দুর্ব্বলতার একত্র সমবেশেই পদস্খলন হয়। পুরুষ ও নারীর অবসর কালীন মেলামেশা থাকিলে মানসিক দুর্ব্বলতা সুবিধা ও প্রলোভন একই সময়ে হইতে পায়, তজ্জন্যই অবসর কালীন একত্রে আমোদ প্রমোদে অনেক সময়ে পদস্খলন হইয়া পড়ে—হওয়ায় নারীদিগেরই দুর্গতি অশেষ হয় এবং তাহাদিগের ও সন্তানদিগের মঙ্গলের জন্যই অবসরকালীন অবাধ মেলামেশা এদেশে বন্ধ করা হইয়াছিল। ইহাই হিন্দু অবরোধ প্রথার মূল কথা। দাক্ষিণাত্যে যেখানে মুসলমান প্রভাব অধিক হয় নাই—সেখানে রাস্তায় বাহির হওয়ার আপত্তি নাই, কিন্তু আত্মীয় পুরুষ ভিন্ন অন্য লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহার রীতি নাই—গৃহে বাড়ীর পুরুষের উপস্থিতিতে, অন্যলোকের সহিত, কথা কওয়া দোষনীয় নয়। এদেশ বহুকাল পরাধীন, পরাধীন অবস্থার অত্যাচার

নিবারণ করা দুঃসাধ্য বলিয়া ও কতকটা মুসলমান প্রথা অনুকরণে অবরোধ প্রথা দৃঢ়ীভূত হয়।—ইহা তাঁহাদিগের সম্মানের (Privilege) জন্যই, মঙ্গলের জন্যই করা হইয়াছিল, ইহা অত্যাচার বা disability নয়। সেই জন্যই গরীব স্ত্রীলোকদিগের অবরোধ প্রথা নাই। যদিও নারীদিগের অবরোধ প্রথা পাশ্চাত্যদিগের চক্ষে কারাবাসের অনুরূপ মনে হয় তথাপি Burke হেষ্টিংসের বিচার কালীন বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে আমরা নারীদিগকে বহুমূল্য দ্রব্যের ন্যায় সম্পূর্ণ মান্যের সহিত রক্ষণাবেক্ষণ করি (They were guarded as sacred treasure with all possible attention and respect)। রাজরাণীরাও প্রায় সেইরূপ অবরোধেই থাকেন তাহাও সকলকে দেখিতে বলি। এখনও একাএকা রাস্তায় বাহির হইলে কি এখানে, কি নব্যতন্ত্রীদিগের কল্পিত নারীদিগের ভূ-স্বর্গে—পাশ্চাত্যে—নারীদিগকে কত অপমান-সূচক কত কুৎসিত কথা শুনিতে হয়—অনেক সময়ে তাঁহারা পাশ্চাত্যেই কিরূপ বিপদগ্রস্তা হয়েন—(প্রথম প্রবন্ধে প্রকাশিত পুলিসের ইস্তাহারই তাহার প্রমাণ) তাহা তরুণরা হয়তো জানেন না। বিশেষতঃ আমাদিগের মতন পরাধীন দুর্ব্বলজাতির পক্ষে অবরোধ প্রথাই নারীদিগকে রক্ষা করিবার প্রধান উপায়—যৌথ পরিবার প্রথায় তাহাতেও বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়। নিত্যই তো নারীহরণের কথা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইতেছে আমরা তাহার কি প্রতিকার করিতে পারিতেছি? বীর পুরুষের মত Town Hallএ সমবেত হইয়া গলাবাজি করিতেছি—আর রাজ সরকারের দ্বারস্থ হওয়ার অশেষ ফৈজয়তী নারীদিগকে ভোগ করাইতেছি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই সকল বাক্যবীরেরাই অবরোধ প্রথার বিরোধী—অনেকে তরুণী-দিগকে রাস্তায় একা পাঠাইয়া ও তাহার ফৈজয়তী ও প্রলোভন ভোগ কয়াইয়া নারীস্বত্ব প্রসার করিতেছেন ভাবেন!!

বিধবা বিবাহের কথা পূর্ব্বে (দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবন্ধে) আলোচনা করিয়াছি। আমরা সকল পুরুষকে বিবাহ করিবার নিয়ম করিয়াছিলাম কিন্তু আজ কুমারীদিগেরই বিবাহ হইতেছে না—বিধবা বিবাহ হইলে তাহা কুমারীর বিবাহের পরিবর্ত্তেই হইবে—তাহা নারী সমষ্টির পক্ষে মঙ্গলজনক

হইতে পারে না —এই কথা ভাবিতে বলি। তবে আমার মনে হয় যে প্রদেশে ও যে জাতির ভিতর নারী সংখ্যা অত্যল্প ও কন্যাপণ আছে ও যাহারা অধিক দরিদ্র, সেখানে সেই সকল জাতির পঞ্চায়ৎরা একত্রিত হইয়া নিঃসন্তান বিধবাদিগের বিবাহ প্রবর্ত্তিত করার বিশেষ কোন আপত্তি নাই—অনেকস্থলে তাহা প্রচলিতও আছে—কিন্তু এ দেশের নব্যতন্ত্রীরা অনেকেই সকল বিধবাদিগের জন্যই বিধবা বিবাহ প্রথা সমর্থন করেন ও তাহা না থাকা তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার ভাবেন। তাঁহারা দেখেন না যে এদেশে উচ্চবর্ণের কুমারীদেরই বিবাহ হইতে পারিতেছে না—তাহাদিগের তাহার কুফলের দিকে দৃষ্টি নাই—ইহার ফল হইতেছে এই যে যাহাদিগের একবার বিবাহ হইয়াছিল—তাহাদিগেরই দুই বা ততোধিক বার বিবাহ দিবার জন্য তাঁহারা বিশেষ উৎসুক হইয়াছেন।

ঊনবিংশ প্রবন্ধ

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে নারীদিগের অর্থোপার্জ্জনাদি কর্ম্ম করার ফলে পাশ্চাত্যে গৃহই লোপ পাইতে বসিয়াছে—তাহাতে নারীদিগের ও অশেষ দুর্গতি হইতেছে সমাজের পক্ষেও বিশেষ অমঙ্গলজনক হইতেছে তাহা দেখিয়া এলেন্ কী বলিয়াছেন যে নারীদিগের জন্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্র থাকা আবশ্যক এবং হিট্‌লার ও মুসোলিনি তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছেন। তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে হইলে কিরূপ প্রথা থাকা আবশ্যক তাহা পূর্ব্ব দুই প্রবন্ধে দেখাইয়াছি—তদ্ভিন্ন তাঁহাদিগের গৃহে ফিরিয়া যাওয়াই অসম্ভব অথচ তদ্ব্যতিরেকে গৃহ সুখ শান্তিদায়ী হইতে পারে না। কিন্তু এইরূপ গৃহকার্য্য পাশ্চাত্যের ব্যক্তি-তান্ত্রিক পরিবারে কেবল ছেলে মানুষ করা ও পুরুষের সুখ সুবিধার জন্য, পুরুষদিগের দাসীগিরি করা মাত্র, বলিয়া অনেকে বিবেচনা করিয়া থাকেন—সেই কার্য্যও অনেকস্থলেই অতিশয় সঙ্কীর্ণ, তাহাতে তাঁহাদিগের মন উঠে না—তাঁহাদিগের সকল শক্তি উহাতে নিয়োজিত হইতে পারে না—অল্প সন্তান, নিঃসন্তান, সন্তান যাহাদিগের বড় হইয়াছে বা অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে, তাহাদিগের কার্য্যও থাকে না।

হিন্দুসমাজ-গঠনে যৌথ পরিবার থাকায় গৃহ সেইরূপ সঙ্কীর্ণ নয় এবং নারীদিগের জীবনের কার্য্য শুধু নিজের নিজের ছেলে মানুষ করা ও স্বামীর ও সন্তানদিগের স্বচ্ছন্দতার জন্য আত্মনিয়োগ করা নয়, তাঁহাদিগের কার্য্য প্রথমতঃ যদিও তাহাই, কিন্তু তদূর্দ্ধে যৌথ পরিবারস্থ সকলের—দাসদাসীর পর্য্যন্ত রোগ, শোক, দুঃখ, কষ্ট নিবারণ করা—তাহাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধান করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা—এবং তদূর্দ্ধে আত্মীয় কুটুম্ব প্রতিবাসীদিগের বিপদে আপদে যথাসাধ্য সেবা ও সাহায্য করা—এক কথায় সকলেরই সহিত মায়ের মতন ব্যবহার করা। এইরূপ ব্যবহার তাঁহারা সচরাচর করিতেন—এইরূপ ব্যবহার তাঁহাদিগের নিকট সকলে প্রত্যাশা করিত বলিয়াই এদেশে অপরিচিতা নারীদিগকে সচরাচর

মাতৃসম্বোধন করিবার রীতি প্রচলিত আছে এবং তাহাদিগের জীবনের শ্রেষ্ঠ কার্য্য প্রথমতঃ সন্তানদিগের ও পরিবারস্থ সকলের দুষ্প্রবৃত্তি দমন করা, কলহ নির্ব্বাপিত করা, সুমতি উদ্দীপিত করা, সংযমের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করা—লোকদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, প্রতিপত্তি ইত্যাদি ভগবান তাঁহাদিগের কাছে গচ্ছিত রাখিয়াছেন মাত্র (Trust), এই জ্ঞানে তাহা ব্যবহার করিতে শিখান; তাহাদিগের পরার্থপরতা উদ্দীপিত করা। এই সকল কার্য্য তাঁহারা বক্তৃতা দিয়া করেন না—বক্তৃতায় কোন শুভ ফল হয় না—সে কেবল তাঁহাদিগের পূত হৃদয়ের, চরিত্রবলের, সহানুভূতির, ত্যাগশীলতার কোমল, শান্ত মাধুরীর স্নিগ্ধতা বিকীরণ প্রভাবেই হইতে পারে ও হইয়া থাকে। কোন রাজনৈতিক, কোন বৈজ্ঞানিক, কোন কবি, কোন শিল্পী, কোন দার্শনিক কি তদপেক্ষা অধিক মঙ্গলজনক বা মহৎকার্য্যে ব্রতী আছেন? অথচ এইরূপ কার্য্যকে হেয় বলিয়াও প্রচারিত হইয়াছে, তরুণীদিগকে তাহাই বোঝান হইতেছে!

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মনুষ্য সমাজে স্বার্থপর ও পরার্থপর প্রবৃত্তি একই সময়ে কার্য্য করে এবং এই দুইপ্রকার কার্য্যই অত্যাবশ্যক এবং তাহারই উপর সমাজ প্রতিষ্ঠিত। যখন দেখা গেল যে স্বার্থপর অর্থোপার্জ্জনাদি আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপন কার্য্যে নারীরা করিতে যাওয়ায় তাঁহারাই নির্য্যাতিত হন—গৃহই লোপ পায়—সমাজের অমঙ্গল হয়, তজ্জন্য নারীদিগের কর্ম্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ পৃথক করা অত্যাবশ্যক—যাহা এতদিনে পাশ্চাত্যরা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন—হিন্দুমনীষিগণ তাহা বহু পূর্ব্বেই বুঝিয়া নারীদিগের জন্য পরার্থপর কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন—যৌথপরিবার প্রথা ও জাতিভেদ প্রথার দ্বারায় তাহাদিগকে অর্থোপার্জ্জনাদি স্বার্থপর কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি দিয়া, তদ্দারায় তাহাদিগকে আজীবন প্রতিপালন করিয়া পরার্থপর কর্ম্মে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। নারীদিগের জন্য যদি সম্পূর্ণ পৃথক্ কর্ম্মক্ষেত্র ও কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করাই বিধেয় বিবেচিত হয় তাহা হইলে দেখিবেন যে হিন্দুমনীষিগণ যেরূপ কর্ম্মবিভাগ করিয়া গিয়াছেন তদ্ব্যতীত অন্য কোন শ্রেষ্ঠ কর্ম্মবিভাগ এ পর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই—হইতেও পারে না। দেশের

সকল নারীর কর্ম্মক্ষেত্র ও কার্য্য সম্পূর্ণ পৃথক করিতে হইলে দেখা আবশ্যক যে (১) সে কর্ম্মক্ষেত্র এত বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক যে প্রত্যেক দেশের অর্দ্ধেক লোক (পুরুষ ও নারীর সংখ্যা সচরাচর মোটামুটিভাবে সমান ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে) তাহাতে নিযুক্ত হইতে পারে (২) সে কার্য্য সমাজের পক্ষে অত্যাবশ্যক ও মঙ্গলজনক হয়। (৩) সে কার্য্যে নারীদিগের সকল শক্তি নিয়োজিত হইতে পায়। (৪) সেইরূপ কার্য্য করা তাঁহাদিগের সাধ্য এবং তাহাতে তাঁহাদিগের প্রকৃতিগত দক্ষতা আছে (৫) এবং তাঁহারা তাহাতে তৃপ্তি পাইতে পারেন। অন্য কোন উপায়ে কর্ম্মবিভাগ করায় পুরুষ ও নারীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিবারিত হইতে পারে না—সমাজস্থ সকল নারী তাহাতে নিয়োজিত হইতে ও পারে না।

হিন্দু মনীষিগণ হিন্দুনারীর জীবনের কার্য্য কি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহা কত মহৎ, কত সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক, কত অত্যাবশ্যক, কিরূপ মনোভাব লইয়া সেই কার্য্যে তাঁহারা ব্রতী হয়েন তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে একটী ঐতিহাসিক ঘটনার কথা স্মরণ করিলেই ভাল হয়। বিগত ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫৬ সালে—রুষিয়া একদিকে—তুর্কী, ইংরাজ ও ফরাসী অন্যদিকে) যখন বন্দোবস্তের অভাবে সৈনিকদিগের বিশেষতঃ যুদ্ধাহত সৈনিকদিগের ভীষণ দুর্গতি হয়, তখন মিস্ নাইটিঙ্গেল্ সৈনিক-গণের সেবা শুশ্রূষার জন্য রেডক্রস সোসাইটি করিয়া নারীদিগকে সেবাব্রতরতা ভগিনী দলভুক্ত (Sisters of Mercy) হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং মাতৃজাতীয়া নারীদিগের হৃদয়তন্ত্রী সেই পরার্থপরতার—সেবাব্রতের মহৎকার্য্যের—আহ্বান বাণীতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাঁহারা দলে দলে—বহুভোগ সুখে অভ্যস্তা নারীরাও—সেই মহৎ ও কষ্টকর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন তজ্জন্য কেহ উচ্চহারে বেতন ও চাহেন নাই, তাঁহাদিগের কিরূপ আহার পরিচ্ছদ বাসস্থান ও অন্য সুবিধা পাইবেন তাহা জানিতে চাহেন নাই—যাহাকে যে হাঁসপাতালে যে কার্যে Lady Superior (প্রধান সেবিকা) এর আজ্ঞাধীনে কার্য্য করিতে নিযুক্ত করা হইয়াছিল—সেই হাঁসপাতালে

সেই প্রধান সেবিকা ও কর্তৃপক্ষদিগের আজ্ঞাধীনে যুদ্ধাহত ও রোগী সৈনিকদিগের সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাহাদিগের দুঃখ কষ্ট অপনোদন করিবার, স্বচ্ছন্দতা বিধান করিবার জন্য, যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন— সেই হাঁসপাতালের তাৎকালিক ব্যবস্থামত আহারাদি পাইতেন—ঠিক তেমনই ভাবে হিন্দুনারীরা তাঁহারা যে পরিবারে জন্মিয়াছেন বা যে পরিবারে তাঁহাদিগের পিতামাতা বা অন্য অভিভাবকগণ বিবাহ দিয়া পাঠাইয়াছেন সেই পরিবারস্থ ও তাহার নিকটস্থ জীবন যুদ্ধে আহত সকল লোকের রোগে সেবা করিবার জন্য, শোকে শান্তি ও সহানুভূতি দিবার জন্য, নিরাশের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিবার জন্য, দুশ্চিন্তাগ্রস্তের অবসাদ ও পরিশ্রান্তের ক্লান্তি অপনোদনের জন্য, তাহাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধান করিবার জন্য, প্রথমে মাতা বা শ্বশ্রূর আজ্ঞাধীনে ও তত্ত্বাবধানে গৃহে গৃহে মূর্ত্তিমতী করুণাময়ী দেবীর ন্যায় মাতারূপে, সহধর্ম্মিনীরূপে, বধূরূপে, কন্যারূপে, ভগিনীরূপে, দাসীরূপে * ও যথাসাধ্য চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতেন—সেখানে যেরূপ গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন—স্ব স্ব ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ভোগ সুখের দাবী করা ক্ষুদ্রাশয়তা—নীচাশয়তা বলিয়া বিবেচিত হইত, সে প্রবৃত্তিও সচরাচর হইত না—কোন মহানুভব পরার্থপর লোকেরই সে প্রবৃত্তি হয় না। লোকচক্ষুর অন্তরালে এইরূপ মহৎকার্য্য বিনা আড়ম্বরে করা হয় বলিয়া খবরের কাগজে সেই মহত্ব প্রঘোষিত হয় না বলিয়া হয় তো আমাদিগের এত অধঃপতন হইয়াছে, যে এইরূপ সেবাব্রতের মহত্ব বুঝিবার শক্তিও আমরা হারাইয়াছি, এইরূপ কার্য্যকে হেয় বলিতে অনেকের কুণ্ঠাবোধ নাই। পৃথিবীতে অতি অল্প লোকই আছে, যে জীবনে সময়ে সময়ে রোগে, শোকে, দুঃখে, কষ্টে, ভগ্নাশায়, অপরের দুর্ব্ব্যবহারে, অধিক পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া পড়ে না—সেই সময়ে সেবা, সহানুভূতি, ভালবাসার অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে না—এরূপ ব্যাপক অভাব মনুষ্য জীবনে গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব ব্যতীত নাই বলা যাইতে পারে—কি রাজা, কি প্রজা

* স্বর্ণলতায় ঝির কথা সকলকে স্মরণ করিতে বলি, সেরূপ ঝি গৃহে গৃহে পূর্ব্বে পাওয়া যাইত। মেবার রাজ পরিবারে পান্না ধাত্রীর কথাও যেন মনে রাখি।

কি ধনী, নির্ধনী—বিশেষতঃ নির্ধনীরা সকলেই—এই অভাবে পীড়িত হয় —ভোগলোলুপ তরুণরা পিতামাতার স্নেহ ক্রোড়ে লালিত বলিয়া হয়তো তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করে না, অর্থস্বাচ্ছল্য হইলেই সকল কষ্ট মোচন হইবে ভাবে। শরীরের কষ্ট দাসদাসীর—বেতন ভোগীর—দ্বারায় মোচন বা লাঘব হইতে পারে, কিন্তু শোকের, ভগ্নাশার, পরের দুর্ব্ব্যবহারের জন্য মনের কষ্ট লাঘব করিবার, শান্তি দিবার, দুর্ব্বল হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিবার ক্ষমতা কেবল ভালবাসার সহানুভূতিতেই আছে এবং এই কার্য্য কোমল হৃদয়া নারীদিগের দ্বারায় যেরূপ সহজে ও নিপুণভাবে হইতে পারে তাহা পুরুষের অসাধ্য। এইরূপ কার্য্য সমাজের অত্যাবশ্যক দেখিয়া ও নারীদিগের সেইরূপ কার্য্য করিবার প্রকৃতি প্রদত্ত সহজ পটুতা বিশেষ ভাবে আছে দেখিয়া ও তাহাতে তাঁহাদিগের বিশেষ সুখ বোধ আছে দেখিয়াই হিন্দু মনীষিগণ তাঁহাদিগকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ও গ্রাসাচ্ছাদন জোটাইবার কার্য্য হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন।

গরীবদিগের এইরূপ সেবা, সাহায্য ও সহানুভূতি ও ভালবাসা প্রায় সকল সময়েই অত্যাবশ্যক এবং গরীবদিগের সংখ্যাই সর্ব্বত্র অত্যধিক। একালে সকলেই গরীবদিগের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন—পাশ্চাত্যরা তাহাদিগের জন্য কতরূপ সাহায্য দেন তাহা দেখান, হিন্দু সমাজ নিম্নজাতিদের প্রতি ভীষণ অত্যাচারী বলিয়া থাকেন, শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহা মানিয়া লয়েন—কিন্তু পাশ্চাত্যরা তো কেহ এ পর্য্যন্ত গরীবদিগের জীবনের নিত্যভোগ্য নানা দুঃখ মনোকষ্ট অপনোদনের, তৎকালে যাহাতে সহানুভূতি পাইতে পারে তাহার কোন ব্যবস্থা করেন নাই তাহা সকলকে দেখিতে বলি। আমরা তাহা কিন্তু করিয়াছিলাম।

যে কার্য্য অত্যাবশ্যক ও শুভজনক তাহাকে হেয় বা নীচ বলা যুক্তি সঙ্গত নয়। যে মনোভাব লইয়া এইরূপ কার্য্য করা হয় তাহারই উপর তাহার শ্রেষ্ঠত্ব বা নীচত্ব প্রধানতঃ নির্ভর করে। Sir Philip Sydney এক গেলাস জল মাত্র আহত তৃষ্ণাতুর সৈনিককে দিয়াছিলেন বলিয়া সে মহত্ত্ব এখনও দেশ বিদেশে প্রঘোষিত হয়—আর যে সকল দীন দরিদ্র গৃহস্থ নারীরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর স্বামী

পুত্রাদি আত্মীয়ের জন্য ভালবাসা প্রণোদিত হইয়া জীর্ণ বস্ত্র পরিধানে অনেক সময়ে অর্দ্ধাসনে তাহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করে, তাহাদিগের দুঃখ কষ্ট অপনোদন করিবার ও তাহাদিগকে শান্তি দিবার জন্য বিনা মাহিনায় আত্মনিয়োগ করে, তাহাদিগের জীবনের মহত্ত্ব আমরা দেখি না, আমরা তাহাদিগের কার্য্য হেয় ভাবি, আর নৃত্যগীতকুশলা নারীদিগের (বেতন-ভোগিনীদিগেরও) চিত্র সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সম্মানিত করি।

৪০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের বাড়ীতে এক ঝি ছিল। সে বাল-বিধবা। বয়স ২৫-৩০—নূতন কলিকাতায় আসিয়া দাসীর কার্য্যে নিযুক্ত হয়—তাহার সম্বল একমাত্র পরিধান বস্ত্র ছিল—ও একটী গামছা। বিধবা হইয়া তাহার দাদার সংসারে থাকিত ও তাহার দ্বারায় সযত্নে প্রতিপালিত হইয়াছিল। দাদা দুই তিনটী নাবালক পুত্র ও অল্পবয়স্কা স্ত্রী এবং তাহাকে রাখিয়া মরিয়া যাওয়ায়, তাহাদিগের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। সে অত্যন্ত শীর্ণ, বোকা ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ছিল—বাটীর বাহিরে যাইতে চাহিত না। কিন্তু খাটিতে পারিত ও বকিলেও তাহার মুখে একটি কথা ছিল না—বেতন ও কাপড়াদি যাহা পাইত তাহা ভ্রাতৃবধূকে পাঠাইয়া দিত—নিজে চাহিয়া ছেঁড়া কাপড় মাত্র পরিধান করিয়া থাকিত। পাঁচ ছয় মাস পরে তাহার এক ৮ বা ৯ বৎসরের ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমাদিগের বাড়ীতে লইয়া আসে ও সে থাকিয়া যায়। তাহাতে আমরা বিরক্ত হই। কিন্তু তাহারা পাতের ভাত খাইত বলিয়া ও তাহার মিনতিতে ঐ ছেলেটী রহিয়া যায়—ক্রমে আর একটী ছেলেকেও লইয়া আসে—তখন আমরা অত্যন্ত বিরক্ত হই ও চলিয়া যাইতে বলি—কিন্তু সে কিছুতেই যায় না—বলিল তাহার জন্য যে আহার দেওয়া হয় তদূর্দ্ধে কিছুই দিতে হইবে না। প্রথম দুই চারি দিন তাহাই করা হয়—কিন্তু যখন দেখা গেল যে প্রায় তাহার সকল আহার্য্য ভ্রাতুষ্পুত্র দুইটিকে দেয়—নিজে পাতের ভাত খাইয়া অর্দ্ধাসনে থাকে, তখন আমাদিগের পাষাণ হৃদয় গলিল—সেই দুইটি ছেলেকেও আমরা আহার দিতে বাধ্য হইলাম। ক্রমে তাহাদিগকে কিছু লেখা পড়াও শিখান হইল ও পরে পাথরের উপর অক্ষর খুঁদিবার কার্য্য

শিখায় ক্রমে তাহারা কিছু কিছু উপার্জ্জন করে ও ৮, ১০ বৎসর পরে ঘর ভাড়া করিয়া তাহাদিগের পিসিমাকে লইয়া গিয়া দাসীগিরি কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি দেয়। এই নিরক্ষর বোকা নারীর জীবনের মাহাত্ম্য সকলকে দেখিতে ও ভাবিতে বলি—এবং আমাদিগের নারীরা কি মহৎ কার্য্যে নিয়োজিত—কত উপকার তাঁহারা অলক্ষিতে করিয়া আসিতেছেন—একালের কয় জন শিক্ষিতা মহিলা তাঁহাদিগের সমকক্ষ, কয় জন লোকের জীবনের কষ্ট—তাঁহাদিগের প্রচুর সময় ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও লাঘব করেন তাহাও দেখিতে বলি।

দীন দুঃখী নারীদের কথা বলিলাম। ৪০, ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত জনাইয়ের মুখুর্য্যে পরিবারের ৺চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতায় অনেক বড় বড় অফিসের মুৎসুদ্দি ছিলেন—পৈতৃক জমিদারীও যথেষ্ট ছিল, তাঁহাদের অতি বৃহৎ যৌথ পরিবার ছিল—তিনিই কর্ত্তা ছিলেন ও তাঁহার প্রথমা স্ত্রী এক পুত্র রাখিয়া মারা যাওয়ার পর তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীই গৃহকর্ত্রী ছিলেন। বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসবাদি পূজা পার্ব্বন যাত্রাদি নিত্যই হইত—বহু লোকই নিমান্ত্রত হইত—কাঙ্গালী বিদায় ও ভোজন হইত—বাড়ীতেই পুত্র, কন্যা, নাতি, নাত্‌নী, ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ ও তাহাদিগের পুত্র কন্যাদি কর্ম্মচারী, দাসদাসী ও প্রতিপাল্য লইয়া প্রত্যহই প্রায় পাচ শতাধিক লোক খাইত। গৃহকর্ত্রী প্রত্যুষে উঠিয়া পূজাদি করিয়া এই সকলের আহার পথ্যাদির তত্ত্বাবধান করিতেন—চাকর দাসী অতিথি ভোজন শেষ করাইয়া নিজে অপরাহ্ণ ৪, ৫ টার সময়ে আহার করিতেন—আবার রাত্রিতেও এইরূপ সকলকে খাওয়াইয়া নিজে প্রায় এক ঘটিকার সময় খাইয়া বিশ্রাম করিতেন। অসময়ে অতিথি অভ্যাগত আসিলে প্রায় গৃহকর্ত্রী নিজের আহার্য্য ও তাহাদিগকে দিতেন ও নিজে চিঁড়ে মুড়কি খাইয়া থাকিতেন। ঐ পরিবারের আর এক শাখার গৃহকর্ত্রী ৺গৌরী চরণ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীও পূর্ব্বে দাসদাসীদিগকে আহার করাইয়া পরে নিজে আহার করিতেন, এবং তাঁহাদের যত্নের এবং সহানুভূতির ফলে 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসে চিত্রিত ঝি অনেক গৃহেই দেখা যাইত। কলিকাতায় পাটের মহাজন ৺শ্যামাচরণ বল্লভ মহাশয়ের পত্নীও শুনিয়াছি যে যখন

তাঁহার স্বগ্রামে বাস করিতেন—গ্রামস্থ সকলের আহার জুটিয়াছে কিনা খোঁজ লইয়া—যাহার নাই তাহাকে আহার্য্য বা চাল, ডাল পাঠাইয়া দিয়া তবে নিজে একাহারে বসিতেন। তাঁহার বহু দানধ্যান ছিল—এখনও আছে। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার আচার্য্য জমিদারদিগের ভিতর পূর্ব্বে কোন কোন গৃহকর্ত্রীও ঐরূপ গ্রামস্থ সকলকে খাওইয়া তবে নিজে আহারে বসিতেন। পুঁটিয়ার প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী শরৎসুন্দরীর জীবনের কথাও অনেকেই জানেন।

সকল অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারে নারীরা এতাবৎকাল দুঃস্থ আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীগণকে লুকাইয়া এমন কি নিজেদের ছোট খাট গহনা বিক্রয় করিয়া ও তাহাদিগের বিপদে আপদে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। পুরাতন আদর্শে অনুপ্রাণিত নারীরাই পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন স্বামী পুত্ররা তাঁহাদিগের প্ররোচনায় সেই সকল কার্য্যের ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে গ্রামে গ্রামে এখনও বৃহৎ জলাশয় আছে, তাহাতেই লোকদিগের জলাভাব নিবারণ হইত, লোকরা মৎস্য খাইতে পায়। তাঁহারাই বার ব্রত পূজা উৎসবাদি করাইতেন, তাহাতে অনেক দরিদ্ররা ও শিল্পীরা প্রতিপালিত হইত, মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ ও কথকথা ও যাত্রায় কত অল্পব্যয়ে ও কত সুন্দর ভাবে নিরক্ষর লোকদিগের দীন দরিদ্রদিগের ও নীতি শিক্ষা হইত, চরিত্র গঠিত হইত তাহারা কত আনন্দ উপভোগ করিত, তাহা আমরা দেখি না। সকল স্বচ্ছল পরিবারের নারীদিগের কার্য্য এইরূপ ছিল; তাঁহাদিগের জীবনের কার্য্যের শুভফলের তুলনায় কি এদেশের কি পাশ্চাত্যের একালের শিক্ষিতা সচ্ছল পরিবারে নারীদিগের জীবন কত অকিঞ্চিৎকর, কত হেয়, তাঁহাদিগের কর্ম্মশক্তির বিদ্যাবুদ্ধির কত অপব্যয় হইতেছে তাহাও সকলকে দেখিতে বলি—অথচ সেইরূপ শিক্ষাদিবার জন্য অভিভাবকগণ ব্যয়ভারে বিশেষ ভাবে পীড়িত হইতেছেন—শিক্ষিতা মহিলারা স্বামী পুত্রাদিকেও সুখী করিতে পারিতেছেন না—কাহারও জীবনের দুঃখভার লাঘব করিতেছেন না, তাঁহাদিগের ব্যয় বাহুল্যে স্বামীরা অস্থির—পুত্র কন্যাদিগের জন্য কোন সঞ্চয় থাকিতেছে না—পুত্র কন্যাদিগের উপর

প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছেন না—তাহাদিগের নিকটও ভক্তি শ্রদ্ধা পাইতেছেন না—তাহাদিগের চরিত্র বল নাই বলিয়াই তাহাদিগের ভক্তি শ্রদ্ধা পাওয়া অসম্ভব, পুত্র কন্যারাও বিদ্রোহী, গৃহে ও শান্তি নাই—বড় জোর সভা সমিতিতে বক্তৃতা দেন আর খবরে কাগজে তাঁহারা ক্ষণস্থায়ী বাহবা পান।

জীবনের এইরূপ ব্যর্থতায় কর্ম্মশূন্যতায় আমোদ উত্তেজনায় ও ভোগ সুখের অন্বেষণে কেহ কখনও সুখী হইতে পারে না, সে অভিজ্ঞতা তাহাদিগের নাই—ভারতের সে শিক্ষা আমরা ভুলিতেছি, ঐরূপ কর্ম্মশূন্য আমোদ ও বিলাসপ্রবণ জীবন যাহাতে কন্যারা যাপন করিতে পারে তাহাই অভিভাবকগণ চাহিতেছেন। সুখের সোজাসুজি ভাবে অনুসরণের (direct pursuit) ফল প্রায় মৃগ তৃষ্ণিকা অনুসরণের ফলের অনুরূপই হইয়া থাকে। কর্ত্তব্য পালনে আত্মনিয়োগ করিলেই তাহারই অযাচিত ফলে রসায়ণ শাস্ত্রের bye productএর ন্যায় জীবনে শান্তি সন্তোষ, তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ হয়। হিন্দু নারীরা তাঁহাদিগের জীবনের মহৎ ব্রত—সংসারের স্বার্থ সঙ্ঘর্ষ তাপক্লিষ্ট নিকটস্থ লোকদিগের শোক দুঃখ কষ্টভার লাঘব করার ও তাহাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধান করার যথাসাধ্য চেষ্টা করার ফলেই পরোক্ষ (Indirect) ফলে তাঁহারা মহত্তর সুখশান্তি সন্তোষ উপভোগ করিতে পাইতেন। সকল নারীরাই সামান্য শক্তি ও ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতে পারিত, তাহাদিগের সমবেত শক্তিতে সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইত। পঞ্চদশ প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে সমাজস্থ সকলের মঙ্গল সাধন করার ন্যায় দুরূহ কার্য্য নাই বলিলেও হয়, তাহা কেবল ক্ষণজন্মা পুরুষদিগেরই সাধ্য। সকলেই নিজের নিজের কর্ত্তব্য পালন করিলেই, নিকটস্থ লোকদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিলেই, দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধন হয়, দেশ শুদ্ধ লোকের মঙ্গল করিতে গিয়া বৃথা শক্তি ও সময় ক্ষয় হইতেছে—মাত্র মতদ্বৈধ অন্তর্দ্রোহই বাড়িতেছে।

হিন্দুমনীষিগণ নারীদিগের প্রকৃতিগত মাতৃভাব বিকশিত করিয়া-

ছিলেন বলিয়া, তাঁহাদিগের কর্ম্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ পৃথক করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই এ দেশের অশিক্ষিতা নিরক্ষর নারীরা প্রতিবেশী, আত্মীয়বন্ধু, অতিথি, অনাথ লইয়া গৃহ বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন—ও তাহার আশ্রয়ে সকলেই, অতিশয় দীন দরিদ্র অল্পবুদ্ধি লোকেরাও পর্ণকুটীরে ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া জীবনে যে সুখ শান্তি স্বচ্ছন্দতা তৃপ্তি লাভ করিত তাহা পাশ্চাত্যে বিদ্যুতালোক উদ্ভাসিত নিয়ন্ত্রিত শীতোষ্ণ সৌধেও পাওয়া যায় না এবং দরিদ্ররা পাশ্চাত্যের দরিদ্রদিগের ন্যায় হিংস্র পশুত্বে নীত হয় নাই, সেরূপ বীভৎস জীবন যাপন করে নাই। নারীদিগের জীবনের অন্য লোকের দ্বারায় অলক্ষিত মহত্বের কাছে পুরুষরা অবনত মস্তক হইয়া পড়িত—গৃহ ও সুখশান্তিদায়ী ছিল। তাহা দেখিয়াই Emma Wilkinson লিখিয়াছেন যে ভারতে নারীর প্রভাব অত্যন্ত অধিক এবং স্ত্রীজাতিই (দেবতার ন্যায়) পূজিত (worshipped) এবং Flora Annie Streel লিখিয়াছেন "ভারতের মত সুখ শান্তি দায়ী পারিবারিক জীবন অল্পই দেখা যায় (দশম প্রবন্ধ দেখুন) এবং ভারতের স্বামীরা পৃথিবীতে সর্ব্বাধিক স্ত্রীশাসিত" (Henpecked)। ঈষৎ অনুধাবন করিলেই বোঝা যায় এই সকল অশিক্ষিতা নিরক্ষর নারীদিগের এই প্রভাব ও সম্মান তাহাদিগের চরিত্রবলের ত্যাগশীলতায় স্নেহ মমতার গুণেই সম্ভব হইয়াছে, আর পাশ্চাত্যরা ভুল সাম্য ও স্বাধীনতাবাদ প্রচারের ফলে ও নারীদিগকে সকল কর্ম্মে সমান অধিকার দেওয়ার জন্যই তাঁহাদিগকে পুরুষের সকল বিষয়ে সহযোগিনী, সহচরী, সখী, ভাবায় ও তাহা করিতে চাওয়ায়—নারীরা পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছেন—একটা রেশারিশি বিরোধ ও বিদ্বেষভাব উত্থিত হইয়াছে—তাঁহারা নকল পুরুষ হইয়া পড়িতেছেন —গৃহই লোপ পাইতে বসিয়াছে—কাহারও জীবনে শান্তি সন্তোষ ও তৃপ্তি নাই—সন্তানরা পর্য্যন্ত বিদ্রোহী। গৃহই এতকাল লোকদিগের জীবনের আরাম শান্তির তৃপ্তির স্থল ছিল—তাহা নারীদিগের ত্যাগশীলতা, পরার্থপরতায় ভালবাসায় সৃজিত হইত—ভোগ সুখ লোলুপা নকল পুরুষদিগের সাধ্য নাই যে তাহারা গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারে, সেই জন্যই অল্পসংখ্যক ধনীদিগের ভোগ্য

পাশ্চাত্যে বৃহৎ বৃহৎ সৌধ আছে—তাহাদিগের নানা প্রকার বিষয় ভোগসুখ আছে—তাহা কেবল দরিদ্রদিগের ঈর্ষা উদ্দীপিত করিতেছে—দরিদ্রদিগের জন্য ও বহু বাসস্থান নির্ম্মিত হইয়াছে বটে কিন্তু গৃহ প্রায় কোথাও নাই—হোটেল, মেস ও সৈনিকাবাসই (barrack) নির্ম্মিত হইতেছে মাত্র—সর্ব্বত্র বিরোধ বিদ্বেষ ও অশান্তি—নারীরাও ভ্রূণহত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছেন—যৌনরোগে ভুগিতেছেন—পতি পুত্র-হীন স্বাধীন জীবন যাপন করিতেছেন—শান্তিদায়িনী হওয়ার পরিবর্ত্তে শান্তিনাশিনী হইতেছেন, লোকহত্যারূপ পরম লোকহিতকর কার্য্যে কৃতিত্ব লাভ করিতে উৎসুক হইয়াছেন। ইহা দেখিয়াও নব্যতন্ত্রী শিক্ষিত সম্প্রদায় আমাদিগের নারীদিগকে সেইরূপ সহযোগিনী সখী করিতে চাহিতেছেন, সেইরূপ শিক্ষা দিতেছেন—পুরুষদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দিতায় অর্থোপার্জ্জনাদি কর্ম্ম করিতে দিতে চাহিতেছেন—পরের বেতনভোগী দাসীগিরি করার সম্মান ও সুখ ভোগ করিয়া পতি পুত্রহীন স্বাধীন জীবন যাপন করিয়া তাহাদিগেরও দেশের উন্নতি হইবে প্রত্যাশা করিতেছেন। আর আমাদিগের নারীদিগের জীবনের মহৎ ব্রতকে হেয় বলিয়া বুঝাইতেছেন!

শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের উন্নতি কল্পে এতকাল পাশ্চাত্যে প্রচলিত রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রথা অনুকরণ করিয়া আসিয়াছেন—এতাবৎ-কাল তাহার কোন শুভফলই হয় নাই। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও হয় নাই। বিগত ৭০।৮০ বৎসরের আইনের ইতিহাস দেখিলেই দেখা যায় যে ঐ সময়ের ভিতর আমাদিগের কত প্রকৃত স্বাধীনতা লোপ হইয়াছে—কত ফৌজদারী আইনের কড়াকড়ি হইয়াছে, কতগুণ টেক্স বাড়িয়াছে। এই কালের ভিতর কত স্বাস্থ্যহানি হইয়াছে—কত দুষ্ট ব্যাধিতে দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে—কত স্বেচ্ছাচারিতা বাড়িয়াছে—কত নৈতিক অবনতি হইয়াছে —কত অন্তর্দ্রোহ সৃজিত হইয়াছে—কাহারও জীবনে শান্তি সন্তোষ ও তৃপ্তি নাই—সকলেই দুশ্চিন্তাভারগ্রস্ত—সর্ব্বত্রই হাহাকার। আমরা কেবল রাজসরকারে বড় বড় চাকরী পাইয়াছি মাত্র—কিন্তু তাহারা অনেক স্থলেই নকল সাহেবমাত্র—অনেক স্থলে সাহেবদিগের গুণ বর্জ্জিত

—চালচলনে সাহেব। তাঁহারা সাহেবী পোষাক পরেন—সাহেবীচালে বসবাস করেন—সাহেবী রকম খাওয়া দাওয়া ও করেন—দেশীয় সামাজিক প্রথা বিধিনিষেধ অবজ্ঞা করেন—সাহেবদিগের সহিত সমভাবে মিশিতে পাইলেই কৃতার্থ হন। তাঁহাদিগেরই আর্থিক উন্নত অবস্থা ও প্রতিপত্তি দেখিয়া তাহাদিগেরই অনুকরণে আমাদিগের সমাজগঠন ভাঙ্গিতেছে—আমরা সাধ্যাতিরিক্ত বিলাস প্রবণ হইয়াছি—তাহার ফলেই এ দেশের ও আমাদিগের নারীদিগের এত দুর্গতি হইতেছে ও ক্রমাগতই বাড়িতেছে। তাহারাই যেন পাশ্চাত্য বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার প্রচারক। সুতরাং এরূপ হওয়ার ফলে দেশের কোন প্রকৃত উন্নতি হয় নাই তাহাতে ভাল ফল হওয়ার অপেক্ষা মন্দ ফল অধিক হইয়াছে। যেরূপ রাজনৈতিক সভা হইয়াছে যে প্রথায় সভ্যরা নির্ব্বাচিত হইতেছে—তাহাতে সেরূপ সভার দ্বারায় দেশের কোনরূপ প্রকৃত উন্নতি প্রত্যাশা করা যায় না—তাহারা কেবল অন্তর্দ্রোহই বৃদ্ধি করিবেন—টেক্স বাড়াইবেন। যেদিকে আমরা চলিয়াছি—তাহা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন শীঘ্রই করিতে না পারিলে অধিকাংশ নারীকে পতিপুত্রহীন হইয়া 'স্বাধীন' জীবন যাপনের অনেক সুখভোগ করিতে হইবে—সেইপ্রকার স্বাধীনতার অর্থই পরের দাসীগিরির অশেষ ফৈজয়তী ভোগ, আর প্রকাশ্য বা গুপ্ত বেশ্যাবৃত্তির কার্য্যের রূপান্তর—ভ্রূণ-হত্যা ও করিতে হইবে—জারজ সন্তান ত্যাগ—বা একা প্রতিপালনের কষ্ট ভোগও আছে—হিন্দু সভ্যতাই লুপ্ত হইবে—হিন্দুর নাম ইতিহাস হইতে মুছিয়া যাইবে—তাহাই কি হিন্দুর চরম উন্নতি?

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে নারীদিগকে আজীবন সস্নেহ ভক্তিতে প্রতিপালন করিবার—তাহাদিগের জীবনের মুখ্য অভাব পূরণের জন্য গ্রাসাচ্ছাদনের কাম উপভোগের ও সুবিধার জন্য—জীবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ—ভালবাসা পাওয়া ভালবাসিতে পাওয়ার সুবিধার জন্য—বৃদ্ধ ও অসুস্থ অবস্থায় যত্ন সেবা ও সাহায্য পাওয়ার জন্য যত সুবন্দোবস্ত হিন্দু সমাজে আছে তাহা এতাবৎকাল কোন পাশ্চাত্য সমাজ করিতে পারে নাই। তাহাদিগের জীবনের কার্য্য কত মহৎ তাহা ও দেখান হইল এবং তাহারই ফলে এ দেশে জন সাধারণের জীবনে যে শান্তি স্বচ্ছন্দতা,

সন্তোষ ও তৃপ্তি ছিল—দেশের যত প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইয়াছিল তাহাও অন্য কোন সমাজ করিতে পারে নাই—হয় তো তাহারা কতক লোক-দিগকে বহু অধিক ভোগ সুখ দিতে পারিয়াছেন—কিন্তু তাহা অধিকাংশ জনসাধারণের, বিশেষতঃ নারীদিগের ও অপর দেশবাসীদিগের জীবনের সুখ সচ্ছন্দতা ও শান্তির বিনিময়েই হইয়াছে, তাহাদিগের জীবনের দুঃখ কষ্টের উপরই প্রতিষ্ঠিত—তাহাতে উহাদিগের ঈর্ষা ও বিদ্বেষ উদ্দীপিত করা হইতেছে—তজ্জন্য কাহারও জীবনে শান্তি ও সন্তোষই নাই। পাশ্চাত্যে নারীদিগের জীবন কত অধিক কষ্টকর তাহাও দেখাইয়াছি ও কি কারণে ঐরূপ হইতে বাধ্য তাহাও বোঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছি। জাতিবিভাগ করণের উদ্দেশ্য কি, তাহা কত যুক্তিসঙ্গত—কত নিম্নজাতি-দিগের ও সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক—তাহা কত বেকার, দরিদ্র ও নারী সমস্যা পূরণের সহায়ক—তাহা সম্যক পরিচালিত হইলে কত সহজে ও বিনা সাহায্যে—দেশের কত প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে তাহাও দেখাই-বার চেষ্টা করিয়াছি—সাম্যবাদটাই যে গোড়ার ভুল তাহাও বোঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছি এবং তাহা স্থাপনের চেষ্টায় কত অশুভ ফল হইয়াছে—সে চেষ্টাও কত ব্যর্থ হইয়াছে তাহাও দেখাইয়াছি।

পাশ্চাত্যদিগের সমৃদ্ধি দেখিয়া তাহাদিগের অনুকরণ করিতে যাওয়ার ফলেই আমাদিগের সমাজগঠন ভাঙ্গিয়াছে—তজ্জন্যই নারীদিগের ও দেশের দুর্গতি দুর্ব্বিসহ হইয়া পড়িতেছে—আমরা স্বখাতসলিলেই ডুবিতেছি। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকাংশই, পাশ্চাত্য যখন যে মতবাদে পরিচালিত—তাহারা যে প্রথায় চলেন, তাহারা তাহাই শ্রেষ্ঠ—তাহাই অনুকরণীয় ধরিয়া লয়েন। আর কতক অংশ ভাবেন পাশ্চাত্যপ্রথা ভালই হউক আর মন্দই হউক তাহা কাল স্রোতে হইবেই, কালের গতি কেহ রোধ করিতে পারে না—তাহার বিরুদ্ধে চেষ্টাই বৃথা। প্রথম প্রকার লোকরা যদিও তাহারা যুক্তিবাদী মুখে বলিয়া থাকেন, কিন্তু বিরুদ্ধযুক্তির দিকে কর্ণপাত করেন না। তবে কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত যদি তাহার বিরুদ্ধে কথা বলেন, তবে হয় তো তাহা শুনিতে পারেন—সেই আশাতে অনেক স্থলেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের কথা তুলিয়া

দিয়াছি। আর যাহারা বলেন যে কালস্রোতে যাহা ভাঙ্গিয়াছে তাহা পুনরায় গড়ার চেষ্টা বিফল হইতে বাধ্য, তাহাদিগকে বলি যাহারা জলমগ্ন হইতেছে তাহাদিগকে স্থলের দিকে যাইবার চেষ্টা করিতে হয়—সেইরূপ চেষ্টা করাই বিধেয়; যখন দেখিতেছি আমাদিগের দুর্গতি অশেষ হইতেছে তাহা হইতে মুক্তি পাওয়া আমাদিগের সাধ্য—অন্য কোনরূপ উপায় কেহ দেখাইতে পারেন নাই, আমাদিগের সমাজ সজীব করিতে পারিলে—তদুপযোগী সামাজিক বিধিনিবেধ মানিয়া চলিলে আমাদিগের বিশেষতঃ নারীদিগের অনেক পরিমাণে দুর্গতি মোচন হইতে পারে—সেই সমাজ গঠন আশ্রয়েই বর্ত্তমান দুঃসময় অপেক্ষা আরও অধিক দুঃসময় আমরা কাটাইয়া আসিয়াছি—তখন আমাদিগকে সেই সমাজ গঠন সজীব করিবার চেষ্টা করা সকলেরই একান্ত ও আশু বিধেয় হইয়াছে। তাঁহাদিগের এই নৈরাশ্য মোচনের জন্য দেখিতে বলি যে ভাঙ্গনের মুখে protective works, rivetment (বাঁধের অনুরূপ বহুকর্ম্ম) করায় অনেক সময়ে সফল হয়—ভবিষ্যৎ কেহই সম্পূর্ণ দেখিতে পায় না যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতে হইবে। আরও তাহাদিগকে দেখিতে বলি প্রকৃতিতে পুনরাবর্ত্তন নিত্যই হইতেছে। দিন যায়, রাত্রি আসে—আবার দিন হয়, বসন্ত চলিয়া যায় আবার আসে—নদীর চড়া ভাঙ্গিয়া যায়—আবার গড়ে। গণতন্ত্র এককালে ভারতে ও গ্রীসে ছিল—তাহার লোপ হইয়াছিল—আবার তাহার পুনরাবর্ত্তন হইয়াছে। আমাদিগের এই সমাজ গঠনের যে পুনরাবর্ত্তন হইতে পারে না—কোন্ সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত তাহা বলিয়াছেন যে তাহার কথা ধ্রুব সত্য বলিয়া আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া আমাদিগের অশেষ অবশ্যম্ভাবী দুর্গতি ভোগ করিব? এই ক্লৈব্য, এই পরমুখাপেক্ষিতা আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। এই ক্লৈব্য যেরূপ দেশব্যাপ্ত হইয়াছে তাহাতে অনেকে নিরাশ হইয়াছেন—এই নৈরাশ্য, এই ক্লৈব্য অপনোদন করাইতে পারেন—বোধ হয় কেবল মহাশক্তির গৃহে গৃহে মূর্ত্তপ্রকাশ—আমাদিগের নারীরা। পুরাকালে অসুর পরাজিত দেবতারা যেমন মা দুর্গার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার কৃপায় বাঁচিয়া গিয়াছিলেন—পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাবে আমরা এখন তেমনই

বিধ্বস্ত হইয়াছি—এখন আমাদিগের নারীদিগকে সেইরূপ উদ্ধার কার্য্য করিতে হইবে। যখন আমরা বহু সমৃদ্ধ ছিলাম—যখন আমাদের বহুভোগ সুখ অর্জ্জন করিবার ক্ষমতা ছিল—তখনও তো তাহারা সেই ভোগসুখের লোভে তাঁহাদিগের জীবনের মহৎ আদর্শ ভ্রষ্ট হন নাই—তাঁহাদিগের জীবনের মহৎব্রত পালন করিয়া আসিয়াছিলেন—তাঁহাদিগের কৃপাতে আমরা বহুকালব্যাপী অরাজকতার কালেও বাঁচিয়া ছিলাম—হিন্দু সভ্যতা অক্ষুণ্ণ ছিল, এখন কি তাঁহারা এ দেশের গরীবদিগের মুখের অন্নের বিনিময়ে ক্রীত পাশ্চাত্যে প্রস্তুত অতি তুচ্ছ ভোগসুখের দ্রব্যের লোভে—বহুধনী পাশ্চাত্য নারীদিগের জীবনের অশেষ কষ্ট দেখিয়াও পরমুখাপেক্ষী অপদার্থ পুরুষদিগের কথায় ভুলিবেন? পুরুষদিগের ক্ষমতা তো কত? সচরাচর তো দিতে পারেন—একজোড়া রেজানী চটীর জুতা, (Sandal) ঝুটা রেশমের ছাপা সাড়ী ও জামা—সস্তা বিলাতী উপকরণে প্রস্তুত সুগন্ধি তৈল সাবান আর মুখে মাখাইবার রঙ্—খাওয়াইতে পারেন তো রেষ্টুরাণ্টের (Restaurent) চা, পাঁউরুটি ডিম ও অস্বাস্থ্যকর কাটলেট—দেখাইতে পারেন তো ।১০ বা ॥১০ টিকিটের টকীর নাচগান ও উদ্দাম উপভোগের চিত্র, আর গাড়ীভাড়ার পয়সার অভাবে সহ্য করাইতে পারেন রাস্তায় ও বাজারের ঠেলাঠেলিতে অপমানসূচক অঙ্গের চাপ—আর তাহাকেই স্বাধীনতা দান বলিয়া প্রচার করিতে—আর পাঠাইতে পারেন আইন অগ্রাহ্য করিবার মিটিঙে পাহারাওয়ালার গুঁতো খাওয়ার অগ্রণী করিয়া। আমাদিগের জাতীয় জীবনের এই ভীষণ সঙ্কটকালে তাঁহারা কি এইরূপ তুচ্ছ ভোগসুখের লোভে আমাদিগকে তাঁহাদিগের অসীম স্নেহ ও ত্যাগশীলতা, সেবাপরায়ণতা, মহানুভবতা হইতে বঞ্চিত করিবেন? সন্তানদিগের মতিভ্রংশতায় অকৃতজ্ঞতায় মা কি তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারেন? এই দুঃসময়ে তাঁহাদিগকে বুক বাঁধিতে হইবে। প্রত্যহ প্রত্যূষে পূতহৃদয়ে শাস্ত্রোক্ত প্রথায় নিজেদের অন্তর্নিহিত মহাশক্তি উদ্বোধন করিয়া হৃদয়ে নবশক্তি সঞ্চার করিয়া, অধিকতর একনিষ্ঠভাবে সন্তানদিগের অকৃতজ্ঞতা বিপথগামিতা উপেক্ষা করিয়া, অবিচলিতচিত্তে হিন্দুজীবনাদর্শ রক্ষা করিতে হইবে—হিন্দুসমাজ গঠন—যৌথপরিবার প্রথা, জাতিভেদ

প্রথা, বাল্যবিবাহ-প্রথা, অতুলনীয় দর্শন শাস্ত্রের যাহা হিন্দুর মূল বিশ্বাসের অভিব্যক্তি—তাহা সজীব করিতে হইবে—তাঁহাদিগের জীবনের মহৎব্রত সাধন করিয়া যাইতে হইবে—সকলকে হিন্দুজীবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে—মনে, স্থির বিশ্বাস রাখিবেন যে তাঁহারাই মহামায়ার মূর্ত্ত প্রকাশ—তাঁহার সকল শক্তিই তাঁহাদিগের ভিতর অন্তর্নিহিত আছে—কাহারও সাধ্য নাই যে তাঁহাদিগের সে প্রভাব রোধ করে। সেরূপভাবে চলিলে অল্পদিনেই পুরুষদিগের ক্লৈব্য দূর হইবেই, সুমতি উদ্দীপিত হইবেই—এই পরমুখাপেক্ষিতা ত্যাগ করিতে পারিবে—ভারতমাতার শিক্ষার মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে ও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারিবেন—তাঁহারা যে অমৃতের সন্তান—তাঁহাদিগের ভিতর ও অসীমশক্তি জ্ঞান ও আনন্দের উৎস অন্তর্নিহিত আছে—সেই শক্তি সেই জ্ঞান ও আনন্দ উদ্বোধন করিতে পারিবেন, তখন ভারতের দুর্গতি মোচন তো অতি সামান্য কার্য্য—সমগ্র পৃথিবীর ভোগতৃষ্ণাতুর লোকদিগের শুষ্ক কঠোর জীবনে শান্তিস্বচ্ছন্দতা সন্তোষ ও তৃপ্তি দান করিতে পারিবেন—পরস্পরের বিদ্বেষ ও বিরোধ নির্ব্বাপিত করিতে পারিবেন—ভারত মাতা সেই প্রত্যাশায় বসিয়া আছেন ; ভারত সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে সেই কার্য্যই করিয়া আসিয়াছেন—আবার সেই কার্য্য করিবার জন্যই এতকাল পরাধীনতা—বহু বিপ্লব ও অরাজকতা সত্বেও হিন্দুর নাম ইতিহাস হইতে মুছিয়া যায় নাই—হিন্দু সভ্যতা অক্ষুণ্ণ আছে। এখন সকলে ভারতের অতুলকীর্ত্তিসকল স্মরণ করিয়া ভক্তিগদগদ কণ্ঠে প্রাণ ভরিয়া বলিতে শিখুক—**বন্দেমাতরম্।**

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট (ক)

হিন্দু নারীর শিক্ষা

আমরা যদি হিন্দু মনীষিগণের দ্বারায় স্থিরীকৃত নারীদিগের জীবনের প্রধান কার্য্য কি তাহা স্মরণ রাখি—তাহা হইলেই নারীদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা কি ছিল ও এখন কিরূপ হওয়া বিধেয় তাহা বোঝা যাইতে পারে। নারীদিগের স্বামী ও পিতা ও অন্য আত্মীয়দিগের বিষয়ে উত্তরাধিকারিণী হওয়ার আইনের মূল সূত্র কি তাহাও বোঝা যাইতে পারে।

প্রথমেই আমাদিগের মনে রাখা উচিত যে হিন্দুমনীষিগণ ভোগসুখকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন ও তাহাতে আসক্তি ত্যাগই তাঁহাদিগের প্রধান শিক্ষা। ভালবাসা পাওয়া ও ভালবাসিতে পাওয়াই জীবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ—তাহার সহিত তুলনায় বিষয়ভোগ সুখ অতি তুচ্ছ—সেই ভালবাসা যাহাতে সকলে পায়—তাহারই ক্ষেত্র যত বিস্তৃত হয়—ক্রমে যাহাতে বিশ্বব্যাপী হয় তাহাই তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু শিশু ও তরুণদিগের ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রবল থাকে—প্রকৃতি তাহাদিগের ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তু পাইবার প্রবল প্রবৃত্তি দিয়া তাঁহাদিগের অন্তর্নিহিত সকল প্রকার শক্তি শারীরিক ও মানসিক—উদ্বোধন করেন। তজ্জন্য ভোগ সুখ একেবারে ত্যাগ করা বিধেয় নয়—তাহা ক্রমে সংযত করিতে হয় ও ক্রমশঃ উচ্চতর ভোগসুখ পাইবার দিকে মন ও কর্ম্মশক্তি নিয়োজিত করিতে হয়। এইরূপ করাতেই মানসিক শক্তির বিকাশ হয়—জ্ঞানার্জ্জনী প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হয়—মনকে একাগ্র করিতে শিখে—মনের একাগ্রতা আনিতে পারাই সকল প্রকার শিক্ষার শ্রেষ্ঠ ফল ও সকল প্রকার জ্ঞানলাভের প্রধান উপায়। উচ্চতর ভোগ সুখ—যাহার মধ্যে অপরের কাছে মান্য প্রতিপত্তি পাওয়া প্রধান--তাহা ক্রমশঃই পরার্থপরতার দিকে লইয়া যায়। আবার মানসিক শক্তি বিকাশের সহিত ভোগ সুখের ক্ষণস্থায়িত্ব ও অপকারিত্ব ও দুঃখদায়ীত্ব ক্রমে হৃদয়ঙ্গম হয়, মনের পূর্ণ একাগ্রতা আনয়ন করিতে পারিলেই প্রজ্ঞা

চক্ষু উন্মীলিত হয়—সত্য, ভূত ভবিষ্যৎ ও স্বতঃই তাহার চক্ষে প্রতিভাত হয়—তাহার অন্য অদ্ভুত শক্তিরও বিকাশ হয়, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই জ্ঞান লাভ হয়। সকল লোকেরই ক্রমবিকাশের এই ধারা—ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরের লোকেরা ক্রমশঃই বহুজন্ম ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। পুরুষদিগের উন্নতি সচরাচর এই ধারায়ই হইয়া থাকে। ইহা জ্ঞানের পথ।

স্ত্রীলোকদিগের মস্তিষ্কের ও শরীরের গঠনের জন্যও তাহাদিগের ক্রিয়ার পার্থক্যের জন্য এইরূপ জ্ঞানের ও কর্ম্মের পথের তাঁহারা উপযুক্ত নন। কোন নারী এপর্য্যন্ত কি জ্ঞানের পথে,কি কর্ম্মশক্তির প্রকাশে কখনও শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। এবং যাঁহারা ঐ পথে উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা সকলেই নিঃসন্তান—Madame Curie, George Eliot, Ouida, খনা, লীলাবতী ইত্যাদি। তাহা হইতেই বোঝা যায় যে ঐ পথ তাঁহাদিগের প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট প্রধান কার্য্যের, মাতৃত্বের বিরোধী এবং প্রকৃতি বিরুদ্ধ বলিয়াই তাহা তাঁহাদিগের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। এই সম্বন্ধে এখানে বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া বিখ্যাত দার্শনিক Frederick Harrison তাঁহার 'Realities and Ideals' নামক পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন তাহা তুলিয়া দিলাম ঃ—

"The intellect of woman on the whole is more early matured, more rapid, more delicate, more agile than that of man, more imaginative, more in touch with emotion, more sensitive, more individual, more teachable, whilst it is less capable of prolonged tension, intense abstraction of wide range and extraordinary complication. It may be that it is resolvable into the obvious fact of smaller cerebral masses and less nervous energy rather than any inferiority of quality.

The fact remains that no woman has ever approached Aristotle, Archimedes, Shakespeare, Descartes, Raphael or Mozart or has ever shown a kindred mass of powers. On the

other hand, no man can compare with the average woman in tact, subtlety of observation, in refinement of mental habit, in rapidity and agility and sympathetic touch.

As with intellect, so with the powers of action. The character and energy of women is very different from that of men, though here again it is impossible to say which is superior. The world has never seen a female Alexander, Cæsar, Charlemagne or Cromwell. And in mass endurance, intensity, variety and majesty of will, no woman ever approached the greatest men, and no doubt from the same reason of smaller cerebral mass and slighter nervous organisation. But in qualities of constant movements, in perseverance, in passive endurance, in rapidity of change, in keenness of pursuit (upto a certain range and within a given time) in adaptability, in agility, elasticity of nature, in industriousness, in love of creating rather than of destroying, of being busy than of being idle, of dealing with minuteness of surroundings, of comfort, grace and convenience it is commonplace to acknowledge women superior to men. And if a million house—wives do not equal one Cæsar, they no doubt add more to the happiness of their own generation. In mind, body and feeling, in character, women are by nature designed to play a different part from men. These differences show that that part is personal and not general, domestic, not public, working by direct contact, not by remote suggestion, through the imagination more than through the reason, by the heart than by the head. There is in woman, like intelli-

gence, activity and passion, like and co-ordinate and not identical, and this will work best in the home ; that is to say, that the sphere in which the women act at their highest is the family, and the side where they are strongest is the affection. The sphere where men act in their highest is in public, in industry and in the service of the state, and the side where men are at their strongest is activity.

যখন দেখা গেল যে তাহারা অর্থোপার্জ্জনাদি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ ও জ্ঞানার্জ্জন কার্য্যে পুরুষদিগের সমকক্ষ নয় এবং সেইরূপ কার্য্য করিতে যাওয়া তাহাদিগকে যে মাতৃত্বের কার্য্য করিতেই হইবে তাহার বিরোধী, তখন সেরূপ কার্য্য হইতে অব্যাহতি দেওয়াও যেরূপ আবশ্যক, সেইরূপ কার্য্যের পক্ষে উপযোগী শিক্ষাও সাধারণতঃ বর্জ্জনীয়। ঐরূপ শিক্ষা দেওয়ায় যে শুধু বৃথা শক্তি, সময় ও অর্থক্ষয় হয় তাহা নহে—ইহাতে তাহাদিগের বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তি বিক্ষিপ্ত হয়—কতকটা বিপরীত দিকে পরিচালিত হয়—তাহাদিগকে জীবনের প্রধান কার্য্যের অনুপযোগী করে—স্বাস্থ্যহানিও হয়—অধিকাংশ নারীরাই গৃহস্থালী কর্ম্মের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে—সেইরূপ শিক্ষা তাহাদিগকে তজ্জন্য হিন্দুসমাজে দেওয়া হইত না। এখন তাহাও নারী নির্য্যাতন বলিয়া প্রঘোষিত হইতেছে এবং পুরুষদিগের শিক্ষারই অনুরূপ শিক্ষা (প্রভেদ যৎসামান্য) তাহাদিগকে দেওয়া হইতেছে এবং তাহাতে বহু অর্থ ব্যয়ও হইতেছে। যেরূপ শিক্ষা তরুণদিগকে দেওয়া হইতেছে তাহার বিশেষ শুভ ফল হইতেছে না। বেকার সমস্যা ভীষণ হইয়াছে। * সে শিক্ষা যেন চেষ্টা করিয়া অত্যধিক ব্যয়সাপেক্ষ

* সম্প্রতি একটি বি, এ, পাশ করা তরুণীকে এক এম্, এ, পাশ করা প্রফেসার পাত্র স্বয়ং দেখিতে আসিয়াছিল ও পাত্রীকে তাহার বি, এ, তে কি পাঠ্য ছিল তদ্বিষয়ে বহু প্রশ্ন করে—পাত্রী কিরূপ গাহিতে বাজাইতে পারে তাহারও পরীক্ষা লয় এবং রাজনৈতিক প্রসঙ্গ সম্বন্ধে ও অনেক প্রশ্ন করে। পাত্রীর উত্তরে পাত্র সন্তুষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করে, কিন্তু ঐরূপ পরীক্ষায় পাত্রী অতিশয় বিরক্ত ও

করা হইতেছে—অত্যধিক সংখ্যক পুস্তক পাঠ করান হইতেছে—তাহার ফলে পড়ার উপরই বিতৃষ্ণা উদ্দীপিত করা হইতেছে—তাহার উপর মানুষের জীবনের লক্ষ্য কি আদর্শ কি—এইসব কর্ত্তব্যবিষয়ে কোন শিক্ষা দেওয়া হইতেছে না—সেই আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপনের জন্য, দেশের দুর্গতি মোচনের জন্য তরুণদিগের উৎসাহ উদ্দীপিত করা হইতেছে না, বরং যেন খেলায় কৃতিত্ব লাভ করা ও আমোদ প্রমোদ করিয়া বেড়ানই জীবনের প্রধান কার্য্য তাহাই বোঝান হইতেছে। সে শিক্ষার আমুল পরিবর্ত্তন আবশ্যক প্রায় সকলেই স্বীকার করিতেছেন—অথচ আমরা সেইরূপ শিক্ষা তরুণীদিগকে দিতেছি—তাঁহারা বি, এ, এম্, এ, আইন পাশ করিলেই আমরা আনন্দিত হইতেছি এবং সেইরূপ শিক্ষা দিবার জন্য পিতা মাতারা ব্যয়ভারে পীড়িত হইতেছেন—তাহার কোন শুভ ফল হয় নাই—অশুভ ফলই হইতেছে। এখন আমাদিগের যেরূপ ভীষণ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইয়াছে তাহাতে নারীদিগের জীবনের কার্য্যও

অপমানিতা হইয়াছেন মনে করেন, তখন পাত্রী পাত্রকে বলেন—"আপনি তো আমায় বহু প্রশ্ন ও পরীক্ষা করিলেন—আমি কি আপনাকে গুটি কতক প্রশ্ন করিতে পারি?" পাত্র অতিশয় প্রীত হইয়া তাহাতে বলিল—"নিশ্চয়, নিশ্চয়, ইহাই তো বাঞ্ছনীয়।" তখন পাত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার পৈত্রিক বিষয়াদি কি আছে? আপনি নিজে কিছু জমাইয়াছেন কি? আপনি কত মাহিয়ানা পান এবং সেখানে পরে কত হইতে পারে? আপনাকে কয়জনকে প্রতিপালন করিতে হয়?" তাহার উত্তরে পাইলেন—"পৈত্রিক বিশেষ কিছু নাই—জমাইতে কিছু পারি নাই—মা ও দুটি নাবালক ভাই ও ভগ্নীকে প্রতিপালন করিতে ও তাহাদের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতে হয়—বেতন ১৫০৲ পরে ২৫০৲—৩০০৲ হইতে পারে।" তখন পাত্রী তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন—"আপনি ভাত, ডাল, ঝোল, তরকারী রাঁধিতে জানেন? বাট্‌না বাটিতে ঘর ঝাঁট দিতে পারেন? কাঁদুনে ছেলে ভোলাইতে পারেন?" ইত্যাদি। তখন পাত্র অতিশয় রুষ্ট হন ও বলেন—"এরূপ প্রশ্ন কেন করা হইতেছে?" পাত্রী বলেন—"আমি তো বই খবরের কাগজাদি পড়িব-গাহিব, বাজাইব, নাচিব,—আপনার মা তো বৃদ্ধা—তখন রান্নাবান্না, ছেলে মানুষ করিবে কে? আপনার তো বেশী চাকর বামুন দাসী ইত্যাদি রাখিবার ক্ষমতা ১৫০ বা ২০০ টাকায় হয় না, সুতরাং আপনার রান্না বান্নার কাজ জানা না থাকিলে আমাদিগের বড় কষ্ট হইবে—তজ্জন্যই এইরূপ প্রশ্ন করিতে বাধ্য হইলাম।"

লক্ষ্য কি তাহা প্রথমে স্থির করা আবশ্যক হইয়াছে ও তদুপযোগী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা একান্ত বিধেয় হইয়াছে। যে পথে আমরা চলিতেছি সেই পথে বহু অগ্রসর হইয়াও বহু ধনী স্বাধীন পাশ্চাত্যে নারীদিগের কত দুর্গতি হইয়াছে, সমাজের কত অমঙ্গল হইতেছে তাহা দেখান হইয়াছে—আমরা সেই পথে চলিলে আমাদিগের ও বিশেষতঃ নারীদিগের দুর্গতি তদপেক্ষা বহু গুণ অধিক হইতে বাধ্য তাহাও দেখান হইয়াছে। দেশের প্রাচীন পন্থা অনুসরণে কত আশু শুভ ফল পাওয়া যাইতে পারে তাহা কত সহজ সাধ্য তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। যদি তাহাদিগের গৃহস্থালী ও মাতৃত্বের কার্য্য করাই বাঞ্ছনীয় বিবেচিত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের শিক্ষা ও বাল্যকাল হইতে তদুপযোগী করাও একান্ত বিধেয়—সেরূপ শিক্ষা ব্যয়সাপেক্ষও নয়—সুতরাং এখনকার প্রচলিত শিক্ষার ব্যয়ভার হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারি ও সেই অর্থ অন্যের অন্ন সংস্থানে ও স্বাস্থ্য বিধানে নিয়োজিত করিতে পারি—বিবাহ করাও পুরুষদিগের সহজসাধ্য হয়। এ দেশে কয়জন লোক আছে যাহারা বি, এ, এম্, এ পাশ করা, গাইয়ে, বাজিয়ে, নাচিয়ে, খবরের কাগজ, নাটক, উপন্যাস পড়িয়ে, থিয়েটার টকী দেখিয়ে, চা, ডিম, বিস্কুট, খানা খাইয়ে স্ত্রী প্রতিপালন করিতে পারে?

অথচ এইরূপ শিক্ষা দেশশুদ্ধ তরুণীদিগকে দেওয়া হইতেছে—বহু ব্যয় করিয়া তাহাদিগের সাধ্যাতিরিক্ত ভোগেচ্ছা উদ্দীপিত করা হইতেছে—গৃহস্থালী কর্ম্ম শিখিবার অবকাশই তৎকালে থাকে না—ঐরূপ শিক্ষার ফলে অনেক সময়েই তাঁহারা গৃহকর্ম্মে অনিচ্ছুক ও অপারগ হইয়া তাহার ফলে জীবনের সন্তোষ সুখ স্বচ্ছন্দতা চিরকালের জন্য হারান মাত্র। তাঁহারা যেরূপ অর্থসচ্ছল স্বামী চান---যেরূপ আমোদ ও বিলাসিতা প্রয়াসিনী হইয়া পড়েন—তাহা এ দেশে পাওয়া প্রায় অসম্ভব—তাহা অল্প লোকেই দেখিতেছেন। এরূপ অবস্থায় যে সকল কুফল অবশ্যম্ভাবী তাহা ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

হিন্দু মনীষিগণ যখন নারীদিগের জীবনের প্রধান কার্য্যই মাতৃত্ব, গৃহস্থালীও পরসেবা—পরার্থপরতা স্থির করিলেন—সকল স্বার্থপর কর্ম্ম

করিবার বাধ্যতা হইতে অব্যাহতি দিলেন—জাতিভেদ ও যৌথপরিবার প্রথা থাকায়, সন্তানদিগের জীবনের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি থাকায় সন্তানদিগকে জীবন সংগ্রামে উপযোগী শিক্ষা দিবার ভার হইতেও অনেক পরিমাণে অব্যাহতি দিলেন—ঐ সকল বিষয়ে মোটামুটিভাবে জানা, যাহা ব্যক্তি-তান্ত্রিক ও অবাধ প্রতিযোগিতা মুলক সমাজে মাতাদিগের শিশুদিগের সুশিক্ষা দিবার জন্য অত্যাবশ্যক, তাহারও বিশেষ আবশ্যক রহিল না। বাল্যক্যল হইতেই গৃহস্থালী নানা কার্য্যে রোগের সেবা কার্য্যে ও মাতা ও অন্য বয়োজ্যেষ্ঠাদিগের তত্ত্বাবধানে তাঁহাদিগের কার্য্যের যথাসাধ্য সহায়তা করিতে হইত—পুত্ররাও পিতা ও অন্য অনেকের সাহায্যে হাতে কলমে অনেক কার্য্য ও বিষয় শিখিত। অনেক দরিদ্র গৃহস্থের বাড়ীতে মাতার অসুস্থতা কালে বা মৃত্যুর পর, ৮।৯ বৎসরের কন্যা পিতা ও ভ্রাতাদিগের আহার প্রস্তুত ও অন্য সকল গৃহস্থালী কর্ম্ম করে—পরিশ্রান্ত পিতার শ্রম অপনোদনও করিতে যায়—এখনও তাহা সচরাচরই দেখা যায়—প্রতিবেশীরও বিপদকালে তাহাদের ঐরূপ সহায়তা করে। কয়জন শিক্ষিতা পাশকরা তদপেক্ষা অধিক বয়স্কা তরুণীরা তাহা করিতে পারেন—সেরূপ শিক্ষা পাইবার অবকাশ পান? অনেকেই সে কার্য্য হেয় মনে করিতে শিখিয়াছেন—তাঁহারা গৃহস্থালী কর্ম্ম করিতে শিখেন না—অল্পবয়স হইতেই কায়শ্রমে অভ্যস্ত না হওয়ায় তাহা-দিগের শারীরিক সামর্থ্যও হারাইয়াছেন। সুতরাং পরে বিবাহিতা হইয়া স্বামীদিগকে সংসারের সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয়ভারে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়—তরুণরা তজ্জন্য বিবাহ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছেন—নারীদিগের ও দেশে দুর্গতি বৃদ্ধি হইতেছে—মাতাদিগের অস্বাস্থ্যের জন্য পুত্র কন্যা-দিগের কর্ম্মক্ষমতা কমিতেছে—আমরা শ্রম বিমুখ হইতেছি—বাঙ্গালীরা অন্যদেশবাসী অপেক্ষাকৃত অল্পলোকদিগের দ্বারায় জীবন যুদ্ধে পরাজিত হইতেছে।

হিন্দুসমাজ হিন্দুনারীর কার্য্য ও কর্ম্মক্ষেত্র যেরূপ স্থির করিয়াছিলেন তদ্ব্যতীত যখন নারী সমস্যা পূরণের কোন উৎকৃষ্টতর ও আমাদিগের সাধ্য উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন আমাদিগের পুরাতন প্রথাই অনুবর্ত্তন করা

উচিত ও তাহাদিগের শিক্ষা সেইরূপ কার্য্যাপযোগী হওয়া বিধেয়। সচরাচর সকলকেই গৃহস্থালী কর্ম্ম করিতে হয়—তাহার জন্য আহারাদি প্রস্তুত করিতে বা তাহার তত্ত্বাবধান করিতে হয়—তাহা যাহাতে স্বাস্থ্যকর মুখরোচক ও অবস্থানুরূপ ব্যয় সাধ্য হয় তাহা প্রধানতঃ দেখা আবশ্যক। গৃহের পারিপাট্য ও শৃঙ্খলা বিধান করিতে হয়। সে কার্য্য শিক্ষা সচরাচর গৃহেই হয়। অল্প ব্যয় সাধ্য, সহজলভ্য স্বাস্থ্যকর আহার্য্য দ্রব্যের প্রস্তুত করণ সম্বন্ধে পুস্তকাদি প্রণয়ন করা ও তাহা তাহাদিগের পাঠ্য হওয়া উচিত। আমার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় ডাক্তারীমতে স্বাস্থ্য বিধায়ক আহার্য্য ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছি এবং অন্য অনেক অনুসন্ধিৎসু লোকরাও সেইরূপ মনোভাবাপন্ন হইয়াছেন। শ্রদ্ধেয় বন্ধু ৺রমেশচন্দ্র রায় বহুকাল একনিষ্ঠভাবে আহার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তিনি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছিলেন (তাহা লিখিয়া গিয়াছেন কিনা তাহা জানি না)—যে হিন্দুর আহার্য্য ও সচরাচর রোগের পথ্য সম্বন্ধে যে প্রথা প্রচলিত আছে—তাহা কত স্বল্প ব্যয়সাধ্য কত দেশকালোপযোগী—কত শ্রেষ্ঠ তাহা ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। আমরা পাশ্চাত্য আহার্য্য পথ্য ও ঔষধি সম্বন্ধে প্রঘোষণার ফলেই নিত্যই প্রতারিত হইতেছি—তাহাতে আমাদিগের ধনদোহন হইতেছে—অনেক অপকার ও সাধিত হইতেছে। কলিকাতার প্রায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত এম, ডি, র মতও তাহা সমর্থন করে—তিনি নিজে স্বহস্তপক্ক হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করেন। কবিরাজী ও হাকিমী অনুযায়ী, (যখন তাহা কবিরাজী মতের বিরুদ্ধ না হয়) তাহার বহু প্রচার বিধেয়। ইংরাজী স্বাস্থ্যবিধায়ক পুস্তকাদিতে লিখিত বহু মতই এ গরীবদেশে অপ্রযোজ্য ও অনেক সময়ে ভ্রমসঙ্কুল। রোগের সেবা বিষয়ে (nursing) ইংরাজী প্রথা বহু শ্রেষ্ঠ, তাহা আমাদিগের তরুণীদিগের পাঠ্য হওয়া উচিত। এ সকল কার্য্য হাতে কলমে শিক্ষাই প্রধান আবশ্যক।

পূর্ব্বে বর্ষীয়সী নারীরা প্রায় সকলেই সচরাচর ভোগ্য রোগের—যথা সর্দ্দি, কাশী, জ্বর, পেটের অসুখ, রক্ত আমাশয়, ছেলেদের ঘুংড়ী, তড়্‌কা, প্রসূতির রোগের ঔষধি ও ব্যবস্থা, সবিশেষ জানিতেন—ঠাকুমাদের

ঝুলির ভিতর অনেক টোট্‌কা ঔষধ প্রস্তুত করা থাকিত—তজ্জন্য ডাক্তার কবিরাজ ডাকিতে হইত না। এখন সহরে বোধ হয় সকলেরই কিছু কিছু হোমিওপ্যাথিক গৃহচিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া উচিত—তাহাতে অনেক ব্যয়ভার হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

নারীদিগের জীবনের প্রধান কার্য্যই যখন গৃহস্থালী, রোগাদি সেবা ও পরার্থপরতা তখন তাঁহাদিগের জীবনের প্রধান শিক্ষাই সংযম—ভোগাশক্তিত্যাগ—তাহা সকল পরার্থপর লোকদিগের জীবনেই পরিলক্ষিত হয়। সে শিক্ষা প্রধানতঃ যাহাকে সচরাচর হৃদয়ের শিক্ষা বলা হয়—স্বার্থপর জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির নয়। ইংরাজী দর্শন শাস্ত্রে মনের যে তিনটি বৃত্তি আছে বলিয়া স্বীকৃত—knowing, willing and feeling—হিন্দু দার্শনিকরা যাহাকে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি আখ্যা দেন—তাহার ভিতর feeling (ভাব বা ভক্তি) এবং willing (ইচ্ছাশক্তিরই) এর শিক্ষা প্রধানতঃ আবশ্যক। প্রকৃতির নিয়মে নারীরা প্রধানতঃ ভাব প্রবণতায় অধিক পরিচালিত হয়—(They are moie guided by emotion and sentiment—made by the heart than by the head) প্রায় সকলেই তাহা স্বীকার করেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগের সেই ভাবপ্রবণতা যাহাতে উচ্চ মহৎ আদর্শে পরিচালিত হয়—স্বার্থপর কুপ্রবৃত্তির দমন হয়—ষড়রিপু জয় করিতে পারেন তাহাই হিন্দু নারীশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য—হিন্দু সমাজ গঠনে তাঁহাদিগের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির বিশেষ বিকাশের আবশ্যক নাই। তবে হিন্দু জীবনের লক্ষ্য, আদর্শ ও মূল বিশ্বাসগুলি হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক, কারণ—তাঁহারাই গৃহে গৃহে সন্তানদিগের ও পরিবারস্থ অন্য লোকদিগের পরার্থপরতার শিক্ষয়িত্রী। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে মহৎ জীবনী সকল পড়ান বা শুনান আবশ্যক, যাহাতে তাঁহারা সেই সকল মহাত্মাদিগের জীবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে পারেন। তজ্জন্য পূর্ব্বে সকল সঙ্গতিপন্ন লোকদিগের বাড়ীতে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবতাদির পাঠ ও কথকতা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্যের ভিতর গণ্য ছিল এবং তাহাতে নারীদিগের ও সাধারণ লোকদিগের জীবনের প্রধান শিক্ষা হইত। ধ্রুব ও প্রহ্লাদ উপাখ্যানে ব্রহ্মের—যাঁহার

মূর্ত্ত প্রকাশ শ্রীহরি—সর্ব্বময়ত্ব হৃদয়ঙ্গম করান হইত—অন্য নানা উপাখ্যানে জন্মান্তর ও কর্ম্মবাদও হৃদয়ঙ্গম করান হইত। তাহারই ফলে এদেশের নিরক্ষর লোকরা হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের মূল তত্ত্ব সকল জানিত—তজ্জন্যই পণ্ডিত মোক্ষমুলার (Max. Muller) হিন্দুদিগকে দার্শনিকের জাতি বলিয়াছেন—(a nation of philosophers)। জন্মান্তর ও কর্ম্মবাদে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে কোন লোকই কুকার্য্য করিতে পারে না—করা লোক-দিগের সম্মুখে চুরি করারই মত আহাম্মকির কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়—সুপ্রবৃত্তি উদ্দীপিত হয়—লোকরা নির্ভীক হইতে পারে—সকল অবস্থায়ই হৃদয়ে বল ও জীবনে শান্তি পাইতে পারে—কর্ত্তব্য জ্ঞান দৃঢ়ীভূত হয়—সকল প্রকার ঋণ, কি ভালবাসার, কি সামান্য সাহায্যে ঋণ পরিশোধ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হয়—কর্ত্তব্য সহজেই স্থিরীকৃত ও কর্ত্তব্য-জ্ঞান দৃঢ়ীভূত হয়। এই জন্মান্তর ও কর্ম্মবাদই হিন্দুর বৈশিষ্ট্য—যাহাদিগের এই মতবাদে বিশ্বাস নাই তাহারা হিন্দু নামধেয় কিনা সন্দেহ। সেইরূপ শিক্ষা দিবার বিশেষ চেষ্টা থাকা এখন অত্যাবশ্যক—সেইরূপ মহৎ জীবনী ও জন্মান্তর ও কর্ম্মবাদ সাপেক্ষ প্রমাণাদি সমন্বিত পুস্তক পাঠই নারীদিগের অত্যাবশ্যক, সেইরূপ পুস্তকাদির বহু প্রচার বাঞ্ছনীয়।

গৃহস্থালী কর্ম্মের জন্য আবশ্যক সামান্য ভাবে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, practice, Rule of three, শুভঙ্করী জানা থাকিলেই যথেষ্ট। Binomial Theorem, Economics, Politics ইত্যাদির বিশেষ কোন আবশ্যক নাই।

প্রত্যহ প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় পূজাও বিশেষ মঙ্গলজনক প্রতিষ্ঠান। ইহাতে যে মনে শান্তি পাওয়া যায় মনের কুপ্রবৃত্তি ও দুশ্চিন্তা হইতে অনেক পরিমাণে মুক্তি পাওয়া যায় তাহা নিশ্চিত—অনেকের একাগ্রতায় বিগ্রহ মূর্ত্তিমান ও সজীব হন তাহা অবিশ্বাস করা—হাঁসিয়া উড়াইয়া দেওয়াও একপ্রকার কুসংস্কার। ৺রামকৃষ্ণ দেবের জীবনী পাঠ করিলে তার্কিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি ৺বিবেকানন্দ, ৺গিরীশ ঘোষাদির মতন লোকের কথা অবিশ্বাস করা যায় না। গৃহে গৃহে এইরূপ জাগ্রত ঠাকুরের কথা অনেক বিশ্বাস্য লোকই বলিয়া থাকেন—সেই সকল ঠাকুরের দত্ত ঔষধাদিতে যে অনেক

দুরারোগ্য রোগ সারিয়া যায় তাহা অবিশ্বাস করা যায় না। অনেক ঠাকুর বা দেবতা যে (higher spirits) বিশেষ শক্তি সম্পন্ন অশরীরি জীব তাহা পাশ্চাত্য আধ্যাত্মিক ও ভৌতিকতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠে বোঝা যায়। এসকল কথা ছাড়িয়া দিলেও এইরূপ নির্দ্দিষ্ট সময়ে পূজা করায় যে মনের একগ্রতা হয়, মনের উপর প্রভুত্ব লাভ করা যায় তাহা মনস্তত্ব বিজ্ঞান সমর্থন করে। শিশুদিগকে পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া পাঠে মন সংযোগ করান হয়। সকল লোকেরই জীবনে বহু আকঙ্ক্ষনীয় বস্তু আছে, অনেক রোগ দুঃখ কষ্ট নিবৃত্তিও প্রার্থনীয় আছে—দেবতাকে একাগ্রমনে ডাকিতে পারিলেই তাঁহার অনুগ্রহে সকল মনোবাঞ্ছা পূরণ হইতে পারে এই বিশ্বাসে যত মন একাগ্র হইতে পারে তত অন্য কোন উপায়ে হয় না। সুতরাং এইরূপ পূজা পদ্ধতিতে মনকে একাগ্র করিবার ক্ষমতা সকলের বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হয় এবং তাহার বুদ্ধিরও বিকাশ হয় সকল প্রকার জ্ঞানার্জ্জন করা সহজ হয়। সুতরাং ইহা সকলেরই শিক্ষার অন্তর্গত হওয়া বিধেয়। এদেশের নারীরা তজ্জন্য এইরূপ পূজা করিতেন —তাহার শুভফলও পাইতেন। জিমনাষ্টিকে (Gymnastics) যেমন শারীরিক শক্তি বিকাশ হয়—এইরূপ পূজায় ও মনের জিমনাষ্টিক হয়— মানসিক শক্তি বিকাশ হয়। মনকে পূর্ণভাবে একাগ্র করিতে পারিলে জ্ঞান কত সহজ লভ্য হয় তাহা ৺রামকৃষ্ণদেব সকলকে দেখাইয়া গিয়াছেন। দেবতা জাগ্রত হউন না হউন ইহাতে সকলেরই অন্তর্নিহিত শক্তি বিশেষভাবে উদ্বোধিত হয়। সাকার বিগ্রহে মন সংযোগ করা সহজ সাধ্য নিরাকার ভগবানকে বা ব্রহ্মে মনঃসংযোগ দুঃসাধ্য—প্রায় অসাধ্য। বিগ্রহ সেই ভগবানেরই, সগুণ ব্রহ্মের, প্রতীক বলিয়াই হিন্দুরা তাহার পূজা করিয়া আসিতেছেন—ইহাকে পৌত্তলিকতা বলা অযথা গালাগালি। এইরূপ পূজা ত্যাগে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে।

পরিশিষ্ট (খ)

হিন্দু নারীর উত্তরাধিকারী হওয়ার আইন।

আজকাল একদল নারীসত্ব প্রসারক সংস্কারকরা হিন্দু নারীর উত্তরাধিকার বিষয়ক আইন নিত্যই পরিবর্ত্তন করিতেছেন ও তদ্বারায় তাঁহাদিগের দুর্গতি বৃদ্ধি করিতেছেন, তজ্জন্য হিন্দু আইনের উদ্দেশ্য ও মর্ম্ম কি তাহা জানা আবশ্যক।

হিন্দু মনীষিগণ নারীদিগকে সসম্মানে সস্নেহ ভক্তিতে প্রতিপালনের ভার লইয়াছিলেন, বিষয়কার্য্য অর্থোপার্জ্জন ও রক্ষণ করিবার বাধ্যতা হইতে মুক্তিদান করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, তজ্জন্যই যৌথ পরিবারে কেবল তাঁহারা যৌথ পরিবারের অবস্থানুরূপ গ্রাচ্ছাদন পাইবেন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—সম্পূর্ণ অধিকারিণী করেন নাই। হিন্দুরা ঋষিদিগকে ত্রিকালজ্ঞও মনে করেন, কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কেহই নির্ভুল হইতে পারেন না—তাঁহারা ভাবিতে পারেন নাই যে কোন হিন্দু সন্তান একালে এতদূর অকৃতজ্ঞ নারীসত্ব প্রসারক অবলাবান্ধব জন্মিবে যে তাহারা, সেবাব্রতরতা মা বোনকে সশ্রদ্ধ ভক্তির স্নেহে প্রতিপালন করিতে পরাম্মুখ হইতে পারে, তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিতে চাহিবে। তজ্জন্য যখন যৌথ পরিবার ভাঙ্গিয়া যায়—সকলে পৃথক হয় তখনই কেবল তাহাদিগের জন্য পৃথক অংশ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কন্যারা বিবাহের দ্বারায় তাহাদিগের স্বামীর বংশের পোষ্য কন্যা হয়—তজ্জন্যই তাহাদিগের তৎকালে গোত্রান্তর হয়—এবং স্বামীর পিতৃমাতৃকূলের প্রধানতঃ অবশ্য প্রতিপাল্য হয় এবং তাহারা অক্ষম হইলে তবে তাহার নিজের পিতৃমাতৃ বংশে প্রতিপাল্য হয়। চিরকালই তাহারা ভ্রাতার সংসারে সসম্মানে ও সস্নেহে প্রতিপালিত হইত। এখন কন্যাদিগকেও পিতার বিষয়ে ভ্রাতাদিগের সহিত উত্তরাধিকারিণী করা হইতেছে। তাহার ফলে যে যৌথ পরিবার প্রথা সমূলে উঠাইয়া

দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে তাহা সংস্কারকগণ দেখিবার আবশ্যক বিবেচনা করেন না—যৌথ পরিবার প্রথা না থাকিলে আমরা যে বাঁচিতে পারিনা, গরীবদিগকে প্রতিপ্রালন করাই অসাধ্য হয়, তাহাও দেখিবার আবশ্যক তাঁহারা বোঝেন না—অধিকাংশ নারীদিগের যে বিবাহই হইতে পারে না তাহাও দেখিবার আবশ্যক বিবেচনা করেন না। একদিকে যেমন কন্যারা পিতৃত্যক্ত বিষয়ের অধিকারিণী হইবে, অন্যদিকে ভ্রাতাদিগের পিতৃত্যক্ত বিষয়ের অংশ অল্প হইবে—কন্যাদিগের স্বামীরা শ্যালকদিগের সহিত একান্নভুক্ত থাকিতে না পারায়, প্রথমতঃ বাঁটোয়ারা মামলায় সকলেই সর্ব্বস্বান্ত হইবেন,—মুসলমানদিগের আপেক্ষিক আর্থিক অবস্থা হীনতার মূলকারণই কন্যাদিগের অংশপ্রাপ্তি বিধি (হিন্দু আইনের দ্বারায় পরিচালিত বোম্বাইএর বোরা মুসলমানদিগের আপেক্ষিক আর্থিক উন্নত অবস্থা তাহার প্রমাণ)—দ্বিতীয়তঃ ঐরূপ ভাগে পুত্রেরা আপেক্ষিক অল্প ভাগ পাওয়ায়—বাঁটওয়ারা অপরিহার্য্য হওয়ায়—বিবাহ করিতে অপারগ হইবে—ভ্রাতাদিগের ভগিনীদিগকে সাহায্য করিবার বাধ্যতা জ্ঞান থাকিবে না—মামলার জন্য বিদ্বেষভাবও উত্থিত হইবে—তরুণীরা বহুরূপে প্রতারিত হইবেন—সে সকল তুচ্ছ বিষয় দেখিবার আবশ্যক ও সময় এইরূপ অবলাবান্ধব সংস্কারকদিগের নাই। একে তো অধিকাংশ লোকেরই বিষয়াদি প্রায় কিছু নাই—সামান্য দুই দশ বিঘা জমি মাত্র আছে—তাহাই বহুধা বিভক্ত হওয়ায় মামলাযুক্ত হওয়ায়—দেশের কৃষিকার্য্যের ও দ্রুত উন্নতি হইবে তাহাও বোধ হয় সংস্কারকরা দিব্যচক্ষে দেখিতেছেন। হিন্দুসমাজ গঠনের মূল ভিত্তি কি—সামাজিক নিয়মের উদ্দেশ্য কি—সংস্কার তাহার উপযোগী কিনা তাহাও জানিবার কোন চেষ্টা নাই—সুতরাং তাহাদিগের দ্বারায় প্রবর্ত্তিত প্রায় সকল সংস্কার—কি বিবাহ সংক্রান্ত আইন—কি উত্তরাধিকারী সংক্রান্ত আইন—ইলেক্‌ট্রিসিটি পরিচালিত মোটর গাড়ী বা কল মেরামত করিতে—বাষ্পপরিচালিত কাপড়ের কলের চাকা বা এঞ্জিন বসানরই অনুরূপ হইতেছে ও তজ্জন্য নারীদিগের দুর্গতি বৃদ্ধি করা হইতেছে।

পরিশিষ্ট (গ)

আমাদিগের দুর্গতি মোচনের নিমিত্ত আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় নিম্নলিখিত বিষয়ে আমাদিগের সকলেরই যথাসাধ্য চেষ্টা করা বিধেয় হইলে আশু বিশেষ শুভ ফল পাওয়া যাইতে পারে :—

১। জন্মান্তর ও কর্ম্মবাদে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনা করা।

পাশ্চাত্যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও ভৌতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান হইতেছে—বহু প্রমাণ সংগ্রহ হইয়াছে—সেইগুলির বহুপ্রচার বাঞ্ছনীয়। এই মতবাদ হিন্দুধর্ম্মের, নীতির ও চরিত্র গঠনের মূল ভিত্তি। ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস লোপে আমাদিগের দ্রুত নৈতিক অবনতি হইতেছে। দরিদ্র-দিগের চরিত্রহীনতায় সচরাচর মারাত্মক জাল জুয়াচুরী চুরি ডাকাতি ভিন্ন তাহাদিগের কোন উন্নতি হইতে পারে না। আমরা জাতি হিসাবে অত্যন্ত দরিদ্র ও পরাধীন। জাতিগতভাবে চুরি ডাকাতি করিতে আমরা পারিব না—সুতরাং আমাদিগের নৈতিক অবনতি ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ চিরকালের জন্য রুদ্ধ করিতেছে—জাতীয় উন্নতি ফাঁকিবাজি,ধাপ্পাবাজিতে, বক্তৃতায় হয় না। মুসলমান আমলে আমাদিগের চরিত্রবলেই রাজস্ব ও ধন-বিভাগ (finance) আমাদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। আমাদের ফাঁকি দিবার প্রবৃত্তি ও অনির্ভরনীয়তা (কি মনিবের, কি চাকরের) ও শ্রমবিমুখতা আমাদিগের ব্যবসায় ও শিল্পোন্নতির প্রধান অন্তরায়।

২। ভোগ বিলাসিতা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়—বিশেষতঃ অন্যদেশে প্রস্তুত বিলাসদ্রব্য বিষবৎ বর্জ্জনীয়—যাহারা ঐরূপ বিলাসভোগী, তাহারা সমাজে বিশেষ নিন্দনীয় হওয়া উচিত, সকলেরই স্বদেশজাত দ্রব্য ভিন্ন অন্য দ্রব্য যত অল্প ব্যবহার করা যায় তাহার জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যেখানে দেশের লোক অনাহারে, অর্দ্ধাহারে, বিনা চিকিৎসায় মরে সেখানে বিলাসিতা মাত্রেই হৃদয়হীনতার পরিচায়ক। বিগত মহাসমরের সময়ে, পাশ্চাত্যদিগের দুর্গতির সময়ে ক্রোরপতিরাও সামান্য চিনিও অতি অল্পমাত্রায় খাইতে পাইতেন, কাপড়ের ব্যবহার ও অতি স্বল্প করিতেন। তজ্জন্যই Short skirt ও Pantএর প্রবর্ত্তন হয়। আমা-দিগেরও তজ্জন্য সকলের সকল বিলাসিতা ত্যাগ কর্ত্তব্য।

পরিশিষ্ট (গ)

৩। পিতৃমাতৃভক্তি বিশেষভাবে উদ্দীপিত করা। ত্যাগশীল ভালবাসাই জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিষ, তাহার ঋণ পরিশোধ না করা অতিশয় ঘৃণার্হ। পিতামাতার ভালবাসার ঋণ পরিশোধ করিতে সকলেরই যথাসাধ্য চেষ্টা করা বিধেয়—তাঁহাদিগের আজ্ঞা পালন সর্ব্বসময়েই কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই নীতি শিক্ষাও সচরাচর অতি সহজ হয়, ইচ্ছাশক্তির (will) শিক্ষা (training) হয়—যৌথ পরিবার প্রথা পুনর্গঠন সহজ হয়।

৪। যৌথ পরিবার-প্রথা, সঙ্ঘবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের (Communism ও Socialism) প্রথম নেতাদিগের 'মূলসূত্রানুযায়ী (From each according to his ability, to each according to his needs)—যাহার যতদূর সাধ্য সে যৌথপরিবারের মঙ্গলের জন্য করিবে, যাহার যাহা আবশ্যক সে তাহা পাইবে—ইহার পুনর্গঠনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন দেশব্যাপী হাহাকার নিবারণ করিবার কোন উপায় না দেখিয়াই—কি এদেশে, কি বিদেশে—অনেক লোক রুষিয়ার মত ধনী ও ধনিকদিগকে সর্ব্বস্বান্ত ও নিহত করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই মনে করেন ও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। তাহার যে সকল দোষ আছে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। তাহা যে এখন আমাদিগের অসাধ্য তাহা সহজেই বোঝা যায়। সেরূপ চেষ্টার ফলে দেশে ক্রমাগতই অন্তর্দ্রোহ সৃজিত হইতেছে, তাহাও প্রতীয়মান হইতেছে। রুষিয়ায়ও যথেষ্ট মতভেদ ও ভিতরে অন্তর্দ্রোহ ধূমায়মান, সেখানেও কমিউনিসম্ কোন স্থায়ীরূপ ধারণ করিতে পারে নাই, নিত্যই পরিবর্ত্তন হইতেছে। সভ্যতার বহুস্তরস্থিত বহুজাতি সমাবিষ্ট, বহু-ভাষাভাষী, ভারতে সেরূপ করার পূর্ব্বে মহাপ্রলয়ের মত ধ্বংশ ও অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ভারতমনীষিগণের প্রদর্শিত পন্থা—যাহাতে সমাজ-তন্ত্রবাদ ও সঙ্ঘবাদের একটা স্থায়ী আশু শুভজনক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—যাহা প্রত্যেকটীর পরিবার এক একটি বিভিন্ন commune—তাহাই পুনর্গঠন করিবার চেষ্টায় আমাদিগের সকল বুদ্ধি ও চেষ্টা পুঞ্জীভূত করা সকলেরই একান্ত বিধেয় হইয়াছে। তদ্ভিন্ন নারীদিগের ভীষণ দুর্গতিও

ঘোচে না। অন্যদেশে আমাদিগের অপেক্ষা শিল্পে, বাণিজ্যের বহু উন্নতিসত্ত্বেও কোথাও দারিদ্র্য সমস্যাও নারী সমস্যা পূরণ হয় নাই।

৫। জাতিভেদ প্রথার মূলভিত্তি অনুযায়ী কালোচিত সংস্কার—জাতিগত পঞ্চায়ৎ দ্বারায়—করা বিধেয়—অন্যের তাহাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। প্রথমতঃ সকল জাতি শাখাগত সভা স্থাপন করিয়া যাহাতে সে জাতির সকল দুঃস্থ ও অনাথরা প্রতিপালিত হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত (২) জাতীয় বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে সচেষ্ট হওয়া উচিত, তজ্জন্য তাহার উন্নতি বিধায়ক শিক্ষা ও উপায় অবলম্বনীয়। (৩) সমবায় প্রথার দ্বারায় তাহাদিগের উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় ও তাহাদিগের শিল্পের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়ের সুবিধা করা উচিত। এই সমবায় প্রথাই পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ দান, তাহার বহু বিস্তারে আমাদিগের যথাসাধ্য চেষ্টা করা বিধেয়। তজ্জন্য জাতীয় বীমা ও ব্যাঙ্ক স্থাপন করা বিধেয়। (৪) মামলা মকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি করা বিধেয়। (৫) প্রত্যেকের স্বগ্রামবাসীদিগের মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা—মামলা মকদ্দমা গ্রামস্থ পঞ্চায়ৎ সাহায্যে নিষ্পত্তি করা। জন্মান্তর ও কর্ম্মফলবাদে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে এই মামলা করিবার প্রবৃত্তি নিবারিত হয়। (৬) গ্রামস্থ পুষ্করিণী আদির সংস্কার ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করা। (৭) প্রত্যেকে দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের কি নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যায় তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। Imperial Gazetter ও Dr. Watts' Dictionary of Economic Products সকল Libraryতে থাকা ও তাহা বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করান আবশ্যক। গ্রাম্য উন্নতির জন্য কংগ্রেস হইতে ইহা করান উচিত। Scientific American এবং Encyclopœdia of Receipts and formulas ও ঐরূপ নানা শিল্প বিষয়ক পুস্তকাদি বাঙ্গালা, হিন্দি, উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদিত ও প্রচারিত হওয়া বিধেয়। পুস্তকালয়গুলিতে এইরূপ পুস্তক থাকা বিশেষ আবশ্যক, বাজে নাটক উপন্যাস বর্জ্জনীয়, তাহাতে দেশের বিশেষ অপকার হইতেছে।